مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৪

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-৪)

[ইমামত, নামাযে ভুলত্রুটি, তেলাওয়াত ও শোকরের সিজদা, মাজুরের নামায, কাযা নামায, সফর ও মুসাফিরের বিধান, জুমু'আ, খুতবা, ঈদ তাকবীরে তাশরীক, বিতর নামায, সুন্নাত ও নফল নামায]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ : ইমামত	**২১**
ইমাম হওয়ার শর্ত	২১
ইমামের যোগ্যতা	২১
হাজির-নাজির আকীদা পোষণকারীর ইমামতি	২২
হক্কানী উলামায়ে কেরামকে তাচ্ছিল্যকারীর ইমামত	২৩
সাহাবাবিদ্বেষী ও সুন্নাতের উপহাসকারীর ইমামত	২৪
জামায়াতপন্থীর পেছনে জানাযার ইক্তিদা	২৪
জামায়াতের সদস্য/মওদুদীর আকীদায় বিশ্বাসীর ইমামত	২৫
জামায়াতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর ইমামত	২৬
ইমামের অনুসরণ সর্বক্ষেত্রে আবশ্যক নয়	২৬
লা-মাযহাবীর পেছনে হানাফীর ইক্তিদা	২৭
তাকলীদকে শিরক বিশ্বাসকারী ইমামের ইক্তিদা	২৯
যে কারণে গাইরে মুকাল্লিদের পেছনে ইক্তিদা নিষেধ	৩০
অন্য মাযহাবপন্থী ইমামের ইক্তিদা	৩১
গাইরে মুকাল্লিদ ইমামের ইক্তিদা	৩২
কথিত আহলে হাদীসকে হকপন্থী বলে বিশ্বাসীর ইমামত	৩৩
বিদ'আতী আলেমের ইক্তিদা	৩৪
তাবলীগপন্থী আলেমের ইক্তিদা	৩৫
মওদুদীপন্থীর ইক্তিদা করা	৩৬
হাজির-নাজিরে বিশ্বাসীর পেছনে ইক্তিদা	৩৬
কবিরাজ ইমামের ইমামতি	৩৭
নবীগণ ও সাহাবাগণের সমালোচকের ইমামত	৩৮
কালো খেজাব ব্যবহারকারীর ইমামত	৪০
আলেমের উপস্থিতিতে জেনারেল শিক্ষিত বুযুর্গকে ইমাম বানানো	৪১
বধির ও মুস্তাহাবের পাবন্দ নয়, এমন ইমামের ইক্তিদা	৪২
অবিবাহিতের ইমামত নিঃসন্দেহে বৈধ	৪৩
বিবাহিত হওয়া ইমামতের জন্য শর্ত নয়	৪৪
মিথ্যুক ও বায়তুল্লাহর গিলাফের ব্যাপারে অবান্তর মন্তব্যকারীর ইমামত	৪৪
মিথ্যা বলে ভুল স্বীকারকারীর পেছনে ইক্তিদা	৪৫
মিথ্যাবাদী ইমামের পেছনে ইক্তেদার হুকুম	৪৬
মিথ্যুক আত্মসাৎকারী সমকামীর ইমামত অবৈধ	৪৭

Scanned by CamScanner

	৪৮
তহবিল তসরুফকারীর ইমামত	৪৯
প্রতারক ও বেপর্দা মেয়েদের শিক্ষাদানকারী ইমামতের অযোগ্য	৫০
ইমামের কিরাতের ভুল যোগ্য ব্যক্তিই ধরবে	৫১
অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে সহীহ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা	৫২
ء،ع،ه،ح এর ভুল উচ্চারণকারীর ইমামত	৫৩
সংগত কারণে ঘৃণিত ও বরখাস্তকৃতের ইমামত	৫৪
তাকবীরের হামযায় মাদ্দকারীর ইমামত ও নামাযের হুকুম	৫৫
الله اكبر কে االله اكبر উচ্চারণকারীর পেছনে ইক্তিদা	৫৬
ভোটের মাধ্যমে অযোগ্যের নিয়োগ	৫৭
তোতলা ব্যক্তির নামায ও ইমামতের বিধান	৫৯
'আল্লাহ বার' উচ্চারণকারীর ইমামত	৬০
অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইমামত	৬১
অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে ইক্তিদা	৬২
হরহামেশা ভুলকারীর ইমামত	৬৩
গান শ্রবণকারী ও টিভি দেখায় অভ্যস্ত ব্যক্তির ইমামত	৬৪
টিভি দেখার বৈধতার প্রবক্তার ইমামত	৬৪
নাটক-সিনেমা দেখেন এমন ব্যক্তির ইমামত	৬৫
টিভি দেখা, দাড়ি কাটা বৈধ এবং মাযহাব অপ্রয়োজনীয় বলে এমন লোকের ইমামত	৬৭
বাদ্যযন্ত্রকে জায়েয ও হারামকে হালাল বলে বিশ্বাসীর ইমামত	৬৮
আলেম নয় ও ঘরে টিভি রাখে, এমন ব্যক্তির ইমামত	৬৯
অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা না করে মসজিদ ত্যাগ	৭০
তুলনামূলক এক হাত দুর্বলের ইমামতি	৭১
ছেলের অপরাধে ইমাম অপরাধী হবে না	৭১
অস্ফুট আওয়াজের অধিকারীর ইমামত	৭২
শার্ট-প্যান্ট পরিহিত ইমামের ইক্তিদা	৭৩
দাড়ি কিছু রাখে কিছু কাটে, এমন ব্যক্তির ইক্তিদা	৭৩
দাড়ি ছাঁটা ও ধূমপায়ীর পেছনে ইক্তিদা	৭৪
ঢিলা ব্যবহারের প্রচলিত পদ্ধতিকে ব্যঙ্গকারী ইমামের বিধান	৭৫
পর নারীকে সঙ্গে নিয়ে হজে গমনকারীর ইমামত	৭৭
সহশিক্ষায় জড়িত আলেমের ইমামতের বিধান	৭৮
কারণবশত গাঁজা খেয়ে তাওবাকারীর ইমামতি সহীহ	৭৮
ঈদের একাধিক জামাআত হলে প্রথম জামাআতের ইমামতির কে বেশি	

Scanned by CamScanner

হকদার	
ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন নেওয়া বৈধ	৭৯
হারাম উপার্জনকারীর ঘরের খানা বৈধ মনে করে এমন ব্যক্তির ইমামত	৮০
সুদখোর, সহশিক্ষায় জড়িত ধোঁকাবাজের ইক্তিদা করা	৮২
সুদি প্রতিষ্ঠানের কাছে বাড়ি ভাড়াদাতার ইক্তিদা করা	৮৩
সুদি প্রতিষ্ঠানের নামাযঘরে ইমামতি করা ও বেতন নেওয়ার হুকুম	৮৪
ব্যাংকের অফিসে নামায পড়িয়ে বেতন গ্রহণ করা	৮৫
সুদখোরের ঘরে খানা খেয়ে ইমামতি করা	৮৬
না শুনিয়ে সালামের উত্তরদাতার ইমামতি	৮৭
মাদ্রাসা থেকে ঋণ গ্রহণকারীর ইমামত	৮৮
মসজিদের টাকা আত্মসাৎকারীর ইমামত	৮৯
মুফতী না হয়ে মুফতী পরিচয় দানকারীর ইমামত	৯১
এক পা-বিশিষ্ট ব্যক্তির ইমামতি	৯২
খতীবের জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমামের ইমামতি	৯৩
ইমামের ইমামতিতে খতীবের হস্তক্ষেপ	৯৪
ধোঁকাবাজের ইমামতির হুকুম	৯৫
তৃতীয় সিঁড়িতে খুতবা প্রদানকারীর ইক্তিদা	৯৫
বিশ্বাসঘাতক-মিথ্যুক ও স্ত্রীর পর্দার ব্যাপারে উদাসীনের ইমামত	৯৬
ঈদ বোনাসের জন্য ইমামের নামায বয়কট	৯৬
ইমামতির দায়িত্বে অবহেলা করে বেতন গ্রহণ	৯৭
সংগত কারণে ইমামের প্রতি মুসল্লিদের অনাস্থা	৯৮
চোগলখোর ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীর ইমামত	৯৯
রাসূল (সা.), আলেম সমাজ, তাবলীগ ও মাদ্রাসাবিরোধীর ইমামত	১০০
জামাআতের দাঈর পেছনে ইক্তিদার হুকুম	১০১
ব্যক্তিগত বিরোধে ইমামের পেছনে নামায না পড়া	১০২
জিনের পেছনে মানুষের ইক্তিদা	১০৩
অন্যায়ভাবে ইমামের সাথে অসদাচরণ করা	১০৪
ইমাম ছাড়া অন্যকে ইমামত করার অনুমতি কেউ দিতে পারে না	১০৭
দরখাস্তের মাধ্যমে ছুটি নিতে ইমামকে বাধ্য করা	১০৯
টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী ও রোগীর ইমামত	১০৯
বেতনভুক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়া	১১১
তারাবীহ ও ঈদের নামায পড়িয়ে হাদিয়া গ্রহণ	১১১
যোগ্যতা গোপনকারীর ইমামত	১১২

Scanned by CamScanner

ইমামকে সরিয়ে অন্য কাউকে ইমামতি করতে দেওয়া	১১৪
ইমামের অনুমতি ছাড়া বড় আলেমও ইমামতি করতে পারবেন না	১১৪
তুলনামূলক যোগ্য ব্যক্তি ইমামতি করবেন	১১৫
বিভিন্ন বিষয়ে অভিযুক্ত ইমামের ইমামত	১১৬
নাবালেগের পেছনে বালেগের তারাবীহ	১১৮
অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে ইমামের বেঁচে থাকতে হবে	১১৯
নামাযে ভুলের কারণে ইমাম অযোগ্য হয় না	১২০
মুয়াজ্জিন ইমামতির বেতন পাবে না	১২১
মুক্তাদীদের বিবেচনায় নামায লম্বা-সংক্ষিপ্ত করবে	১২২
সপ্তাহে কয়েক ওয়াক্তে ইমামের অনুপস্থিতি	১২৩
রাতভর গল্প করে ফজরে ইমামতি না করা	১২৩
মাজারপন্থী, স্বার্থপর ও ঘুষের আশ্বাস প্রদানকারীর ইমামত	১২৪
বেতনভুক্ত ইমাম-মুয়াজ্জিন সাওয়াব পাবেন	১২৬
কোরআন শরীফ ও বদনা চালানদাতার ইমামত	১২৬
অন্ধ আলেমের ইমামত	১২৭
আলেম জারজ সন্তানের ইমামত	১২৮
ভ্যাসেক্টমি অপারেশনকারীর ইমামত	১৩০
ফাসেকের ইক্তিদাকারী ফাসেক কি না	১৩১
জুমু'আ না পড়িয়ে দলীয় মাহফিলে যোগদান	১৩২
সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীর ইমামত	১৩২
ইমামের অজান্তে অন্য ইমামের নিয়োগ ও বেতন প্রসঙ্গ	১৩৩
নামাযে বেশি তাড়াহুড়া করা ইমামের জন্য অনুচিত	১৩৪
রাজারবাগপন্থীর ইক্তিদা অবৈধ	১৩৫
প্রেসারের রোগী ও অসুস্থ ব্যক্তির ইমামত	১৩৬
অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে ইক্তিদা	১৩৭
মুতাওয়াল্লী কাউকে ইমামতির অনুমতি দিতে পারেন না	১৩৮
একাকী নামাযরত ব্যক্তির ইক্তিদা করা	১৩৯
মহিলা জামাআতের মহিলা ইমাম	১৪০
পরিবার-পরিকল্পনার কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর ইমামত	১৪১
বেতনভুক্ত ইমামের ইক্তিদা না করা	১৪২
ব্র্যাকের সহযোগীর ইক্তিদা করা	১৪২
মাসেহকারীর পেছনে ওজুকারীর ইক্তিদা সহীহ	১৪৪
বাংলাদেশে আরাকানি লোকের ইমামতি	১৪৫

Scanned by CamScanner

ইমামতি চাকরি নয় এবং ইমামের জন্য নীতিমালার প্রণয়ন	১৪৬
মেহরাবে ইমামের সুন্নাত আদায় ও মিম্বরে বসে বয়ান করা	১৪৮
সুন্নাতে মুআক্কাদা ইচ্ছাকৃত তরককারীর ইমামত	১৪৯
নিজের চেয়ে অযোগ্য ব্যক্তির ইক্তিদা করা	১৪৯
বেপর্দা ইমাম ইমামতের অযোগ্য	১৫২
সহশিক্ষাদানকারী ইমাম হওয়ার অযোগ্য	১৫৩
ঈদের নামাযে সহশিক্ষাদানকারীর ইমামত	১৫৩
বেপর্দা ঝাড়-ফুঁককারী ফাসেক	১৫৪
সহশিক্ষাদানকারীকে খতীব ইমাম বানানো	১৫৫
গার্লস স্কুলে চাকরিরত ব্যক্তি ইমাম হতে পারেন না	১৫৬
ফাসেকের পেছনে নামায পড়া ও আদায়কৃত নামাযের হুকুম	১৫৭
বেপর্দা তাবিজ বিক্রেতার ইমামতির হুকুম	১৫৮
দাইয়্যুছের ইমামতের হুকুম	১৫৯
যার স্ত্রী স্কুলশিক্ষিকা সে ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়	১৬০
অযোগ্য ও নগ্ন ছবি দর্শনকারীর ইমামত	১৬১
স্ত্রীর প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্টকারীর ইমামত	১৬২
স্ত্রীকে মহিলা মাদ্রাসায় রাখেন এমন ব্যক্তির ইমামত	১৬৩
অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে সহীহ তেলাওয়াতকারীর বাহ্যিক ইক্তিদা	১৬৪
নিরুপায় হলে অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা	১৬৫
ফিতনার ভয়ে অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা	১৬৬
বিকল্প কেউ না থাকলে ফাসেকের পেছনে নামায পড়বে	১৬৭
তাওবাকারী ইমামতের যোগ্য	১৬৮
জঘন্য ভুল তেলাওয়াতকারীর পেছনে ইক্তিদা	১৬৯
পরিচ্ছেদ : নামাযে ভুলত্রুটি	**১৭০**
সাহু সিজদা কেন, কখন ও কিভাবে করতে হয়	১৭০
সব ভুলের কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না	১৭১
তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে বৈঠকে ফিরে আসা	১৭২
সূরা ফাতেহা থেকে তাশাহহুদে, তাশাহহুদ থেকে ফাতেহায় চলে গেলে সাহু সিজদা	১৭৩
ফরযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে সূরা পড়লে সিজদায়ে সাহু লাগে না	১৭৪
ফাতেহা দু'বার পড়লে সিজদায়ে সাহু করতে হবে	১৭৪
মুক্তাদী ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া	১৭৫

Scanned by CamScanner

দু'আয়ে কুনূত জোরে পড়লে সাহু সিজদা দিতে হয় না	১৭৬
সিজদায়ে তেলাওয়াত একটির জায়গায় দুটি দিলে সাহু সিজদা করতে হবে	১৭৬
আল্লাহু আকবার বলে রুকু থেকে উঠলে সাহু সিজদা লাগে না	১৭৬
ফাতেহার স্থানে তাশাহহুদ পড়লে সাহু সিজদা দিতে হয়	১৭৭
ভুলবশত ফাতেহা না পড়লে সাহু সিজদা দিলে নামায হবে	১৭৭
তাশাহহুদের স্থানে ভুলে কিরাত	১৭৮
সিররী নামাযে ইমামের খলীফার কিরাতের বিধান	১৭৯
ভুল পড়া আয়াত সংশোধন করে পড়লে সাহু সিজদা লাগে না	১৭৯
তৃতীয় রাক'আত মনে করে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের লোকমায় বসা	১৮০
তৃতীয় রাক'আতে সাহু সিজদা করলে নামায চার রাক'আত হয় না	১৮১
ফাতেহার পর কিরাত না পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে	১৮১
নামাযরত নয়, এমন ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করা	১৮২
প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়ানোর পর মুসল্লিদের লোকমায় বসা	১৮৩
জেহরী কিরাত নিঃশব্দে পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়	১৮৪
আয়াত ভুল পড়ে সংশোধন করলে সাহু সিজদা লাগে না	১৮৫
মুক্তাদীদের লোকমায় দাঁড়ানো থেকে প্রথম বৈঠকের জন্য বসা	১৮৫
ছানার স্থানে তাশাহহুদ পড়লে সাহু সিজদা লাগে না	১৮৭
ফাতেহার আগে ভুলে কিরাত পড়া	১৮৮
ভুলে দু'বার সাহু সিজদা করা	১৮৮
জেহরী নামাযে নিঃশব্দে কিরাত	১৮৯
কোনো বিষয়ে বেশি ভুল হলে সাহু সিজদা লাগে না–অবান্তর কথা	১৯১
রুকু বা সিজদা বেশি করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব	১৯৩
প্রথম বৈঠকে কতটুকু দেরি করলে সাহু সিজদা দিতে হবে	১৯৩
কারো আলোচনা শুনে ভুল ভাঙলে নামায হবে কি না	১৯৫
সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে মনে করে সাহু সিজদা করা	১৯৬
শেষ বৈঠক না করে সাহু সিজদা করলেও ফরয আদায় হবে না	১৯৭
সিজদার আয়াত পড়েছে ভেবে সিজদা করলে সাহু সিজদা দিতে হবে	১৯৮
কোনো রুকন অতিরিক্ত আদায় করলে করণীয়	২০০
সিররী নামাযের কিরাত কতটুকু জোরে পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে	২০১
তাশাহহুদের আগে বিসমিল্লাহ পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় না	২০২
সুন্নাত বারবার বা বিলম্বে আদায় করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না	২০৩
চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাক'আতে সালাম ফেরালে করণীয়	২০৪
সুন্নাতে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে দরূদ পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে	২০৫

Scanned by CamScanner

সিররী নামাযে কিছু শব্দের স্বশব্দে উচ্চারণে সাহু সিজদা লাগে না	২০৭
জেহরী নামাযে নীরবে ফাতেহা পড়ে আবার স্বশব্দে পড়লে সাহু সিজদা দিতে হয়	২০৮
ইমাম অনুচ্চ স্বরে তাকবীর বললে সাহু সিজদা দিতে হয় না	২০৮
মুক্তাদীর ভুলের কারণে তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না	২০৯
একাকী নামাযীর কিরাত, তাশাহহুদে ভুল বা তাকরারে সিজদায়ে সাহুর হুকুম	২১০
'আলহামদু' শব্দটি জোরে পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না	২১১
কোনো রাক'আতে দ্বিতীয় সিজদা না করলে করণীয়	২১২
ফাতেহা কতটুকু দোহরালে সিজদায়ে সাহু করতে হয়	২১৩
সালাম ফিরিয়ে ফেললে সিজদায়ে সাহু আদায়ের পদ্ধতি	২১৩
প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়ানো থেকে বসে পরে সিজদায়ে সাহুসহ নামায শেষ করার হুকুম	২১৪
ভুলে ছুটে যাওয়া সিজদা নামাযে আদায় করে সিজদায়ে সাহু করবে	২১৭
প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ না পড়ে ইমামের অনুসরণ নয়	২১৭
ফরযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে ফাতেহা না পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হয় না	২২০
কিরাতের স্থানে তাশাহহুদ পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে	২২০
কী পরিমাণ কিরাত অনুচ্চ / স্বশব্দে পড়লে সাহু সিজদা করতে হবে	২২১
মাসবুক না হয়েও হয়েছে মনে করে দাঁড়িয়ে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে	২২১
পরিচ্ছেদ : তেলাওয়াত ও শোকরের সিজদা	**২২২**
নামাযে সিজদায়ে তেলাওয়াত ছুটে গেলে করণীয়	২২২
রেকর্ড শুনলে সিজদা ওয়াজিব হয় না	২২৩
সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে রুকুতে যাওয়ার বিধান	২২৩
একই সিজদার আয়াত কয়েকজনে পড়লে শ্রোতারা কয়টি সিজদা দেবে	২২৪
সিজদায়ে শোকরের বিধান	২২৫
পরিচ্ছেদ : মাজুরের নামায	**২২৭**
মাজুরের সংজ্ঞা ও হুকুম	২২৭
চেয়ারে বসে নামায পড়ার পদ্ধতি	২২৮
ওজু-তায়াম্মুমে অক্ষম ব্যক্তির নামায	২২৮
রুকু-সিজদা করতে সক্ষম বা অক্ষম ব্যক্তি মাটিতে নাকি চেয়ারে বসে	২৩০

Scanned by CamScanner

নামায পড়বে	
মেঝেতে সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তির সিজদা করার পদ্ধতি	২৩০
ওজরের সর্বনিম্ন সময়	২৩২
মযী রোধে রাস্তায় তুলা রেখে ইমামতি করা	২৩৩
হাঁটু ভাঁজ করতে অক্ষম ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে	২৩৫
মাজুর ব্যক্তি হুইল চেয়ারে বসেই নামায পড়বে	২৩৫
হতবুদ্ধি ব্যক্তিকে বলে বলে নামায পড়ানোর হুকুম	২৩৭
ডাক্তারের পরামর্শে চেয়ার-টেবিলে নামায	২৩৯
মাজুরের দেয়াল, টেবিল বা উঁচু করা বালিশে সিজদা করা	২৪০
বসতে অক্ষম ব্যক্তির নামায পড়ার পদ্ধতি	২৪১
বসতে অক্ষম ব্যক্তি চেয়ারে বসে টেবিলে সিজদা করা	২৪২
বসতে অক্ষম ব্যক্তির ইশারায় সিজদা আদায় করা	২৪২
১৫-২০ মিনিট ওজরমুক্ত থাকলে মাজুর হয় না	২৪৩
বায়ুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির করণীয়	২৪৪
হাঁটুর ব্যথার কারণে সিজদা কষ্টকর হলে করণীয়	২৪৫
সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তির চেয়ারে বসে নামায আদায়	২৪৬
পরিচ্ছেদ : কাযা নামায	**২৪৮**
ছুটে যাওয়া নামায কাযা করতে হবে না বলা ভ্রষ্টতা	২৪৮
তাওবা করলেই কাযা মাফ হয় না	২৫০
ছুটে যাওয়া নামায ও রোযার কাযা আবশ্যকীয় হওয়ার দলিল	২৫১
উমরী কাযার সংজ্ঞা ও প্রমাণ	২৫২
কাযা নামে কোনো নামায নেই বলা মূর্খতা	২৫৩
সফরে কাযা হলে তা কখন কোথায় আদায় করবে	২৫৪
মাগরিব ও বিতিরের কাযা ৩ রাক'আত নাকি ৪ রাক'আত	২৫৪
আসরের কাযা কখন করবে	২৫৫
ছাহেবে তারতীব কাযার আগে ওয়াক্তিয়া পড়লে করণীয়	২৫৬
কাযা নামাযের ইকামতের বিধান	২৫৭
ফজরের কাযা না করে ঈদের নামায আদায় করা	২৫৮
মৃতের সম্পদ থেকে তার কাযা নামাযের কাফ্ফারা আদায় করা	২৫৮
অতীতের নামায-রোযার কাযা ও কাফ্ফারার বিধান	২৫৯
অসুস্থতার যে পর্যায়ে নামায মাফ	২৬১
মৃতের পক্ষ থেকে নামায-রোযার কাফ্ফারা ও হজ এবং যাকাত আদায়	২৬২

Scanned by CamScanner

করা	২৬৩
ওয়ারিশদের অনুমতিতে মৃতের পক্ষ থেকে ফিদিয়া প্রদান করা	২৬৩
অসিয়ত না করলেও মৃতের পক্ষ থেকে নামায-রোযার কাফ্ফারা দেওয়া	২৬৪
সফরে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করার নিয়ম	২৬৫
আসরের পরে কাযা নামায পড়া বৈধ	২৬৫
সুস্থ-সবল ব্যক্তি কাযা-ই করবে ফিদিয়া দিলে হবে না	২৬৭
মাদ্রাসার বকেয়া বেতন নামাযের কাফ্ফারা হিসেবে ছেড়ে দেওয়া	২৬৮
ফিদিয়ার পরিমাণ, পদ্ধতি ও খাত	২৬৯
হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের নামায-রোযার ফিদিয়া	২৭০
কাযা নামাযের ফিদিয়া মৃতের নাতিকে দেওয়া	২৭১
ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া নামায-রোযার ফিদিয়া দেওয়া	২৭২
মৃতের পক্ষ থেকে কাযা নামায আদায় করা	২৭৩
ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্তের নামায-রোযা মাফ	২৭৪
পুরোপুরি হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের ছুটে যাওয়া নামাযের ফিদিয়া দেওয়া	২৭৫
রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেউ ফিদিয়া দেওয়া	২৭৭
মৃতের ফিদিয়া কে প্রদান করবে	২৭৮
কদরের রাতে কাযার ফজীলত	২৭৯
মৃতের পক্ষ থেকে নামাযের কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি	
পরিচ্ছেদ : সফর ও মুসাফিরের বিধান	**২৮০**
মুসাফিরের সংজ্ঞা ও সরকারি চাকরিজীবীদের হুকুম	২৮০
শরয়ী সফরের দূরত্ব কত মাইল	২৮১
কসরের কারণ সফর, ভয় নয়	২৮২
আবাদির সংজ্ঞা, সীমানা এবং ৪৮ মাইলের পরিমাণ	২৮৩
ওয়াতনে আসলী ও ইকামতের সংজ্ঞা এবং ভাড়াটিয়ার হুকুম	২৮৪
ঢাকা সিটি এক স্থানের হুকুমে	২৮৫
কসর কখন শুরু করবে এবং قرية-এর উদ্দেশ্য	২৮৫
গ্রাম পার হলেই মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে ৪/৩১০/৬৯৯	২৮৬
কুমিল্লার উদ্দেশে বারিধারা ছেড়ে মতিঝিল পৌঁছে কসর করবে না	২৮৭
ফেনায়ে মিসর বলতে কী বোঝায়	২৮৮
قرية-এর ব্যাপারে তাত্ত্বিক আলোচনা	২৮৯
কসর কখন শুরু করবে ও দুই গ্রাম মিলিত হলে করণীয়	২৯০

Scanned by CamScanner

আবাদির পরিধি	২৯০
আসা-যাওয়ার পথে মধ্যবর্তী স্থানে কসর করতে হবে	২৯১
জিনজিরা ঢাকার সাথে সংযুক্ত নয়	২৯২
ওয়াতনে আসলীর সীমা ও গ্রামের পার্শ্ববর্তী জমিতে কসর	২৯৩
সিটিভুক্ত ওয়ার্ড অতিক্রম করলে কসর করবে না	২৯৪
লঞ্চে বরিশালগামীরা কোত্থেকে কসর করবে	২৯৫
পৈতৃক ভিটা স্থায়ীভাবে ত্যাগ করলে তা ওয়াতনে আসলী থাকে না	২৯৬
আসল বাড়িতে এক দিনের জন্য এলেও মুকীম	২৯৭
বসবাসের ইচ্ছা ত্যাগ করলে ওয়াতনে আসলী বাতিল হয়ে যায়	২৯৭
ওয়াতনে আসলী একাধিক হতে পারে	২৯৮
বাপ-ছেলে পৃথক স্থানে থাকলে একে-অপরের স্থানে কসর করবে	২৯৯
মা-বাবার ওয়াতনে ইকামতে সন্তানরা কসর করবে	৩০০
বসবাসের একাধিক বাড়ি থাকলে সব জায়গাতেই মুকীম	৩০১
জন্মস্থান স্থায়ীভাবে ত্যাগ না করলে সেখানে কসর করবে না	৩০২
জন্মস্থান স্থায়ীভাবে ত্যাগ না করে কসর করলে নামায দোহরাতে হবে	৩০৩
ভাইয়ের বাড়িতে ভাই কসর করবে	৩০৪
এক ইউনিয়নে ৪০ দিন থাকার নিয়্যাত করলে কসর করবে	৩০৫
চিল্লা অবস্থায় কসরের বিধান	৩০৬
একই শহরে ৪০ দিন থাকলে কসর করবে না	৩০৭
একাধিক গ্রামে ৪০ দিন থাকার নিয়্যাত করলে কসর করবে	৩০৭
সফরের দূরত্বে প্রতি সপ্তাহে আসা-যাওয়া করে, এমন ব্যক্তির ইমামতি	৩০৮
চাকরিস্থলে একবার ইকামতের নিয়্যাতই যথেষ্ট	৩১০
চাকরিস্থলে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না করলে কসর করবে	৩১০
কর্মস্থলে একবার ইকামতের নিয়্যাত করলে নামায পুরা করবে না কসর	৩১১
সর্বস্ব রেখে ওয়াতনে ইকামত থেকে অন্যত্র গেলে ইকামত বাতিল হয় না	৩১৩
কর্মস্থলে একবার ইকামতের ১৫ দিন থাকলে পরে কম থাকলেও কসর করবে না পুরা পড়বে	৩১৩
ছাত্রাবাসে ইকামতের নিয়্যাতে একবার ১৫ দিন থেকে পরে কম থাকলেও কসর করবে না	৩১৪
কর্মস্থলে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না করলে কসর করতে হবে	৩১৫
চাকরিস্থলে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না করলে কসর করতে হবে	৩১৬
ওয়াতনে ইকামতের পাশে অবস্থানকালে কসর করবে কি না	৩১৭
কর্মস্থলে কত দিন থাকবে দোদুল্যমান হলে কসর করবে কি না	৩১৯
শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য মাদ্রাসা ওয়াতনে ইকামত	৩২০

Scanned by CamScanner

১৫ দিন রাত্রি যাপন করার স্থানেই মুকীম হবে	৩২১
কর্মস্থলে ১৫ দিনের নিয়্যাত না করলে কসর করতে হবে	৩২২
জোহরের সময় আসর পড়া অবৈধ	৩২৪
শ্বশুরালয়ে বেড়াতে গেলে কসর করবে	৩২৫
বিয়ের পর পিত্রালয়ে এলে কসর করবে	৩২৬
সফরে সুন্নাত পড়ার বিধান	৩২৬
সময় ও সুযোগ থাকলে মুসাফির সুন্নাত পড়া উত্তম	৩২৭
সফরে সুন্নাতের কসর নেই	৩২৮
কর্মস্থল ও শ্বশুরালয়ে ১৫ দিনের নিয়্যাতে না থাকলে কসর করতে হবে	৩২৯
বাড়ি থেকে ৪৮ মাইলের কম দূরের কর্মস্থলে সফর থেকে ফিরে কসর করবে	৩৩০
সফর থেকে ফেরার পথে শ্বশুরালয়ে কসর করবে	৩৩২
সফরের দূরত্বে যাতায়াতকালে পথিমধ্যে শ্বশুরালয়ে কসরের বিধান	৩৩৩
সফরকালে নিজের গ্রাম দিয়ে অতিক্রমের সময় মুকীম গণ্য হবে	৩৩৪
সফরের পথে নিজের গ্রাম দিয়ে অতিক্রমকালে মুকীম	৩৩৫
দুটি গন্তব্যের মাঝামাঝি অবস্থিত বাড়ি থেকে কোনোটাই সফরের দূরত্বে নয়	৩৩৬
সফরে পথিমধ্যে গ্রাম অতিক্রম করলে মুকীম হবে	৩৩৭
যে পথে সফর করবে সে হিসাবে দূরত্বের নির্ণয় হবে	৩৩৮
হজের সময় মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় কসর করবে কি না	৩৩৮
ভুলে বা ইচ্ছাকৃত সফরে নামায পুরো পড়া	৩৪০
ভুলে কসর না করলে নামায হবে	৩৪০
মুসাফির ইমাম চার রাক'আত পড়লে মুকীম মুক্তাদী নামায দোহরাতে হবে	৩৪১
মুসাফির ইমাম ভুলে চার রাক'আত পড়লে মুক্তাদীদের করণীয়	৩৪২
বহুদিন পর জানা গেল মুসাফির ইমামের নামায হয়নি তবে করণীয়	৩৪৩
মুসাফির জুমু'আর ইমামতি করতে পারবে	৩৪৪
কর্মস্থলে কসরের বিধান	৩৪৪
বণিকরা জাহাজের বন্দরে কসর করবে কি না	৩৪৫
জাহাজ ও শিপে ইকামতের নিয়্যাত সহীহ নয় ৭/৫৯৬/১৭১২	৩৪৬
জাহাজিরা সব সময় কসর করবে	৩৪৬
কোন দিন সফর করা মুস্তাহাব	৩৪৭
জুমু'আ না পড়ে সফর শুরু করার হুকুম	৩৪৮
ইমামের পেছনে মুসাফিরের নিয়্যাত	৩৪৯

Scanned by CamScanner

পরিচ্ছেদ : জুমু'আ	**৩৫০**
জুমু'আ ও সুন্নাতের রাক'আত সংখ্যা	৩৫০
জুমু'আর আগে ও পরের সুন্নাত	৩৫১
ইচ্ছাকৃত জুমু'আ ছেড়ে দিলে কাফের হয় না	৩৫১
যে গ্রামে জুমু'আ বৈধ	৩৫২
পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসকারীদের জুমু'আ নেই	৩৫৫
ছোট মহল্লায় জুমু'আ	৩৫৭
আনসার ক্যাম্পে জুমু'আ	৩৫৭
আখেরী জোহর নামে কোনো নামায নেই	৩৫৮
কয়েদিদের ওপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়	৩৫৯
ছাদে অবস্থিত নামাযঘরে জুমু'আ	৩৬০
জোহর ও জুমু'আর সময় এক	৩৬১
ভাড়া ঘরে প্রাইভেট মাদ্রাসায় জুমু'আ	৩৬২
জুমু'আ না পেলে জামাআতের সহিত জোহর আদায়	৩৬৩
খুতবার আগে বয়ান করা বৈধ	৩৬৩
মিম্বরে বসে বয়ান করা	৩৬৪
জুমু'আর সুন্নাত বন্ধ রেখে বয়ান করা	৩৬৬
আযানের মাইক ব্যবহার করে জুমু'আর বয়ান করা	৩৬৬
সানী আযান কোথায় দাঁড়িয়ে দেবে	৩৬৭
একই স্থানে জুমু'আর দুটি জামাআত করা	৩৬৮
অফিস কক্ষে ও স্পর্শকাতর স্থাপনায় জুমু'আ	৩৬৮
ফ্যাক্টরির অস্থায়ী নামাযঘরে জুমু'আ বৈধ	৩৭০
প্রথম আযানের পর খানা বিতরণ করা	৩৭১
সাঈ ইলাল জুমু'আর মর্ম	৩৭২
মহিলারা জুমু'আ পড়লে জোহর পড়তে হবে না	৩৭২
নারীদের জুমু'আর জন্য মসজিদে যাওয়া বৈধ নয়	৩৭৩
জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আ পড়তে হবে	৩৭৪
হজের মৌসুমে মিনায় জুমু'আ ৯/৮৯৫/২৯৩৭	৩৭৬
জুমু'আর দিন মুসাফিরদের জোহর জামাআতের সহিত আদায় করা	৩৭৬
লঞ্চের যাত্রীরা জোহর পড়বে	৩৭৭
জুমু'আ ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে পড়া শর্ত নয়	৩৭৮
অস্থায়ী মসজিদে জুমু'আ পড়া বৈধ	৩৭৮

Scanned by CamScanner

	৩৮০
অমুসলিম দেশে ইউনিভার্সিটির রুমে জুমু'আ	৩৮০
প্রথম কাতারই ইমামের নিকটবর্তী	৩৮২
বেশি সাওয়াবের আশায় দূরের মসজিদে জুমু'আ	৩৮৩
কারণবশত জুমু'আ দ্বিতীয়বার পড়লে খুতবার বিধান	৩৮৩
আগে যাওয়ার ফজীলত পেতে ওজু শর্ত কি না	৩৮৪
মাদ্রাসার মসজিদে জুমু'আ	৩৮৪
মেহরাবে দাঁড়িয়ে ইমাম সুন্নাত পড়তে পারবেন	৩৮৫
অস্থায়ী নামাযঘরে জুমু'আ বৈধ	
পরিচ্ছেদ : খুতবা	**৩৮৬**
খুতবা চলাকালীন দরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম	৩৮৬
সানী আযানের উত্তর, দু'আ, দরূদ এবং আমীন বলার বিধান	৩৮৬
খুতবাকালীন খতীবের ডানে-বামে চেহারা ঘোরানো	৩৮৭
খুতবাদানকালে খতীবের হাত উঠানো বা নড়াচড়া করা	৩৮৮
খুতবার তুলনায় কিরাত লম্বা হওয়া	৩৮৯
নামাযের চেয়ে খুতবা লম্বা হওয়ার বিধান	৩৯০
তৃতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান বেয়াদবি নয়	৩৯০
খুতবা যেকোনো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেওয়া যায়	৩৯২
মিম্বর কত ধাপবিশিষ্ট হতে পারে	৩৯২
খুতবার ভাষা ও উদ্দেশ্য	৩৯৩
নামায, খুতবা ও সালাম আরবীতেই হতে হবে	৩৯৪
খুতবার আগে তার অনুবাদ পেশ করা	৩৯৫
বাংলায় খুতবা প্রদান করা বিদ'আত ১০/৯৮৪/৩৪১৬	৩৯৬
প্রথম খুতবা বাংলা দ্বিতীয় খুতবা আরবীতে দেওয়া	৩৯৭
আরবী-বাংলার সংমিশ্রণে খুতবা প্রদান করা	৩৯৭
খুতবা আরবী ভাষায় দেওয়া জরুরি কেন?	৩৯৮
অনুবাদসহ খুতবা প্রদান করা	৩৯৯
দুই খুতবার মাঝে বসে এস্তেগফার দরূদ ও বাংলায় বয়ান করা	৪০০
খুতবাকালীন দানবাক্স চালানো	৪০১
খুতবা চলাকালীন মাইক ঠিক করা	৪০১
খুতবা চলাকালীন মোবাইল ফোন বন্ধ করা	৪০২
খুতবাকালীন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা ও ওজু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা	৪০৩

Scanned by CamScanner

খুতবাকালীন খতীব কাউকে বাংলায় সম্বোধন করা	৪০৩
খতীব সাহেব সাহাবীর নামের সাথে '(রা.)' বলতে পারবেন	৪০৪
খুতবাকালীন তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া জায়েয নয়	৪০৫
দেখে দেখে খুতবা দিলে আদায় হয়	৪০৬
দুই খুতবার মাঝে কী দু'আ পড়তে হয়	৪০৬
ইমাম থাকতে খতীব নিয়োগ দেওয়া	৪০৬
খুতবার পূর্বে মিম্বরে বসে বয়ান করা	৪০৭
খুতবার অনুবাদ না করে বয়ান করা	৪০৮
খুতবায় অমুসলিমদের জন্য বদ-দু'আ করা	৪০৯
খতীব মিম্বরে বসে সালাম প্রদান করা	৪১০
সানী আযান ও খুতবা মাইকে দেওয়া	৪১১
পরিচ্ছেদ : ঈদ	**৪১২**
জাহাজে ঈদের নামায	৪১২
হাজীগণ ঈদুল আযহার নামায পড়েন না কেন	৪১২
ঈদগাহ ছেড়ে মসজিদে জামাআত	৪১৩
ঈদগাহ ছেড়ে মাঠে বা মসজিদের বারান্দায় ঈদের নামায	৪১৪
বিনা ওজরে মসজিদে ঈদের নামায	৪১৪
মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজের মাঠে ঈদের জামাআত	৪১৫
কবরস্থানের খালি জায়গায় ঈদের জামাআত	৪১৫
বাজারের গলি, মসজিদ ও মাঠে ঈদের জামাআত	৪১৬
এক ঈদগাহকে পাশ কাটিয়ে অন্য ঈদগাহে যাওয়া	৪১৭
কোনো প্রতিষ্ঠানের মাঠে ঈদের নামায ও ওয়াক্ফের পর ঈদগাহের নিয়্যাত	৪১৮
মসজিদের জায়গায় ঈদগাহ বানানো	৪১৯
ঈদের নামাযে তাকবীরের সংখ্যা	৪২০
৬ ও ১২ তাকবীরের হাদীসের মান নির্ণয়	৪২১
৬ তাকবীরের হাদীস	৪২৩
ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ১২ তাকবীরে ঈদের নামায	৪২৫
একই ঈদগাহে একাধিক ঈদের জামাআত	৪২৫
প্রথম জামাআতে নামায পড়ে দ্বিতীয় জামাআতের ইমামতি করা	৪২৬
অতিরিক্ত তাকবীর আগে দিয়ে তাকবীরে তাহরীমা পরে বলার বিধান	৪২৭
ভুলে সূরা ফাতেহার কিছু অংশ পড়ার পর তাকবীর দেওয়া	৪২৭
ঈদের নামাযে সিজদায়ে সাহু	৪২৮

Scanned by CamScanner

ঈদুল ফিতর দ্বিপ্রহরের পর বা পরের দিন আদায় করা	৪২৯
ঈদের নামাযে মাসবুকের বিধান	৪৩০
ঈদের নামায পড়ানোর বিনিময় গ্রহণ	৪৩১
ঈদের ইমামের বেতন নেওয়া বৈধ	৪৩১
বেতন বাবদ উঠানো টাকা কয়েকজনের মধ্যে বণ্টন করা	৪৩২
ঈদগাহে রুমাল পেতে বেতন উঠানো	৪৩৩
ঈদের খুতবাকালীন চাঁদা উঠানো	৪৩৩
ঈদের নামাযে মহিলাদের অংশগ্রহণ	৪৩৪
মহিলা ইমামের পেছনে মহিলাদের ঈদের নামায	৪৩৬
ঘরে মহিলাদের ঈদ ও জুমু'আর জামাআত	৪৩৭
ঈদের খুতবা পড়ার নিয়ম	৪৩৮
খুতবায় শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলবে নাকি তাকবীরে তাশরীক	৪৩৯
দুই খুতবায় তাকবীর সংখ্যা	৪৪০
খুতবা শোনা ও ইমামের সাথে তাকবীর বলার হুকুম	৪৪১
খুতবাকালীন উচ্চ বা অনুচ্চস্বরে ইমামের সাথে তাকবীরে তাশরীক পড়া	৪৪২
খুতবাকালীন ইমামের সাথে তাকবীর বা দরূদ পড়া	৪৪২
ঈদের খুতবা মিম্বরে দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত	৪৪৩
ঈদের খুতবা একজনে দিয়ে ইমামতি অন্যজনে করা	৪৪৪
খুতবার পর মুনাজাতের বিধান	৪৪৫
ঈদগাহে মুনাজাত কখন করবে	৪৪৬
মুনাজাত খুতবার আগে নাকি পরে	৪৪৭
খুতবার পর কিছু নসীহত করে দু'আ করা	৪৪৭
খুতবা না শুনে মুনাজাতে শরীক হওয়া	৪৪৮
ঢোল বাজিয়ে ঈদের আগমনী বার্তা জানানো	৪৪৯
ঈদগাহের গেট সাজানো	৪৫০
ঈদের নামাযের পর মু'আনাকা করা বিদ'আত	৪৫০
পরিচ্ছেদ : তাকবীরে তাশরীক	**৪৫২**
জামাআত ও পুরুষ হওয়া তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব হওয়ার শর্ত নয়	৪৫২
মহিলাদের ওপর তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব	৪৫৩
একাধিকবার তাকবীরে তাশরীক সুন্নাত নয়	৪৫৩
তাকবীরে তাশরীক তিনবার বলা মুস্তাহাব নয়	৪৫৪
মুস্তাহাব মনে করে তিনবার তাকবীরে তাশরীক বলা	৪৫৫

Scanned by CamScanner

তাকবীরে তাশরীক একাধিকবার পড়া কি হারাম	৪৫৬
আরবের সাথে মিল রেখে তাকবীরে তাশরীক	৪৫৭
তাকবীরে তাশরীকের কাযা নেই	৪৫৮
পরিচ্ছেদ : বিতর নামায	**৪৬০**
দু'আয়ে কুনূত না পড়ে অন্য দু'আ পড়া	৪৬০
যার দু'আয়ে কুনূত জানা নেই তার করণীয়	৪৬০
বিতিরের আগে-পরে নফল নামায	৪৬১
রমাজানে জামাআতের সাথে বিতির পড়া মুস্তাহাব	৪৬২
রমাজানে জামাআতের সহিত বিতির আদায়ের কারণ	৪৬২
রমাজান ছাড়া বিতিরের জামাআতের হুকুম	৪৬৪
রমাজানে বিতির একাকীও পড়া যায়	৪৬৪
দু'আয়ে কুনূতে জটিলতা দেখা দিলে সিজদায়ে সাহু লাগে না	৪৬৫
ভুলে কুনূত না পড়ে রুকুতে গিয়ে ফিরে আসা	৪৬৫
ভুলে কুনূত না পড়ে রুকুতে গেলে দাঁড়ানোর বিধান	৪৬৬
কুনূত না পড়ে রুকুতে গেলে করণীয়	৪৬৭
ইমাম কুনূত না পড়ে রুকুতে গিয়ে ফিরে আসার হুকুম	৪৬৮
কুনূতের তাকবীরে হাত উঠানোর নিয়ম	৪৬৯
বিতিরে মাসবুক হলে কুনূত কখন পড়বে	৪৬৯
মাসবুক ইমামের সাথে কুনূত পড়বে	৪৭০
দুই সালামে বিতির আদায়কারীর পেছনে ইক্তিদার বিধান	৪৭০
কুনূতের আগে 'বিসমিল্লাহ' ও সালামের পর سبحان الملك القدوس পড়ার বিধান	৪৭১
এক সালামে তিন রাক'আত বিতিরের প্রমাণ	৪৭১
বিতির এক রাক'আত পড়লে দোহরাতে হবে	৪৭৪
কুনূতের আগে হাত উঠানোর কারণ	৪৭৫
কুনূতের পূর্বে হাত উঠানো বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত	৪৭৫
তারাবীহর আগেই বিতির পড়া	১৭৬
পরিচ্ছেদ : সুন্নাত ও নফল নামায	**৪৭৮**
ফরযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদা কখন পড়বে	৪৭৮
ফজরের জামাআত চলাকালীন সুন্নাত পড়া	৪৭৮
ফজরের সুন্নাত কখন কাযা করবে	৪৭৯

Scanned by CamScanner

সুন্নাত পড়ার সময় জামাআত শুরু হলে করণীয়	৪৮০
ইকামতের পর ফজরের সুন্নাত পড়ার বিধান	৪৮১
ফজরের ইকামতের পর সুন্নাত পড়া	৪৮৩
ফজরের পর সুন্নাত পড়ার হুকুম	৪৮৪
ইমাম শেষ বৈঠকে থাকলে সুন্নাত বাদ দিয়ে জামাআতে শরীক হবে	৪৮৫
কবলাল জুমু'আর সুন্নাত এক সালামে চার রাক'আত	৪৮৬
খুতবা চলাকালীন সুন্নাত পড়া নিষিদ্ধ	৪৮৭
বয়ান চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ	৪৮৮
জোহর ও এশার সুন্নাত কত রাক'আত	৪৮৯
জোহরের আগের সুন্নাত পরে পড়লে কখন পড়বে	৪৯০
জোহরের আগের সুন্নাত পরে পড়লে গুরুত্বহীন হয় না	৪৯১
জোহরের সুন্নাত মসজিদেই পড়তে হবে ভিত্তিহীন কথা	৪৯৩
ফজর ও জোহরের সুন্নাত না পড়ে ইমামতি করা	৪৯৪
তারাবীহ দুই রাক'আত নাকি চার রাক'আত সুন্নাতের পর শুরু করবে?	৪৯৪
স্থান পরিবর্তন করে ইমামের সুন্নাত পড়া উত্তম	৪৯৫
আউয়াবীনে তিনবার সূরা ইখলাস পড়ার কথা ভুল	৪৯৬
নফল নামাযের দু'আ ও সালাতুল হাজাত	৪৯৬
ইশারায় আদায়কৃত নফলের কাযা	৪৯৭
চেয়ারে বসে তারাবীহ ও নফল আদায় করা	৪৯৮
চাশ্‌ত, ইশরাক ও আউয়াবীনের পার্থক্য	৪৯৯
জামাআতের সহিত নফল আদায়	৫০১
তাহাজ্জুদের জামাআত	৫০৩
জামাআতের সাথে তাহাজ্জুদ ও আউয়াবীন আদায় করা	৫০৫
রমাজানে তাহাজ্জুদের জামাআত	৫০৬
মাদানী অনুসারীর তাহাজ্জুদ বা আউয়াবীনের জামাআত	৫০৭
ঘোষণা দিয়ে তাহাজ্জুদের জামাআত	৫০৮
শবেকদরে বা বরাতে নফলের জামাআত	৫০৯
তাহাজ্জুদ আদায়কারীর পেছনে ইক্তিদা করা	৫১১
শবেকদর ও বরাতে নফলের জামাআত এবং রাক'আত সংখ্যা	৫১১
কদর বা বরাতে সালাতুত তাসবীহ আদায় করা	৫১৫
মাগরিবের ফরযের আগে নফল পড়া	৫১৫
জুমু'আর পর দুই রাক'আত আখেরী জোহর বলতে কোনো নামায নেই	৫১৭
মাগরিবের আগে দুই রাক'আত নফল	৫১৮

Scanned by CamScanner

কবলাল জুমু'আ সুন্নাতের হুকুম ও পড়ার সুযোগ না দেওয়ার বিধান	৫২০
জুমু'আর আগে পরের চার রাক'আত সুন্নাতের হুকুম	৫২১
জুমু'আর পরে কয় রাক'আত পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা	৫২২
সুন্নাত ও নফলের প্রথম বৈঠকে দরূদ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ার হুকুম	৫২৩
সালাতুত তাসবীহ পড়ার সময় খুতবা শুরু হলে করণীয়	৫২৪
সালাতুত তাসবীহের কাযা	৫২৫
সালাতুত তাসবী ও অন্যান্য নফল নামাযের মধ্যে পার্থক্য ও কাযার বিধান	৫২৬
কদর ও বরাতে বিশেষ নিয়মে কোনো নামায নেই	৫২৭
একাধিক নিয়্যাতে নফল আদায়	৫২৯
সালাতুত তাসবীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক'আতের জন্য উঠতে দুবার তাকবীর বলা	৫২৯
সালাতুত তাসবীহে হাতে গুনে তাসবীহ পড়া	৫৩০
সালাতুত তাসবীহে দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর তাকবীর তাসবীহের আগে নাকি পরে	৫৩১
সালাতুত তাসবীহে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে হাত ছেড়ে তাসবীহ পড়বে	৫৩২
সালাতুত তাসবীহে স্বশব্দে তাসবীহ পড়া	৫৩২
বিতিরের আগে তাহাজ্জুদের নিয়্যাতে দুই রাক'আত নফল	৫৩
বিতিরের পরে বসে বসে দুই রাক'আত নফল পড়ার ফজীলত	৫৩৪
রমাজানের শেষ দশকে বেজোড় রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে কদরের নামায	৫৩৫
আসর ও এশার পূর্বের সুন্নাতের প্রথম বৈঠকে দরূদ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়া	৫৩৬
সুন্নাতের প্রথম বৈঠকে দরূদ ও তৃতীয় রাক'আতে ছানা পড়ার হুকুম	৫৩৭
সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে দরূদ ও তৃতীয় রাক'আতে ছানা পড়া	৫৩৭
আসর ও এশার আগের সুন্নাতের প্রথম বৈঠকে দরূদ এবং তৃতীয় রাক'আতে ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়া উত্তম	৫৩৮
সূর্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পর ইশরাক পড়া	৫৩৯
রাসূল (সা.)-এর অনিয়মিত ইবাদত উম্মতের জন্য নিয়মিত করা	৫৪০
কোন নফলের সাওয়াব বেশি?	৫৪১
আউয়াবীন ও তাহাজ্জুদে কাযার নিয়্যাত	৫৪১
সুন্নাতে নফল ও নফলে সুন্নাতের নিয়্যাত	৫৪২
দ্বীনি বয়ান চলাকালে মসজিদে নফল ও উমরী কাযা পড়া	৫৪৩
ইমামতির স্থান পরিবর্তন করে সুন্নাত-নফল পড়া উত্তম	৫৪৪

Scanned by CamScanner

باب الإمامة

পরিচ্ছেদ : ইমামত

ইমাম হওয়ার শর্ত

প্রশ্ন : ইমাম হওয়ার শর্তসমূহ কী?

উত্তর : নামাযের যাবতীয় মাসায়েল জানা, সহীহ-শুদ্ধভাবে কোরআন শরীফ পাঠ করতে পারা এবং সুন্নাতের পাবন্দি করা ইমাম হওয়ার পূর্বশর্ত। এতদসত্ত্বেও উপস্থিত লোকদের মধ্যে তুলনামূলক ভালো ব্যক্তিও নামাযের ইমামতি করলে সহীহ হয়। (৬/৫৬০/১৩৩৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٥٧ : وأما بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبد، والتقي أولى من الفاسق، والبصير أولى من الأعمى، وولد الرشدة أولى من ولد الزنا، وغير الأعرابي من هؤلاء أولى من الأعرابي. ...ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأقرؤهم لكتاب الله - تعالى - وأكبرهم سنا، ولا شك أن هذه الخصال إذا اجتمعت في إنسان كان هو أولى.

ইমামের যোগ্যতা

প্রশ্ন : একজন ইমামের যোগ্যতা কী পরিমাণ থাকা জরুরি?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যেহেতু ইমামতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই এমন ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করবে; যিনি দ্বীনদার মুত্তাকী নামাযের মাসআলা বেশি অবগত কোরআন সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়তে পারে এবং সুন্নাত পরিমাণ কিরাত মুখস্থ আছে ইত্যাদি। (১৪/১৩৮/৫৫৭৯)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٥٧ : (والأحق بالإمامة) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل واجب، وقيل سنة (ثم الأحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة، ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشبهات. والتقوى: اتقاء المحرمات (ثم الأسن) أي الأقدم إسلاما، فيقدم شاب على شيخ أسلم، وقالوا: يقدم الأقدم ورعا. وفي النهر عن الزاد: وعليه يقاس سائر الخصال، فيقال: يقدم أقدمهم علما ونحوه، وحينئذ فقلما يحتاج للقرعة (ثم الأحسن خلقا) بالضم ألفة بالناس (ثم الأحسن وجها) أي أكثرهم تهجدا -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ١٢/ ٢٥٥ :الجواب- جو آدمی سب نمازیوں میں زیادہ لائق ہو، طہارت ونماز کے مسائل سے زیادہ واقف ہو، متبع شریعت ہو قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو اس کو امام بنایا جائے۔

হাজির-নাজির আকীদা পোষণকারীর ইমামতি

প্রশ্ন : যে সমস্ত ইমামগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির মনে করে বা তা মনে না করে কিয়াম করে তাঁদের পেছনে নামায আদায় করা ও তাঁদেরকে দাওয়াত খাওয়ানো বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী দ্বীনদার পরহেযগার ব্যক্তিই ইমামতের যোগ্য, তাঁদেরকে দাওয়াত খাওয়ানো সাওয়াবের কাজ এবং তাঁদের দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির বলে আকীদা পোষণ করা ইসলামী আকীদা পরিপন্থী। এ ধরনের ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী ব্যক্তিগণকে ইমাম বানানো নিষিদ্ধ। তাঁদেরকে দাওয়াত খাওয়ানোর মধ্যে ও কোনো সাওয়াবের আশা নাই। আর তাঁদের দ্বারা দু'আ করালে দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। (১৫/৭৮৯/৬২৫০)

Scanned by CamScanner

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٧/ ٦١ (٩٤٦٤) : عن إبراهيم بن ميسرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام " -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ١ / ٤٣٣ : من وقر بالتشديد اى عظم او نصر صاحب بدعة سواء كان داعيا لها ام لا، قال ابن حجر كان القيام وصدر فى مجلس او خدمة من غير عذر يلجئه الى ذلك، قال الطيبى : وهو من باب التغليظ فاذا كان حال الموقر كذا فما حال المبتدع -

হক্কানী উলামায়ে কেরামকে তাচ্ছিল্যকারীর ইমামত

প্রশ্ন : যদি কোনো ইমাম সাহেব জুমু'আর বয়ানে উত্তেজিত কণ্ঠে হক্কানী উলামায়ে কেরাম/বযুর্গানে দ্বীনকে (যথা : হাফেজ্জী হুজুর রহ.) তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সাথে (উদাহরণস্বরূপ) গাধার সাথে তুলনা করেন, তাঁর পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনকে হেয়প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সাথে গাধার সাথে তুলনা করা মারাত্মক গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের উক্তির দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা, তাই এ ধরনের উক্তিকারী ইমাম তাওবা না করা পর্যন্ত তাঁর পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী হবে। (১১/৪৬১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢/ ٥٠ (٦٤) : عن ابن مسعود رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۱/ ۳۸: علم دین کی اہانت اور علماء حق کو اس لئے گالیاں دینا کہ وہ حاملین علم دین ہیں کفر ہے، لہذا ایسے شخص کو دوبارہ مسلمان کر کے تجدید نکاح کرنا ضروری ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۵۱۰ : جواب—جس نے امام اعظم کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کئے وہ خود مردود ہے اسکے پیچھے نماز درست نہیں، مسلمانوں کو کوئی اور امام صالح حنفی متقی تلاش کرنا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

সাহাবাবিদ্বেষী ও সুন্নাতের উপহাসকারীর ইমামত

প্রশ্ন : যে ইমাম সাহেব সকল সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে করেন না, তাঁর পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী? এবং যে ঈমাম সাহেব বয়ানে দাড়ি, টুপি, পাগড়ি ও সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রায়ই গুরুত্বহীন মনে করে উপহাস করেন এবং আলেম-উলামাকে ফাতওয়াবাজ, মোল্লা আখ্যা দিয়ে কথা বলেন তাঁর পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে না করা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে উপহাস করা কোনো মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব নয়। একমাত্র সাহাবাবিদ্বেষী ও সাহাবা দুশমনদের পক্ষে এটা সম্ভব। এ ধরনের মতাদর্শের লোককে ইমাম বানানো কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। (১১/৪৬১)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۱/ ۳۲۹ :ایسے شخص کوامام بناناجائز نہیں،اگرکسی مسجد میں اس عقیدہ کاامام ہوتو بااثر حضرات پراسے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنافرض ہےاگرمسجد کی منتظمہ امام بدلنے پر تیار نہ ہوتواہل محلہ پر فرض ہے کہ ایسی منتظمہ کو بر طرف کرکے دوسرے صحیح العقیدہ منتظمہ کومنتخب کریں۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ۱/ ۱۴۴ : جواب—داڑھی رکھنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبوب سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء ہےاور شعائردین اسلام میں سے ہے اس لئے داڑھی کی وجہ سے کسی مسلمان کی تحقیر کرنےاوراس کو برابھلا کہنے سے ایمان زائل ہوجاتاہے۔

জামায়াতপন্থীর পেছনে জানাযার ইক্তিদা

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামী করে এমন ব্যক্তি জানাযার নামায পড়াতে পারবে কি না?

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদায় বিশ্বাসী ইমামের পেছনে নামায আদায় করা জরুরি। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত ইমাম যদি মওদুদী জামাআতের মতবাদে বিশ্বাসী হয় তাহলে তার পেছনে নামাযে জানাযা ও অন্যান্য নামায আদায় করা মাকরূহ। (১১/৫২৯/৩৫২৫)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٥٧ : ولأن الإمامة أمانة عظيمة، فلا يتحملها الفاسق، لأنه لا يؤدى الأمانة على وجهها -

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۱/ ۱۷۲ : نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ امام اس شخص کو بنانا چاہئے جو جمہور اہل سنت والجماعۃ کے مسلک کا پابند ہو لہذا جو لوگ مودودی صاحب سے مذکورہ بالا امور میں متفق ہوں انہیں باختیار خود امام بنانا درست نہیں، البتہ اگر کوئی نماز ان کے پیچھے پڑھ لی گئی تو نماز ہو گئی۔

জামায়াতের সদস্য/মওদুদীর আকীদায় বিশ্বাসীর ইমামত

প্রশ্ন :

১. জামায়াতে ইসলামীর সদস্য এমন ইমামের পেছনে নামায হবে কি?
২. জামায়াতে ইসলামীর আকীদায় (মওদুদী আকীদায়) বিশ্বাসী এমন ইমামের পেছনে নামায হবে কি?

উত্তর : হক্কানী উলামায়ে কেরামের মতে, জামায়াতে ইসলামী তথা মওদুদী মতবাদে বিশ্বাসী দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতবহির্ভূত একটি ভ্রান্ত দল। উপমহাদেশের হক্কানী উলামায়ে কেরামগণের মতে, মওদুদী আকীদায় বিশ্বাসী ইমামের পেছনে নামায পড়া মাকরূহ। এরূপ ইমাম পরিবর্তন করে বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী ইমাম নিয়োগ করা মসজিদ কমিটির ওপর আবশ্যক। মসজিদ কমিটি উক্ত ইমাম পরিবর্তনে সম্মত না হলে উক্ত কমিটি ভেঙে নতুন অভিজ্ঞ ও দ্বীনদার কমিটি গঠন করা মুসল্লিদের ঈমানী দায়িত্ব। (১১/৬০১/৩৬৪৯)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۲۹۱: الجواب- ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے اگر فرائض میں صحیح العقیدہ امام میسر نہ ہو تو اس کے پیچھے پڑھ لے، مگر تراویح بہر کیف اس کی اقتداء میں نہ پڑھیں صحیح امام نہ ملے تو تنہا پڑھ لیں۔

📖 فیہ ایضا ۱ / ۳۲۹ : جماعت اسلامی اہل سنت سے خارج ہے اور اپنے مخصوص عقائد کی وجہ سے عام مسلمانوں سے الگ ایک مستقل فرقہ ہے ... ... ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں، اگر کسی مسجد میں اس عقیدہ کا امام ہو تو بااثر حضرات پر اسے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے اگر مسجد کی منتظمہ امام بدلنے پر تیار نہ ہو تو اہل محلہ پر فرض ہے کہ ایسی منتظمہ کو بر طرف کر کے دوسرے صحیح العقیدہ منتظمہ منتخب کریں۔

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۴۸ : وہ ائمہ جو مودودیت کے داعی ہیں اور بزرگان سلف صالحین اور اکابر علماء پر تنقید کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مودودیت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے اور جو اس قسم کے نہ ہوں ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔

জামায়াতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর ইমামত

প্রশ্ন : যারা জামায়াতে ইসলামীর মিটিং-মিছিলে যায়, সভায় বক্তৃতা করে এবং সভাপতি হয় তাদের পেছনে নামায পড়লে সমস্যা কী?

উত্তর : মওদুদীর ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে নিষেধ। তাই উল্লিখিত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া যাবে না। (১৩/৯৪৪)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۲۹۱ : سوال-جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے حافظ صاحب کی پیچھے قرآن سننا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اگر فرائض میں صحیح العقیدہ امام میسر نہ ہو تو اس کے پیچھے پڑھ لے، مگر تراویح بہر کیف اس کی اقتداء میں نہ پڑھیں، صحیح امام نہ ملے تو تنہا پڑھ لیں۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱ /۴۴۸ : جواب-وہ ائمہ جو مودودیت کے داعی ہیں اور بزرگان سلف صالحین اور اکابر علماء پر تنقید کرتے ہیں ساتھ ساتھ مودودیت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے اور جو اس قسم کے نہ ہوں ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔

ইমামের অনুসরণ সর্বক্ষেত্রে আবশ্যক নয়

প্রশ্ন : আমরা জানি, মুক্তাদীর জন্য আবশ্যক হলো নামাযে ইমামের অনুসরণ করা। কিন্তু অনেক হানাফী মুক্তাদী আহলে হাদীস ইমামের পেছনে নামায আদায় করে কিন্তু হাত উঠায় না, আবার অনেক আহলে হাদীস হানাফী ইমামদের পেছনে নামায আদায় করে কিন্তু হাত উঠায়। আমার জানার বিষয়, উভয় মুক্তাদীই ইমামের অনুসরণ করল না, তাদের নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শুধু হাত উঠানোর মাঝে তারতম্যের কারণে উল্লিখিত নামাযীদের নামাযে কোনো ক্ষতি হবে না। (১৯/১৭৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٤٧٢ : المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض، وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي.

📖 احسن الفتاوى (ايچ ايم سعيد) ٣ /٣١٦ : ان امور میں اتباع امام لازم نہیں، لہذا حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے اور شافعی کی حنفی کی پیچھے درست ہے، احناف رفع یدین نہ کریں۔

লা-মাযহাবীর পেছনে হানাফীর ইক্তিদা

প্রশ্ন : বর্তমানে নামধারী কিছু আহলে হাদীস, যারা হানাফী মাযহাবের লোকদেরকে কবরপূজারি বা মুশরিক মনে করে, তাদের পেছনে হানাফী মাযহাবের লোকদের নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত তথাকথিত আহলে হাদীস, যারা হানাফী মাযহাবের লোকদেরকে কবরপূজারী বা মুশরিক মনে করে, তাদের পেছনে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। (১৭/৫১২/৭১৫৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢/ ٥٠ (٦٤) : عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٦٩ : (وعزر) الشاتم (بيا كافر) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا؟ نعم وإلا لا به يفتى شرح وهبانية -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (قوله فاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك -

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ /٦١٣ : وأما الصلاة خلف الشافعية فحاصل ما في المجتبى أنه إذا كان مراعيا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره وإلا فلايصح أصلا وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الوتر ولا خصوصية للشافعية بل الصلاة خلف كل مخالف للمذهب كذلك .

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٧ : أن الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبنا فلا كراهة في الاقتداء به وإن علم عدمه فلا صحة، وإن لم يعلم شيئا كره.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٣ /٢٨٢ : سوال- حنفی مسلک والے کی نماز اہل حدیث یا شافعی امام کے پیچھے ہو سکتی ہے یا نہیں؟

الجواب- اگر یہ یقین ہو کہ امام نماز کے ارکان و شرائط میں دوسرے مذاہب کی رعایت کرتا ہے تو اس کی اقتداء بلا کراہت جائز ہے، اور اگر رعایت نہ کرنے کا یقین ہو تو اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز صحیح نہ ہوگی، اور جس کا حال معلوم نہ ہو اس کی اقتداء مکروہ ہے، آجکل کے غیر مقلدین کی اکثریت صرف یہی نہیں کہ رعایت مذاہب کا خیال نہیں رکھتی، بلکہ اس کو غلط سمجھتی ہے، اور عمداً اس کے خلاف کا اہتمام کرتی ہے اور اس کو ثواب سمجھتی ہے، اس لئے ان کی اقتداء سے حتی الامکان احتراز لازم ہے، مگر بوقت ضرورت ان کے پیچھے نماز پڑھ لے، جماعت نہ چھوڑے، قال فی العلائیة عن البحر إن تیقن المراعاة لم یکره، أو عدمها لم یصح، وإن شك کره (رد المحتار ج ١ ص٥٢٦) یہ تفصیل اس وقت ہے کہ یہ امام صحیح العقیدہ ہو، اگر اس کا عقیدہ فاسد ہے، مقلدین کو مشرک جانتا ہے، اور سب سلف کرتا ہے تو اس کی امامت بہر حال مکروہ تحریمی ہے۔

Scanned by CamScanner

তাকলীদকে শিরক বিশ্বাসকারী ইমামের ইক্তিদা

প্রশ্ন : জনাব, আমরা যে মাদ্রাসায় হেফজ বিভাগের খেদমত করে যাচ্ছি সে মাদ্রাসায় একটি মসজিদ আছে, সে মসজিদের ইমাম কঠোর গাইরে মুকাল্লিদ, অর্থাৎ তার আকীদা-বিশ্বাস হল; চার ইমামের মুকাল্লিদরা মুশরিক। এমতাবস্থায় আমরা হানাফী মাযহাবের লোকগণ তার পেছনে ইক্তিদা করলে ফরয নামায সহীহ হবে কি না? যদি না হয় বরং নামায পুনরায় পড়তে হয় তাহলে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত কি না? যদি না হয় কারণ কী?

উত্তর : যে সমস্ত গাইরে মুকাল্লিদ সরলপ্রাণ জনসাধারণকে তাকলীদবিরোধী প্রচারণা ও প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে গাইরে মুকাল্লিদের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে, তাকলীদকে শিরক বলে এবং আইম্মায়ে কেরামকে গালমন্দ করে, এমন গাইরে মুকাল্লিদের পেছনে হানাফী মাযহাবের লোকদের ইক্তিদা জায়েয নেই, কেননা সে ফাসেক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (১১/৬৮৬/৩৬৫৫)

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٤ /١٥٣ : فعليكم معاشرالمؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة، فإن نصرة الله وحفظه وتوفيقه فى موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقته فى مخالفتهم، وهذه الطائفة الناجية قداجتمع اليوم فى المذاهب الأربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله تعالى، ومن كان خارجا عن هذه الأربعة فى هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار -

📖 التفسيرات الأحمدية ص ٣٤٦ : وقد وقع الإجماع على أن الاتباع إنما يجوز للأربع وكذا لا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۹ /۶۲ : الجواب-جواہل حدیث تقلید کو شرک نہیں کہتے اور ائمہ مجتہدین وسلف صالحین کو سب وشتم نہیں کرتا اور حنفیہ کے مذہب کی رعایت کرکے نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے حنفیہ کی نماز درست ہے جو حنفیہ کے مذہب کی رعایت نہیں کرتا اس کے پیچھے درست نہیں، جس کے متعلق رعایت وعدم رعایت کا علم نہیں اس کے پیچھے مکروہ ہے، مگر نماز درست ہو جائے گی جب تک امام کے متعلق کسی وصف

Scanned by CamScanner

مفسد صلوۃ کا علم نہ ہو، اگر علم ہو جائے مثلاً امام کے بدن سے خون نکلا جو اس کے مذہب کے موافق ناقض وضو نہیں اور حنفی مذھب کے موافق ناقض وضو ہے تو نماز نہیں ہوئی، حنفی کو اپنی نماز کا اعادہ لازم ہے۔ اور جو اہل حدیث تقلید کو شرک کہتا ہے اور ائمہ مجتہدین وسلف صالحین پر سب وشتم کرتا ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں اس کو امام بنانا ہی جائز نہیں، اس میں نفی واثبات دونوں پہلو ہیں۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۳۸۵

যে কারণে গাইরে মুকাল্লিদদের পেছনে ইক্তিদা নিষেধ

প্রশ্ন : গাইরে মুকাল্লিদ ইমামের পেছনে হানাফীদের নামায সহীহ হবে কি না? যদি না হয় তার কারণ কী? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : হানাফী মাযহাব মতে, নামায ফাসিদ হয় এমন কোনো কাজ গাইরে মুকাল্লিদ ইমাম থেকে পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে তার পেছনে হানাফীদের নামায সহীহ হবে। আর যদি নিশ্চিত হয় তাহলে নামায সহীহ হবে না, সন্দেহ হলে মাকরূহে তানযীহী। তবে যে গাইরে মুকাল্লিদ ইমাম- আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন বিশেষত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে গালাগাল করে সে ফাসিক হওয়ার কারণে তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। (১৬/১০০/৬৪৩৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٦٣ : إن تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح، وإن شك كره ... ... أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع الواجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر. ... وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع، إنما اختلف في الكراهة. اهفقيد بالمفسد دون غيره كما ترى. وفي رسالة [الاهتداء في الاقتداء] لمنلا علي القاري: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا .

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٧ : أن الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبنا فلا كراهة في الاقتداء به وإن علم عدمه فلا صحة، وإن لم يعلم شيئا كره.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٣ /٢١٦ : الجواب-اگر عقائد بھی اس کے موافق اهل سنت وجماعت کے ہوں اور سلف کو برانہ کہتا ہو تو نماز اس کے پیچھے صحیح ہے۔

অন্য মাযহাবপন্থী ইমামের ইক্তিদা ৪/১৭৫/৬৫০

প্রশ্ন : আমি যতটুকু জানি, কোনো কোনো মাযহাবের মধ্যে শরীর হতে রক্ত গড়িয়ে পড়লেও ওজু নষ্ট হয় না। আবার শুনেছি, কোনো কোনো মাযহাবে বীর্যকে পাক হিসেবে গণ্য করা হয়। আমি যদি দেখি যে ইমাম ওই মাযহাবের, তাহলে আমি কি তাঁর পেছনে নামায পড়ব? তিনি যদি তাঁর মাযহাব অনুসারে আমল করেন তাহলে কি আমার নামায হবে? যদি নামাযের পর জানতে পারি যে ওজু করার পর কোনো কারণে ইমামের শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু তিনি আর ওজু দোহারাননি, তাহলে এর বিধান কী?

উত্তর : অন্য মাযহাবপন্থী ইমাম হানাফী মাযহাবের যে সকল মাসআলা- মাসায়েলের কারণে নামায সহীহ হয় না এর বিপরীত করেনি বলে নিশ্চিত হলে তাঁর পেছনে ইক্তিদা করা জায়েয। বিপরীত করে কি না সন্দেহ হলে ইক্তিদা করা মাকরূহ, না করাই উত্তম। ইমাম সাহেব হানাফী মাযহাব পরিপন্থী কাজ করেন তা নিশ্চিতভাবে জানা গেলে তাঁর পেছনে ইক্তিদা করা জায়েয হবে না এবং আদায় করা নামায কাযা করতে হবে।

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /٤٦ : الحاصل أن الاقتداء بالشافعي على ثلاثة أقسام الأول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به الثاني أن يعلم منه عدمه فلا صحة لكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدي به أو في الجملة صحح في النهاية الأول وغيره اختار الثاني،
وفي فتاوى الزاهدي إذا رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى

Scanned by CamScanner

الثالث أن لا يعلم شيئا فالكراهة ولا خصوصية لمذهب الشافعي بل إذا صلى حنفي خلف مخالف لمذهبه فالحكم كذلك.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٦٢ : زاد ابن ملك: ومخالف كشافعي؟ لكن في وتر البحر إن تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح، وإن شك كره.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ١ /١٦٨ : مالکی، شافعی وغیرہ امام طہارت وغیرہ خاص مسائل میں جن پر حنفی مقتدی کی نماز کی صحت کا دار ومدار ہے رعایت کرتا ہے تو بلا کراہت اس کی اقتداء جائز ہے اور اگر عدم رعایت کا یقین ہے تو اقتداء درست نہیں ہے اور اگر شک ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔

গাইরে মুকাল্লিদ ইমামের ইক্তিদা

প্রশ্ন : আমরা মুকাল্লিদরা কি কোনো আহলে হাদীস ইমামের পেছনে নামায পড়তে পারব?

উত্তর : বর্তমানে অধিকাংশ লা-মাযহাবী তথা নামধারী আহলে হাদীসদের ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে অনেক মাসআলায় অনৈক্য রয়েছে। তাই হানাফী মাযহাব অনুসারীগণ আহলে হাদীসের কোনো ইমামের পেছনে ইক্তিদা করে নামায পড়বে না এবং এ রকম ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করবে না। (৪/১৭৫/৬৫০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٣٥١: وأما الصلاة خلف الشافعية فحاصل ما في المجتبى أنه إذا كان مراعيا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره وإلا فلا يصح أصلا وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الوتر ولا خصوصية للشافعية بل الصلاة خلف كل مخالف للمذهب كذلك.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٣ / ٢٤٨: بہر حال احتیاط در ترک اقتداء است خصوصا وقتیکہ امام غیر مقلد باشد کہ از ارتکاب مفسدات ومکروہات امن نیست۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا۳ / ۲۸۳ : چونکہ اس زمانہ میں جو لوگ ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے اور بزعم خود حدیث پر عمل کرنے کے مدعی ہیں ان کے بعض افعال ایسے ہیں جو مفسد صلاۃ ہوتے ہیں ... ... بایں وجہ ان کی امامت سے احتراز کیا جائے۔

কথিত আহলে হাদীসকে হকপন্থী বলে বিশ্বাসীর ইমামত

প্রশ্ন : আমরা একটি সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে কর্মরত আছি। আমাদের ফ্যাক্টরিতে কিছু কথিত আহলে হাদীস আছে। তাদের কথাবার্তা বিশেষ করে আকীদাগত বিষয় হানাফীদের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন তারা হানাফী মাযহাব, তাবলীগ জামাআত, পীর-মুরিদীকে শিরক বলে এবং অনুসারীদেরকে মুশরিক ও কাফের বলে আখ্যায়িত করে। বিভিন্ন ফিতনামূলক বই-পুস্তক, ওয়াজ, সভা-সেমিনার এবং মসজিদে নিয়েও তাদের আলেমদের সংস্পর্শে নিয়ে সাধারণ মাযহাবপন্থী ভাইদের মগজ ধোলাই করে আহলে হাদীস বানানোর অপচেষ্টা করা হচ্ছে এবং বোঝানো হচ্ছে মাযহাব মানা হারাম। জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র সহীহ পথ তথাকথিত আহলে হাদীস মতাদর্শ। এ ছাড়া কথিত আহলে হাদীসের কতিপয় লেখক নিজেদের পুস্তিকায় মাও. ইলিয়াস (রহ.), মাও যাকারিয়া (রহ.)সহ চার তরীকার পীর-মাশায়েখগণকে পাগল ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত করেছে। এতদসত্ত্বেও যদি কোনো ইমাম সাহেব এ মতাদর্শে বিশ্বাসী হয় যে আহলে হাদীসও হক, আমরা মাযহাবীরাও হক তাহলে উক্ত ইমামের পেছনে ইক্তিদা জায়েয হবে কি না? উল্লেখ্য, ইমাম সাহেবকে বোঝানোর পরও তিনি তাঁর অবস্থানে অনড়।

উত্তর : মাযহাব ও ইমামদের সমালোচনা ও কটাক্ষকারী কথিত আহলে হাদীস তথা লা-মাযহাবীরা একটি পথভ্রষ্ট ভ্রান্তদল। মাযহাবের বিরুদ্ধে তাদের সকল অপতৎপরতা ও বক্তব্য ভুল, যা বিভিন্নভাবে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাযহাব মেনে চলা একজন ঈমানদারের জন্য তার ঈমান ও দ্বীন রক্ষার্থে ওয়াজিব। উক্ত ইমাম সাহেবের মধ্যে কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা নেই, তাই কথিত আহলে হাদীস হক হওয়ার উক্তি করেন, যা ঠিক নয়। তাঁর মতের পরিবর্তন অপরিহার্য, অন্যথায় মসজিদকে ফিতনামুক্ত রাখার জন্য তাঁকে ইমামত থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। (১৯/৩৫১/৮১৮২)

📖 سورة النحل الآية ٤٣: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Scanned by CamScanner

شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٧ / ٦١ (٩٤٦٤) : عن ابراهيم بن ميسرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام".

الدر المختار مع الرد (سعيد كمپنى) ٣/ ٢١٠ : إن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله.

مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ١١١- ١١٢ : (و) الرابع عشر من شروط صحة الاقتداء (أن لايعلم المقتدى من حال إمامه) المخالف لمذهبه (مفسدا فى زعم المأموم) يعنى فى مذهب المأموم... ... وأما إذا علم منه أنه لا يحتاط فى مواضع الخلاف فلا يصح الاقتداء به .

فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم دیوبند) ٣ / ١٤٣ : جواب–ایسے غیر مقلدین کے پیچھے نماز صحیح ہے بشرطیکہ انکے عقائد موافق اہل سنت والجماعت کے ہوں.

عزیز الفتاوی (دار الاشاعت کراچی) ص٢٣٩ : جواب–غیر مقلد امام اگر عقیدے کا اچھا ہے تو نماز اس کے پیچھے درست ہے مگر بہتر نہیں ہے، اور اگر اس کا عقیدہ خراب ہے اور مقلدین کو مشرک جانتا ہے اور سب سلف کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے بہر حال احتیاط لازمی ہے۔

فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ص٢٣٨ : جواب–طعن کرنے والا ائمہ مجتہدین پر فاسق ہے اور جو شخص طعن کرنے والے کو بزرگ جانے اس وجہ سے وہ بھی فاسق ہے۔

বিদ'আতী আলেমের ইক্তিদা

প্রশ্ন : বিদ'আতী আলেমের পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : যদি ইমাম এমন কোনো বিদ'আতে লিপ্ত থাকেন, যা কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত, তাহলে ওই ইমামের পেছনে নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। আর যদি এমন কোনো বিদ'আতে লিপ্ত থাকেন, যা কুফুরীর পর্যায়ে নয় তবে উক্ত ইমামের পেছনে নামায মাকরূহে তাহরীমীর সহিত আদায় হয়ে যাবে। (১৭/৫২১/৭১৪৬)

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١ /٦٦٨ : وإمامة صاحب الهوى والبدعة مكروهة، نص عليه أبو يوسف في الأمالي فقال: أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه، وهل تجوز الصلاة خلفه؟

قال بعض مشايخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز، وذكر في المنتقى رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع، والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا تجوز، وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة -

📖 غنية المتملى (سهيل اكيڈيمى) ص ٥١٤ : ويكره تقديم المبتدع أيضا؛ لأنه فاسق من حيث الاعتقاد وهو أشد من الفاسق من حيث العمل؛ لأن الفاسق من حيث العمل يعترف بأنه فاسق ويخاف ويستغفر بخلاف المبتدع ... ... أما لو كان مكفرا فلا يجوز أصلا -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص۳۵۲ : بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

তাবলীগপন্থী আলেমের ইক্তিদা

প্রশ্ন : বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগপন্থী আলেমের পেছনে নামায জায়েয হবে কি না? ছারছিনা থেকে ফাতওয়া এসেছে, এমন আলেমের পেছনে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে। এর সঠিক উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন এবং যারা এ আকীদায় বিশ্বাসী (অর্থাৎ এমন আলেমের পেছনে নামায মাকরূহ তাহরীমী) তাদের পেছনে নামায সহীহ বা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আতী, ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী, প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত তথা ফাসেক ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী।

প্রচলিত তাবলীগ জামাআত সকল স্তরের সব মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং সঠিক পন্থা। বিশ্বের সকল হকপন্থী উলামায়ে কেরাম এ দলটিকে একটি খাঁটি দ্বীনি জামাআত মনে করেন। তাই তাবলীগ করার কারণে কারো পেছনে নামায পড়া মাকরূহ বলা নিতান্তই মনগড়া ও ভ্রান্ত কথা। অবশ্য

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিগত কারণে কেউ ফাসেক হয়ে গেলে তার কথা ভিন্ন। মনগড়া এবং ভ্রান্ত কথায় অভ্যস্ত লোকদের পরিবর্তে সহীহ আকীদা, তাকওয়া, ফরহেযগারী এবং বাস্তব যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকেই ইমামতির আসনে স্থান দেওয়া উচিত। (৫/৪৮/৮০০)

মওদুদীপন্থীর ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : মওদুদীপন্থীদের ইমামতিতে নামায শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী, মওদুদীপন্থীদের পেছনে নামায শুদ্ধ হয়ে গেলেও তাদেরকে ইমাম বানানো ও তাদের পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। (৬/২২৭/১১৬০)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ / ۲۹۱ : ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے اگر فرائض میں صحیح العقیدہ امام میسر نہ ہو تو اس کے پیچھے پڑھ لے۔

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۱ / ۱۷۲ : البتہ اگر کوئی نماز ان کے پیچھے پڑھ لی گئی تو نماز ہو گئی۔

হাজির-নাজিরে বিশ্বাসীর পেছনে ইক্তিদা

প্রশ্ন : যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির জেনে কিয়াম করে তাদের ইমামতিতে নামায পড়লে কোনো সমস্যা হবে কি না?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে মানুষের সকল অবস্থা সব সময় দেখা ও শোনা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই গুণ। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে এ ধরনের আকীদা পোষণ করা শিরকী আকীদার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি খালেস নিয়্যাতে তাওবা করে খালেস ইসলামী আকীদা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তার পেছনে নামায আদায় করা সহীহ হবে না। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির না জেনে প্রচলিত মীলাদ কিয়াম করা বিদ'আত। আর বিদ'আতীর পেছনেও নামায মাকরূহে তাহরীমী। (১৯/৮০/৮০০৮)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٢٧ : من تزوج بشهادة الله تعالى ورسوله لم يجز، بل قيل يكفر؛ لانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب۔

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١ / ٦٦٨ : وإمامة صاحب الهوى والبدعة مكروهة، نص عليه أبو يوسف في الأمالي فقال: أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ قال بعض مشايخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز۔

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ٢٨ : وكره إمامة العبد والأعرابى والفاسق والمبتدع والأعمٰى وولد الزنا۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ۳۵۱: سوال—بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواب—مکروہ تحریمہ ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۳ / ۲۸۹ : سوال—بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور کیا ایسا شخص امامت کے قابل ہے؟

الجواب—آجکل کے فرقۂ مبتدعہ کے عقائد حد شرک تک پہونچے ہوئے ہیں اس لئے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔

📖 فتاوی مفتی محمود ۲ / ۱۲۴ : جس بریلوی کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہو کہ وہ حاضر وناظر ہیں یا علم غیب جانتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

কবিরাজ ইমামের ইমামতি

প্রশ্ন : জনৈক হাফেয মাওলানা দীর্ঘদিন হতে নোয়াখালী জেলাস্থ একটি মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবে নিয়োজিত। তিনি একটি আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকও। পাশাপাশি তিনি খোনকারী অর্থাৎ তাবিজতুমার, পুত্র সন্তানের তদবির, সন্তান বেঁচে না থাকা, রাজমোহনী তাবিজ, আংটি এবং তাবিজের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। উল্লিখিত তদবির গ্রহণ করার জন্য অহরহ বেগানা মহিলাগণ বেপর্দা অবস্থায়

Scanned by CamScanner

মসজিদসংলগ্ন হুজরাখানায় ও তাঁর বাসায় যাতায়াত করে এবং এর বিনিময়ে তিনি প্রচুর অর্থও আয় করে থাকেন। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ইমাম সাহেবের ইমামতি করা বা তাঁর পেছনে নামায পড়া এবং তাঁকে ইমাম পদে বহাল রাখা শরীয়তের আলোকে জায়েয কি না?

উত্তর : জিন, মানুষের জাদুটোনা জিনের আসর ইত্যাদি হতে পবিত্রতা ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্বাভাবিক মিল-মোহাব্বত সৃষ্টিসহ বিভিন্ন জায়েয ও বৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোরআনের আয়াত, হাদীসে বর্ণিত দু'আ ও আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা দ্বারা তদবির করার ক্ষেত্রে শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো বাধা নেই। তবে প্রেম-ভালোবাসা, মনের মানুষকে আয়ত্তে নিয়ে আনার তদবির করা, অনুরূপভাবে রাজমোহনী তাবিজ ও আংটির তদবির দেওয়া যা দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে বশ করে অবৈধভাবে উপকৃত হওয়া যায়, শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম। তদুপরি বেগানা মহিলাদের সাথে বেপর্দা সামনাসামনি কথা বলা ও এ অবস্থায় তাদেরকে তাবিজ দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। তা ছাড়া কুফরী কালাম ও শরীয়তবিরোধী মন্ত্র দ্বারা এসব করা এমনিতেই গোনাহ। একজন ইমামের জন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড হতে খালেছ মনে তাওবা করা তার জন্য আবশ্যকীয়।
সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইমামকে এ-জাতীয় কর্মকাণ্ড পরিহার করে তাওবা করতে বাধ্য করা মসজিদ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। অন্যথায় তাকে অব্যাহতি দিয়ে একজন দ্বীনদার মুত্তাবিয়ে সুন্নাত সহীহ আকীদার অধিকারী যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়া সকলের ঈমানী দায়িত্ব। (১৫/৫১০/৬১৩৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٦٤ : امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير: أن ذلك حرام لا يحل.

📖 احسن الفتاوى (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٢٠ : بے پردہ عورتوں کو بالمشافہہ پڑھانے والا فاسق ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور اس کو امام و خطیب بنانا جائز نہیں.

নবীগণ ও সাহাবাগণের সমালোচকের ইমামত

প্রশ্ন : নিম্নে বর্ণিত আকীদা পোষণকারীর ইমামত সহীহ হবে কি না?

১. নবী-রাসূলদের সমালোচনা করা, যেমন :
ক. ইব্রাহীম (আ.) কিছু সময়ের জন্য শিরকে নিমজ্জিত ছিলেন, (চন্দ্র-সূর্যকে আল্লাহ মনে করেছেন)
খ. মুসা (আ.) কিবতীকে হত্যা করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

গ. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাজ্জালসংক্রান্ত বিষয়ে নিজের মনগড়া উক্তি করেছেন।

২. সাহাবাদের সমালোচনা :

ক. নবী পত্নীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বেয়াদবিমূলক আচরণ করেছেন।

খ. উসমান (রা.) খিলাফতের সময় স্বজনপ্রীতি করেছেন।

গ. মুআবিয়া (রা.) খিলাফতে কলঙ্ক লেপন করেছেন।

উত্তর : উল্লিখিত আকীদাসমূহের অনুসরণকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাবেঈন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসারী নয়। তাই উক্ত আকীদাসমূহের অনুসরণকারীকে উপমহাদেশের সর্বস্তরের আলেমগণ বাতিলপন্থী বলে ঘোষণা দিয়ে আসছেন। যা অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল হতে বই-পুস্তক দ্বারা প্রচার হয়ে আসছে এবং এ ধরনের লোকের পেছনে নামায না পড়ার ফাতওয়া প্রচার হয়ে আসছে। তাই কোনো হকপন্থী আলেমকে ইমামতির জন্য নিযুক্ত করা মসজিদ ও মুসল্লিদের ঈমানী দায়িত্ব। (১৫/৫১৪/৬১৩৯)

📖 سورة النجم الآية ٢ : ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۞ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾

📖 سورة الحاقة الآية ٤٣ – ٤٥ : ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١/ ٦٩١ : من لم يقر ببعض الأنبياء بشيء أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين – عليهم السلام – فقد كفر.

📖 خلاصة الفتاوى (مكتبة رشيدية) ٤ / ٣٨٦ : من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وأهانه أو عابه فى أمور دينه أو فى شخصه أو فى وصف من أوصاف ذاته ... ... فقد كفر.

📖 تفسير القرطبي (دار إحياء التراث) ١/ ٢١٧ : قال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي : إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها؛ لأنا

Scanned by CamScanner

أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمرا مطلقا من غير التزام قرينة، فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم.

কালো খেজাব ব্যবহারকারীর ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে মুয়াজ্জিন সাহেব নামাযের ইমামতি করে থাকেন। মুসল্লিদের অনেকে বলছেন, মুয়াজ্জিন সাহেব তাঁর দাড়িতে কালো খেজাব ব্যবহার করেন বিধায় তাঁর পেছনে আমাদের নামায সহীহ হবে না এবং পূর্বের আদায়কৃত নামায দোহরাতে হবে। কিন্তু মুয়াজ্জিন সাহেব বলছেন, আমি দাড়িতে এক প্রকার তৈল ব্যবহার করি। এখন বিষয়টি নিয়ে মুসল্লিদের মাঝে মারাত্মক ফিতনার রূপ ধারণ করছে। জানতে চাই, উক্ত মুয়াজ্জিন সাহেবের পেছনে নামায সহীহ হবে কি না? উল্লেখ্য, মুয়াজ্জিনের বয়স ৪৫ বছর।

উত্তর : কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে মন্তব্য করা মারাত্মক গোনাহ এবং সামাজিক ফিতনার কারণ। বিশেষ করে ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেবের মতো সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে এ ধরনের আচরণ মোটেই কাম্য নয়। তাও পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা ঠিক নয়। উল্লেখ্য, কালো খেজাব ব্যবহারকারীর ইমামত মাকরূহ হয়, কিন্তু নামায বাতিল হয় না। অতএব, কালো খেজাব লাগানো প্রমাণিত হলেও যারা পূর্বের নামায দোহরানোর কথা বলছেন তাঁদের কথা সঠিক নয়। (১৮/৯৮/৭৪৫৩)

📖 سورة الحجرات الاية ١٢ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ١١٦ (٦٠٦٤): عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا».

Scanned by CamScanner

📖 شرح السير الكبير للسرخسي ١/ ١٤ : فأما نفس الخضاب فغير مذموم بل هو من سيما المسلمين قال - عليه السلام -: «غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود» . وقال الراوي: رأيت أبا بكر - رضي الله عنه - على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولحيته كأنها ضرام عرفج، بنصب العين ورفعه مرويان. يريد به أنه كان مخضوب اللحية. فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين الأعداء كان ذلك محمودا منه. فأما إذا فعل ذلك في حق النساء فعامة المشايخ على الكراهة وبعضهم جوز ذلك. وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٧٧ : وأما الخضاب بالسواد: فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ، ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عليه عامة المشايخ. وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله عنه، وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهية، روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها، هذه الجملة من شرح «السير الكبير» .

আলেমের উপস্থিতিতে জেনারেল শিক্ষিত বুযুর্গকে ইমাম বানানো

প্রশ্ন : বহু উলামায়ে কেরাম, হাফেয এবং উচ্চমানের কারীর উপস্থিতিতে একজন জেনারেল শিক্ষিত, যিনি তরীকতের লাইনে অনেক উচ্চমানের বুযুর্গ। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী রুকু, সিজদা, কিয়াম, কু'দা করতে অক্ষম এবং জাহেরীভাবে যাঁর তেলাওয়াত চতুর্থ পর্যায়ের, এমনকি কোনো কোনো হরফের উচ্চারণ যথাযথ হয় না (এটা বার্ধক্যের কারণেও হতে পারে)। প্রশ্ন হলো, শত শত উলামায়ে

Scanned by CamScanner

কেরামের উপস্থিতিতে বর্ণিত সুফী-সাধক বুযুর্গের পেছনে ইক্তিদা করা অথবা তাঁর নিকট দরখাস্ত করে ইমামতি করানো সম্পর্কে শরীয়তের মাসআলা কী?

উত্তর : শত শত আলেম যার কিরাতে কোনো আপত্তি করে না এবং তার কিরাত সহীহ মনে করে ইক্তিদা করে, ওই রূপ সুফী-সাধকের ইমামতি নিয়ে প্রশ্ন করা অবান্তর এবং নিজেই ভুল পথে চলার পরিচায়ক। (১৮/২৮৯/৭৫৫৩)

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٦٦٩ : وأما بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبد، والتقي أولى من الفاسق، والبصير أولى من الأعمى، وولد الرشدة أولى من ولد الزنا، وغير الأعرابي من هؤلاء أولى من الأعرابي لما قلنا، ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأقرؤهم لكتاب الله - تعالى - وأكبرهم سنا، ولا شك أن هذه الخصال إذا اجتمعت في إنسان كان هو أولى، لما بينا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال، والمستجمع فيه هذه الخصال من أكمل الناس.

বধির ও মুস্তাহাবের পাবন্দ নয়, এমন ইমামের ইক্তিদা

প্রশ্ন : এমন ব্যক্তি যে আস্তে বললে শোনে না, জোরে বললে শোনে, তার পেছনে ইক্তিদা করা জায়েয কি না? এবং যে ইমাম নামাযের মধ্যে মুস্তাহাবের পাবন্দি করে না তার পেছনে ইক্তিদা করা জায়েয কি না?

উত্তর : বধিরকে ইমাম বানানো এবং তার পেছনে ইক্তিদা করা দোষের কিছু নয়। এমনিভাবে মুস্তাহাবের পাবন্দি করে না, এমন ইমামের পেছনে নামায পড়াও বৈধ। তবে বধিরের চেয়ে শ্রবণকারী এবং সর্বদা মুস্তাহাবের পাবন্দকারী ইমাম শ্রেয়। (১৮/৪১৭/৭৬৫৪)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٧٠ : (وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا) ... ... فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيه، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء

Scanned by CamScanner

أولى من الانفراد وينبغي أن يكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم وإلا فلا كراهة.

📖 البناية شرح الهداية (دارالفكر) ٢ /٣٣٤ : وفي "المجتبي" والمراد من الكراهة في هذا الموضع كراهة تنزيه، فإنه قال محمد في الأصل: إمامة غيرهم أحب إلي، وأما الجواز فلا كلام فيه أشار إليه بقوله: م: (وإن تقدموا جاز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا خلف كل بر وفاجر»

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۹: بہرہ آدمی نماز پڑھادے تب بھی درست ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو لقمہ دینے کی ضرورت پیش آئے اور وہ نہ سنے، اس لئے افضل یہ ہے کہ جو شخص بہرہ نہ ہو اور امام کی صفات اس میں موجود ہوں اس کو امام بنایا جائے۔

অবিবাহিতের ইমামত নিঃসন্দেহে বৈধ

প্রশ্ন : ইমামের কি বিবাহিত হতে হবে। বিবাহিত না হলে কি নামায হবে না? এ ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ইমামতির সাথে বিবাহের কোনো সম্পর্ক নেই বিধায় ইমামতির ক্ষেত্রে বিবাহিত-অবিবাহিত সকলেরই বিধান এক। (১৮/৪৩১/৭৬৫৭)

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ١ /١٠٩ : وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقرءاة والسلامة من الأعذار كالرعاف.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ٦ /٧٠ : الجواب- جس کی عمر ٥٠/ یا ٥٥/ برس کی ہے اور اس نے شادی نہیں کی اس کو شادی کی ضرورت بھی نہیں اور اس میں امامت کی اہلیت ہے تو اس کو شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کی امامت میں خرابی نہیں۔

Scanned by CamScanner

বিবাহিত হওয়া ইমামতের জন্য শর্ত নয়

প্রশ্ন : অবিবাহিত ইমামের পেছনে জামাআতে নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ইমামতি সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়, তাই অবিবাহিত বালেগ যোগ্য ইমামের পেছনে নামায পড়া নিঃসন্দেহে জায়েয। (২/১৬০/২৮৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٥٠ : وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ٦ /٧٠ : الجواب- جس کی عمر ٥٠/ یا٥٥/ برس کی ہے اور اس نے شادی نہیں کی اس کو شادی کی ضرورت بھی نہیں اور اس میں امامت کی اہلیت ہے تو اس کو شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کی امامت میں خرابی نہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ ٢ /٣٥١

মিথ্যুক ও বায়তুল্লাহর গিলাফের ব্যাপারে অবান্তর মন্তব্যকারীর ইমামত

প্রশ্ন : (১) জনৈক ইমাম সাহেব মিথ্যা কথা বলে এবং মানুষের গোপন কথা অন্য মানুষের কাছে বলাবলি করে, তার পেছনে নামায পড়া জায়েয আছে কি না?

(২) জুমু'আর পূর্বের বয়ানে বলে, খানায়ে কাবার গিলাফ সুদের টাকা দ্বারা তৈরি, যা সে শত শত মানুষের সামনে বলেছে। এ কথা বলার কারণে মানুষের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে, এটা সঠিক কি না? সঠিক না হলে এ রকম ইমামের পেছনে নামায পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয় তবে এ বক্তব্য প্রমাণসহ কমিটির সদস্যদেরকে অবহিত করা হবে, এরপর কমিটি তার পরিবর্তে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ দেবে। কমিটি সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে তারা দায়ী থাকবে। কমিটি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করুক বা না করুক নামাযীদের নামায হয়ে যাবে। (১৭/৪৮৬/৭১৩৬)

Scanned by CamScanner

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ٢٠/ ١٧٣ (٣٧٠) : عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام، ولا تسبوا أحدا من أصحابي» -

📖 فتاوى قاضيخان (مكتبه اشرفيه) ١/ ٩٢ : ومن شرائط السنة والجماعة ان يرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وأما في غير الجمعة من المكتوبات فهو بسبيل ان يتحول الى مسجد اخرى ولايأثم بذلك؛ لأن قصده الصلاة خلف تقى، وان صلى الرجل خلف فاسق او مبتدع يكون محرزا ثواب الجماعة -

মিথ্যা বলে ভুল স্বীকারকারীর পেছনে ইক্তিদা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম শয়তানের প্ররোচনায় মিথ্যা কথা বলেছেন, মসজিদ কমিটি জানার পর ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে ইমাম সাহেব তা স্বীকার করেন, সাথে সাথে তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করে কমিটির সামনে খালেছ নিয়্যাতে তাওবা করেন এবং ভবিষ্যতে আর মিথ্যা না বলার অঙ্গীকার করলেন। প্রশ্ন হলো, ওই ইমামের পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে কি না? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মানুষ হিসেবে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, চাই আলেম হোক বা সাধারণ মানুষ হোক, তবে ভুল স্বীকার করে সংশোধন হয়ে যাওয়া প্রশংসনীয় উদ্যোগ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তাওবাকারী এমন যেন সে কোনো গোনাহ করেনি। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ইমামের পেছনে নির্দ্বিধায় নামায পড়া যাবে। (১৮/৭৮৯/৭৭৫৭)

📖 سنن ابن ماجة (٤٢٥٠) : عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب، كمن لا ذنب له».

📖 منحة الخالق على البحر (دارالكتب العلمية) ١/ ٧٠ : قال الرملي ذكر الحلبي في شرح منية المصلي أن كراهة تقديم الفاسق والمبتدع كراهة التحريم -

Scanned by CamScanner

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٣٠٣ : "ولذا كره إمامة الفاسق" أي لما ذكر من قوله حتى إذا كان الأعرابي الخ فكراهته لأفضلية غيره عليه والمراد الفاسق بالجارحة لا بالعقيدة لأن ذا سيذكر بالمبتدع والفسق لغة خروج عن الاستقامة وهو معنى قولهم خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساد وشرعا خروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة۔

📖 فتاوی مفتی محمود ۴ /۴۵۷ : بشرط صحت واقعہ اس طرح جھوٹی قسم کھانا سخت گناہ ہے امام صاحب کو توبہ کرنا چاہئے پھر اس کی امامت درست ہے۔

মিথ্যাবাদী ইমামের পেছনে ইক্তেদার হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ইমাম সাহেব মিথ্যা কথা বলে, মুসল্লি এবং কমিটির কাছে এর প্রমাণও আছে। এরূপ ইমামের পেছনে নামায পড়া বৈধ হবে কি না? যদি অবৈধ হয় তবে মুসল্লি এবং কমিটির কী করণীয়?

উত্তর : কোরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে মিথ্যা কথা বলা কবীরা গোনাহ ও মহাপাপ। মিথ্যাচারে লিপ্ত ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক হিসেবে গণ্য এবং ফাসেক ব্যক্তিকে ইমাম বানালে ও তার পেছনে নামায পড়া শরীয়তের আলোকে মাকরূহে তাহরীমী। প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব মিথ্যা পরিহার করে তওবা না করা পর্যন্ত তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী বলে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় এ ধরনের ইমামের স্থানে অন্য একজন যোগ্য ও দ্বীনদার ইমাম নিয়োগ দেওয়া মসজিদ কমিটি ও মুসল্লিদের দায়িত্ব। (১৮/৬৫৭/৭৭২৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١ /٧٣ (٨٨) : عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، قال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور»

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٣٠٣ : والفسق لغة خروج عن الاستقامة وهو معنى قولهم خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساد، وشرعا خروج عن طاعة الله تعالى

Scanned by CamScanner

بارتكاب كبيرة، قال القهستاني : أي أو إصرار على صغيرة "و" لذا كره إمامة "الفاسق" العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب إهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للإمامة -

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ٣ /٢٠٠ : اگر امام کاذب ہونااور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ثابت ہو جائے تو وہ امامت کا اہل نہیں۔

মিথ্যুক আত্মসাৎকারী সমকামীর ইমামত অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের মাদ্রাসা-মসজিদ কমপ্লেক্সের খতীব সাহেব, যিনি মাদ্রাসার শিক্ষকও, তাঁর ইমামতির ওপর মুসল্লিগণ সন্তুষ্ট নন। কারণ–

এক. তাঁর চরিত্র ভালো না, কেননা তিনি ছাত্রদের সাথে খারাপ কাজ (বলাৎকার) করেন, যা প্রমাণিত।

দুই. তিনি কমপ্লেক্সের টাকা আত্মসাৎ করেছেন, যা কমিটির নিকট প্রমাণিত।

তিন. প্রায় সময় মিথ্যা কথা বলেন, এমনকি জুমু'আর বয়ানেও, যা মুসল্লিগণও অবগত।

জানার বিষয় হলো, মাদ্রাসার মসজিদে ইমামতি করা উক্ত খতীব সাহেবের জন্য কেমন? এ ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স কমিটির করণীয় কী? কোরআন-হাদীস ও ফাতওয়ার দৃষ্টিতে উক্ত সমস্যাটির সমাধান দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা যদি প্রকৃতই সত্য হয়, অর্থাৎ শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে উক্ত ইমাম ফাসেক বলে বিবেচিত হবেন এবং উল্লিখিত কাজসমূহ থেকে তাওবা করার আগ পর্যন্ত তাঁর পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে না। তাই মাদ্রাসা-মসজিদ কমপ্লেক্স কমিটির করণীয় হলো, উক্ত ইমামকে বরখাস্ত করে সৎ, যোগ্য ও মুত্তাকী ইমাম নিযুক্ত করা। (১৮/৬৭৬/৭৮২৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٩ :(ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم .

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٥٧ : ويكره تقديم العبد " لأنه لا يتفرغ للتعلم " والأعرابي " لأن الغالب فيهم الجهل " والفاسق " لأنه لا يهتم لأمر دينه.

📖 البناية (دار الفكر) ٢/ ٣٣٣ : (والفاسق؛ لأنه لا يهتم لأمر دينه) ش: فيرد فيه الناس، وفيه تقليل الجماعة.

📖 فتاوی محمودیہ ٢ /٦٨ : سوال- کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک امام مسجد ہے اور جھوٹا قرآن اٹھاتا ہے، امانت میں خیانت کرے اور جب اس کے حساب کو چیک کیا جاوے تو کئی ہزار کا غبن پکڑا جاوے ...... کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

جواب- ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اس کو امامت سے ہٹادیا جاوے۔

তহবিল তসরুফকারীর ইমামত

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব কোনো এক মাদ্রাসায় পড়াতেন, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে চাকরিচ্যুত করেছে। এমতাবস্থায় মসজিদ কর্তৃপক্ষ তা জানতে পেরে মাদ্রাসায় যোগাযোগ করে। মাদ্রাসার পরামর্শক্রমে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে দরখাস্ত দিয়ে মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব স্বাক্ষরিত বক্তব্যে জানা যায় যে উক্ত ইমাম সাহেবকে তহবিল তসরুফ ও আরো কিছু নির্দিষ্ট অভিযোগে চাকরিচ্যুত করা হয়, তবে তহবিল তসরুফের অভিযোগটাই প্রাধান্য। প্রশ্ন হচ্ছে,

১. এ অবস্থায় উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়া দুরস্ত কি না?

২. বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি পুনরায় মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে তদন্ত হয় তবে এখন (তদন্তকালীন সময়ে) এ ইমামের পেছনে নামায পড়া দুরস্ত হবে নাকি ওনার ইমামতি স্থগিত রেখে অন্য ইমাম দ্বারা নামায পড়াতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের ওপর খেয়ানতের অপবাদ যদি সত্যিই প্রমাণিত না হয়, তাহলে তাঁর পেছনে নামায পড়া পূর্বের ন্যায় জায়েয হবে। আর যদি অপবাদটি শরীয়তসম্মত পন্থায় প্রমাণিত হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি ফাসেক হওয়ায় তাঁর পেছনে ইক্তিদা করলে মাকরূহে তাহরীমীর সহিত নামায আদায় হয়ে যাবে। আর তদন্তকালীন সময়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আরোপিত অপবাদ প্রমাণিত না হয়, উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়া বৈধ হবে। যদি অপবাদ প্রমাণিত হয়ে যায়, আর তিনি তসরুফকৃত তহবিল ফেরত দিয়ে তাওবা করে নেন, তখনও তাঁর পেছনে নামায পড়া বৈধ হবে। (১৮/৫৭৪/৭৭৩৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك -

📖 غنية المتملي (سهيل اكيڈيمى) ص ٥١٣ : إنهم لو قدموا فاسقا يأثمون بناء على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بأمور دينه وتساهله فى الإتيان بلوازمه، فلايبعد منه الإخلال ببعض شروط الصلاة وفعل ما ينافيها بل هو الغالب بالنظر إلى فسقه -

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠ /١٨٥ : الأحكام المتعلقة بالخيانة خيانة الأمانة حرام لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونواأماناتكم وأنتم تعلمون} ولقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان . وقد عد الذهبي وابن حجر الهيتمي، الخيانة من الكبائر، ثم قال:الخيانة قبيحة في كل شيء -

📖 فتاوی دارالعلوم (مكتبۂ دارالعلوم دیوبند) ٣ /١٣٦ : الجواب- جو شخص لوگوں کے حقوق ودیون باوجود استطاعت کے ادانہ کرے اور مار لیوے وہ ظالم اور فاسق ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔

প্রতারক ও বেপর্দা মেয়েদের শিক্ষাদানকারী ইমামতের অযোগ্য

প্রশ্ন : ১. একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারকের পেছনে নামায পড়ার শরয়ী হুকুম কী?
২. স্বশরীরে হজ বা ওমরাহ না করে আলহাজ লেখার শরয়ী হুকুম কী? আমাদের ইমাম সাহেব লেখেন।
৩. ইমাম সাহেব বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন এবং জামে মসজিদে ইমামতি করছেন। তাঁর পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী?
৪. শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা নেওয়া ফরয তাই বলে গণশিক্ষার নামে বেগানা মহিলাদেরকে বেপর্দা শিক্ষা দেওয়া, গান গাওয়া ও বাহবা দেওয়ার শরয়ী হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

৫. ইমাম সাহেব টাকার বিনিময় অনেক ভুল ফাতওয়া দিয়েছেন এবং ভুল ফাতওয়া দেওয়ার জন্য তিনি তাওবা ও শাস্তি ভোগ করেছেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁর পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণে অভিযুক্ত ব্যক্তির ইমামতির পদে বহাল থাকা শরীয়ত সমর্থিত নয়। মুসল্লি এবং কমিটির দায়িত্ব হবে দ্বীনদার, মুত্তাকী, চরিত্রবান এবং ইমামতের উপযোগী অভিজ্ঞ আলেমকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া। (১০/১৭২/৩০৬০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ /٥٥٩ : (ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم.

📖 منحة الخالق على البحر (دارالكتب العلمية) ١/ ٦١١ : أن كراهة تقديم الفاسق والمبتدع كراهة التحريم -

📖 فتاوى رحيميه (دار الاشاعت) ٤ /٣٧١ : مراہقہ اور بالغہ لڑکیوں کو بلا حجاب پڑھانا درست نہیں، پردہ کا اہتمام ہو اور خلوت نہ ہو تو گنجائش ہے، مگر خلاف احتیاط ہے، لهذا محرم یا عورت ہی سے پڑھایا جائے، مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی احتیاط نہ کرے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں۔

ইমামের কিরাতের ভুল যোগ্য ব্যক্তিই ধরবে

প্রশ্ন : যে ইমাম নামাযে কিরাত সহীহভাবে পড়তে পারে না। তার পেছনে নামায পড়ার বিধান কী?

উত্তর : কিরাতের মধ্যে যে সকল ভুলের কারণে নামায সহীহ হয় না যদি ইমাম ওই ধরনের ভুলের অভ্যস্ত হয়, তবে তার পেছনে নামায পড়া যাবে না, অন্যথায় পড়া যাবে। কিন্তু যেকোনো নামাযীর পক্ষেই ভুলের প্রকার নির্ণয় করাও সম্ভব নয়। তাই ভুল মনে করে ইমামের প্রতি কু-ধারণা করাও মারাত্মক ভুল। (১৭/৫২১/৭১৪৬)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٨٢-٥٧٧ : (وكذا لا يصح الاقتداء ... ... (و) لا (غير الألثغ به) أي بالألثغ (على الأصح) كما في البحر عن المجتبى، وحرر الحلبي وابن الشحنة أنه بعد بذل جهده دائما حتما كالأمي، فلا يؤم إلا مثله، ولا تصح صلاته إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما لا لثغ فيه، هذا هو الصحيح المختار في حكم الألثغ، وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف أو لا يقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار.

📖 امدادالاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ۱ /۴۹۹ :الجواب-اگراس شخص کی قراءۃ مایجوز بہاالصلوۃ ہے تب تواقتداء کامضائقہ نہیں،اوراگرایسی غلط قراءۃ ہے کہ اس سے نماز صحیح نہیں ہوتی تواقتداء صحیح نہیں،اورہرحالت میں عمدہ قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نمازپڑھنا اورایسے ہی شخص کوامام مقررکرناچاہئے،کمافی الحدیث لیؤمکم اقرءکم -

অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে সহীহ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা

প্রশ্ন : অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে সহীহ কোরআন তেলাওয়াতকারী আলেম বা আওয়ামের নামায হবে কি না?

উত্তর : যদি কারো কিরাত এ পরিমাণ অশুদ্ধ হয়, যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে নামায ফাসেদ হয়ে যায়, তাহলে এ ধরনের ইমামের পেছনে শুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর নামায হবে না, অন্যথায় হবে। (১৭/৯০৪/৭৩৬১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٨٢-٥٧٧ : (وكذا لا يصح الاقتداء... ... (و) لا (غير الألثغ به) أي بالألثغ (على الأصح) كما في البحر عن المجتبى، وحرر الحلبي وابن الشحنة أنه بعد بذل جهده دائما حتما كالأمي، فلا يؤم إلا مثله، ولا تصح صلاته إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما لا لثغ فيه، هذا هو الصحيح المختار في حكم الألثغ، وكذا من لا

Scanned by CamScanner

يقدر على التلفظ بحرف من الحروف أو لا يقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار.

📖 امدادالاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ۱ /۴۹۹ :الجواب-اگراس شخص کی قراءۃ مایجوز بھاالصلوۃ ہے تب تواقتداء کا مضائقہ نہیں،اوراگرایسی غلط قراءۃ ہے کہ اس سے نماز صحیح نہیں ہوتی تواقتداء صحیح نہیں،اورہر حالت میں عمدہ قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا اورایسے ہی شخص کوامام مقرر کرناچاہئے،کمافی الحدیث لیؤمکم اقرءکم -

ح،ه،ع،ء এর ভুল উচ্চারণকারীর ইমামত

প্রশ্ন : যে ইমাম ء-র স্থানে ع পড়ে অথবা ع এর স্থানে ء পড়ে ه এর স্থানে ح পড়ে অথবা ح স্থানে ه পড়ে, তার পেছনে নামায পড়লে নামায হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ইমাম সাহেব সঠিক উচ্চারণের চেষ্টা করার পরও এক হরফের স্থানে অন্য হরফের উচ্চারণ হয়ে যায় তাহলে তার পেছনে নামায হয়ে যাবে। (১৭/৬৩৪/৭২২৬)

📖 غنية المتملي (سهيل اكيڈيمى) ص ٤٨١ : (وذكر في الملتقط انه لو قرأ في الصلوة 'الحمد لله' بالهاء مكان الحاء او قرأ قل هو الله احد) بالكاف مكان القاف والحال أنه (لا يقدر على غيره) كما في الأتراك ونحوهم (تجوز صلاته) ولاتفسد-

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲ /۳۲۷ : سوال- یہاں کے نتاوے فی صد لوگ مشتبہ الصوت حروف میں امتیاز نہیں کرتے، مثلا'ث'کو'س'اور'ذال'کو'زاء'سے اور 'حاء'مہملہ کو'خاء'معجمہ پڑھتے ہیں،اسی طرح عین مہملہ اور معجمہ میں فرق نہیں کرتے، 'ضاد'کو'دال'مفخم'دواد'پڑھتے ہیں...…
جواب- کتب فقہ سے معلوم ہوا کہ جو غلطیاں سوال میں ذکر کی گئی ہیں ان غلطیوں سے عند المتاخرین نماز فاسد نہیں ہوتی، پس اگر کوئی صحیح پڑھنے والا شخص مذکور فی السوال غلطیوں کے ساتھ پڑھنے والاامام کی اقتداء میں نماز پڑھے گاتواس کی نماز ہوجائے گی،اس نماز کی اعادہ ضروری نہیں ...

Scanned by CamScanner

সংগত কারণে ঘৃণিত ও বরখাস্তকৃতের ইমামত

প্রশ্ন : (ক) যে ইমামের প্রতি মুসল্লিরা অসন্তুষ্ট তার পেছনে তাদের নামায সহীহ হবে কি না? এবং সেই ইমামের করণীয় কী?

(খ) যে ইমাম অনৈসলামিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে তার পেছনে নামায পড়লে পুনরায় আদায় করতে হবে কি না?

(গ) যে ইমামকে মসজিদ কমিটি কোনো শরীয়তসম্মত কারণে বরখাস্ত করার পর ইমাম বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের মাধ্যমে মসজিদ কমিটির নিকট তাকে বহাল রাখার জন্য জোর চেষ্টা করায় মসজিদ কমিটি দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা সমাজে অরাজকতা সৃষ্টির ভয়ে তাকে পুনরায় ইমামতির পদে বহাল রাখে। তার পেছনে নামায পড়া শরীয়তসম্মত হবে কি না? যদি না হয় তাহলে মুসল্লিদের করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত ইমাম সাহেব নিজ ইচ্ছায় চলে যাওয়া দরকার। তার পরও সে যদি ক্ষমতার বলে ইমামতি করতে থাকে তাহলে তার পেছনে নামায আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে, তাতে মুসল্লিদের কোনো গোনাহ হবে না। বরং ইমাম সাহেব গোনাহগার হবে। (১৭/৬৩৪/৭২২৬)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ۲/ ۱۰۳ (۳٦۰) : عن أبي أمامة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون".

📖 المحيط البرهاني (دارالكتب العلمية) ۱/ ٤۰۷ : ومن أم قوم وهم له كارهون، إن كانت الكراهة لفساد فيه، أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك، وإن كان هو أحق بالإمامة لم يكره: لأن الفاسق والجاهل يكره العالم والصالح.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۱ / ٥٥۹ : (ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم.

Scanned by CamScanner

তাকবীরের হামযায় মাদ্দকারীর ইমামত ও নামাযের হুকুম

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব নামাযে তাকবীরে তাহরীমার ہمزہ কে ہمزۂ استفہام করে এক আলিফ টেনে পড়েন এবং তাঁর পেছনে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ সকলেই নামায পড়েন জিজ্ঞাসা হলো, উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে কি না? নামায না হলে বিগত নামাযের অবস্থা কী হবে? এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে অত্র মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণের নামাযের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং ইমাম সাহেবকে যদি না সরানো যায় তাহলে কী করণীয়?

উত্তর : হামযাকে মাদ্দ করে পড়লে নামায সহীহ না হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই শুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। না হলে ইমামকে বাদ দিতে হবে, তা না পারলে অন্য মসজিদে জামাআত পড়বে, না হয় অপারগতায় ওই ইমামের পেছনে নামায পড়ে নেবে তবুও একাকি নামায পড়বে না। (৮/৬০৭/২২৯৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٤٨٠ : اعلم أن المد إن كان في الله، فإما في أوله أو وسطه أو آخره، فإن كان في أوله لم يصر به شارعا وأفسد الصلاة لو في أثنائها -

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۳ /۴۲۴ : علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے حلیہ وغیرہ سے نقل فرمایا ہے کہ تکبیر میں اسم ذات اللہ اور اکبر کے الف کو کھینچ کر پڑھنا مفسد نماز ہے، اور لام کو اتنا کھینچنا کہ ایک الف مزید پیدا ہو جائے مکروہ ہے، مفسد نہیں، اسی طرح ہاء کو کھینچنا مکروہ ہے، باء کی مد کے مفسد ہونے میں اختلاف ہے، اور راء پر پیش کھینچکر پڑھنا مفسد ہے، مگر غلبۂ جہل کی وجہ سے متأخرین کا یہ فیصلہ ہے کہ اعراب اور مد کی غلطی مفسد نہیں، البتہ اگر کوئی تنبیہ کے باوجود اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہو گی، اور غلط خواں کو امام بنانا بہر صورت ناجائز ہے، بجز اس مجبوری کے کہ کوئی صحیح پڑھنے والا موجود نہ ہو۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۵۱۴ : غلط خواں امام کے پیچھے صحیح قرآن پڑھنے والے کی نماز بعض صورتوں میں فاسد ہو جاتی ہے اس لئے بہتر تو یہ ہے کہ اگر فساد نہ ہو تو غلط خواں امام کو امامت سے الگ کر کے صحیح خواں امام مقرر کیا جائے، اگر اس

Scanned by CamScanner

میں فتنہ کا احتمال ہو تو صحیح قرآن پڑھنے والے غلط خواں کی اقتداء نہ کریں بلکہ مسجد محلہ کو چھوڑ کر کسی صحیح خواں امام کی اقتداء کریں۔

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۲/ ۳۲۹ : جب تک آپ کو دوسری جگہ جماعت نہ ملے اس وقت تک امام مذکور کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں اور یہ بھی کوشش کریں کہ امام صاحب صحیح قراءت کی کوشش کریں۔

الله اكبر কে ااالله اكبر উচ্চারণকারীর পেছনে ইক্তিদা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব মাঝে মাঝে ওজরবশত অনিচ্ছাকৃত الله اكبر স্থানে اكبر বলেন, আবার কখনো ااالله اكبر বলেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত ইমামের পেছনে ই সহীহ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত ইমামের জন্য ইমামতি করা সঠিক হবে না। যদিও তাঁর ব্যক্তি নামায হয়ে যাবে। (১৮/৪২১/৭৬৫৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٨٢ : وتكره إمامة الفأفاء، ولكن الأحوط عدم الصحة -

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ١/ ١٠٩ : وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقرءاة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة ... ... بتكرار الفاء "والتمتمة" بتكرار التاء فلا يتكلم إلا به -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴/ ۳۵۱ -۳۵۲ : سوال-احقر امام ہے کچھ مدت سے میری زبان میں لکنت آگئی ہے..... مثلا تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ کر جب سورۂ فاتحہ شروع کرتا ہوں ااا ہو کر ہمزہ کی تکرار ہو جاتی ہے،..... .....

الجواب- صورت مسئولہ میں راجح اور احوط یہی ہے کہ آپ کی امامت میں نماز صحیح نہ ہوگی، قابل اعادہ ہوگی، وتكره إمامة الفأفاء ولكن الأحوط عدم الصحة (شامی ١/ ٥٤٤) اور الفأفاء سے ااا زیادہ قبیح اور لحن جلی ہے۔

Scanned by CamScanner

ভোটের মাধ্যমে অযোগ্যের নিয়োগ

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের নির্ধারিত ইমাম সাহেবের কোরআন শুদ্ধ নেই, অর্থাৎ সঠিকভাবে মাখরাজ আদায় করতে পারেন না। যেমন "ع"(আইন)-এর জায়গায় "ء","ض" জায়গায় "د" (দাল) ইত্যাদি হরফের মাখরাজ সঠিকভাবে আদায় করতে পারেন না, অনুরূপ মদ্দও সঠিকভাবে আদায় করতে জানেন না। যেমন হরকতের উচ্চারণ এক বা দুই আলিফ টেনে পড়েন। মোটকথা, কোরআন শরীফ অশুদ্ধ হওয়ায় একদল মানুষ তাঁর পেছনে নামায পড়তে রাজি না, তারা বলে, নতুন ইমাম রাখা হোক। অন্য দল বলে, ওই ইমামের পেছনেই নামায পড়ব, কোনো নতুন ইমাম রাখা হবে না। এহেন অবস্থায় মুতাওয়াল্লি এক নতুন ইমামের নাম নির্দিষ্ট করে উভয়ের মাঝে ভোটের আদেশ দিয়েছেন এবং ভোটও হয়েছে। এতে দেখা গেছে পুরাতন ইমাম ভোট বেশি পেয়েছে। যার ফলে মুতাওয়াল্লি পুরাতন ইমামকেই রেখে দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, ভোটের মাধ্যমে ইমাম রাখা জায়েয হয়েছে কি না? এবং যারা ওই পুরাতন ইমামের পেছনে নামায পড়তে রাজি নয়, তাদের নামায ওই পুরাতন ইমামের পেছনে সহীহ হবে কি না?

উত্তর : ইমাম নিয়োগ ভোটের মাধ্যমে নয় বরং বিশুদ্ধ তেলাওয়াত, তাকওয়া, নামাযের মাসায়েল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দেখে নিয়োগ দিতে হয়। অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে নামায অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যায় বিধায় সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ইমামের নিয়োগ দেওয়াই সব মুসল্লিদের ঈমানী দায়িত্ব। অন্যথায় সবাই গোনাহগার হবে। (১৮/৬৮৭/৭৮২১)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ١ /٤٥٨ (٢٣٥) : عن أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٨ : ... ... فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم؛ ولو قدموا غير الأولى أساءوا بلا إثم.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱ /۴۹۹ :الجواب- اگراس شخص کی قراءۃ ما یجوز بھا الصلوۃ ہے تب تو اقتداء کا مضائقہ نہیں، اور اگر ایسی غلط قراءۃ ہے کہ اس سے نماز صحیح نہیں ہوتی تو اقتداء صحیح نہیں، اور ہر حالت میں عمدہ قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا اور ایسے ہی شخص کو امام مقرر کرنا چاہئے، کمافی الحدیث لیؤمکم اقرءکم -

তোতলা ব্যক্তির নামায ও ইমামতের বিধান

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব মাগরিব, এশা, ফজর নামাযে তাহরিমা বাঁধার পর 'আলহামদু' যবানে আসতে দেরি হয়, কখনো একবার কখনো দুবার কখনো তিনবার ছানা পড়ার সময় পরিমাণ বিলম্ব হয়। এই সময়ের মধ্যে ইমাম সাহেব থেকে কিছু অবস্থা প্রকাশ পায় :

প্রথম অবস্থা : তাহরীমা বাঁধার পরে আল, আল, আল, বলতে থাকেন, কখনো তিনবার, কখনো পাঁচবার সাতবার। এই আওয়াজ প্রথম কাতারের কিছু মুসল্লি শুনতে পায়। এরপর বড় আওয়াজে الحمد পড়ে নিয়মমাফিক চলতে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থা : কখনো বিসমিল্লাহ পড়তে থাকেন তিনবার, পাঁচবার। কমবেশি হয়। এই আওয়াজ প্রথম কাতারের কিছু লোক শুনতে পায়।

তৃতীয় অবস্থা : কখনো স্বাভাবিকভাবে الحمد যবানে বের হওয়ার জন্য শরীরকে ওপরের দিকে নড়াচড়া করেন, ওপরের দিকে উঠে যখন শরীরকে ঝাঁকুনি দেন, তখন উভয় পায়ের গোড়ালি উঁচু হয়ে যায়, কখনো নিচের দিকে বাঁকা হতে থাকেন।

চতুর্থ অবস্থা : কখনো শুধু (الحمد لله رب العالمين) পড়েন। ইমাম সাহেব মুসল্লিদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেন এ কারণে কেউ তাঁকে কিছু বলে না। আমরা তিন চিল্লা, এক চিল্লার কিছু সাথী ও কমিটির কয়েকজন এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে আপনাদের কাছে এর সমাধান চাচ্ছি। এক হাফেজ সাহেব ইমাম সাহেবকে এ অবস্থায় দেখে দু-এক দিন الحمد বলে লোকমা দিয়েছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো :

১. নামাযে ছানা পড়ার পর সূরা শুরু করতে কতটুকু সময় বিলম্ব করা যায়?
২. এ ইমামের পেছনে আমাদের নামায সহীহ হবে কি না?
৩. এ অবস্থা ইমামের ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে কি না?
৪. লোকমা দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর :

১. নামাযের মধ্যে ছানা পড়ার পর সূরা শুরু করতে এক রুকন তথা তিনবার سبحان ربى الاعلى বলা যায় পরিমাণ সময় বিলম্ব হলে সাহু সিজদা ওয়জিব হবে। অন্যথায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। (১৮/৭৫২/৭৮৪৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٩٤ : قلت : والحاصل أنه اختلف في التفكر الموجب للسهو، فقيل ما لزم منه تأخير الواجب أو الركن عن محله بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قدر أداء ركن وهو الأصح -

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١ /١٣٩ : ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب بأن يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب، كذا في الكافي.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٤ / ٤٧ : تین بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے مقدار خاموش رہا تو سجدہ سہو واجب ہوگا ورنہ نہیں۔

২,৩,৪. প্রশ্নের বিবরণ যদি সঠিক হয়, তবে এমন ইমামের নামায বিভিন্ন অবস্থায় নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই ইমামতির মতো গুরুদায়িত্বে এমন ব্যক্তির পরিবর্তে সুস্থ ও যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়া আপনাদের সকলের দায়িত্ব।

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٣٢٧ : وتكره إمامة الفأفاء ، ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصنف ونظمه في منظومته تحفة الأقران، وأفتى به الخير الرملي -

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ١ /٢٥١ : (قوله وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف) أى إلا بتكرار كالفاء وهى الفأفأة والتاء وهى التمتمة والثاء وهى الثمثمة فيتحتم عليه بذل جهده فإن لم يزل لا يؤم إلا مثله ولا تصح صلاته إن أمكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجود قدر الفرض خاليا عن ذلك -

Scanned by CamScanner

‘আল্লাহ বার’ উচ্চারণকারীর ইমামত

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব তাকবীর বলার সময় ‘আল্লাহ বার’ কোনো রকম শোনা যায়, আকবার শব্দ মোটেই শোনা যায় না। ‘আল্লাহ বার’ ও প্রথম কাতারের পর থেকে স্পষ্ট শোনা যায় না, কিরাতের বেলায়ও অনুরূপ। অত্র এলাকার আলেমগণ বলেন যে তার কিরাতের মধ্যে লাহনে জলী ও লাহনে খফী রয়েছে। অধিকাংশ এলাকাবাসীও তার প্রতি নারাজ। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার ইমামতি ও মুক্তাদীগণের নামাযের কী হুকুম?

উত্তর : কোনো ইমাম হরফের সহীহ উচ্চারণ না করা এবং শুদ্ধ তেলাওয়াত না করা কোনো অভিজ্ঞ কারী সাহেব দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সহীহ উচ্চারণ ও তেলাওয়াতের ব্যাপারে সচেষ্ট না হলে সে ইমাম পদে বহাল থাকার উপযুক্ত থাকে না। তবে সে অবগত হওয়ার পর চেষ্টা চালিয়ে গেলে তাকে অপসারণ করা ঠিক হবে না। মুক্তাদীদের অপছন্দের বিষয়টিও সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। এর গ্রহণযোগ্যতা শরীয়তসম্মত কারণের ওপর নির্ভরশীল। তবে তার কিরাত শুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা নামায পড়াবে। (৮/২৫৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٧٤ : (وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر) لو قادرا (للافتتاح) أي قال وجوبا الله أكبر ولا يصير شارعا بالمبتدأ فقط ك (الله) ولا ب (أكبر) فقط هو المختار-

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ٣ /٦٩ : اعراب کی غلطی اگرچہ عند المتأخرین مفسد صلاۃ نہیں، مگر بے احتیاطی اور بے پرواہی سے قرآن مجید غلط پڑھنا سخت گناہ ہے، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال العلامة الجزرى : والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القران آثم، جو شخص قرآن کی حرکات اور حروف کے امتیاز کو ضروری نہیں سمجھتا اس کے خیال میں قرآن کا اعراب اور تشابہۃ الصوت الفاظ کا تعدد فضول اور باطل ہے وقال الله تعالى : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الخ اگر صحت اداء کی کوشش نہ کرے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، ... جب ترک جہد کی صورت میں الخ نماز کی فاسد ہے حالانکہ یہ معذور بھی ہے، تو غیر معذور اگر صحت اداء کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ بے پرواہی کرتا ہے تو اس کی نماز بطریق اولی صحیح نہ ہوگی غرضیکہ اگر کبھی اتفاقا

Scanned by CamScanner

کوئی غلطی اعراب میں ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر بے احتیاطی و بے پرواہی کی وجہ سے قرآن مجید غلط پڑھتا ہے صحت اداء کی کوشش ہی نہیں کرتا تو نماز صحیح نہ ہوگی۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۳ /۲۷۲ : امامت کیلئے افضل اعلم واقرأ وغیرہ حسب تفصیل فقہاء ہے، اور جو شخص نماز میں قراءت میں ایسی غلطی کرے جو مفسد صلوۃ ہے تو نماز صحیح نہ ہوگی، اور اگر وہ غلطی مفسد صلوۃ نہیں ہے، تو نماز صحیح ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ غلط خواں کو امام نہ بنایا جاوے۔

অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইমামত

প্রশ্ন : কিছুসংখ্যক হাফেজ ছাত্র মসজিদ কমিটির নিকট লিখিত অভিযোগ করেন যে মসজিদের ইমাম সাহেবের কিরাতে ভুল পরিলক্ষিত হওয়ায় নামায সঠিক হচ্ছে না। কিন্তু অদ্যাবধি কমিটি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ কারণে কিছু মুসল্লি অন্যত্র নামায পড়ছেন। কিরাত ভুল জানা সত্ত্বেও যদি কমিটি উক্ত ইমাম দ্বারাই নামায পড়ে তাহলে কি নামায সঠিক হবে?

উত্তর : বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী আলেমে দ্বীনকে ইমাম নিযুক্ত করা কমিটির ঈমানী দায়িত্ব। এটা পালন না করলে কমিটি গোনাহগার হবে। (১৬/৫৮৩/৬৬৯৪)

📖 صحيح مسلم (دارالغداالجديد) ١ /٤٦٥ (٢٩٠) : عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، ...

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال-

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ / ٢٩٤ : (والأحق بالإمامة) تقديما
نصبا ... (الأعلم بأحكام الصلاة) ... (ثم الأحسن تلاوة)
وتجويدا (للقراءة، ثم الأورع).

📖 البحر الرائق (دارالكتب العلمية) ١/ ٦٠٧ : (قوله والأعلم أحق
بالإمامة) ... ... (قوله ثم الأقرأ) محتمل لشيئين أحدهما أن
يكون المراد به أحفظهم للقرآن وهو المتبادر، الثاني أحسنهم
تلاوة للقرآن باعتبار تجويد قراءته وترتيلها -

অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে ইক্তিদা

প্রশ্ন : (ক) কিরাত ভুল তেলাওয়াতকারী ইমামের পেছনে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী নামায পড়লে ওই বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী এবং অন্যান্য ব্যক্তির নামায হবে কি না?

(খ) ইমাম সাহেব একজন আলেম, কিন্তু তাঁর কিরাত গলদ, যদি মুক্তাদীর মধ্যে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী আলেম থাকেন তাহলে উক্ত আলেম মুক্তাদী ও মুসল্লিদের নামায কি হবে?

(গ) শুনেছি, অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ব্যক্তির নামায হবে, কিন্তু এ অবস্থায় কত দিন নামায পড়া যাবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরআন মাজীদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী আলেমে দ্বীন মুত্তাকী ব্যক্তিই ইমামতের অধিকারী বলে বিবেচ্য। মুক্তাদীর মধ্যে ইমাম অপেক্ষা বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী থাকাবস্থায় তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া ইমামের নৈতিক দায়িত্ব। এতদসত্ত্বেও যদি কোনো স্থায়ী ইমাম ইমামতি করে এবং অশুদ্ধ তেলাওয়াতের কারণে কোরআন মাজীদের অর্থের মারাত্মক পরিবর্তন হয় তাহলে উপস্থিত সকলের নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়ার পর্যায় পৌঁছে যায়। আর যদি সামান্য ভুল যদ্দরুন অর্থের পরিবর্তন ঘটে না। বা পরিবর্তন হলেও নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে পড়ে না। তাহলে যদিও এমন ইমামের পেছনে নামায দুরস্ত, কিন্তু স্থায়ী নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ইমামই অপরিহার্য। তবে সর্বাবস্থায় ভুল সংশোধন করে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অধিকারী হওয়া ইমাম সাহেবের ঈমানী দায়িত্ব। অন্যথায় ওই ইমাম পরিবর্তন করা মুসল্লিদের দায়িত্ব। (৭/৮১৯/১৮৬৬)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١ /٦٨ : وإن غير معنى تغيرا فاحشا بأن قرأ وعصى آدم ربه فغوى بنصب ميم ورفع باء ربه ... ... وما أشبه ذلك مما تعمدت به يكفر إذا قرأ خطأ فسدت صلاته فى قول المتقدمين، واختلف المتأخرون فى ذلك... ... وما قاله المتقدمون أحوط؛ لأنه لو تعمد يكون كفرا وما يكون كفرا لايكون من القرآن وما قاله المتأخرون أوسع؛ لأن الناس لايميزون بين إعراب وإعراب فلا تفسد الصلاة وهذا على قول ابى يوسف رح.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٨٢ : (قوله دائما) أي في آناء الليل وأطراف النهار، فما دام في التصحيح والتعلم ولم يقدر عليه فصلاته جائزة، وإن ترك جهده فصلاته فاسدة كما في المحيط وغيره.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ١ /٥١٤ : غلط خواں امام کے پیچھے صحیح قرآن پڑھنے والے کی نماز بعض صورتوں میں فاسد ہو جاتی ہے اس لئے بہتر تو یہ ہے کہ اگر فساد نہ ہو تو غلط خواں امام کو امامت سے الگ کر کے صحیح خواں امام مقرر کیا جائے، اگر اس میں فتنہ کا احتمال ہو تو صحیح قرآن پڑھنے والے غلط خواں کی اقتداء نہ کریں بلکہ مسجد محلہ کو چھوڑ کر کسی صحیح خواں امام کی اقتداء کریں۔

হরহামেশা ভুলকারীর ইমামত

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব প্রায় সময় নামাযের কিরাতে الصمد এর পরিবর্তে الشمد পড়েন, অথচ তিনি الصمد শুদ্ধরূপে পড়তে পারেন। উক্ত ইমাম সাহেব নামাযের মধ্যে প্রায় সময় ভুল করেন, যেমন নিচু স্বরে পঠিত নামাযে উচ্চস্বরে কিরাত পড়েন বা তার বিপরীত ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের ইমাম শরীয়ত মোতাবেক ইমামতের যোগ্য কি না?

উত্তর : সর্বাবস্থায় দ্বীনদার মুত্তাকী ও নামাযের রুকন সঠিকভাবে আদায় করেন ও শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করেন, এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো আবশ্যক।

Scanned by CamScanner

পক্ষান্তরে যিনি অশুদ্ধ তেলাওয়াত করেন বা অধিকাংশ সময় নামাযে ভুল করেন এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো ঠিক নয়। অতএব, প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের সংশোধন সম্ভব না হলে তাঁকে পরিবর্তন করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। (১৬/১০৭/৬৪৩০)

📖 تفسير أبي السعود (دار إحياء التراث) ٩/ ٢٠٤ : {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون} غافلون غير مبالين بها -

📖 التفسير المظهري (دار إحياء التراث) ١٠/ ٣٣٣ : قال ابو العالية يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها وقال قتادة ساء عنها لا يبالى صلى او لم يصل قيل لا يرجون ثوابا ان صلوا ولا يخافون عليها عقابا ان تركوا وقال مجاهد غافلون فيها متهاونون بها -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ٦ /٣٦٤ : الجواب- قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والا موجود ہو تو اس غلط پڑھنے والے کو امام بنانا درست نہیں اس کو علیحدہ کر کے دوسرے کو امام بنایا جائے۔

গান শ্রবণকারী ও টিভি দেখায় অভ্যস্ত ব্যক্তির ইমামত

প্রশ্ন : রেডিওতে গান শ্রবণকারী ও টিভি দেখায় অভ্যস্ত ইমাম শরীয়ত মোতাবেক ইমামতের যোগ্য কি না?

উত্তর : ওই ব্যক্তি ফাসিক হওয়ায় তাকে ইমাম নিযুক্ত করার অনুমতি শরীয়তে নেই। সতর্ক করার পরও সতর্ক না হলে তাকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা যাবে না। (৭/৮১৭/১৮৬৬)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ٢٤٦ : الجواب- جو شخص ٹی وی دیکھتا ہے اور گانا سنتا ہے وہ فاسق ہے، اس کو امامت سے ہٹا دیا جائے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔

Scanned by CamScanner

টিভি দেখার বৈধতার প্রবক্তার ইমামত

প্রশ্ন : যে ইমাম সাহেব টিভির ভালো প্রোগ্রাম দেখা জায়েয বলেন এবং মুসল্লিদেরকে দেখতে নির্দেশ করেন এবং নিজ বাসায় টিভি রাখেন, তাঁর পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : টিভি বর্তমান যুগে শরীয়তপরিপন্থী অসামাজিক ও নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ডে সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ধরনের গোনাহের কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত বস্তুতে কোনো সময় ভালো প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়ে থাকে, যা ইহুদি- খ্রিস্টানদের মুসলমানদের ঈমানহারা করার একটা অপপ্রয়াসমাত্র, যা আজ কারো অজানা নয়। তাই টিভি দেখা ও মানুষকে তা দেখার উৎসাহ প্রদান করা ইমামের জন্য তো দূরের কথা, কোনো মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই যে ইমাম এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত তাঁকে ইমাম বানানো জায়েয হবে না। (১১/৪৬১)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۲۸۸ : الجواب—ٹیلویژن دیکھنا ناجائز ہے اور ایسے امام کی اقتداء مکروہ تحریمی ہے۔

📖 وفیہ ایضا ۸ / ۱۹۹ : الجواب—ٹیوی دیکھنا بہر حال وجوہ ذیل کی بناء پر حرام ہے :

اس میں عموما اصل کی بجائے فلم آتی ہے جو تصویر ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور جس مجلس میں تصویر ہو وہاں جانا بھی حرام ہے حدیث میں تصویر والوں پر لعنت وارد ہوئی ہے جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتہ نہیں آتے... ...

📖 وفیہ ایضا ۸ / ۳۰۶ : ٹی وی اپنی موجودہ صورت میں ڈھول، سارنگی اور بینڈ باجوں کی طرح لہو لعب کا ایک آلہ ہے بلکہ مفاسد کے لحاظ سے دیگر آلات معاصی سے بڑھکر ضرر رساں وتباہ کن ہے اس لئے اس کا بیچنا، خریدنا، اجارہ دینا، لینا، ہبہ کرنا، ہبہ میں قبول کرنا، مرمت کرنا یا پاس رکھنا، اس کی تصویر دیکھنا دکھانا یا ایسے مکان میں بیٹھنا جس میں ٹی وی چل رہا ہو یہ تمام کام حرام ہیں۔

নাটক-সিনেমা দেখেন এমন ব্যক্তির ইমামত

প্রশ্ন : যদি কোনো ইমাম সাহেব টিভিতে নাটক-সিনেমা দেখেন তাঁর পেছনে নামায পড়া জায়েয কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যাদের অন্তরে ইসলামী শরীয়তের কিঞ্চিত মাত্র অনুভূতি রয়েছে তারা সবাই জানেন যে নাটক-সিনেমা হারাম ও অবৈধ। আর এ ধরনের কাজ একজন মসজিদের ইমামের পক্ষে কল্পনাও করা যায় না, তা সত্ত্বেও যদি ইমাম সাহেব শরীয়ত পরিপন্থী উপরোক্ত অবৈধ কাজ হতে তাওবা করেন তাহলে তার পেছনে নামায পড়া যাবে। নতুবা একজন পরহেজগার ইমাম নিয়োগ করা মুসল্লিদের ধর্মীয় দায়িত্ব। (১/৩৪০)

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٣ /٥٧٦ :وأما الأغاني المحرضة على الرذيلة فلا شك في حرمتها، حتى عند القائلين بإباحة الغناء، وعلى التخصيص منكرات الإذاعة والتلفاز الكثيرة في وقتنا الحاضر.

📖 وفيه أيضا ٣/ ٥٧٤ : وبالمعقول: وهو أن هذه الآلات تطرب، وتدعو إلى الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وإلى إتلاف المال، فحرمت كالخمر .

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ /٢٨٨ : ٹیلیویژن دیکھنا ناجائز ہے اور ایسے امام کی اقتداء مکروہ تحریمی ہے۔

টিভি দেখা, দাড়ি কাটা বৈধ এবং মাযহাব অপ্রয়োজনীয় বলে এমন লোকের ইমামত

প্রশ্ন : ১. কোনো মসজিদের খতীব সাহেব জুমু'আর পূর্বের বয়ান ও বাদ মাগরিব তাফসীর ভিডিও করেন ও ইন্টারনেটে আপলোড করেন ও সিডি করে বিলি করেন এবং টিভি দেখা জায়েয বলেন।

২. খতীব সাহেব মাযহাব মানেন না। বলেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবাদের জামানায় কি মাযহাব ছিল? বর্তমান জামানায় মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

৩. দাড়ি সম্পর্কে বলেন, এক মুষ্টির কোনো দলিল নেই। সমাজে দাড়ি মনে করে এ রকম দাড়ি হলেই চলবে।

Scanned by CamScanner

এ রকম খতীবের পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে কি না? শরীয়তের দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ১. ভিডিও করা এবং টিভি দেখা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এগুলোকে জায়েয বলা মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ।

২. সাহাবায়ে কেরামের যুগেও মাযহাব ছিল এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তীতে চার মাযহাব সংকলিত হয়। বর্তমান যুগে সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্য উক্ত মাযহাবগুলোর কোনো একটির অনুসরণ জরুরি।

৩. হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়ি বৃদ্ধি করার নির্দেশই দিয়েছেন। কাটার কথা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে নেই। তবে সাহাবায়ে কেরামের আমলে এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কাটার কথা পাওয়া যায়। তাই এক মুষ্টির ভেতর কাটার কথা বলা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বিরোধিতার শামিল, যা একজন মুসলমান করতে পারে না। এ ধরনের ইমাম তাওবা না করলে তাঁর পেছনে নামায পড়া সহীহ হবে না। (১৯/২২৩/৮০৬৯)

📖 صحیح البخاری (دار الحدیث) ۲ /۱۱۲ (۲۲۲۵) عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه «من صور صورة، فإن الله معذبه حتی ینفخ فیها الروح، ولیس بنافخ فیها أبدا».

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸ / ۱۹۹ : ٹی وی دیکھنا بہر حال وجوہ ذیل کی بناء پر حرام ہے...... ...

📖 حاشیة الطحطاوی علی الدر (رشیدیه) ٤ /۱۰۳ : وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فی مذاهب اربعة وهم حنفیون والشافعیون والحنبلیون والمالکیون رحمهم الله تعالی عنه ومن کان خارجاعن هذه الاربعة فی هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار-

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۱/ ۱۲۸ : قرون خیر میں چونکہ اتباع ھوی کا غلبہ نہ تھا وہاں تقلید کی دونوں قسموں میں اختیار تھا جس پر چاہئے عمل کرے مگر قرون مابعد یعنی تیسری صدی کے اوائل میں جب غلبہ ھوی وہوس مشاہد ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہوائے نفسانی لوگوں کے رگ وپے میں سرایت کرنے لگی تو علماء وقت نے باجماع یہ ضروری سمجھا کہ تقلید غیر شخصی سے لوگوں کو منع کیا جاوے اور

Scanned by CamScanner

صرف تقلید شخصی ہی واجب سمجھی جاوے ورنہ تقلید غیر شخصی کی آڑ میں لوگ محض اپنے نفس کے مقلد بن جائیں گے جو کہ باجماع امت حرام ہے۔

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٤/ ٤٧٠ (٥٠٦١) : عبد الرحمن بن أبي علقمة، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى، وأحفوا الشوارب» -

📖 الفتاوى الهندية (سعيد) ٥ /٣٥٨ : لا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها ولا بأس أن يقبض على لحيته فإن زاد على قبضته منها شيء جزه وإن كان ما زاد طويلة تركه.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ٧ /١٠٥ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے، کاٹنے کا حکم نہیں فرمایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی داڑھیاں قبضہ سے زائد ہوتی تھیں، البتہ بعض صحابہ مثلاً حضرت ابن عمر، حضرت عمر اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے قبضہ سے زائد کو تراشنے کا عمل منقول ہے،... پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عملی بیان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ داڑھی کی کم سے کم حد ایک قبضہ ہے۔ ایک قبضہ سے کم کا تراشنا جائز نہیں۔

বাদ্যযন্ত্রকে জায়েয ও হারামকে হালাল বলে বিশ্বাসীর ইমামত

প্রশ্ন : (ক) জনৈক ইমাম সাহেব গান ও বাদ্যযন্ত্রকে জায়েয দাবি করেন। তাঁর পেছনে নামায শুদ্ধ হবে কি না?

(খ) ইমাম সাহেব হারামকে হালাল মনে করেন, এতে তাঁর ঈমানের মধ্যে কোনো ঘাটতি হবে কি না?

উত্তর : (ক) গান ও বাদ্যযন্ত্র বৈধতার আকীদা পোষণ করা শরীয়তের বিধানে অজ্ঞতার প্রমাণ। গান গাওয়া-শোনা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। তাওবা করার আগ পর্যন্ত উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়া মাকরূহ।

(খ) শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত কোনো বস্তুকে সজ্ঞানে হালাল মনে করা কুফরী অন্যথায় নয়। অতএব উক্ত ইমাম সাহেব অজ্ঞতাবশত যদি

Scanned by CamScanner

কোনো হারামকে হালাল মনে করেন তাহলে তিনি ঈমান হারা হবেন না। তবে তাঁর ওপর তাওবা করা অপরিহার্য। তাওবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে। (১৯/৮২৩/৮৪০৫)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٦ /٥٥١ (٢٢٢١٨):عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات ، يعني البرابط والمعازف.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٤٩ : ... ... وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء .

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٩ /١٨٧ : گانااور باجه بجانا ناجائزاور حرام ہے۔

আলেম নয় ও ঘরে টিভি রাখে, এমন ব্যক্তির ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদে নির্দিষ্ট কোনো ইমাম নেই। একজন খতীব জুমু'আর নামায পড়ান, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব পড়ান। কিন্তু মুসল্লিগণ তাঁর প্রতি নাখোশ, কারণ তিনি কোনো আলেম, কারী কিংবা হাফেজ নন, আলিয়া মাদরাসায় কিছু পড়েছেন। উল্লেখ্য, ঈদুল ফিতরের নামাযের মাসায়েল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়ার দরুন নামাযে ভুল করেন এবং মুসল্লিরা লোকমা দেয়। এ ছাড়া তাঁর ঘরে টেলিভিশন আছে, খেলতেও দেখা গেছে। এমতাবস্থায় তাঁর পেছনে আমাদের নামাযের কী অবস্থা হবে? তা কি পুনরায় পড়তে হবে? কমিটির এখন কী করণীয়?

উত্তর : এ ধরনের ইমামের পেছনে নামায মাকরূহ। কোরআন শরীফ সহীহ-শুদ্ধ পড়েন, নামাযসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা জানেন এবং মুসল্লিদের কাছে মুত্তাকী বলে বিবেচিত হয়, এ রকম লোককে মসজিদ কমিটি ইমামতির জন্য নিয়োগ দেবে। অন্যথায় মসজিদ কমিটি গোনাহগার হবে। (১৬/৫৫৭/৬৬৯০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٨٦ : الفاسق إذا كان يؤم يوم الجمعة وعجز القوم عن منعه قال بعضهم يقتدى به في الجمعة ولا تترك الجمعة بإمامته وفي غير الجمعة يجوز أن يتحول إلى مسجد آخر ولا يأثم به. هكذا في الظهيرية.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ /٦١٠ : لو صلى خلف فاسق أو مبتدع ينال فضل الجماعة لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۲۸۸ :الجواب- ٹیلیویژن دیکھنا ناجائز ہے،اور ایسے امام کی اقتداء مکروہ تحریمی ہے، مگر نماز ہو جائے گی؛لوٹانا ضروری نہیں۔

অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা না করে মসজিদ ত্যাগ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব কিরাতে লাহনে জলী পড়েন। শুদ্ধ কিরাত পড়নেওয়ালা ইমাম রাখার জন্য এলাকার মাতব্বরগণকে বলার পরও মাতব্বরগণ আমার কথার কোনো মূল্যায়ন করেননি। আমার জানা মতে, শুদ্ধ কিরাত পড়নেওয়ালা ব্যক্তি অশুদ্ধ কিরাত পড়নেওয়ালা বা লাহনে জলী পড়নেওয়ালা ইমামের পেছনে ইক্তিদা করলে জামাআতে অংশগ্রহণকারী কারো নামায হবে না। আমি এই মাসআলা মুসল্লিগণকে বলার পর মুসল্লিগণ আমাকে বলল, আপনি মসজিদে আসবেন না। যদি আসেন, কোনো কথা না বলে একাকী নামায পড়ে চলে যাবেন, মাসআলা বলবেন না। এখন আমি স্থানীয় মসজিদ বাদ দিয়ে অন্য এক মসজিদে শুদ্ধ কিরাত পড়নেওয়ালা ইমামের পেছনে নামায পড়ি, মাঝে মাঝে পাশে মাদ্রাসাঘরে ২-১ জন নিয়ে জামাআত করি। কাউকে না পেলে ঘরে একাকী নামায পড়ি, মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করি না। শরীয়ত অনুযায়ী আমার নামাযের বিধান দলিলসহ বর্ণনা করার অনুরোধ করছি।

উত্তর : সব ধরনের লাহনে জলীর কারণে নামায নষ্ট হয় না। অশুদ্ধ তেলাওয়াতের কারণে যদি কোরআন মাজীদের অর্থের এমন নিশ্চিত পরিবর্তন ঘটে, যার দরুন নামায নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে এমন ইমামের পেছনে ইক্তিদা বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর জন্য দুরস্ত হবে না। সম্ভব হলে ইমাম সাহেবকে একাকী বুঝিয়ে শুদ্ধ করিয়ে দেবে। ফিতনার আশঙ্কা হলে অন্য মসজিদে গিয়ে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ইমামের পেছনে নামায পড়বে। জামাআত ছেড়ে একাকী নামায পড়ার অনুমতি নেই। (৯/৮৪৬/২৮৫৬)

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية (زكريا) ١ /١٣٩ : وإن غير المعنى تغير فاحشا بأن قرأ 'وعصى آدم ربه فغوى' بنصب ميم آدم ورفع باء ربه أو قرأ 'البارئ المصور' بنصب الواو أو قرأ إنما يخشى الله من

Scanned by CamScanner

عباده العلماء يرفع الله ونصب العلماء أو قرأ ... ... وما اشبه ذلك مما لو تعمد به يكفر فسدت صلاته فى قول المتقدمين، واختلف المتأخرون فى ذلك قال محمد بن مقاتل وأبو نصر بن سلام ... ... لا تفسد صلاته وما قاله المتقدمون أحوط -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٣١ : وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ١/ ٥١٤ : غلط خواں امام کے پیچھے صحیح قرآن پڑھنے والے کی نماز بعض صورتوں میں فاسد ہو جاتی ہے اس لئے بہتر تو یہ ہے کہ اگر فساد نہ ہو تو غلط خواں امام کو امامت سے الگ کر کے صحیح خواں امام مقرر کیا جائے، اگر اس میں فتنہ کا احتمال ہو تو صحیح قرآن پڑھنے والے غلط خواں کی اقتداء نہ کریں بلکہ مسجد محلہ کو چھوڑ کر کسی صحیح خواں امام کی اقتداء کریں۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو) ٢/ ٣٢٧

তুলনামূলক এক হাত দুর্বলের ইমামতি

প্রশ্ন : যে ব্যক্তির এক হাত অপর হাতের তুলনায় দুর্বল সে নামাযের ইমামতি করতে পারবে কি না?

উত্তর : ওই ব্যক্তি নামাযের ইমামতি করতে পারবে। (১৮/৭৮৩/৭৮৬০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٢ :(قوله ومفلوج وأبرص شاع برصه) وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه، فالاقتداء بغيره أولى تتارخانية، وكذا أجذم برجندي، ومجبوب وحاقن، ومن له يد واحدة فتاوى الصوفية عن التحفة. والظاهر أن العلة النفرة -

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ / ۳۱۸ : لنگڑے کی امامت جائز ہے مگر ایسے شخص سے عموماً طبعی انقباض ہوتا ہے اس لئے مکروہ تنزیہی ہے، اگر کسی کے علم و تقوی کی وجہ سے اس سے لوگوں کو انقباض نہ ہو تو کراہت تنزیہیہ بھی نہیں۔

ছেলের অপরাধে ইমাম অপরাধী হবে না

প্রশ্ন : আমি দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ নিষ্ঠার সাথে এক মসজিদে মুয়াজ্জিন ও ছানী ইমামের দায়িত্ব পালন করে আসছি। কিছুদিন পূর্বে আমার দ্বিতীয় ছেলে মসজিদ গোডাউন হতে বৈদ্যুতিক তার চুরিসংক্রান্ত আসামি হয়, এমতাবস্থায় আমার ইমামতি ও আজান দেওয়ায় শরীয়তের কোনো অসুবিধা বা বাধা আছে কি না? আর কমিটি কর্তৃপক্ষ আমাকে বরখাস্ত করার অধিকার রাখে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে যদি ছেলের উক্ত অপকর্মের প্রতি আপনার সমর্থন বা সহযোগিতা না থাকে, তাহলে ছেলে চুরির আসামি হওয়ার কারণে আপনার ইমামতি ও আজান দেওয়ার মধ্যে শরয়ী বিধান মতে কোনো বাধা নেই। (১৯/২০১/৮০৮৫)

📖 سورة فاطر الآية ١٨ : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳ /۳۱۹ : ... زید کی بدکاری کی وجہ سے زید کے باپ کی امامت میں کچھ کراہت نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۰ /۲۵۰ : ... ... بیٹوں کے گناہوں کا وبال والد پر اس وقت ہے کہ وہ ان کے گناہوں سے ناخوش نہ ہو ان کو اصلاح کی فکر نہ کرتا ہو۔ اگر ان کے گناہوں سے ناخوش ہے؛ اور ان کی اصلاح کی خاطر ان سے مل جل کر تعلق رکھتا ہے تو والد گنہگار نہیں۔

অস্ফুট আওয়াজের অধিকারীর ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের গলার আওয়াজ অসুস্থতার কারণে এত ছোট হয়ে গিয়েছে যে তাঁর তাকবীর এবং কিরাত কোনো মুক্তাদী শুনতে পান না। সামনের মুক্তাদীগণ ইমাম সাহেবকে দেখে দেখে নামায আদায় করেন, আর বাকি মুক্তাদীগণ সামনের কাতারের অনুসরণ করে নামায আদায় করে থাকেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো–

Scanned by CamScanner

(ক) এই ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের নামায পরিপূর্ণ হবে কি না? (খ) এই ইমামকে রাখা উত্তম হবে, নাকি অন্য ইমাম রাখা উত্তম হবে।

উত্তর : বাস্তবেই যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে প্রথম কাতারের মুসল্লিরাও তাঁর আওয়াজ শুনতে পান না, তাহলে তাঁর ইমামতি সহীহ হবে না। তাই এমন ইমামকে পরিবর্তন করা জরুরি। (১৯/২২২/৮০৬২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ / ٥٣٥ : وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حد له-

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱ /۱۸۸ : الجواب-صورت مسئولہ میں جب امام کی قراءت صاف اور صحیح نہیں ہے اور مقتدیوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو ان کے لئے امامت کرنا درست نہیں، مقتدیوں کو چاہئے کہ کسی ایسے امام کا انتظام کریں جو قرآن شریف صاف اور صحیح پڑھے۔

শার্ট-প্যান্ট পরিহিত ইমামের ইক্তিদা

প্রশ্ন : যে ইমাম সুন্নাতের ওপর আমল করে না অর্থাৎ দাড়ি কাটে এবং যে ইমাম শার্ট-প্যান্ট পরেই ইমামতি করে, ওই সমস্ত ইমামের পেছনে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : এক মুষ্টি হওয়ার পূর্বে যে দাড়ি কাটে তাকে ইমাম বানানো সহীহ হবে না। অনুরূপ সুন্নাতি পোশাক ব্যবহারের পরিবর্তে শার্ট-প্যান্ট পরে সেও ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়, নেহায়েত অপারগতা ব্যতীত এদের পেছনে নামায পড়া যাবে না। (১৭/৮৫৩/৭৩৪৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٦٠ : (قوله فاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك، وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا-

Scanned by CamScanner

দাড়ি কিছু রাখে কিছু কাটে, এমন ব্যক্তির ইক্তিদা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব স্বীয় গালের দুই পার্শ্বের দাড়ি ব্লেড দ্বারা চেঁছে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার রাখেন, তবে থুঁতনির নিচে দাড়ি আছে। ঘটনা কেউ কেউ আঁচ করতে পেরে আপত্তি করলে কেউ কেউ বলেন, দাড়ি রাখা সুন্নাত তাই সুন্নাত নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা ভালো। এমতাবস্থায় এরূপ ইমাম সাহেব ফাসেক হবেন কি? হলে তাঁর ইক্তিদা করা কতটুকু সহীহ হবে?

উত্তর : এক মুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং তা মুসলমানের পরিচায়ক নিদর্শন। তাই চেহারার সব পার্শ্ব থেকে এক মুষ্টির কম দাড়ি কাটা বা ব্লেড দ্বারা পরিষ্কার করা (কম হোক বা বেশি হোক) সম্পূর্ণ হারাম, এ ধরনের ব্যক্তি শরীয়তের পরিভাষায় ফাসেক। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তিকে ইমাম বানানো মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। মসজিদ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো, উক্ত ইমামের স্থানে কোনো দ্বীনদার ইমাম নিয়োগ দেওয়া। (১১/২২/৩৪০৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٩ : (ويكره) تنزيها (إمامة عبد) ... ... (وفاسق وأعمى) -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر ... ... كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٣ /١٥٨ : الجواب - داڑھی خواہ ناقص ہو یا مکمل ہر صورت میں منڈوانا ناجائز اور حرام ہے... ایسے امام کی اقتداء دیگر فساق وفجار کے حکم میں ہو کر مکروہ تحریمی ہے۔

দাড়ি ছাঁটা ও ধূমপায়ীর পেছনে ইক্তিদা

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেবের কিছু অবস্থা বরাবর দেখা যায়। যথা : দাড়ি ছাঁটা, অত্যধিক ধূমপান, নামাযের মধ্যে প্রায়ই (সুন্নাত বা নফল নামাযে যা তিনি একা পড়েন)

Scanned by CamScanner

বড় আওয়াজে 'আল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করা। প্রায় কাজে লোকদেখানো ভাব পরিলক্ষিত হয়। উক্ত ইমামের পেছনে ইক্তিদা করার হুকুম কী?

উত্তর : কমপক্ষে এক মুষ্টি দাড়ি রাখা ওয়াজিব, যে ব্যক্তি এর কম দাড়ি রাখবে তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় ধূমপান গোনাহ, এরূপ ব্যক্তিকে ইমাম না বানানো উচিত।

নফল নামাযে অবশ্য সামান্য আওয়াজ হতে পারে। তবে উচ্চশব্দ করা সুন্নাতের পরিপন্থী।

কারো প্রতি খারাপ ধারণা করা শরীয়ত মতে নিষিদ্ধ ও গোনাহের কাজ। (১/৪৪/৩৪)

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ٢٨ : وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ /۱۲۲ : سوال- سگریٹ پینا کیسا ہے؟

الجواب- بلاضرورت (شوقیہ) پینا مکروہ ہے، بغیر منہ صاف کئے ہوئے مسجد میں جانا جس کی بدبو سے دوسروں کو اذیت پہنچے منع ہے.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٢٥ : (المخافتة إسماع نفسه) ومن بقربه؛ فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهر، والجهر أن يسمع الكل خلاصة (ويجري ذلك).

📖 سورة الحجرات الآية ١٢ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ-

ঢিলা ব্যবহারের প্রচলিত পদ্ধতিকে ব্যঙ্গকারী ইমামের বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ইমাম সাহেব সুন্নাত তরীকায় ইস্তিঞ্জা করাকে ব্যঙ্গ করে বলেন, নাচানাচি বা ড্যান্সিংয়ের দরকার কী, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইস্তিঞ্জা করতে কখনো দাঁড়াননি বা হাঁটাহাঁটি করেননি। এ রকম খতীব/ইমামের পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হাদীস শরীফে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্রাব থেকে বিশেষভাবে বেঁচে থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই ফুকাহায়ে কেরাম প্রস্রাবের পরিপূর্ণ পবিত্রতা

Scanned by CamScanner

অর্জনের জন্য প্রয়োজনে হাঁটাচলার কথা উল্লেখ করেছেন, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং এ বিষয়ে ব্যঙ্গ করে কথা বলা মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ, যা কোনো ইমামের জন্য সমীচীন নয়। (১৯/২৬৯/৮১২৮)

📖 سنن أبي داود (دارالحديث) ١ /٦ (٢٠) : عن ابن عباس، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: " إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ".

📖 فيض البارى (دار الكتب العلمية) ١ /٤١٠ : والاستنزاه والاستبراء: هو الاستنجاء على طريق مسنون، أعني به الطريق الذي يعمل به الناس لقطع التقطير: من التنحنح والمشي خطوة أو خطوتين -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٣٤٤ : يجب الاستبراء بمشي أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر، ويختلف بطباع الناس -

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١ /٦٧ : ويجب الاستبراء والتنحنح، وقيل: يكفي بمسح الذكر واجتذابه ثلاث مرات والصحيح أن طباع الناس وعاداتهم مختلفة فمن غلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي؛ لأن كل أحد أعلم بحاله.

পর নারীকে সঙ্গে নিয়ে হজে গমনকারীর ইমামত

প্রশ্ন : জনৈক লোক হজ কাফেলা করেন। তিনি বলেন যে মাহরাম ছাড়াও মহিলাদের হজে যাওয়া জায়েয আছে। তিনি নিজেও গত বছর এমন দুজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হজে গেছেন, যাদের সাথে কোনো শরয়ী মাহরাম ছিল না। এ লোক আবার ইমামতিও করেন এবং নিজেকে দেওবন্দী বলে দাবি করেন। শরয়ী মাহরাম ছাড়া দুজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হজের ন্যায় পবিত্র সফরে যাওয়া কেমন? এবং এরূপ ব্যক্তির ইমামতির হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির কথা সঠিক নয়, শরীয়তের আলোকে স্বামী বা মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের হজে যাওয়া জায়েয নেই এবং শরয়ী মাহরাম ছাড়া উক্ত মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মারাত্মক গোনাহ হয়েছে। এই ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত মত এবং কর্ম পরিহার করে তাওবা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে ইমাম হিসেবে রাখা এবং তাঁর পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। (১৯/৩৬৩/৮১৯৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ /٢٧ (١٨٦٣) :عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» ، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: «اخرج معها».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٤٦٤ : (و) مع (زوج أو محرم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع (بالغ) قيد لهما كما في النهر بحثا (عاقل والمراهق كبالغ) جوهرة

📖 الهداية (دار احياء التراث) ١ /١٣٣ : قال: " ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام " ... ...

📖 فتاوى حقانيه (جامعه دار العلوم حقانيه) ۴ /۲۲۲ : جب تک اس عورت کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو اس وقت تک اس پر حج فرض نہیں اور یہ کسی غیر محرم پڑوسی کے ساتھ حج کے لئے نہیں جا سکتی۔

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقتدي بالفاسق... ... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال-

Scanned by CamScanner

সহশিক্ষায় জড়িত আলেমের ইমামতের বিধান

প্রশ্ন : একজন যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম মসজিদে ইমামতি করেন এবং কলেজে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতা করার দরুন ক্লাসের বয়স্ক মেয়েদেরকে পাঠদান করতে হয়। বোরকা পরিহিত ক্লাসের মেয়েদেরকে সামনাসামনি পাঠদান করার ক্ষেত্রে ওই ইমামের পেছনে ইক্তিদা করলে মুসল্লিদের নামাযের ত্রুটি হবে কি না? এবং উক্ত আলেম সাহেবকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা যাবে কি না?

উত্তর : বোরকাসহ হলেও কলেজে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে লেখাপড়া করা সহশিক্ষার নামান্তর। এর মাধ্যমে কোনো মুসলিম রমণীর জন্য উচ্চশিক্ষার মানসে লেখাপড়া করা জরুরি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ধরনের ক্লাসে কোনো আলেমে দ্বীন বা ইমামের জন্য ক্লাস নেওয়া বৈধ হতে পারে না, যেসব ইমাম সহশিক্ষার শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয় তাঁদের পেছনে নামায আদায় মাকরূহ হবে। তাই ইমামতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়াও শরীয়তসম্মত নয়। সহশিক্ষার ক্লাস বর্জন করে খালেস তাওবা করলে ইমামতি বহাল রাখা যাবে, অন্যথায় তার স্থানে যোগ্য মুত্তাকী-দ্বীনদার ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। (১৬/৬৪/৬৪২৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۱ /٥٥٩: (ويكره) تنزيها (إمامة ...)... (وفاسق... ... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴ /۳۷۱ : مراہقہ اور بالغہ لڑکیوں کو بلا حجاب پڑھانا درست نہیں، پردہ کا اہتمام ہو اور خلوت نہ ہو تو گنجائش ہے، مگر خلاف احتیاط ہے، لهذا محرم یا عورت ہی سے پڑھایا جائے، مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی احتیاط نہ کرے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں۔

Scanned by CamScanner

কারণবশত গাঁজা খেয়ে তাওবাকারীর ইমামতি সহীহ

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম রোগের কারণে কারো পরামর্শে গাঁজা খেয়েছিলেন। তা প্রকাশ হওয়াতে নিজেই লজ্জিত হয়ে ইমামতি ছেড়ে দিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ফিরে এসেছেন। এমতাবস্থায় সেই ইমামের পেছনে তারাবীহর নামায হবে কি না?

উত্তর : যেহেতু সে ইমাম গাঁজা খাওয়ার পর লজ্জিত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করেছেন। তাই নিঃসন্দেহে সেই ইমামের পেছনে নামায সহীহ হবে। (১৬/৫৮৩/৬৬৯৪)

🕮 سورة طه الآية ٨٢ : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ

🕮 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ /٢٣٣ (٢٦٦١)عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ... ... فإن العبد إذا اعترف بذنبه، ثم تاب تاب الله عليه»۔

🕮 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢ / ١٤١٩ (٤٢٥٠) : عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب، كمن لا ذنب له»۔

ঈদের একাধিক জামাআত হলে প্রথম জামাআতের ইমামতির কে বেশি হকদার

প্রশ্ন : এলাকাবাসী একসাথে ঈদগাহে ঈদের নামায পড়ে। তবে বৃষ্টির কারণে মহল্লার মসজিদে নামায পড়তে বাধ্য হয়। এ বছর মসজিদের নির্ধারিত ইমাম ও খতীব ঈদের নামাযের প্রথম জামাআতের ইমামতি করার দাবি করেছেন। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী মহল্লার মাদ্রাসার শিক্ষক (সাবেক খতীব) মসজিদ কমিটির নিকট প্রথম জামাআতের ইমামতির জন্য আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায় ঈদের নামাযের প্রথম জামাআতের ইমামতির জন্য কে বেশি অগ্রাধিকার রাখেন?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিকোণে পারতপক্ষে এক মসজিদে একাধিক ঈদের জামাআত করা সঠিক নয়। তাই বৃষ্টির কারণে মসজিদে নামায পড়তে হলে প্রত্যেক মহল্লাবাসী নিজ নিজ এলাকার মসজিদে ঈদের জামাআত করে নেবে। অপারগতায় এক মসজিদে কয়েক জামাআত করতে হলে যে মসজিদে নামায হচ্ছে সে মসজিদের ইমাম খতীব সাহেবই প্রথম জামাআত পড়ানোর অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন। (১৬/৬৪৮/৬৭৪০)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٩: (و) اعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقا (إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه).

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۳۵۳ : امام مسجد اور واعظ اگر کسی کو امام نہ ہونے دے وعظ نہ کہنے دے، کسی مصلحت شرعیہ اور رفع فساد کے واسطے تو درست ہے کہ انتظام کی بات ہے دوسرے شخصوں کو بھی اس کی رعایت چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دوسرے کی جگہ میں بدون اذن کے امام نہ بنے۔

📖 فتاوی حقانیہ (جامعہ دار العلوم حقانیہ) ۳ /۴۰۷ : الجواب- مناسب اور بہتر یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز اسی مسجد کا امام یا خطیب خود ہی پڑھائے اور اگر اس (امام وخطیب) کو کوئی شرعی عذر ہو تو کسی دوسرے عالم دین کا جمعہ وعیدین کی نماز پڑھانا بلا کراہت جائز ہے، البتہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس صورت میں اگرچہ عیدین اور جمعہ کی نماز تو ادا ہو جائے گی مگر یہ عمل خلاف اولی ہے۔

ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন নেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বলে যে ঈদের নামায পড়িয়ে টাকা নেওয়া জায়েয নেই। এমনকি ইমামতি ও মুয়াজ্জিনী করেও টাকা নেওয়া জায়েয নেই। কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন : ولاتشتروا بآياتى ثمنا قليلا আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত লোকের কথা সঠিক কি না?

উত্তর : ইমামতি-মুয়াজ্জিনীর বেতন নেওয়া সম্পর্কে বহু ফিকাহবিদগণ জায়েয বলে ফাতওয়া দেওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও কেউ নাজায়েয বলা ও কোরআনের আয়াত দিয়ে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা ভ্রান্ত মানসিকতা ও কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা বলে বিবেচিত। (১৬/৭৭৬/৬৭৭২)

📖 روح المعاني (دارالكتب العلمية) ١/ ٢٤٧ : وقد استدل بعض أهل العلم بالآية على منع جواز أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى والعلم، وروي في ذلك أيضا أحاديث لا تصح، وقد صح أنهم قالوا:

Scanned by CamScanner

«يا رسول الله أنأخذ على التعليم أجرا؟ فقال: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى» .

وقد تظافرت أقوال العلماء على جواز ذلك وإن نقل عن بعضهم الكراهة، ولا دليل في الآية على ما ادعاه هذا الذاهب كما لا يخفى والمسألة مبينة في الفروع .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٥٥ : ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان .

📖 مجمع الأنهر (إحياء التراث العربي) ٢/ ٣٨٤ : (ويفتى اليوم بالجواز) أي بجواز أخذ الأجرة (على الإمامة وتعليم القرآن، والفقه) ، والأذان كما في عامة المعتبرات، وهذا على مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ استحسنوا ذلك .

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٧ /٢٧٩ : امامت، اذان، کتب دینیہ وقرآن کریم کی تعلیم اور دوسری ہر قسم کی خدمات دینیہ پر تنخواہ لینا جائز ہے، حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے اپنے دور میں ان حضرات کو وظیفے اور تنخواہیں دیں اور خلفاء راشدین کا عمل ہمارے لئے حجت ہے۔

হারাম উপার্জনকারীর ঘরের খানা বৈধ মনে করে এমন ব্যক্তির ইমামত

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম সাহেব মহল্লার প্রত্যেক ঘরে খানা খান, তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা ছিনতাইকারী, সুদখোর ও ঘুষখোর। জনৈক মুসল্লি আপত্তি তুললে ইমাম সাহেব বলেন, সে ছিনতাই করে আনুক না কেন আমাকে দাওয়াত দিলে আমি খাব, আমার জন্য হালাল। জানার বিষয় হলো, ইমাম সাহেবের এ কথা সঠিক কি না? এবং তাঁর ইমামতির হুকুম কী?

উত্তর : যদি নিশ্চিতভাবে কারো ব্যাপারে জানা থাকে যে তার সম্পদের অধিকাংশ বা অর্ধেক অবৈধ পন্থায় অর্জিত, তাহলে ওই ব্যক্তির ঘরে দাওয়াত খাওয়া জায়েয নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব যদি নিশ্চিত কারো ব্যাপারে জানেন যে তার অধিকাংশ বা অর্ধেক সম্পদ অবৈধ পন্থায় অর্জিত, তাহলে ওই ব্যক্তির ঘরে ইমাম সাহেবের

Scanned by CamScanner

দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে না। এমতাবস্থায় যদি ইমাম সাহেব ওই লোকের ঘরে দাওয়াত খাওয়াকে বৈধ মনে করেন, তাহলে ইমামতির জন্য তার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি থাকাবস্থায় তাঁকে ইমাম বানানো এবং তাঁর পেছনে নামায পড়া মাকরূহ। তবে যদি ওই লোকের অধিকাংশ সম্পদ বৈধ হয় অথবা ইমাম সাহেবের এ ব্যাপারে কিছু জানা না থাকে, অথবা দাওয়াতদাতা বলে দেয় যে আমি আমার হালাল মাল হতে খাওয়াচ্ছি, তাহলে ওই ব্যক্তির ঘরে দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে। এমতাবস্থায় উক্ত ইমাম সাহেবের পেছনে নামায পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। (১৬/৭৮৩/৬৮১০)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٦٧ : وفي «عيون المسائل» : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٤٣ : لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم أنه غير راض بفسقه، وكذا دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه حلال وبالعكس يجيب مالم يتبين عنده أنه حرام، كذا في التمرتاشي .

وفي الروضة يجيب دعوة الفاسق والورع أن لا يجيبه ودعوة الذي أخذ الأرض مزارعة أو يدفعها على هذا، كذا في الوجيز للكردري .

آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها، كذا في الملتقط.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴ /۲۹۰ : جن لوگوں کی زیادہ آمدنی ذریعہ حرام سے ہے ان کے یہاں کی دعوت قبول کرنا اور کھانا عموما حرام ہے اور خصوصا مولویوں کو تو ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنا سختی کے ساتھ ممنوع ہے کیونکہ اس میں علم کی تذلیل اور احکام شرعیہ کی توہین ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۸۲ : سوال- سود خور اور داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ اور ان کو امام بنانا درست ہے یا نہیں؟
الجواب- ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی۔

সুদখোর, সহশিক্ষায় জড়িত ধোঁকাবাজের ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : (১) মসজিদের ইমাম সাহেব সুদের লেনদেন করে এবং আমাদের সুদের টাকা দিয়া মসজিদের ফ্লোর পাকা করেছে। হাদীসে উল্লেখ আছে, চার আনা পরিমাণ সুদ গ্রহণ করলে নিজ মায়ের সাথে ৩৬ বার যিনা করার সমতুল্য। এখন জানতে চাই, এই ইমামের পেছনে নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হবে কি?

(২) আমাদের ইমাম কোনো এক জায়গায় বলেছে 'যারা হাফেজে কোরআন ও কওমী মাদ্রাসায় পড়ে তারা লুচ্চা-গুণ্ডা', তার এই উক্তি ঠিক কি না?

(৩) ২৪ আগস্ট ইমাম আসতে পারেনি তাই তার বদলে একজন ইমাম পাঠান কিন্তু তার মুখে দাড়ি নেই, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মোহাব্বত তার অন্তরে আছে কি? অতএব তার পেছনে নামায শুদ্ধ হবে কি?

(৪) আমাদের ইমাম সাহেব যে মুনাফিক, ধোঁকাবাজ তার প্রমাণ আছে, অতএব তার পেছনে নামায শুদ্ধ হবে কি?

(৫) ইমাম সাহেব এক লোককে বেইজ্জত করেছে ও জুলুম করেছে, হাদীসে উল্লেখ আছে, কোনো লোককে বেইজ্জত করলে সে লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতভুক্ত নয়। যদি উম্মতভুক্ত না হয় তাহলে সে কিরূপে ইমামতি করবে?

(৬) ওই ইমাম মহিলা দাখিল মাদ্রাসায় ছেলেমেয়েদের সামনে পড়ায় ও মেয়েদের থেকে পান খায়, তার হুকুম কী?

উত্তর : মসজিদের ইমামকে আলেম মুত্তাকী পরহেযগার হওয়া জরুরি। প্রশ্নে উল্লিখিত ইমাম সাহেবের ব্যাপারে যে সমস্ত অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে উক্ত ইমামের পেছনে ইক্তিদা করা মাকরূহে তাহরীমী হবে। তবে যদি ইমাম খাঁটি তাওবা করে নেয়, তাহলে উক্ত ইমামের পেছনে নামায সহীহ হবে। আর যদি তাওবা না করে তাহলে একজন খোদাভীরু পরহেজগার ইমাম নিয়োগ করা মসজিদ কমিটির দায়িত্ব। (১৬/৭০৫/৬৭৬৫)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١ /٣٥١ : ويكره الاقتداء بالمشهور بأكل الربا.

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٢٣٥ : (ويكره)... (والفاسق) لأنه لا يتهم لأمر دينه۔

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٩ : (ويكره) تنزيها (إمامة عبد) (وفاسق وأعمى) فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٣ /١٣٤ : الجواب- حدیث شریف میں سود کے لینے والے اور دینے والے اور گواہوں وغیرہم پر لعنت وارد ہوئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم سواء یعنی وہ سب برابر ہیں گناہ میں، لہذا شخص مذکور کو بوجہ فاسق ہونے کے تاوقتیکہ توبہ نہ کرے لائق امام بنانے کے نہیں ہے اور نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦ /١١٤ : سود خور اور داڑھی منڈانے والے کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگا۔

সুদি প্রতিষ্ঠানের কাছে বাড়ি ভাড়াদাতার ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি সোনালী ব্যাংকের নিকট বাড়ি ভাড়া দেয় যে ব্যাংকের লেনদেন সুদের মাধ্যমে হয় ও সরকারি ট্রেজারির কাজও করে। সেই বাড়ির মালিক যদি ইমামতি করতে চায়, তার পেছনে নামায জায়েয হবে কি? দলিলসহ উত্তর দিলে খুশি হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত উক্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া অনুচিত। তার স্থলে দ্বীনদার, পরহেযগার ও নেককার ব্যক্তিকে ইমাম বানাবে। যদি উক্ত স্থানে এমন দ্বীনদার ব্যক্তি না থাকে তাহলে একাকী নামায না পড়ে প্রশ্নে বর্ণিত ইমামের পেছনে নামায আদায় করে নেবে। (১১/৫৮৫/৩৬৩৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ /٣٤٨ : ... وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا)... ... فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيه، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد .

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳ /۱۸۳ : الجواب۔ بعض مواقع غیر مشروعہ مثلا ناچ رنگ کی محافل کے لئے شامیانہ کرایہ پر دینااور جاکر نصب کرنااعانت علی المعصیت ہے جو کہ بموجب حکم خداوندی جل شانہ وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان حرام ہے اس لئے اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ ہے، اگر کوئی دوسرا شخص صالح لائق امامت موجود ہو تو اس کو امام بنایا جائے ورنہ اسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں کہ انفراد سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے۔

সুদি প্রতিষ্ঠানের নামাযঘরে ইমামতি করা ও বেতন নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : সরকারি ও বেসরকারি প্রায় অনেক ব্যাংকের মধ্যে ব্যাংক কর্মচারীগণ সবাই মিলে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার জন্য ব্যাংকের ভেতরে একটি স্থানের ব্যবস্থা করেন ও নামায পড়ানোর জন্য একজন ইমাম রাখেন এবং মাস শেষে নামাযী ব্যক্তিগণ সবাই মিলে নিজ পক্ষ থেকে ইমাম সাহেবের বেতন প্রদান করেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত ব্যক্তির জন্য ব্যাংকের মধ্যে অবস্থিত স্থানে ইমামতি করা ও বেতন নেওয়ার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির জন্য উল্লিখিত স্থানে ইমামতি করা বৈধ, তবে বেতন বৈধ হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন থেকে দেওয়া শর্ত। অতএব যদি সুদি ব্যাংকসমূহের কর্মচারীগণ নিজের হালাল টাকা থেকে ইমাম সাহেবের বেতন আদায় করে তাহলে তাঁর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। (১৬/৮৮৯/৬৮২২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٤٣ : آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها، كذا في الملتقط.

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦ /٣٦٠ : غالب المال المهدى ان حلالا لابأس بقبول هديته واكل ماله مالم يتعين انه من حرام وامن غالب ماله الحرام لايقبلها ولايأكل الا اذاقال انه حلال ورثه او استقرضه-

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۷ /۵۸: متعین طور پر جو شخص رشوت یا سود کی آمدنی امام یا مدرس کو دے خواہ روپے کی صورت میں ہو یا کھانے کی صورت میں اس کا لینا حرام ہے، اگر کسی کی آمدنی حلال و حرام دونوں قسم کی ہو مگر حلال آمدنی زیادہ ہو حرام کم ہو ایسی مخلوط آمدنی سے امام یا مدرس کو کھانا یا نقد دے تو ایسا لینا درست ہے، اگر حرام زیادہ ہو اور حلال کم ہو تو لینا درست نہیں، ایسا آدمی اگر حلال سے دے مثلا قرض لے کر یا اس کو وراثت میں حلال چیز ملی ہو اس میں سے دے تو لینا درست ہے۔

ব্যাংকের অফিসে নামায পড়িয়ে বেতন গ্রহণ করা

প্রশ্ন : প্রচলিত ব্যাংকের অফিসসমূহে নামাযের ব্যবস্থা চালু আছে। উল্লেখ্য যে এ সমস্ত ব্যাংকের মধ্যে অনেক সুদি ব্যাংকও আছে। তাই এ সমস্ত অফিসের মসজিদে ইমামতি করে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণই সুদভিত্তিক পরিচালিত হয় এমনকি উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের মসজিদও সুদি টাকা দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহলে উক্ত মসজিদে ইমামতির বিনিময়ে বেতন নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও নাজায়েয। তবে উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান যদি মসজিদের ইমাম সাহেবের বেতন অন্য কোনো বৈধ ফান্ড থেকে দেয় বা অফিস স্টাফদের ব্যক্তিগত বৈধ ফান্ড থেকে দেওয়া হয় তাহলে উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের মসজিদে ইমামতি করে বেতন নেওয়া বৈধ হবে। (১৪/৫৫২/৫৭৪৯)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۳ /۱۴۹ : مسجد کی امامت کرنا فی ذاتہ اس میں کوئی امر غیر مستحسن نہیں البتہ ایسی مسجد کی امامت با اجرت کرنا جس کی اجرت سود کے کاروبار سے دی جائے جو حرام خوری کی وجہ سے فسق ہے اور بوجہ فسق ہونے کے ایسے امام کے پیچھے اقتداء کرنا مکروہ ہے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۷ /۲۲ : بنک کی رقوم دو قسم کی ہیں، ایک اصل سرمایہ، دوسری منافع یا آمدن، اصل سرمایہ میں حلال غالب ہے، اسی لئے بنک میں اپنی جمع کردہ رقم واپس لینا جائز ہے اور یہ رقم حلال ہے۔

دوسری قسم یعنی بنک کی آمدن میں سود اور دوسرے ارباح فاسدہ کا غلبہ ہے، اور عقلا وعرفا قاعدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے کاروبار میں ملازمین کی تنخواہوں اور دوسرے مصارف

Scanned by CamScanner

کو آمدن سے متعلق قرار دیا جاتا ہے۔ مصارف اصل سرمایہ کی بجائے آمدن سے وضع کئے جاتے ہیں اس لئے بنک کے ہر قسم کے ملازم کی تنخوہ حرام ہے خواہ سودی کاروبار سے اس کا تعلق نہ بھی ہو۔

সুদখোরের ঘরে খানা খেয়ে ইমামতি করা

প্রশ্ন : একটি গ্রামের শতকরা ৯০ জন লোক সুদি লেনদেনের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে, যা সকলেরই জানা আছে। ওই এলাকার ইমাম সাহেব প্রতিদিন পালাক্রমে একেক বাড়িতে খানা খেয়ে তাদের মসজিদে ইমামতি করেন। জানার বিষয় হলো, উক্ত ইমাম সাহেব জেনেশুনে সুদখোর ব্যক্তিদের বাড়িতে খানা খেয়ে ইমামতি করতে পারবেন কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে ইমামের করণীয় কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদখোর ব্যক্তির উপার্জিত সমুদয় সম্পদ বা অর্ধেকের বেশি হারাম হলে তার বাড়িতে খানা খাওয়া এবং তার দেওয়া হাদিয়া কবুল করা নাজায়েয ও হারাম। অন্যথায় তার বাড়িতে খানা খাওয়া ইত্যাদি জায়েয হবে। অতএব ইমাম সাহেবের জন্য উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর সুদখোরদের বাড়িতে খানা খাওয়া নাজায়েয হওয়ায় তা পরিহার করবে। অন্যথায় তার ইমামত মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। (১৫/৫০/৫৮৫৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٤٢ : ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم -

📖 البناية (دار الفكر) ١٢/ ٢٠٩ : وأما الإهدار والضيافة فينظر إن كان غالبا المهدي والضيف لا يقبله ما لم يجز أن ذلك المال حلال، وإن كان غالب ماله حلالا فلا بأس بأن يقبل حتى يتبين عنده أنه حرام.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٦٠ : (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۸ /۲۷۲ : اگر یہ معلوم ہے کہ عمر سود حرام کا کھانا کھلاتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، اگر یہ معلوم ہے کہ یہ کھانا کسی جائز آمدنی کا ہے تو اس کا کھانا درست ہے، اگر مخلوط آمدنی کا ہے تو غلبہ کا اعتبار ہے۔

না শুনিয়ে সালামের উত্তরদাতার ইমামতি

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেব সালামের উত্তর শুনিয়ে দেন না এবং এটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ সালামের উত্তর সালামদাতাকে শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। প্রশ্ন হলো, এই ওয়াজিব অন্যান্য ওয়াজিব সমপর্যায়ের কি না? এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এই ইমামের পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : যেকোনো মুসলমানকে সালাম দেওয়া সুন্নাত, সালামের উত্তর শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। তবে কোনো কারণবশত শুনিয়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব না হলে মুখে উচ্চারণের সাথে সাথে ইশারায় উত্তর বুঝিয়ে দেওয়া হলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে, অন্যথায় ওয়াজিব আদায় হবে না। কিছু স্থান, কাল ও ক্ষেত্র এমন আছে, যেখানে সালাম দেওয়া ঠিক নয়, সালামের উত্তর দেওয়াও ওয়াজিব নয়। যেমন : খুতবা, আযান ইকামত, কোরআন তেলাওয়াত দ্বীনি আলোচনা ও এস্তেগফাররত অবস্থায় ইত্যাদি। তাই এ ব্যাপারে কোনো পক্ষের জন্যই বাড়াবাড়ি করা সমীচীন নয়। অনীহা বা অবহেলার কারণে সালামের উত্তর শুনিয়ে বা বুঝিয়ে না দেওয়া অন্যায়। বিশেষ করে কোনো আলেম ইমামের জন্য একেবারেই অশোভনীয় ও গোনাহের কারণ। এ ধরনের লোককে সালামের উত্তর শুনিয়ে দিয়ে সংশোধন হওয়ার তাগিদ দিতে হবে। তার পরও অমান্য করলে এমন লোকের পেছনে নামায আদায় মাকরূহ বলে গণ্য হবে। (১৫/১২৭/৫৬৬৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٤١٣ : (قوله وشرط في الرد إلخ) أي كما لايجب الرد إلا بإسماعه تتارخانية (قوله فلو أصم يريه تحريك شفتيه) قال في شرح الشرعة: واعلم أنهم قالوا إن السلام سنة واستماعه مستحب، وجوابه أي رده فرض كفاية، وإسماع رده واجب بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع حتى قيل لو كان المسلم أصم يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه بحيث لو لم يكن أصم لسمعه، (قوله بدليل حل ذبيحته) أي مع أن التسمية فيها فرض۔

Scanned by CamScanner

📖 وفيه ايضا ٦ /٤١٥ : (قوله ولو سلم لايستحق الجواب) أقول: في البزازية: وإن سلم في حال التلاوة فالمختار أنه يجب الرد بخلاف حال الخطبة والأذان وتكرار الفقه ، وإن سلم فهو آثم، تتارخانية. وفيها والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع .

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۹ /۱۹ :اگر اسماع جواب پر قدرت ہو تو ضروری ہے ورنہ نہیں، جیسے خط کے سلام کا جواب،اگر خط کا جواب لکھا تو اس میں سلام کا جواب لکھنا بھی واجب ہے اور یہ ابلاغ بمنزلۂ اسماع ہے اور اگر خط کا جواب نہیں لکھا، تو زبان سے جواب دینا واجب ہے.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳ /۲۹۹ : فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو اوامر شرع کا تارک ہو،اور منہیات کا مرتکب ہوتا ہو، خواہ بعض کا یا اکثر کا یا کل کا اور فاجر سے بھی یہی مراد ہے، امامت ایسے شخص کی مکروہ تحریمی ہے نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے مگر مکروہ ہوتی ہے۔

মাদ্রাসা থেকে ঋণ গ্রহণকারীর ইমামত

প্রশ্ন : আমি হজের সময় খরচের টাকা না থাকায় মাদ্রাসার সেক্রেটারি সাহেবকে বললাম, আমার দশ হাজার টাকা প্রয়োজন, মাদ্রাসা থেকে ধার দেন। সেক্রেটারি সাহেব বললেন, মনে হয় টাকা নেই। তখন আমি বললাম, আমার কাছে টাকাসহ মাদ্রাসার রসিদ বই আছে, আমি সভাপতির কাছে জমা দেব। সেক্রেটারি বললেন, তাহলে আপনি তা থেকে নিয়ে নিন, তবে সভাপতি সাহেবকে জানিয়ে নেবেন। সভাপতি সাহেবকে সে টাকা ও বই জমা দেওয়ার সময় বলেছি, এই বইটিতে ১১০৫০ টাকা আছে আমি সেক্রেটারি সাহেবকে বলেছি, আমার দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। সেক্রেটারি সাহেব বলেছেন আপনাকে বলে নেওয়ার জন্য। সভাপতি সাহেব বললেন–আচ্ছা, আপনি টাকা রেখে বইটি জমা দিয়ে দেন। আমি তাঁকে বললাম, হজ থেকে এসে দেব। এখন কিছু লোক বলাবলি করছে যে আমার জন্য মাদ্রাসার টাকা ধার নেওয়া জায়েয হয়নি, আমি নাকি হারাম কাজ করেছি ও ফাসেক হয়ে গেছি। আমার পেছনে নামায সহীহ হবে না, এই বলে কয়েকজন আমার পেছনে নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছে। অতএব জনাব মুফতী সাহেবের নিকট আমার আবেদন যে দয়া করে শরীয়ত অনুযায়ী এর সঠিক সমাধান জানাবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মাদ্রাসার নামে চাঁদাকৃত টাকা মুহতামিম/সভাপতি সাহেবের নিকট আমানতস্বরূপ। উক্ত টাকা যে খাতে সংগ্রহ করা হয়েছে, সে খাতেই ব্যয় করা জরুরি। এ টাকা কাউকে কর্জ দেওয়ার অধিকার মূলত মুহতামিম/সভাপতি সাহেবের নেই। তা সত্ত্বেও মুহতামিম/সভাপতি এ বিষয়ের গুরুত্ব না জেনে নিজ কাজে মাদ্রাসার টাকা ব্যয় করে থাকেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় টাকা ফেরত দেবেন। এ ধরনের কাজের থেকে সর্বদা বিরত থাকার অঙ্গীকার করে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইবেন। মুসল্লিরা এ রকম ইমামের পেছনে নামায পড়তে পারবে। (১৬/৭৯৪/৬৭৯০)

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۵ /۴۸ : اگر قرض وصول ہونے پر اعتماد ہو ضائع ہونے کا احتمال نہ ہو تو منتظمہ کمیٹی کے مشورہ سے درست ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱ /۵۲۶ : مدرسہ کا روپیہ قرض دینے کی اجازت نہیں، مہتمم امین ہے اور امانت میں ایسا تصرف کرنے کا حق نہیں۔

📖 فیہ ایضا ۱۲ /۵۳۶ : جن کاموں کے لئے چندہ کیا گیا ہے، چندہ کی رقم انہی کاموں میں صرف کی جائے، دوسرے کاموں میں خرچ کرنا بلا اجازت چندہ دہندگان درست نہیں۔

মসজিদের টাকা আত্মসাৎকারীর ইমামত

প্রশ্ন : একটি জামে মসজিদের ইমাম সাহেব প্রায় দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ এখানে ইমামতি করে আসছেন। ইতিমধ্যে গত ১৪/০৮/৯২ ইং তারিখে নূরজাহান বেগমের নিকট থেকে ১৫০ টাকা মসজিদের দান হিসেবে আদায় করে মহিলাকে ১৫০ টাকার রসিদ প্রদান করেন, কিন্তু রসিদ বইয়ে ৫০ টাকা লিখে ফান্ডে শুধু ৫০ টাকা জমা দেন। উক্ত রসিদ নং ১৯৫৫ এবং বই নং ২০।

গত ০৪/০৯/৯২ ইং তারিখে মুহাম্মদ মুরশিদ আলমের নিকট হতে মসজিদে এককালীন দান হিসেবে ২০০০ টাকা আদায় করে দাতাকে উক্ত ২০০০ হাজার টাকার রসিদ প্রদান করেন, তবে বইয়ের মুড়িতে ২০০ টাকা লিখে ফান্ডে জমা দেন। উক্ত রসিদ নং ১৯৬২-এর বই নং ২০।

প্রশ্ন হলো, উক্ত ইমাম সাহেবের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? তাঁর পেছনে নামায পড়া ঠিক হবে কি? উক্ত টাকা আত্মসাতের ব্যাপারে কমিটি কী ব্যবস্থা নিতে পারে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়াদি প্রমাণিত হওয়ার পর শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত ইমাম সাহেবকে আত্মসাৎ করেছেন বলা হবে, যা কবিরা গোনাহ, উক্ত গোনাহের জন্য ইমাম

Scanned by CamScanner

সাহেব আল্লাহ পাকের নিকট সঠিক তাওবা করবে সাথে সাথে মসজিদের জন্য দেওয়া টাকা মসজিদ ফান্ডে অবশ্যই জমা দিয়ে দেবে। নচেৎ তাঁর পেছনে নামায পড়া মাকরূহ হবে। মসজিদ কমিটির কর্তব্য, প্রমাণিত টাকা ইমাম সাহেব হতে উসুল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যদি মুসল্লিদের মধ্যে উক্ত ইমাম সাহেবের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি হয়, তখন অন্য ইমাম নিযুক্ত করে নামায আদায় করবে। (১/২০৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر.

📖 رياض الصالحين (دار الريان للتراث) ١ /٣٣ : قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب, فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي, فلها ثلاثة شروط:

أحدها: أن يقلع عن المعصية.

والثاني: أن يندم على فعلها.

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة, وأن يبرأ من حق صاحبها, فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /١٨٢ : (قوله ويجب رد عين المغصوب) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «على اليد ما أخذت حتى ترد» ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا، وإن أخذه فليرده عليه» زيلعي، وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي-

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٣ /٢٠٠ : سوال- پیش امام نے مسجد کے فرش چرائے اور سزا پا کر آیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- ایسے فاسق شخص کو امام بنانا مکروہ ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے لہذا اس کو معزول کر کے دوسرا امام عالم و قاری وصالح مقرر کرنا چاہئے-

Scanned by CamScanner

মুফতী না হয়ে মুফতী পরিচয় দানকারীর ইমামত

প্রশ্ন : (ক) এক মসজিদের ইমাম সাহেব ১৯৯৯ ইং সালে দাওরায়ে হাদীস পাস করে এক মাদ্রাসায় খেদমতের জন্য নিয়োগ হয়। কিছুদিন পর অন্য মাদ্রাসায় মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পেলে সেখানে চলে যান এবং সকল কাগজপত্রে নিজ নামের সাথে মুফতী শব্দটা ব্যবহার করেন, অথচ তিনি মুফতী নন, এ বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে। তাহলে এই ইমামের শরয়ী হুকুম কী? তাঁর পেছনে নামায হবে কি না? যদি নামায না হয় তাহলে যারা নামায পড়েছেন তাদের নামাযের কী হুকুম?

(খ) ওই ইমাম ও খতীব কোনো এক বিষয়ে এভাবে বলে যে কোনো টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালা, জুব্বাওয়ালা, এমনকি পাগড়িওয়ালা ব্যক্তির কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না, অথচ তিনি নিজেও উল্লিখিত গুণের অধিকারী। তাহলে ওই ইমামের কী হুকুম? শরীয়তসম্মত সমাধানে হুজুরের মর্জি হয়।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন ইমাম সাহেবের পেছনে নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমাম সাহেবের কিরাত সহীহ-শুদ্ধ হওয়া ও নামাযসংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল পরিপূর্ণ জানা থাকা এবং ইসলামী শরীয়তের পাবন্দ হওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ইমাম সহেব যেহেতু দাওরায়ে হাদীস পাস করা আলেম, তাই তাঁর পেছনে নামায পড়তে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই। শুধুমাত্র নামের সাথে 'মুফতী' শব্দ ব্যবহার করার কারণে তাঁর ইমামতিতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে 'মুফতী' শব্দটা অনেক সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পরিচায়ক, যা ব্যবহার করার অধিকার একমাত্র এ বিষয়ের ওপর গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ রাখেন। 'ফাতওয়া প্রদান' খুবই জটিল এবং গুরুদায়িত্ব, যার ওপর উম্মতের আমল নির্ভরশীল। আল্লাহ না করুন অজ্ঞতাবশত কোনো ভুল মাসআলার ওপর আমল হলে সমস্ত গোনাহের বোঝা তার বহন করতে হবে। তাই যে কেউ এর ব্যবহার করা অনুচিত। ইমাম সাহেব এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী না হলে উক্ত কাজ পরিহার করা অপরিহার্য। (১৫/৩১২/৬০৩০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٠ : وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة، ... ... لكن يشترط أن يكون حال الإمام أقوى من حال المؤتم أو مساويا ح.

📖 شرح عقود رسم المفتى (زكريا) ص ٧٥ : وقد رأيت فى "فتاوى العلامة ابن حجر سئل فى شخص يقرأ، ويطالع فى الكتب

Scanned by CamScanner

الفقهية بنفسه، ولم يكن له شيخ، ويفتى، ويعتمد على مطالعته فى الكتب، فهل يجوز له ذلك، أم لا؟ فأجاب بقوله : لا يجوز له الإفتاء بوجه من الوجوه؛ لأنه عامى جاهل، لايدرى مايقول، بل الذى يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له : أن يفتى من كتاب ولا من كتابين، بل قال النووى رحمه الله تعالى- ولا من عشرة؛ فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة فى المذهب، فلا يجوز تقليدهم فيها ، بخلاف الماهر الذى أخذ العلم عن أهله، وصارت له فيه ملكةنفسانية؛ فإنه يميز الصحيح من غيره، ويعلم المسائل ومايتعلق بها، على الوجه المعتدبه، فهذا هو الذى يفتى الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى-

এক পা-বিশিষ্ট ব্যক্তির ইমামতি

প্রশ্ন : আমার পায়ের ওপরের অংশে ক্যান্সার হওয়ার দরুন অপারেশনের মাধ্যমে রানের অগ্রভাগ কেটে ফেলা হয়েছে। তার পরও আমি এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমি একটি মসজিদে পূর্ব থেকে তারাবীহর নামায পড়াতাম এবং এখনো এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে তারাবীহর নামাযের ইমামতি করি। কিন্তু কিছু মুসল্লি বলছে যে আমি এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে পারলেও পা কাটা হওয়ার কারণে আমি ইমামতি করা ও আমার পেছনে মুসল্লিদের নামাযের ইক্তিদা করা সহীহ হবে না। এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার পা কাটা হওয়ার কারণে আমার ইমামতি সহীহ হবে কি না? এবং আমার পেছনে মুসল্লিদের ইক্তিদা করা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : এক পাবিহীন ব্যক্তি যদি পরিপূর্ণ পবিত্রতা রক্ষা করতে এবং সঠিকভাবে নামাযের আরকান আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তার জন্য ইমামতি করা ও তার পেছনে মুসল্লিদের ইক্তিদা করা জায়েয। তবে হাত বা বা পা কাটা হওয়ার কারণে যদি মুসল্লিগণ তার পেছনে নামায পড়তে সংকোচ বোধ করে তাহলে তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি থাকাবস্থায় তার জন্য ইমামতি করা মাকরূহে তানযীহী হবে। তাই প্রশ্নোল্লিখিত মাসআলায় মুসল্লিগণ নির্দ্বিধায় খুশিমনে নামায পড়তে চাইলে আপনার জন্য ইমামতি করা বৈধ হবে। তবে তারা আপত্তি করলে আপনার জন্য ইমামতি থেকে সরে দাঁড়ানো

Scanned by CamScanner

উচিত। কারণ সর্বাবস্থায় ত্রুটিমুক্ত ব্যক্তিই ইমামতের জন্য শরীয়ত কর্তৃক উত্তম ব্যক্তি হিসেবে বিবেচ্য। (১৫/৭৮২/৬২৬৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٨٥ : ولو كان لقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز وغيره أولى.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٢ : وكذا تكره خلف أمرد وسفيه ومفلوج، وأبرص شاع برصه، ... ... وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه، فالاقتداء بغيره أولى تتارخانية، وكذا أجذم برجندي، ومجبوب وحاقن، ومن له يد واحدة فتاوى الصوفية عن التحفة. والظاهر أن العلة النفرة، ولذا قيد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهرا ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضا في المفلوج والأقطع والمجبوب -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳/ ۳۱۸ : لنگڑے کی امامت جائز ہے مگر ایسے شخص سے عموما طبعی انقباض ہوتا ہے اس لئے مکروہ تنزیہی ہے، اگر کسی کے علم و تقوی کی وجہ سے اس سے لوگوں کو انقباض نہ ہو تو کراہت تنزیہیہ بھی نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۲ /۱۰۲ : اگر وہ شخص طہارت اور پاکی ٹھیک طور پر کر لیتا ہے اور اس کا اہتمام رکھتا ہے تو اس کی امامت شرعا درست ہے ورنہ مکروہ ہے صحیح اور سالم کی امامت بہر حال اولی ہے۔

খতীবের জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমামের ইমামতি

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযের ইমাম সাহেব যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ান, সেখানে দাঁড়িয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ানোর হুকুম কী? এর দ্বারা কি খতীব সাহেবের অসম্মানী হয়?

উত্তর : জুমু'আর নামাযের খতীব সাহেব যে স্থানে নামায পড়ান সে স্থানে দাঁড়িয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামের জন্য নামাযের ইমামতি করার অনুমতি আছে তাতে শরীয়তের পক্ষ হতে কোনো নিষেধ নেই এবং খতীব সাহেবেরও কোনো অসম্মানী হয় না। (১৫/৯৫২/৬৩৫১)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٨ :يفهم من قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام في غير المحراب، ويؤيده قوله قبله السنة أن يقوم في

Scanned by CamScanner

المحراب، وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام اهـ والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط، فلو لم يلزم ذلك لا يكره تأمل .

ইমামের ইমামতিতে খতীবের হস্তক্ষেপ

প্রশ্ন : কোনো ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় ওয়াক্তিয়া ইমাম সাহেবের উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত খতিব সাহেব অন্য কাউকে নামায পড়ানোর জন্য আগে বাড়িয়ে দেওয়া বা খতীব সাহেব নিজে ইমামতি করার অধিকার রাখেন কি না?

উত্তর : খতীব সাহেবকে শুধু জুমু'আর নামাযের জন্য আর ইমাম সাহেবকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দায়িত্ব অর্পণ করা হলে ইমামের অনুমতি ছাড়া খতীব নিজে বা অন্য কারো মাধ্যমে ওয়াক্তিয়া নামাযের ইমামতি করা অনুচিত। হ্যাঁ ইমামের উচিত খতীব উপস্থিত থাকলে তাঁকেই সম্মান করে ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে দেওয়া। সর্বাবস্থায় ইমাম ও খতীব পরস্পরে একে অপরের দ্বায়িত্ব ও সম্মানের দিকে লক্ষ রেখে সমন্বয় সাধন করে ইমামত পরিচালনা করা উচিত। (১৫/৯৭২/৬৩০৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٦٩ : (و) اعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقا ... (قوله مطلقا) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٨٣ : دخل المسجد من هو أولى بالإمامة من إمام المحلة فإمام المحلة أولى. كذا في القنية.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٣ /٨١ : احادیث اور روایات فقہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو شخص امام کسی مسجد و محلہ کا ہو اس کی موجود گی میں اس کی مرضی کے خلاف دوسرا امام نہ ہو۔

Scanned by CamScanner

ধোঁকাবাজের ইমামতির হুকুম

প্রশ্ন : যিনি মানুষদেরকে ধোঁকা দেন যেমন : হজযাত্রীদের কাছ থেকে মিথ্যা অজুহাতে ভাড়া বেশি আদায় করা, হাজীদের সাথে ওয়াদা করে পাশাপাশি তা পূরণ না করা। এরূপ ব্যক্তির ইমামতি বা তার পেছনে নামায জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত ইমাম সাহেব যদি বাস্তবেই হাজীদেরকে মিথ্যা ও ধোঁকা দিয়ে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে থাকে এবং কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ না করে থাকে, তাওবা না করা পর্যন্ত তার পেছনে ইক্তিদা মাকরূহ। (১৭/২২৯/৭০০৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٦٠–٥٦١ : (ويكره) تنزيها (إمامة عبد) ... ... (وأعرابي) ومثله تركمان وأكراد وعامي (وفاسق وأعمى)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٦١ : بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد، فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل الاستثناء على غير الفاسق، والله أعلم.

তৃতীয় সিঁড়িতে খুতবা প্রদানকারীর ইক্তিদা

প্রশ্ন : যিনি খুতবাকালীন সময়ে তৃতীয় সিঁড়িতে বসেন, তাঁর ইমামতি এবং তাঁর পেছনে নামায জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মিম্বরের তৃতীয় সিঁড়িতে বসা গোনাহের কাজ নয় বরং এটা বৈধ। এ নিয়ে ইমামকে দোষারোপ করা সমীচীন নয়। (১৭/২২৯/৭০০৯)

📖 البداية والنهاية (دار إحياء التراث) ٧/ ١٦٧ : وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عليها، فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر رضي الله عنهما، فلما ولي عثمان قال إن هذا يطول، فصعد إلى الدرجة التي كان يخطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم -

Scanned by CamScanner

বিশ্বাসঘাতক-মিথ্যুক ও স্ত্রীর পর্দার ব্যাপারে উদাসীনের ইমামত

প্রশ্ন : এক মসজিদে দীর্ঘদিন যাবৎ একজন মুয়াজ্জিন সাহেব চাকরি করছেন। তার ওপর এলাকার কিছু লোক এবং মসজিদ কমিটির অনাস্থা রয়েছে। যেমন তার দায়িত্বের ব্যাপারে, মসজিদের মালামাল হেফাজতের ক্ষেত্রে উদাসীনতা, মসজিদের সম্পদের খেয়ানত, মানুষের সাথে অসদাচরণ, কখনো কখনো মিথ্যা বলা, স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখা এবং সুন্নাতের খেলাফ চলাফেরা করা ইত্যাদি সমস্যা তার মধ্যে রয়েছে। সময় সময় সভাপতি কমিটির অন্য সদস্যদের নিয়ে মিটিং করে সতর্ক করেছেন। তার দীর্ঘ সময়ের আচরণ দেখে লোকেরা বলে তার পেছনে নামায আদায় হবে না। প্রশ্ন হলো এর হুকুম কী?

উত্তর : বারবার সতর্ক করার পরও যেহেতু সংশোধন হচ্ছে না, তাই এ ধরনের ব্যক্তির মুয়াজ্জিনির মতো গুরুদায়িত্ব পালনের কোনো অধিকার নেই। তার পরিবর্তে যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ দেওয়া কমিটির দায়িত্ব। (১৭/৩৪৭/৭০৯২)

📖 سنن أبي داود (دارالحديث) ١ /٢٨٣ (٥٩٠) : عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم» -

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ /٤٥٩ : وصرح بكراهة أذان الفاسق ولا يعاد -

ঈদ বোনাসের জন্য ইমামের নামায বয়কট

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম নিয়োগের সময় ঈদ বোনাস দেওয়ার কোনো কথা ছিল না। তার পরও মসজিদ কমিটি সহানুভূতিশীল হয়ে দুই ঈদ মিলে একটি ঈদে বোনাস দিয়ে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি ইমাম সাহেব আরো একটি বোনাসের জন্য কমিটির নিকট আবেদন করেন। আর্থিক সংকটের কারণে কমিটি উক্ত আবেদন বিবেচনা না করায় ইমাম সাহেব নামায হরতাল করেন এবং কয়েক দিন ইমামতি করা থেকে বিরত থাকেন। ঈদ বোনাসের জন্য ইমাম সাহেবের নামায বয়কট করা শরীয়তসম্মত কিনা? যদি শরীয়তসম্মত না হয় তবে ওই ইমামের পেছনে নামায আদায় করা জায়েয কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইমাম নিয়োগ করার সময় সর্বসম্মতিক্রমে যে বেতন নির্ধারিত হয়েছে তার বেশি দাবি করা ইমামের অধিকার নেই। তবে নতুনভাবে বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে পারবেন, যা গ্রহণ করা কমিটির ঐচ্ছিক ব্যাপার। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ঈদ বোনাস দাবি করার অবকাশ থাকলেও পূরণ করা বা না করা কমিটির এখতিয়ারভুক্ত। কমিটি প্রদান করলে ভালো, অন্যথায় তিনি তার হকদার বলে বিবেচিত হবেন না এবং এ কারণে ইমাম সাহেবের নামায বয়কট করা ঠিক হবে না। (১৪/১৩৮/৫৫৭৯)

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٤/ ٩٠ (٥٨٤٩) : عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا».

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ /۵۲۹ : قال فقهاءنا رحمهم الله تعالى: نص الواقف كنص الشارع فى وجوب العمل به، اس قاعدہ کے مطابق جو شرائط اهل مدارس ملازمین ومدرسین مدرسہ پر عائد کرتے ہیں ان کی پابندی مدرسین پر لازم ہے، اور مہتمم کو ان سے ایسے شرائط کرنا جائز ہے جو مدرسہ کے لئے مفید ہوں۔

ইমামতির দায়িত্বে অবহেলা করে বেতন গ্রহণ

প্রশ্ন : মসজিদে দুজন ইমাম। কমিটি দুজনের মধ্যে সাপ্তাহিক তিন দিন করে নামায পড়ানোর দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়। কিন্তু একজন ইমাম তাঁর তিন দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে প্রায় দুই-এক ওয়াক্ত নামায পড়ান না। কমিটির লোকজন তাঁকে কিছু বললে তিনি খারাপ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁর ভাগের নামায পড়ানোর জন্য ধার্যকৃত ভাতা সমানভাবেই গ্রহণ করেন। এটা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেবের জন্য বিশেষ কোনো ওজর ব্যতীত ইমামতি না করা উচিত নয়। তাই বর্ণিত ইমাম সাহেব যেহেতু কোনো ওজর ছাড়াই নিয়মিত নামাযে উপস্থিত হন না এবং এ ধরনের কথা ইমাম নিয়োগের সময় আলোচনাও হয়নি। তাই তাঁর জন্য কিছু ওয়াক্তে ইমামতি না করে নামাযের বেতন গ্রহণ করা বৈধ হলেও কমিটি দিতে বাধ্য নয়। (১৪/১৩৮/৫৫৭৯)

Scanned by CamScanner

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٤/ ٩٠ (٥٨٤٩) : عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا» -

📖 عطر هدايه ص ١٣٦ : ايام تعطيل اگر مشروط ومعروف ہوں تو تابع ہیں ايام خدمت كے، ورنہ تبرع وانعام، پس جب ايام خدمت پورے ہوں گے تعطيل پورے ملے گی ورنہ حساب سے كم ہو جائيگی۔

📖 امداد الاحكام (مكتبہ دار العلوم كراچی) ٣/ ٥٢٧ : الجواب- ... ... اگر ملازم ركھنے والوں نے غير حاضری اور ناغہ اور رخصت كے متعلق كوئی قاعدہ مقرر كركے اس كو اطلاع ديدی تھی، تب تو اس قاعدہ كے بموجب عمل ہوگا، اور اگر كوئی قاعدہ مقرر نہيں كيا تو عرفا ايسے ملازموں كيلئے اسلامی مدارس ميں جو قاعدہ ہے اس پر عمل كيا جائے گا لان المعروف كالمشروط ۔

সংগত কারণে ইমামের প্রতি মুসল্লিদের অনাস্থা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমামের চারিত্রিক সমস্যা ও শরীয়তবিরোধী কাজের জন্য অনেক মুসল্লি তার পেছনে নামায পড়া বন্ধ করে অন্য মসজিদে নামায আদায় করেন। বিষয়টি ইমাম সাহেব অবগত হওয়ার পরও তিনি ইমামতি করে আসছেন, এমতাবস্থায় তার ইমামতি করা জায়েয কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব যদি বাস্তবেই শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন যার দরুন মুসল্লিগণ উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়তে আগ্রহী নন। এমতাবস্থায় উক্ত ইমামের জন্য ইমামতি করা মাকরূহ বলে বিবেচ্য। (১৪/১৩৮/৫৫৭৯)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٢/ ١٥٣ (٣٦٠) : عن أبي أمامة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون "-

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهاني (دارالكتب العلمية) ١/ ٤٠٧ : ومن أم قوما وهم له كارهون، إن كانت الكراهة لفساد فيه، أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك، وإن كان هو أحق بالإمامة لم يكره: لأن الفاسق والجاهل يكره العالم والصالح .

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳ /۱۰۴ : کتب فقہ میں ہے کہ اگر امام میں کچھ نقصان نہیں تو مقتدیوں کی ناراضی کا اثر نماز میں کچھ نہیں، امام کی نماز بلا کراہت درست ہے اور گناہ مقتدیوں پر ہے، اور اگر امام میں نقص ہو اور اس وجہ سے مقتدی ناخوش ہیں تو امام کے اوپر مواخذہ ہے اور اس کو امام ہونا مکروہ ہے .

চোগলখোর ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীর ইমামত

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম যদি চুরি করে এবং চোগলখোরী করে ও এলাকায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, মিথ্যা বলে। আর এ কথা জানার পর কিছু মুসল্লি ন্যায়সংগত কারণে ইমামের ওপর নারাজ থাকে এবং কোনো মুসল্লি ইমাম সাহেবকে প্রকাশ্যে চোর বলে এবং এ কথাও বলে আপনি চোগলখোরী করেছেন। তাহলে তার পেছনে নামায হবে কি না? ইমাম সাহেব যদি নিজে কোনো অন্যায় করে এবং এই অন্যায় মিথ্যা বলে আরেকজনের ওপর চাপিয়ে দেয় যার ফলে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়, তখন তার পেছনে নামায হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত অভিযোগগুলো বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হলে ওই ইমাম উক্ত গর্হিত কাজ থেকে তাওবা না করলে তার পরিবর্তে একজন যোগ্য ইমাম নিয়োগ করা মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও মুসল্লিদের দায়িত্ব। (১৪/২২৯/৫৫৯৯)

📖 منحة الخلق على البحر (سعيد) ١ /٣٤٩ : قال الرملي: ذكر الحلبي في شرح منية المصلي أن كراهة تقديم الفاسق والمبتدع كراهة التحريم -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳ /۲۰۰ : سوال- پیش امام نے مسجد کے فرش چرائے اور سزا پا کر آیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں۔
الجواب- ایسے فاسق شخص کو امام بنانا مکروہ ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے لہذا اس کو معزول کر کے دوسرا امام عالم و قاری و صالح مقرر کرنا چاہئے۔

📖 مسائل امامت ص ۵۵ : ...اور چغل خور کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔

Scanned by CamScanner

রাসূল (সা.), আলেম সমাজ, তাবলীগ ও মাদ্রাসাবিরোধীর ইমামত

প্রশ্ন : আমরা নিম্নে স্বাক্ষরকারীগণ অত্যন্ত সম্মানের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের মসজিদের বর্তমান ইমাম সাহেবকে প্রায় ৩ বছর পূর্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগের সময় তাঁর ইন্টারভিউ ভালো হওয়ার কারণে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট তাঁর সাথে না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আমরা পছন্দ করি। ইতিমধ্যে তাঁর আচার-আচরণ ও কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় মুসল্লিদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ইমাম সাহেবের নিম্নে বর্ণিত বক্তব্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা ও মতামত প্রয়োজন।

ইমাম সাহেবের বক্তব্যসমূহ :

১. এই ইমাম সাহেব হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রহ.)-কে কাফের বলে প্রচারণা চালান।

২. তিনি ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসাকে শয়তানের আখড়া বলে অভিহিত করেন এবং এই মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমগণকে ওহাবী মোল্লা বলে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন।

৩. তিনি আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন বলে প্রচারণা চালান।

৪. তিনি তাবলীগ জমাআতের কাজ বিদ'আত বলে আখ্যা দেন এবং অত্র মসজিদে তাবলীগের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দেন।

৫. নিয়োগের পর ইমাম সাহেব কর্তৃক জমাকৃত সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ মিলেছে।

৬. তিনি এই এলাকা থেকে দান-খায়রাত এমনকি মিলাদের অবশিষ্ট তবারক, মসজিদের গাছের নারিকেল তাঁর নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। যদিও নিয়োগের সময় শর্ত ছিল অত্র এলাকা হতে কোনো প্রকার দান/সাহায্য তিনি তাঁর এলাকার জন্য সংগ্রহ করবেন না। তাই বিনীত অনুরোধ যে অত্র মসজিদের ইমাম সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের বিষয়ে মতামত প্রদান করে আমাদের সহায়তা করবেন।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত অভিযোগগুলো সত্য হলে ওই ইমাম সাহেব তাওবা না করা পর্যন্ত তাঁর পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। (১৪/৩২৮/৫৬১৬)

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ /١١١ (٦٠٤٥) : عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك».

Scanned by CamScanner

صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١/ ٥٠ (٦٤) : عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» .

البحر الرائق (سعيد) ٥ /١٢٤ : ومن أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر ولو صغر الفقيه أو العلوي قاصدا الاستخفاف بالدين كفر .

سورة النحل الاية ٦٥ : قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٦٠ : (ومبتدع) أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول -

الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٦٩ : (وعزر) الشاتم (بيا كافر) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا؟ نعم وإلا لا به يفتى شرح وهبانية -

فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱ /۱۴ : الغرض خادمان دین اور تبلیغی خدمت انجام دینے والے سچے اور خالص مسلمان ہیں، ان کی اعانت کرنا اور انہیں سچا تصور کرنا ایمانداری کی دلیل ہے، خداء پاک ایسے نیک کام کرنے والوں کی مدد اور اعانت کا قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں تعاونوا على البر والتقوى۔

জামাআতের দাঈর পেছনে ইক্তিদার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব মওদুদীপন্থী ও মওদুদী আকীদায় বিশ্বাসী। তাই তিনি মসজিদে যে সমস্ত সরলপ্রাণ মুসলমান তাবলীগে দ্বীনের মেহনত করে তাদের জামায়াতে ইসলামী বানানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। এমনকি তিনি একটি সরকারি মাদ্রাসায় পড়ান সেখানে বালেগা মেয়েরাও আসে। এমতাবস্থায় এমন মুয়াজ্জিনের পেছনে ইমাম সাহেবের অবর্তমানে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : বালেগা মেয়েদের থেকে যারা পর্দা করে না শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে ফাসেক বলা হয়। আর ফাসেকের পেছনে নামায পড়া মাকরূহ। তাই আহলে সুন্নাত

Scanned by CamScanner

ওয়াল জামাআতের অনুসারী, মুত্তাকী ও সুন্নাতের অনুসারী ইমাম-মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেওয়া মুতাওয়াল্লী বা কমিটির দায়িত্ব। (১৪/৩৮০/৫১৪১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٥٣ : وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلا صالحا تقيا عالما بالسنة .

📖 وأيضا فيه ١ /٨٥ : وتجوز إمامة الأعرابي والأعمى والعبد، وولد الزنا والفاسق. كذا في الخلاصة إلا أنها تكره.

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ٢٨ : وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا.

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ۱ /۳۲۹ : جماعت اسلامی اہل سنت سے خارج ہے اور اپنے مخصوص عقائد کی وجہ سے عام مسلمانوں سے الگ ایک مستقل فرقہ ہے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں اگر کسی مسجد میں اس عقیدہ کے امام ہو تو با اثر حضرات پر اسے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے اگر مسجد کی منتظمہ امام بدلنے پر تیار نہ ہو تو اہل محلہ پر فرض ہے کہ ایسے منتظمہ کو بر طرف کر کے دوسرے صحیح العقیدہ منتظمہ منتخب کریں۔

ব্যক্তিগত বিরোধে ইমামের পেছনে নামায না পড়া

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম সাহেবের বাড়ির লোকের সাথে অন্য বাড়ির লোকের সাথে মারপিট হয়। মারপিটের কথা শুনে ইমাম সাহেব এবং বাড়ির কিছু লোক দৌড়ে গিয়ে বাড়ি পৌঁছেন। এমন সময় একটা আওয়াজ হয় যে তাদের ধরে আন। বিপক্ষগণের প্রধান সাহেব এ আওয়াজটি ইমাম সাহেবের আওয়াজ মনে করেন। এরপর সে ইমাম সাহেবকে কিছু না বলে মসজিদে আসা বন্ধ করে দেয়। ইমাম সাহেবের আব্বা ওই প্রধান সাহেবকে বলেন যে আপনি মসজিদে আসেন না কেন? তিনি বললেন, আপনার ছেলে ইমাম হয়ে কেন এই কথা বললেন এই জন্য মসজিদে আসি না। ইমাম সাহেবের আব্বা ইমামকে জিজ্ঞেস করলে ইমাম সাহেব বলেন, আমি এ কথা বলিনি। তারপর ইমাম সাহেব ওই প্রধান সাহেবকে বললেন যে আপনি ভুল বুঝেছেন, এ আওয়াজ আমার নয়। বিতর্কের পর ইমাম সাহেব বললেন, আমি কোরআনের শপথ করে বলতে পারব আমি উক্ত আওয়াজ দিইনি। তার পরও প্রধান সাহেব মসজিদে আসা থেকে বিরত থাকেন। এমনকি একদিন মসজিদের নিকট এসে দেখে উক্ত ইমাম নামায পড়াচ্ছেন। তখন তিনি মসজিদের নিকট থেকে ফিরে যান। প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেব

Scanned by CamScanner

উক্ত ঘটনাকে নিয়ে কোরআনের শপথ করা এবং ওই প্রধান সাহেবের উক্ত ইমামের পেছনে নামায না পড়ার শরীয়তসম্মত বিধান কি?

উত্তর : উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইমাম সাহেব কোরআনের শপথ করলে শপথ হয়ে যাবে বটে, তবে ইমামতের মতো মহৎ দায়িত্ব পালনকারী ইমামের আত্মমর্যাদার খাতিরে এ ধরনের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কসম করা বা কোরআনের শপথ করার কথা বলা অনুচিত এবং ওই প্রধান সাহেবের শরয়ী কোনো ওজর ছাড়া শুধুমাত্র ইমামের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে এভাবে জামাআত ও নামায ছেড়ে দেওয়া মারাত্মক গোনাহের কাজ, কেননা জামাআতের সাথে নামায আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য জরুরি। (১৪/৭৬৮/৫৭৫৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۱/ ۵۵۲ : (والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط ... ... (وقيل واجبة وعليه العامة) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها. قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة (على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج) -

📖 احسن الفتاوی(ایچ ایم سعید) ۵/ ۴۸۸ : الجواب- اگر قرآن مجید ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھکر کوئی بات کہی لیکن قسم نہیں کھائی، یا یوں کہا ’اس قرآن کی قسم‘ تو قسم نہیں ہوئی، البتہ اگر قرآن کی طرف اشارہ کئے بغیر کہا ’قرآن کی قسم‘ ’یا کلام اللہ کی قسم، یا قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں جو کلام اللہ ہے اس کی قسم‘ تو قسم ہو جائیگی، توڑنے سے کفارہ واجب ہوگا۔

জিনের পেছনে মানুষের ইক্তিদা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব আনুমানিক ৩ বছর মসজিদে ইমামতি করেছে। তারপর সে চলে গেছে, কিছুদিন পর আমরা জানতে পারলাম যে সে একজন জিন ছিল, মানুষরূপে ইমামতি করেছে। প্রশ্ন হলো, জিনের পেছনে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে কি না? বিগত তিন বছর তার পেছনে আদায়কৃত নামাযের হুকুম কী? প্রমাণসহ জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মানুষের ইক্তিদা জিনের পেছনে সহীহ। যদি উল্লিখিত ঘটনা সত্যি হয়ে থাকে, তবুও বিগত তিন বছরের নামায আদায় হয়ে গেছে। নামায পুনরায় পড়তে হবে না। (১৪/৮৫২/৫৮২৭)

📖 نفع المفتي والسائل ص٧٧ : الاستفسار- هل يصح اقتداء الإنس بالجن؟

الاستبشار- نعم.

📖 آكام المرجان في أحكام الجان (مكتبة القرآن) ١ /٩٩ : نقل ابن أبي الصيرفي الحراني الحنبلي في فوائده عن شيخه أبي البقاء العكبري الحنبلي أنه سئل عن الجن هل تصح الصلاة خلفه فقال نعم لأنهم مكلفون والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم والله أعلم.

অন্যায়ভাবে ইমামের সাথে অসদাচরণ করা

প্রশ্ন : মসজিদে যথারীতি যিকির মাহফিলের শেষে মসজিদের ইমাম ও খতীব দু'আ-মুনাজাতের পূর্বে সকলকে দরূদে ইব্রাহীম পড়ার জন্য বলেন। তখন উক্ত মসজিদের একজন মুতাওয়াল্লী সাহেব বলেন, দরূদ পড়েন দরূদ পড়েন, এই উক্তি বারবার করতে থাকেন। প্রতিউত্তরে ইমাম সাহেব বলেন–জনাব, আমি তো উত্তম দরূদই পড়ছি। কিন্তু মুতাওয়াল্লী সাহেব নিজে "আল্লহুম্মা সাল্লে আলা" পড়লে অন্য কেউ তাঁর সাথে সুর মিলিয়ে পড়েনি। তিনি তাঁর প্রাধান্যের স্বার্থে বলেন, এত ভালো দরূদ পড়ার দরকার কী, খারাপটাই পড়েন ইত্যাদি। পরিশেষে ইমাম সাহেব মুনাজাতের মধ্যে সাধারণভাবে সমাজ থেকে মূর্খতা দূর করে আল্লাহর কালাম সঠিকভাবে বোঝার ও আমল করার তাওফীক এবং হেদায়েত কামনা করে মুনাজাত শেষ করেন। দু'আ শেষে মুতাওয়াল্লী সাহেব যিনি লেখাপড়ায় আলেম নন, ইমাম সাহেবকে বলেন, হুজুর আপনার যিকির হয়নি।

এখন আমার প্রশ্ন হলো :

১. একজন সাধারণ মুসল্লি কি একজন বিজ্ঞ আলেমকে জ্ঞান দিতে পারেন?

২. এবং ইমাম সাহেবের মুনাজাতের মধ্যে সাধারণভাবে মূর্খতা দূর করার আল্লাহর নিকট আবেদন কি কোনো ব্যক্তিকে বর্তায়?

৩. কোনো ব্যক্তি তার নিজের মূর্খতা প্রমাণ দিলে এবং বিচারপ্রার্থী হলে তার সমাধান কী?

Scanned by CamScanner

অতঃপর কিছুদিন পর বাদ আসর মুতাওয়াল্লী সাহেব মহল্লাবাসী মুসল্লিদের নামাযান্তে বসার জন্য আহ্বান করেন। তখন তিনি ইমাম সাহেব কেন তাঁকে মুর্খ বললেন এবং ইমাম সাহেব ঈর্ষান্বিত হয়ে কেবল সেই মুনাজাত করছেন বলে মুসল্লিদের জানান। মুতাওয়াল্লী বৈঠকে ওপরে উল্লিখিত কথার বলার পর একজন মুসল্লি ইমাম সাহেবকে বলেন, আপনি একজন মুরব্বিকে এ রকমভাবে মূর্খ বলতে পারেন না এবং বলাটা অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, একজন মুসল্লি কি ইমাম সাহেবের সাথে উল্লিখিত আচরণ করতে পারেন? এবং কোনো মুসল্লি কি ওপরে উল্লিখিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইমামের সাথে নিম্নে বর্ণিত আচরণ করতে পারেন যে

(ক) আপনি ইমাম সাহেবের চেয়ে মুতাওয়াল্লী সাহেব বয়সে অনেক বড়, তার চুল-দাড়ি সাদা হয়েছে। আপনার এ ধরনের মুনাজাত সঠিক হয়নি, এ মুনাজাত তার সম্পর্কীয় ধরাই স্বাভাবিক।

(খ) এবং ক্ষিপ্ত হয়ে আরেকজন মুতাওয়াল্লী বলেন যে ইমাম সাহেব আপনি চুল-দাড়ি কেটেছেন, মেয়েলোকের সাথে কথা বলেছেন, এমপির ভয় মনে থাকায়ই চুল-দাড়ি কেটেছেন আর কিছু নয়।

(গ) মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি বলেন, আমরা মুসল্লিরা যেভাবে খুশি ও তৃপ্তি পাই, সেভাবে নামায পড়াবেন এবং মিলাদও পড়াবেন, আপনার ইচ্ছামতো চলবে না।

(ঘ) আরেকজন মুতাওয়াল্লী একক সিদ্ধান্তে নির্দেশ জারি করেন যে আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। মীলাদ আমি যেভাবে বলি, সেভাবেই করতে হবে। অবশ্যই দাঁড়িয়ে কেয়ামে তাজীমী করবেন, এ শর্তে চাকরি করবেন, নয়তো চলে যাবেন। উল্লিখিত অশ্লীল আচরণ, অশালীন ও অনৈতিক নির্দেশ কোনো একজন মুসল্লি, মুতাওয়াল্লী ও সেক্রেটারি কি একজন বিজ্ঞ আলেম ও ইমাম সাহেবের সাথে করতে পরেন। ওপরে উল্লিখিত নির্দেশের মতো কোনো নির্দেশ জারি করতে পারেন? ইসলামী শরীয়তের বিধানে আল্লাহর ঘর মসজিদ ও ইমাম সম্পর্কীয় বর্ণিত অমর্যাদাকর অশুভ পাঁয়তারার বাস্তবসম্মত সমাধানে ফাতওয়া প্রদানের জন্য আকুল আবেদন।

উত্তর : ইমামতি শরয়ী দৃষ্টিতে দ্বীনের একটি মহামর্যাদাপূর্ণ অধ্যায়, তাই ইসলামে এর বহু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সে হিসেবে ইমাম নায়েবে রাসূলের মর্যাদা রাখেন। এ জন্য যিনি ইসলামের সকল বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক ও নূরানী সুন্নাতসমূহের ওপর আগ্রহের সহিত বেশি আমল করবেন এবং মুসলমানদেরকেও তার অভ্যস্ত করার চেষ্টা করবেন, নিজে পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের অনুসারী হবেন শরীয়তবিরোধী সকল প্রথা তথা শিরক, বিদ'আত ইত্যাদি থেকে দূরে সরে থাকবেন, মুসলমানদেরকেও দূরে রাখার চেষ্টা করবেন তাঁকেই ইমাম নিযুক্ত করা হবে। তাঁর সম্মান রক্ষা করা সকল মুসল্লির জন্য খুবই জরুরি, আর এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়োগের দায়িত্ব মুতাওয়াল্লী ও সেক্রেটারির হলেও যে মুতাওয়াল্লী অজ্ঞ, আলেম-উলামার সম্মান

Scanned by CamScanner

বোঝে না, শরীয়তের কোনো জ্ঞানও রাখে না সে একজন বিজ্ঞ আলেমকে জ্ঞান দান দূরের কথা, তার কোনো নির্দেশে ইমাম সাহেব কখনো চলতে পারেন না এবং নির্দেশের অধিকারও রাখে না। কারণ ইমাম সাহেবকে চাকর মনে করা যাবে না। তাই এ সমস্ত লোকের কথায় ইমাম সাহেব শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ তথা বিদ'আত, মিলাদ, কিয়াম ইত্যাদি করতে পারেন না। অতএব দরূদের নামে মীলাদ নিয়ে যে সংশয় দেখা দিয়েছে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিত হবে না এবং দু'আয় যেহেতু নির্দিষ্ট করে কারো নাম বলা হয়নি, তাই কেউ বিচারপ্রার্থী হওয়া বা কেউ তা সমর্থন করে ইমাম সাহেবের মানহানির চেষ্টা করা কোনো যুক্তিতে আসে না। এ ব্যাপারে মুতাওয়াল্লী সাহেব মূর্খতার প্রমাণ দিলে তাকে দায়িত্ব থেকে অবসর থাকার আবেদন করা হবে। কারণ কোনো মূর্খ লোক এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের মুতাওয়াল্লী হতে পারে না। আর পরবর্তীতে মুতাওয়াল্লী ইমামের ওপর যে অপবাদ চাপিয়েছে, তা সঠিক প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়তে কোনো আপত্তি নেই আর মিথ্যা অপবাদদাতা ফাসেক, তাই সে ইমাম সাহেব থেকে মাফ চেয়ে তাওবা করে নেবে।

বি:দ্র:. ইমাম সাহেব আগামীতে এমন আচরণ ও কথাবার্তা থেকে নিজেকে হেফাজত করবেন, যাতে মুসল্লিগণ তাঁর সমালোচনার বিরোধিতা করে। (১৩/৭০)

🕮 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٣٩٣ (٧٢٥٧) : عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» ، وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف» -

🕮 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۸ /۲۱۵ : اسلام میں منصب امامت کی بڑی اہمیت ہے، یہ ایک باعزت باوقار اور باعظمت اہم دینی شعبہ ہے، یہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے امام نائب رسول ہوتا ہے۔ اور امام اللہ رب العزت اور مقتدیوں کے درمیان قاصد اور ایلچی ہوتا ہے، اس لئے جو سب سے بہتر ہو اسے امام بنانا چاہئے۔

🕮 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸ /۱۸۳ : الجواب- امام صاحب کا منصب بہت بلند ہے متولی صاحب کا امام کو اپنا نوکر سمجھنا اور ذلت آمیز معاملہ کرنا غلط ہے ناجائز ہے امام صاحب کو بھی اس طرح جمعہ کی نماز کے بعد مجمع میں متولی کی زیادتیوں کو بیان نہیں کرنا

Scanned by CamScanner

چاہئے تھا، خود متولی صاحب سے دوچار بااثر آدمی کی موجودگی میں افہام و تفہیم کے طور پر تکلیفوں اور پریشانیوں کا تذکرہ کر لیتے کہ یہ پریشانی ہے اس کو حل کی جئے۔

📖 وفیہ ایضا ۷ /۵۸ : امام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور بغیر واقفیت کے اپنی طرف سے فتوی دینا اور مسجد میں آکر شر و فساد کرنا کبیرہ گناہ ہے ایسے شخص کو توبہ لازم ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳ /۱۱۵ : الجواب- جب کہ اس الزام و تہمت کا ثبوت نہ ہو جو امام پر لگایا تو امامت اس کی بلا کراہت صحیح ہے جھوٹا الزام لگانے والا فاسق ہے اور عاصی ہے توبہ کرے۔

ইমাম ছাড়া অন্যকে ইমামত করার অনুমতি কেউ দিতে পারে না

প্রশ্ন : আমি একটি জামে মসজিদে প্রায় ৯ বছর যাবৎ ইমাম ও খতীব হিসেবে আছি। আমি লালবাগ জামিয়া কোরআনিয়ার ফারেগ (১৯৮৬ ইং তে), তাবলীগেও আল্লাহর মেহেরবানিতে ১৯৯০ ইং এ এক সাল সময় লাগিয়ে দ্বীনি মেহনতে করে আসছি। দাওরা হাদীস মাদ্রাসায়ও দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছি। আমি ইমামতির জন্য উপস্থিত ও প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও মসজিদে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় যেমন শবেকদর, শবেবরাত বা ওয়াজ-মাহফিলে একজন আলেম যিনি মসজিদসংলগ্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল নিজে ইমামতি করার জন্য আমাকে বিরক্ত করে থাকেন (যেমন তাঁকে ইমামতি না দিলে আমাকে ইমামতির দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করার হুমকি প্রদান, কমিটির কোনো সদস্য এবং সভাপতির মাধ্যমে নিজের ইমামতির অনুমতি গ্রহণ বা অন্যদের দ্বারা গ্রহণ করানো ইত্যাদি), অথচ তাঁকে ইমামতি দিলে মসজিদ কমিটির অধিকাংশ সদস্য এবং অনেক মুসল্লি আপত্তি করে থাকেন। এমতাবস্থায় উক্ত আলেম আমার অনুমতি ব্যতীত কমিটির কোনো সদস্য বা সভাপতির মাধ্যমে নিজে ইমামতির ঘোষণা করিয়ে নেওয়া বা আমার ওপর কোনোরূপ চাপ প্রয়োগ করা বা চাপ প্রয়োগের কৌশল অলম্বন করা বৈধ হবে কি? এ ব্যাপারে শরীয়তে সঠিক সমাধান জানাতে হযরতের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

উত্তর : শরীয়তের আলোকে মসজিদের নির্ধারিত ইমাম ও খতীব সাহেবই ইমামতের হকদার। তাই ইমামতের উপযুক্ত নির্ধারিত ইমামের উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ ইমামতি করার অধিকার শরীয়তে নেই বরং অনুমতি ব্যতীত জোরপূর্বক অন্য কেউ ইমামতি করলে নামায আদায় হয়ে গেলেও সে গোনাহগার হবে। আর এ ব্যাপারে নির্ধারিত ইমাম ও খতীবের অনুমতিই প্রযোজ্য। কমিটির কোনো সদস্যের জন্য এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়ার অধিকার নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ইমাম ও

Scanned by CamScanner

খতীবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো আলেমের সেখানে ইমামতি করা বা ইমামতির জন্য ইমামের ওপর চাপ প্রয়োগ করা শরীয়ত সমর্থিত নয় এবং কমিটির সদস্যদের জন্যও এ ব্যাপারে ইমামের সাথে আলোচনাপূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। (১৩/১৫১/৫২২৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ١٥١ (٦٧٣) : عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٥٩ : (و) اعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقا (إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه) لعموم ولايتهما.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /١٥٨ : ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، لما روينا من حديث أبي سعيد مولى بني أسيد، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمة أخيه إلا بإذنه، فإنه أعلم بعورات بيته" ، وفي رواية في بيته؛ ولأن في التقدم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه، وذا لا يليق بمكارم الأخلاق، ولو أذن له لا بأس به؛ لأن الكراهة كانت لحقه .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۲۰ /۲۸۱ : الجواب- جس شخص کو خطیب وامام مقرر کردیا جائے بغیر وجہ شرعی کے اس کو الگ کرنا غلط ہے اور اس کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے کسی عالم کا خود بخود امامت وخطابت پر قبضہ کرنا درست نہیں، غلط طریقہ ہے۔

Scanned by CamScanner

দরখাস্তের মাধ্যমে ছুটি নিতে ইমামকে বাধ্য করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব দুই বছর যাবৎ আমাদের এখানে ইমামতির খেদমত করে আসছেন, বর্তমানেও তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমত ছুটি নেওয়ার নিয়ম ছিল কমিটির সভাপতি থেকে কোনোভাবে মৌখিক ছুটি নেয়ার। কিন্তু ইদানীং কমিটির পক্ষ থেকে নিয়ম করা হয়েছে যে লিখিত ছুটি নিতে হবে, এখন আমার প্রশ্ন :

১. ইমাম সাহেব কমিটির অধীনস্ত কি না?

২. ইমাম সাহেবকে দরখাস্তের মাধ্যমে ছুটি নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে কি না?

৩. ইমাম সাহেব দরখাস্ত দিয়ে ছুটি নিলে ইমামতি পদকে ছোট মনে করা হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ইমাম সাহেবকে কমিটির অধীনস্ত মনে করা হলেও ইমামতের পদ ও মর্যাদাকে সামনে রেখে তাঁর সাথে আচরণ করা উচিত। আর নিয়োগের সময়কৃত চুক্তি মোতাবেক তাঁর সাথে ব্যবহার করা জরুরি। তবে ইমামের মর্যাদাহানি হয় এমন চুক্তি করাও বাঞ্ছনীয় নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মৌখিক ছুটিই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে ইমাম সাহেবকে দরখাস্তের মাধ্যমে ছুটি নেওয়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া তাঁকে হেয় করার নামান্তর, তাই তা বর্জনীয়। (১৩/২৩৮/৫২৪৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٤١٩ : وفي القنية من باب الإمامة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴ /۳۶۲ : الجواب- امام یا مؤذن کا متولی سے معاہدہ ہو تو اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا اگر معاہدہ نہیں ہوا ہے تو ایسی پابندی ظلم و زیادتی ہے اور ناجائز ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳ /۱۳۴ : پیش امام کی عزت وتوقیر کرنی چاہئے اس کی بے عزتی اور توہین اور ہتک کرنی گناہ ہے۔

টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী ও রোগীর ইমামত

প্রশ্ন : আশকোনা বাজার জামে মসজিদের মুয়াজ্জিনের শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো তিনি কোরআনের হাফেজ। শারীরিকভাবে তাঁর পা দুটিকে গোদ রোগ অর্থাৎ কোমরের নিচ হতে পায়ের তালু পর্যন্ত অসাধারণ মোটা, সব সময় পায়ের টাখনুর নিচে লুঙ্গি/পায়জামা পরেন। প্রকাশ থাকে যে ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে মুয়াজ্জিন সাহেব নামায পড়ান।

Scanned by CamScanner

কিন্তু মুসল্লিগণ পা মোটা রোগীর পেছনে নামায পড়তে নারাজ। অতএব, উল্লিখিত বিষয়টির সমাধান দিতে জনাবের নিকট আবেদন রইল।

উত্তর : পুরুষদের জন্য টাখনুর নিচে লুঙ্গি বা পায়জামা পরা মাকরূহে তাহরীমী তথা কবীরা গোনাহ। সবর্দা কবিরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত, তাই প্রশ্নে বর্ণিত মুয়াজ্জিন সাহেব টাখনুর নিচে লুঙ্গি/পায়জামা পরিধান করায় উপরন্তু রোগাক্রান্ত হওয়ায় মুসল্লিগণের নামায পড়তে অনীহার কারণে ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতে মুয়াজ্জিন সাহেবের ইমামত করা মাকরূহ হবে। তাই মুসল্লিগণের মধ্যে কেউ ইমামতের উপযুক্ত থাকলে তার পেছনে নামায আদায় করবে, অন্যথায় উপযুক্ত মুয়াজ্জিন রাখার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হবে। (১৩/৮৩৭/৫৪৭৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ /٦٠ (٥٧٨٧) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٥٩ : (ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم .

قوله: "أو كانوا أحق بالإمامة منه يكره" قال الحلبي وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية لخبر أبي داود ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وعد منهم من تقدم قوما وهم له كارهون .

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٣ /٢٩٦ : ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانا ناجائز ہے کہ اس پر بہت وعیدیں وارد ہوئی ہیں،عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» قوم لوط علیہ السلام پر جن بداعمالیوں سے عذاب آیا ان میں ٹخنے ڈھانکنا بھی ہے (در منثور) اس لئے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

বেতনভুক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়া

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম সাহেব বেতনভুক্ত, তাঁর পেছনে নামায পড়া জায়েয কি না?

উত্তর : ইমামতির বিনিময়ে বেতন নেওয়া জায়েয হওয়ায় বেতনভুক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়লে কোনো অসুবিধা নেই। (১৩/৮৯১/৫৪৫২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٥٥ : ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان .

তারাবীহ ও ঈদের নামায পড়িয়ে হাদিয়া গ্রহণ

প্রশ্ন : তারাবীহর নামায এবং দুই ঈদের নামায পড়ে মুক্তাদীগণ সকলেই কালেকশনের মাধ্যমে ইমাম সাহেবের হাতে কিছু টাকা দেন। এই টাকা দেওয়া জায়েয হবে কি না? আমাদের গ্রামের এক সাধারণ আলেম থেকে জানতে পারলাম যে ইমাম সাহেব যদি বেতনের চুক্তি না করে নামায পড়ান এবং ওই টাকা হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে ওই টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে।

উত্তর : তারাবীহর নামাযে কোরআন খতম করে তার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। তাই চাঁদা উঠানোর প্রশ্নই ওঠে না এবং ঈদের জামাআতে ঈদগাহে ইমাম সাহেবের জন্য ইমামতির টাকা চাঁদা করে উঠানো জায়েয হলেও উচিত না। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চায় তাহলে দিতে পারে, ইমাম সাহেবও উক্ত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। (১৩/৮৯১/৫৪৫২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٥٥ : ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان .

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٥ /٣٦ : ... ... امام عید کے لئے اعلان کر کے چندہ کرنا غلط ہے، جس کو جس قدر گنجائش ہو اپنی خوشی سے بطور ہدیہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

Scanned by CamScanner

যোগ্যতা গোপনকারীর ইমামত

প্রশ্ন : বিগত ১৯৯০ সালের মে মাসের ৯ তারিখে পত্রিকায় দেওয়া বিজ্ঞপ্তির (সংযুক্ত ১) প্রেক্ষিতে ইমাম কারী মাওলানা আবুল হাসান দরখাস্ত করেন। (সংযুক্ত ২), মসজিদ কমিটি তাঁকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়। নিয়োগ দানের সময় ইমাম সাহেব বিজ্ঞপ্তির চাহিদামতো দাওরা হাদীস তথা কোনো প্রকার সনদপত্রই দেখাতে পারেননি। তবে অঙ্গীকার করেন পরবর্তী দুই মাসের মধ্যেই জমা দেবেন। এরপর একটি দরখাস্তে (সংযুক্ত ৩) ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময় নেন। তারপর ২৪/০৪/০৩ ইং তারিখে ১টি দরখাস্তে (সংযুক্ত ৪) তিনি কিছু কাগজপত্র, যা কোনো সনদপত্রই নয় জমা দেন। এই দরখাস্তে তিনি কমিটির দেওয়া সময়ের মধ্যেই টাইটেল পাসের সনদপত্র জমা দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। পরবর্তীতে ইমাম সাহেবের আচার-আচরণে (যা আলাদা কাগজে সন্নিবেশিত হলো) বেশ কিছু মুসল্লি ভেতরে ভেতরে নাখোশ হতে থাকেন এবং ইমাম সাহেবের দাওরায়ে হাদীস পাশের সার্টিফিকেট দেখাতে চাপ প্রয়োগ করেন। কমিটি ২০/০৪/০৩ ইং তারিখে ইমাম সাহেবকে দাওরা হাদীস পাসের সনদপত্র জমা দেওয়ার জন্য একটি পত্র (সংযুক্ত ৫) প্রদান করে। ইমাম সাহেব ২৭/০৬/০৩ ইং তারিখে বেফাকুল মাদারিসের অধীনে জামিয়া মালিবাগ বাংলাদেশ হতে জামাতে উলা পাসের সনদপত্র (সংযুক্ত ৬) জমা দেন। দেখা যায়, জামাতে উলা ও দাওরায়ে হাদীস উভয়ই পাস করেছেন ১৯৮৮ সালে অর্থাৎ একই সালে একটি বাংলাদেশ ও অন্যটি করাচি পাকিস্তান থেকে। তা কিভাবে সম্ভব? তিনি দাওরা হাদীস পাসের সনদপত্র আজ পর্যন্তও জমা দেননি। এতে সুস্পষ্ট যে তিনি প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। ইমাম সাহেব বয়সের বেলায়ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। চাকরি নেওয়ার জন্য বলেছেন ৩৫ বছর, কিন্তু দাখিল পরীক্ষার পত্র (সংযুক্ত ৭) অনুযায়ী তাঁর বয়স হয় ২৫ বছরের কম। উপরোক্ত ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে মসজিদের আওতাধীন বেশ কিছু সজাগ মুসল্লি ইমাম সাহেবের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা হারিয়ে তাঁর পেছনে নামায পড়া হতে বিরত আছেন এবং মহল্লায় বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে যেকোনো সময়ে অঘটন কিংবা দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। এমতাবস্থায় উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ইমামের পেছনে কোরআন-হাদীসের আলোকে নামায পড়া জায়েয কি না? আপনাদের সদয় মতামত প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

উত্তর : ইমামতি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত গুণাবলি তথা বিশুদ্ধ কিরাতের অধিকারী হওয়া, নামাযের মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করা পূর্বশর্ত। উপরোক্ত গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তি ইমামত করার উপযোগী, যদিও তার কাছে সার্টিফিকেট না থাকে। পক্ষান্তরে সার্টিফিকেট থাকলেও উপরোক্ত গুণাবলির

Scanned by CamScanner

অধিকারী না হলে সে ইমামতির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। তাই ইমামত বিশুদ্ধ হওয়া / না হওয়া মূলত সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং উপরোক্ত গুণাবলির ওপরই নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, ইমামতির গুণাবলি না থাকার দরুন বা শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের কারণে মুসল্লিরা ইমামের ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে সে ইমামের জন্য ইমামতি করা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয বলে বিবেচিত। এতদসত্ত্বেও উক্ত ইমাম ইমামতির পদ হতে পৃথক না হলে ওই ইমাম গোনাহগার হবেন, তবে তাঁর পেছনে নামায আদায়কারীদের নামায শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। তাই প্রশ্নের বিবরণ সত্য হলে এ ধরনের ইমাম ইমামতির পদ হতে সরে যাওয়া জরুরি, অন্যথায় মসজিদ কমিটি ও মুসল্লিবৃন্দ ফিতনা-ফ্যাসাদ না হয়, এমন পদ্ধতিতে একজন যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এটা সম্ভব না হলে অন্য মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার চেষ্টা করবে। তাও না হলে একা নামায পড়ার চেয়ে অপারগ অবস্থায় উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়ে নেবে। (১১/১৫৬/৩৪৮৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ /٥٥٩ (ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم .

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ١ /٣٤٨ : ... وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا)... ... فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيه، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد .

📖 غنية المتملي (سهيل اكيڈيمى) ص ٥١٣ : انهم لو قدموا فاسقا يأثمون بناء على ان كراهة تقديمه تحريم لعدم اعتنائه بامور دينه وتساهله فى الاتيان بلوازمه فلا يبعد منه الاخلال ببعض شروط الصلاة وفعل ماينافيها بل هوالغالب بالنظر الى فسقه .

📖 فتاوى دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٣ /١٠٤ : الجواب- کتب فقہ میں ہے کہ اگر امام میں کچھ نقصان نہیں تو مقتدیوں کی ناراضی کا اثر نماز میں کچھ نہیں، امام کی نماز بلا کراہت درست ہے اور گناہ مقتدیوں پر ہے، اور اگر امام میں نقص ہو اور اس وجہ سے مقتدی ناخوش ہیں تو امام کے اوپر مؤاخذہ ہے اور اس کو امام ہونا مکروہ ہے اور مورد حدیث من تقدم قوما الخ وہی امام ہے جس کے اندر خلل و نقص ہو ورنہ مقتدی گنہگار ہیں کہ بے وجہ ناراض ہیں۔

Scanned by CamScanner

ইমামকে সরিয়ে অন্য কাউকে ইমামতি করতে দেওয়া

প্রশ্ন : নির্ধারিত ইমাম সাহেব তাঁর ইমামতির স্থানে থাকাবস্থায় ইকামত শেষ হওয়ার পর কোনো মুক্তাদী উক্ত ইমাম সাহেবকে সরিয়ে তাঁর পছন্দের কোনো ইমামকে নামায পড়ানোর জন্য দাঁড় করাতে পারবেন কি না?

উত্তর : নির্ধারিত ইমাম সাহেবই ইমামতির বেশি হকদার। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী ইমাম সাহেবকে সরিয়ে পছন্দমতো অন্য ইমাম দাঁড় করানো মুক্তাদীর অধিকারবহির্ভূত কাজ। সুতরাং কোনো মুক্তাদীর জন্য এ কাজ করা মোটেই সমীচীন নয়। (১০/২০৩)

📖 البحرالرائق(سعيد) ١ /٣٤٧ : وأما الإمام الراتب فهو أحق من غيره، وإن كان غيره أفقه منه.

📖 خیر الفتاوی(زکریابکڈپو) ٢ /٣٨١ : الجواب-پہلے سے مقرر امام ہی نماز پڑھانے کے زیادہ حقدار ہیں ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے نووارد کو آگے کریں تو کوئی حرج نہیں۔

ইমামের অনুমতি ছাড়া বড় আলেমও ইমামতি করতে পারবেন না

প্রশ্ন : নির্ধারিত ইমাম সাহেব যদি মেহমান হিসেবে আগত কোনো বড় আলেমকে সম্মান করে ইমামতির অনুমতি না দেন, এমতাবস্থায় সে মেহমান নিজ ইচ্ছায় ইমামতি করতে পারবেন কি না?

উত্তর : নির্ধারিত ইমাম সাহেবের অনুমতি ছাড়া আগত বড় আলেমের ইমামতি করার কোনো অধিকার নেই। তবে নির্ধারিত ইমাম সাহেব স্বেচ্ছায় অনুমতি দিলে উক্ত বড় আলেমের জন্য ইমামতিতে কোনো আপত্তি নেই। (১০/২০৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٩ : (و) اعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقا.

Scanned by CamScanner

📖 وايضا فيه ١ /٥٥٩ : (قوله مطلقا) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٣ /٨٥ : مسجد کا جو امام مقرر ہو اور اس میں امامت کی اہلیت ہے تو وہ امام مقرر ہی دوسرے شخص کی نسبت امامت کا زیادہ مستحق ہے، اگرچہ دوسرا شخص افضل واعلم اور اقرأ ہو، لیکن اگر چند مقتدیوں نے اس دوسرے شخص کو امام بنادے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ بغیر اجازت امام معین کے امامت نہ کی جائے۔

তুলনামূলক যোগ্য ব্যক্তি ইমামতি করবেন

প্রশ্ন : বাজারের মসজিদের নির্ধারিত ইমাম না থাকলে স্থানীয় এখানকার জনৈক ব্যক্তি ইমামতি করেন। তিনি জেনারেল শিক্ষিত। তাঁর পেছনে ইক্তিদা করতে মুসল্লিগণের তৃপ্তি আসে না। কারণ তিনি বিএনপি দল করেন। তাঁর নেতা হলেন একজন মহিলা, আমরা জানি নেতা অর্থ ইমাম। তাই আমরা দোকানে একা নামায পড়ি। এ অবস্থায় আমাদের নামায হবে কি না?

উত্তর : নির্ধারিত ইমামের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে তুলনামূলক যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম বানিয়ে জামাআতে নামায আদায় করা শরীয়তের নির্দেশ। তাই উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে তুলনামূলক যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম বনিয়ে নামায আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। এ ধরনের চেষ্টার পরও তুলনামূলক অযোগ্য ব্যক্তি ইমাম হয়ে নামায পড়ালে একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতে শরীক হয়ে নামায আদায় করাই উত্তম। এ ক্ষেত্রে অযোগ্যতার দায়দায়িত্ব ইমামের ওপর বর্তাবে। (১০/২১৬/৩০৬৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ /٣٤٩ : فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيه، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد وينبغي أن يكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم وإلا فلا كراهة كما لا يخفى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ١٢ /٢٥٣ : جب امام صاحب کو کوئی ضرورت پیش آجائے جس کی وجہ سے وہ جماعت کے وقت مسجد تشریف نہ لاسکیں تو ان کو چاہئے کہ

Scanned by CamScanner

کسی مناسب آدمی کو ہدایت کردیں کہ وہ نماز پڑھادے سب کا بلا جماعت نماز پڑھنا بڑی
کوتاہی ہے اگرامام صاحب کسی کو تجویز نہ کریں تو نمازی خود ہی اپنے میں سے جو زیادہ اہل
ہو اس کو امام بنا کر جماعت سے پڑھا کریں۔

বিভিন্ন বিষয়ে অভিযুক্ত ইমামের ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে কমিটি ও মুসল্লিদের পক্ষ থেকে আনীত কিছু অভিযোগের শরয়ী সমাধান প্রসঙ্গে।

১. আমাদের মসজিদের কমিটি ১৯৯৮ সালে আমাদের মসজিদের জন্য একজন ইমাম নিয়োগ দেয় এবং অদ্যাবধি ইমাম সাহেব উক্ত কমিটি হতে বেতন, ছুটি ও অন্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছেন।

২. বিগত ৬/৭/০৩ ইং তারিখে পরিচালনা কমিটির একটি মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সহকারী সেক্রেটারি মোঃ লুৎফুর রহমানকে মসজিদের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ, ইমাম সাহেব ও মুয়াজ্জিন সাহেবের ছুটি মঞ্জুর করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু ইমাম সাহেব অমান্য করে, বিনা অনুমতিতে, বেআইনিভাবে চার দিন কর্তব্যে অনুপস্থিত থাকেন। অতঃপর ১৩/০৭/০৩ ই তারিখে ৩০/০৭/০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে কমিটির সদস্যদেরকে বলেন যে আপনারা একজন ইমাম নিয়োগ করে নেন, আমি ৩০/০৭/০৩ ইং তারিখের পর এ মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করব না। ইমাম সাহেব এ মর্মে আপত্তি করেন যে দাঁড়িবিহীন সহসেক্রেটারি হতে ছুটি গ্রহণ করতে পারব না। উল্লেখ্য, বিগত দিনে ইমাম সাহেব উক্ত সহসেক্রেটারির নিকট হতে ছুটি নিতেন, তাঁর বাড়িতে খানা খান এবং তাঁর থেকে আর্থিক সহযোগিতা ভোগ করেন।

৩. পরিচালনা কমিটি আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন যে ইমাম সাহেব জয়াগ অগ্রণী ব্যাংকে এপিএস (পেনশন স্কিম) নিজ নামে হিসাব খোলেন এবং দীর্ঘদিন থেকে শতকরা ১৩% সুদহারে প্রতি মাসে পাঁচ শত টাকা করে রাখেন। যার হিংসাব নং ২৪৩, অথচ ইমাম সাহেব প্রায় জুমু'আর তারিখে মিম্বরে বসে কোরআন-হাদীসের আলোকে সুদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

৪. উক্ত ইমাম সাহেব কিছুদিন পূর্বে একটি হিন্দুর বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করে নাচ-গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপভোগ করেন। যার ধারণকৃত ভিডিও ক্যাসেট পরিচালনা কমিটির নিকট সংরক্ষিত আছে।

৫. ইমাম সাহেব তাঁর ইমামতির দ্বায়িত্ব পালনের সময়সীমা গত ৩০/০৭/০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও গত ২৫/০৭/০৩ ইং তারিখে জুমু'আর দিন তাঁর পক্ষে

Scanned by CamScanner

জনৈক ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে ইমাম সাহেব বহাল থাকুক এই আওয়াজে মুসল্লিদের মধ্যে ভোট দাবি করেন। তখন কিছুসংখ্যক মুসল্লি হ্যাঁ-সূচক ধ্বনি করেন। এরপর মুসল্লিদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি হয়ে তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অদ্যাবধি বহু মুসল্লি অন্য মসজিদে নামায আদায় করছেন।

৬. ইমাম সাহেব প্রায় জুমু'আর দিন আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাজিখুশির পরিবর্তে উদ্দেশ্যমূলক ওয়াজ-নসীহত করেন, মাঝেমধ্যে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করেন না। উদাহরণস্বরূপ : বিগত ১/৮/০৩ ইং তারিখে জুমু'আর দিন ইমাম সাহেব মিম্বরে বসে দু-দুইবার তাঁর ছুটিসংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্তের স্থগিতাদেশকে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে মুসল্লিদের ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা করেন, কিন্তু তাৎক্ষণিক কমিটির সভাপতি সাহেব তাঁর ভাষণকে মুসল্লিদের সামনে প্রকাশ করে মুসল্লিদের ভুল ধারণা নিরসন করে দেন।

উক্ত ইমাম সাহেবের কার্যকলাপে মুসল্লিদের মধ্যে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা নিরসনকল্পে এবং মসজিদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত ও সিদ্ধান্ত দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : ইমামতের গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ব্যক্তির জন্য শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত ইমামতের গুণাবলির অধিকারী হওয়া এবং দ্বীনদার-পরহেজগার হওয়ার সাথে সাথে প্রকাশ্য গোনাহ হতে বিরত থাকা অপরিহার্য। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অভিযোগ যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে সত্যিকার অর্থে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইমামতির পদে বহাল থাকা শরীয়ত সমর্থিত নয়। ইমাম সাহেব যদি আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে খালেছ তাওবা করেন, তাহলে তাঁকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখতে আপত্তি নেই। অন্যথায় তাঁর স্থলে অন্য যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য জরুরি। (১০/২১৮/৩০৮৬)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ /٥٥٩ :(ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ /٥٦٠ :وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا -

Scanned by CamScanner

📖 فيه ايضا ١ /٥٦٠ : (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٣ /١٠٤ : الجواب- کتب فقہ میں ہے کہ اگر امام میں کچھ نقصان نہیں تو مقتدیوں کی ناراضی کا اثر نماز میں کچھ نہیں، امام کی نماز بلا کراہت درست ہے اور گناہ مقتدیوں پر ہے، اور اگر امام میں نقص ہو اور اس وجہ سے مقتدی ناخوش ہیں تو امام کے اوپر مؤاخذہ ہے اور اس کو امام ہونا مکروہ ہے اور مورد حدیث من تقدم قوما الخ وہی امام ہے جس کے اندر خلل ونقص ہو ورنہ مقتدی گنہگار ہیں کہ بے وجہ ناراض ہیں۔

নাবালেগের পেছনে বালেগের তারাবীহ

প্রশ্ন : তারাবীহর নামাযে নাবালেগ বাচ্চার পেছনে বালেগ পুরুষের ইক্তিদা জায়েয কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযে নাবালেগ ছেলের পেছনে বালেগ পুরুষের ইক্তিদা করা নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রশ্নে বর্ণিত নাবালেগ ছেলে বালেগ পুরুষদের ইমাম হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তারাবীহ ও অন্যান্য নামাযের হুকুম এক ও অভিন্ন। (১২/৪৮/৩৮২৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ /٢٣٧ : " ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ". وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ رحمهم الله ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع ولا يبني القوي على الضعيف-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٧٨ : وإمامة الصبي المراهق لصبيان مثله يجوز. كذا في الخلاصة وعلى قول أئمة بلخ يصح الاقتداء بالصبيان في التراويح والسنن المطلقة. كذا في فتاوى قاضي خان المختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها. كذا في الهداية وهو الأصح. هكذا في المحيط وهو قول العامة وهو ظاهر الرواية. هكذا في البحر الرائق -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٨٥ : وإمامة الصبي المراهق لصبيان مثله يجوز. كذا في الخلاصة وعلى قول أئمة بلخ يصح الاقتداء بالصبيان في التراويح والسنن المطلقة. كذا في فتاوى قاضي خان المختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها. كذا في الهداية وهو الأصح. هكذا في المحيط وهو قول العامة وهو ظاهر الرواية. هكذا في البحر الرائق -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٣ /١١٥: حنفیہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ نابالغ کی اقتداء بالغین کو فرض و نفل کسی میں درست نہیں ہے پس تراویح بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوئی یہی مذہب صحیح حنفیہ کا ہے۔

অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে ইমামের বেঁচে থাকতে হবে

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেবের কিরাত ও বয়ান খুব সুন্দর, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণে নিয়মিত মুসল্লিগণ অসন্তুষ্ট। নামায ব্যতীত ইমাম সাহেব অধিকাংশ সময় বাজারে ও দোকানে কাটান। আর ইমাম সাহেব গ্রামের মাতব্বরদের সাথে ভালো সম্পর্ক হওয়ার কারণে মাতব্বররা কিছু বলছেন না। তিনি তাঁর মন মতো ইমামতি করছেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত ইমামের পেছনে নিয়মিত মুসল্লিদের ইক্তিদা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত ইমামকে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা দান করেছে। ইমাম সাহেব মুক্তাদীদের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। সুতরাং শরীয়ত সমর্থিত কোনো কারণ ছাড়া তুচ্ছ বিষয়ের ভিত্তিতে ইমাম সাহেবের প্রতি অনীহা প্রকাশ করা কখনো উচিত নয়। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের আচার-আচরণ শরীয়তবিরোধী না হওয়ায় তাঁর

Scanned by CamScanner

পেছনে নামায পড়তে কোনো আপত্তি নেই। তবে ইমামের জন্য প্রশ্নের বর্ণিত আচরণ থেকেও বেঁচে থাকা সমীচীন। (১২/৩০৩/৩৯৪৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ١ /٥٥٩ : (ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم.

📖 آپ کے مسائل اوران کے حل (امدادیہ) ٢ /٢٥٢ : سوال- کسی امام سے ناراضگی ہوتوایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب- امام سے کسی دنیوی سبب سے ناراضگی رکھنا برا ہے، نماز اس کے پیچھے جائز ہے۔

নামাযে ভুলের কারণে ইমাম অযোগ্য হয় না

প্রশ্ন : এক লোক বলে, কোনো ইমাম যদি ঈদের নামাযে ভুল করে তাহলে ওই ইমাম আর কোনো দিন ওই জামাআতের ইমামতি করতে পারবে না এবং যত লোক সেদিন ওই ইমামের পেছনে নামায পড়েছে, তাদের মাঝে কেউ আর ওই জামাআতের ইমামতি করতে পারবে না। এই মাসআলার সত্যতা কতটুকু? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। ইমাম হোক মুক্তাদী হোক, ভুল হওয়া স্বাভাবিক। প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির মাসআলাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের উক্তি শরীয়ত পরিপন্থী। (১২/৩১৬/৩৯৪৫)

📖 صحيح مسلم (دار إحياء التراث) ١ /٤٠٠ (٨٩) : عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا

Scanned by CamScanner

بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٨٣ : الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. هكذا في المضمرات وهو الظاهر. هكذا في البحر الرائق هذا إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة هكذا في التبيين ولم يطعن في دينه. كذا في الكفاية وهكذا في النهاية.

মুয়াজ্জিন ইমামতির বেতন পাবে না

প্রশ্ন : আমি এক মসজিদের মুয়াজ্জিন, এ শর্তে মসজিদ কর্তৃপক্ষ আমাকে নিযুক্ত করেছে যে ইমামের অনুপস্থিতিতে আমারও নামাযও পড়াতে হবে। কেননা ইমাম সাহেব মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। এ জন্য জোহর পড়ান না এবং মাঝে মাঝে ছুটিও কাটান। প্রশ্ন হলো, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি যে ওয়াক্তের নামায পড়াই এর বেতন তাঁর থেকে কর্তন হয়ে আমি পাব, নাকি প্রত্যেকেই আপন আপন ধার্যকৃত বেতন পাবে?

উত্তর : চাকরিতে নিয়োগকালীন যদি কোনো বৈধ শর্তের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষের জন্য শর্ত অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে যেহেতু মুয়াজ্জিন সাহেবকে শর্ত মোতাবেক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ওই শর্ত মোতাবেক মুয়াজ্জিন সাহেব তাঁর নির্ধারিত টাকাই বেতন হিসেবে পাবেন। আর মুয়াজ্জিন সাহেব নামায পড়ানোর কারণে ইমামের বেতনের অংশীদার হবে না এবং ইমামের বেতন কর্তনও হবে না। (১২/৪৫৭/৪০০৭)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٨١ : ومنها البطالة في المدارس، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء، وشهر رمضان في درس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم. والمسألة على وجهين: فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيء، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي-

📖 قواعد الفقه (أشرفي بكڈپو) ص ٨٥ : الشرط لما صح به وجب الوفاء به شرعا.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۷۸ : سوال-اگرامام تین یاچار نمازیں پڑھائے تو پوری تنخواہ کاحقدار ہے یانہیں؟

الجواب- اگرپانچوں نمازیں پڑھانے کی شرط لگائی گئی ہو تو پوری تنخواہ کا مستحق نہ ہوگا۔

মুক্তাদীদের বিবেচনায় নামায লম্বা-সংক্ষিপ্ত করবে

প্রশ্ন : মুক্তাদীগণ নিষেধ করা সত্ত্বেও ইমাম সাহেব রুকু-সিজদা-কিরাত লম্বা করেন। এটা কি বৈধ?

উত্তর : ইমাম সাহেব মুক্তাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে কিরাতের পরিমাণ রুকু-সিজদা সুন্নাত অনুপাতে আদায় করবে। অর্থাৎ সুন্নাত পরিমাণ ঠিক রেখে সংক্ষিপ্ত করবে। (১২/৬৯২/৫০১২)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١/ ٥٩٦ : وذكر في الحاوي أن حد التطويل في المغرب في كل ركعة خمس آيات أو سورة قصيرة وحد الوسط والاختصار سورة من قصار المفصل واختار في البدائع أنه ليس في القراءة تقدير معين بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام وهكذا في الخلاصة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ /۲۴۹ : جواب- آپ کے امام صاحب صحیح نہیں کرتے امام کو چاہئے کہ نماز میں مقتدیوں کی رعایت کرے اور اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ لوگ تنگ ہو جائیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص امام ہو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ کیونکہ مقتدیوں میں کوئی کمزور ہوگا۔ کوئی بیمار ہوگا کوئی حاجت مند ہوگا ایک اور حدیث میں حکم ہے کہ جماعت میں جو سب سے کمزور آدمی ہو اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے۔

Scanned by CamScanner

সপ্তাহে কয়েক ওয়াক্তে ইমামের অনুপস্থিতি

প্রশ্ন : কোনো কাজের কারণে ইমাম সাহেব সপ্তাহের মধ্যে কয়েক ওয়াক্ত নামাযে অনুপস্থিত থাকে, এটি কি বৈধ?

উত্তর : ইমাম-মুয়াজ্জিন বা যেকোনো কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনুযায়ী ছুটি গ্রহণ করতে পারবে। (১২/৬৯২/৫০১২)

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ۳ /۵۲۷ : الجواب- ... ... اگر ملازم رکھنے والوں نے غیر حاضری اور ناغہ اور رخصت کے متعلق کوئی قاعدہ مقرر کرکے اس کو اطلاع دیدی تھی، تب تو اس قاعدہ کے بموجب عمل ہوگا، اور اگر کوئی قاعدہ مقرر نہیں کیا تو عرفا ایسے ملازموں کیلئے اسلامی مدارس میں جو قاعدہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا لان المعروف کالمشروط ۔

রাতভর গল্প করে ফজরে ইমামতি না করা

প্রশ্ন : এশার নামাযের পর ইমাম সাহেব গল্প করেন, ফলে ফজর নামাযে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর নামায দ্বিতীয় ইমাম আদায় করেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

উত্তর : এশার নামাযের পর অহেতুক গল্প-গুজব করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও দ্বিতীয় ইমাম ফজরের নামায আদায় করলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। প্রথম ইমামের প্রশ্নে বর্ণিত কর্মকাণ্ড পরিহার করা জরুরি। (১২/৬৯২/৫০১২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٣٦٨ : ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما إلا حديثا في خير، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا سمر بعد الصلاة» يعني العشاء الأخيرة ... ... وقال الزيلعي: وإنما كره الحديث بعده؛ لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به، وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس -

Scanned by CamScanner

মাজারপন্থী, স্বার্থপর ও ঘুষের আশ্বাস প্রদানকারীর ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে বর্তমান নিয়োজিত ইমাম সাহেব চাটুকারিতা ও শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত। তাকে মৌখিকভাবে এ বিষয়ে সতর্ক করা হলে তিনি এলাকার ধর্মভীরু সাধারণ মুসল্লিদের নিয়ে দলাদলি ও গ্রুপিং করেন। ফলে আমাদের অনেক মুসল্লি তার পেছনে নামায আদায় করতে চান না। আমরা এ বিষয়ে মসজিদ কমিটির নিকট তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিচারের নিমিত্তে লিখিতভাবে দাখিল করেছি। মেহেরবানিপূর্বক আবেদনের সাথে দাখিলকৃত অভিযোগগুলোর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালা দিয়ে বাধিত করবেন।

মুসল্লি কর্তৃক ইমামের প্রতি অভিযোগ :

১. আপন পদ বহাল ও মজবুত রাখার নিমিত্তে গ্রুপিং ও লবিংয়ের মাধ্যমে সপক্ষের ব্যক্তিবর্গকে কমিটির সদস্য মনোনীত করেন।

২. নামাযে আল্লাহভীতির চেয়ে সম্পাদক ভীতিতে ব্যাধিগ্রস্ত, আর তা তিনি নিজেই শিকার করেন।

৩. ইমাম সাহেব বলেন, আজ থেকে পুরাতন মুসল্লিরা মুসাফাহা করবেন, যাতে কিয়ামতের দিন আপনাদের ৫ ওয়াক্ত নামাযের সমর্থনে আমি সাক্ষী দিতে পারি।

৪. নিজেকে ভুলের ঊর্ধ্বে এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনে করেন।

৫. স্বপ্ন মারফত অবগতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এক ব্যক্তির বদলি হজে যাচ্ছেন বলে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি তা ব্যক্ত করেন, অথচ পরে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

৬. নিজের হীন স্বার্থে ছোটমাপের ব্যক্তিকে বড় বড় উপাধি দিয়ে চাটুকারিতার পরিচয় দেন।

৭. আলিয়া মাদ্রাসার চাকরির জন্য ২০ হাজার টাকা ঘুষ প্রদানে আশ্বাস দেন।

৮. রমাজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলোতে তারাবীহর পর বিতর নামায মুলতবি রেখে কদর রাত্রি তালাশে ৪ রাক'আত নফল নামায আদায়ের জন্য মুসল্লিদের অনুপ্রাণিত করে বিতরের জামাআত থেকে বঞ্চিতকরত বিদ'আতের উদ্ভাবক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

৯. মাজার সৃষ্টি করে তাঁর দায়িত্বশীল হয়ে পাশে মাদ্রাসা স্থাপন করে মাজারের মাদ্রাসার নামে অর্থ আদায় করে নিজের সম্মানী ভাতা নিয়েছেন।

উত্তর : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী একজন মুসলমান, বিশুদ্ধ কিরাতের অধিকারী, দ্বীনদার, নামামের মাসায়েল সম্পর্কে সুদক্ষ জ্ঞানী ও শরীয়ত পরিপন্থী যাবতীয় কাজ থেকে বিরত থাকেন, এমন ব্যক্তিই ইমাম হওয়ার যোগ্য। যে ব্যক্তি হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ তথা শরয়ী বিধানের তোয়াক্কা করে না। বরং শরীয়ত পরিপন্থী নিজের

Scanned by CamScanner

ইচ্ছামতো জীবন যাপন করে, সে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক বলে গণ্য হয়। ফিকাহবিদদের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ফাসেক ব্যক্তিকে ইমাম বানানো জায়েয নেই। আর কোনোক্রমে হয়ে গেলেও তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। প্রশ্নে বর্ণিত অভিযোগগুলোর মধ্যে কিছু অভিযোগ এমন, যা ইমাম সাহেবের ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হলে উক্ত ইমাম ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত, তাই তার পেছনে ইক্তিদা করা মাকরূহে তাহরীমী বলে বিবেচিত হবে। অতএব এ ধরনের ইমাম পরিবর্তন করে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন, মুত্তাকী ও হক্কানী আলেমকে ইমাম নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করা মসজিদ কমিটির দায়িত্ব, অন্যথায় সকলেই গোনাহগার হবে। (১২/৮২৫/৫০৭৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٩ : (ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم.

📖 فيه أيضا ١ /٥٦٠ : (وفاسق وأعمى) (قوله فاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك،(ومبتدع) -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /١٥٧ : وأما بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبد، والتقي أولى من الفاسق، والبصير أولى من الأعمى، وولد الرشدة أولى من ولد الزنا، وغير الأعرابي من هؤلاء أولى من الأعرابي لما قلنا، ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأقرؤهم لكتاب الله - تعالى - وأكبرهم سنا، ولا شك أن هذه الخصال إذا اجتمعت في إنسان كان هو أولى، لما بينا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال، والمستجمع فيه هذه الخصال من أكمل الناس، أما العلم والورع وقراءة القرآن فظاهر ... ...

ولأن الإمامة أمانة عظيمة فلا يتحملها الفاسق؛ لأنه لا يؤدي الأمانة على وجهها -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳ /۱۰۶ : قبور پر روشنی کرنا غلاف چڑھانا وغیرہ ممنوع ومکروہ ہے اور صاف رکھنا اچھا ہے شامی میں ہے تکرہ الستور علی القبور، (اس کی امامت مکروہ ہے)۔

📖 فیہ ایضا ۳ /۱۰۴ : کتب فقہ میں ہے کہ اگر امام میں کچھ نقصان نہیں تو مقتدیوں کی ناراضی کا اثر نماز میں کچھ نہیں، امام کی نماز بلا کراہت درست ہے اور گناہ مقتدیوں پر ہے، اور اگر امام میں نقص ہو اور اس وجہ سے مقتدی ناخوش ہیں تو امام کے اوپر مواخذہ ہے اور اس کو امام ہونا مکروہ ہے۔

বেতনভুক্ত ইমাম-মুয়াজ্জিন সাওয়াব পাবেন

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন ও মাদ্রাসার মুদাররিসগণ বেতন নেন। তাই তাঁরা হা-মীম সাজদাহর ৩৩ নং আয়াতের 'মিসদাক' নন। কাজেই তাঁরা সাওয়াব পাবেন না। উক্তিটি সঠিক কিনা?

উত্তর : 'ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর রাস্তা একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। ওয়াজ-নসীহত ইলমে দ্বীনের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ করা দ্বীনি কিতাব লেখা, জিহাদ, ইমামত, মুয়াজ্জিনী ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বীনে ইসলামের যেকোনো খেদমত আঞ্জামদাতা সূরা হামীম সাজদাহর ৩৩ নং আয়াতের 'মিসদাক', তাই তাঁরাও উক্ত সাওয়াব পাবেন। নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ বেতন নিয়ে ইমামত মুয়াজ্জিনী ও দ্বীনি শিক্ষায় আত্মনিয়োগকারীগণও উক্ত সাওয়াব পাবেন। (১০/৬৮৯/৩৩০০)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ /۵۸۲ : اور اگر ایسا شخص ہو کہ سلسلۂ معاش دوسرا ہونے کی حالت میں بدون تنخواہ تعلیم پر آمادہ ہو، اگر تنخواہ لیکر تعلیم دے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔

কোরআন শরীফ ও বদনা চালানদাতার ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের খতীব সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ কোরআন শরীফ ও বদনা চালান দেওয়ার নামে মানুষের সাথে প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অর্থ উপার্জন করছেন। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে কমিটির কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য উক্ত

Scanned by CamScanner

ঘটনা জানার পরও এ ব্যাপারে কোনো সঠিক ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেননি। উপরন্তু খতীব সাহেবের উক্ত ইসলাম পরিপন্থী কার্যকলাপ আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানছে। অতএব আমাদের আবেদন এই যে আমাদের নামাযের দায়দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে উক্ত বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নে যেসব কাজের উল্লেখ করা হয়েছে তা অবশ্যই গর্হিত। এ ধরনের কাজ যে করে তাকে ইমাম হিসেবে রাখা যায় না। অবশ্য এ ধরনের গর্হিত কাজ সম্পূর্ণ পরিহারকরত খাঁটি মনে তাওবা করলে তাকে ইমাম হিসেবে রাখতে এবং তার পেছনে নামায পড়তে শরয়ী দৃষ্টিকোণে অসুবিধা নেই। (১০/৭৪১/৩৩১৭)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٢٦٧ (٤٧٥٠) : عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ... ... فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه، ثم تاب تاب الله عليه».

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ /۲۴۵ : گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توبہ کر کے آئندہ کیلئے اپنی اصلاح کر لے تو اس کو امام بنانا جائز ہے۔

অন্ধ আলেমের ইমামত

প্রশ্ন : অন্ধ হাফেজে কোরআন তারাবীহ বা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করতে পারবে কি? উক্ত কোরআনে হাফেজ অন্ধ দাওরায়ে হাদীস পাস। অতএব উপরোক্ত জিজ্ঞাসার জবাব কোরআন-হাদীসের আলোকে জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধিত করবেন।

উত্তর : অন্ধ হওয়া ইমামতির জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তবে যে সকল গুণাবলির কারণে ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যেমন কোরআন সহীহ পড়া, নামায সম্পর্কিত মাসআলার ব্যাপারে অভিজ্ঞ থাকা, সৎচরিত্রবান হওয়া, শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করা ইত্যাদি গুণাবলি যে হাফেজ সাহেবের মাঝে বিদ্যমান আছে, তিনি ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মসজিদে নববীর ইমামতির জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। (৮/২২/১৯৮৩)

Scanned by CamScanner

📖 مراق الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١١٤ : "فالأعلم" بأحكام الصلاة الحافظ ما به سنة القراءة ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غير متبحر في بقية العلوم "أحق بالإمامة".

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ /٣٤٨ : وأما الكراهة فمبنية على قلة رغبة الناس في الاقتداء بهؤلاء فيؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها تكثيرا للأجر ۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ /۳۶۳ : جو نابینا محتاط ہو اور نجاست سے بچنے کا پورا اہتمام کرتا ہو پاک صاف اور ستھرا رہتا ہو اس کی امامت کو بلا کراہت جائز لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۂ تبوک میں تشریف لے جانے کے موقع پر حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو جو نابینا تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لئے اپنا قائم مقام بنایا تھا۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۳ /۴۰ : حافظ نابینا کے پیچھے نماز جائز ہے جبکہ وہ محتاط ہو اور اس سے بہتر کوئی شخص یا دوسرا حافظ موجود نہ ہو، فرض نماز ہو یا تراویح سب جائز ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۳ /۱۳۷ : صاحب ہدایہ نے اعمی کی امامت مکروہ ہونے کی دو وجہ لکھی ہیں، ایک یہ کہ وہ نجاست سے نہیں بچتا، دوسری یہ کہ لوگوں کو اس کی امامت سے تنفر ہو، پس اگر یہ دونوں وجہ نہ ہوں تو امامت اعمی کی بلا کراہت درست ہے۔

আলেম জারজ সন্তানের ইমামত

প্রশ্ন : জারজ সন্তান যদি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাহলে তার পেছনে নামায পড়া যাবে কি না? প্রকাশ থাকে যে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, বুখারী শরীফের হাদীস মোতাবেক জারজ সন্তান যত বড় আলেম হোক, তার পেছনে নামায পড়া বৈধ নয়। তিনি আরো বলেছেন, বুখারী শরীফের এই হাদীস যে অমান্য করবে, সে কাফের।

উত্তর : জারজ সন্তান অভিভাবক না থাকার কারণে সাধারণত অজ্ঞ ও মূর্খ থাকে, দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হয় না এবং তার প্রতি মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভাব থাকায় তার পেছনে নামায পড়াকে মাকরূহ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে জারজ সন্তান যদি দ্বীনি শিক্ষায়

Scanned by CamScanner

শিক্ষিত হয় এবং তার প্রতি সাধারণ লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তার ইমামত নিঃসন্দেহ বৈধ ও জায়েয। তাই প্রশ্নে বর্ণিত গুণের অধিকারী জারজ সন্তানের ইমামত অবৈধ বলার কোনো অবকাশ নেই। বরং তার ইমামত নির্দ্বিধায় বৈধ হবে। (৮/৪০১/২১৯৭)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١/ ١٧٨ : باب إمامة العبد والمولى، وكانت عائشة: «يؤمها عبدها ذكوان من المصحف» وولد البغي والأعرابي، والغلام الذي لم يحتلم " لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» .

📖 عمدة القاري (داراحياء التراث) ٥ /٢٣٦ : وأما إمامة ولد الزنا فجائزة عند الجمهور، وأجاز النخعي إمامته .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /١٥٦ : وأما بيان من يصلح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم، حتى تجوز إمامة العبد، والأعرابي، والأعمى، وولد الزنا والفاسق، وهذا قول العامة، ... ... ولأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلف هؤلاء فتؤدي إمامتهم إلى تقليل الجماعة، وذلك مكروه؛ ولأن مبنى أداء الصلاة على العلم، والغالب على العبد والأعرابي وولد الزنا الجهل .

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : ولو عدمت أي علة الكراهة بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري، والعبد من الحر، وولد الزنا من ولد الرشدة، والأعمى من البصير فالحكم بالضد ونحوه في شرح الملتقى للبهنسي وشرح درر البحار، ولعل وجهه أن تنفير الجماعة بتقديمه يزول إذا كان أفضل من غيره، بل التنفير يكون في تقدم غيره .

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ /٣٤٨ : وأما الكراهة فمبنية على قلة رغبة الناس في الاقتداء بهؤلاء فيؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب

Scanned by CamScanner

تكثيرها تكثيرا للأجر وليس لولد الزنا أب يربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل. أطلق الكراهة في هؤلاء -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ /۲۹۵ : سوال- ولد الزنا کی امامت اور اسے کسی دینی منصب پر قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟

الجواب-ولد الزنا والد کے نہ ہونے کی وجہ سے صحیح ترتیب یافتہ نہیں ہوتا، نیز اس سے طبعا انقباض ہوتا ہے، اس لئے اس کی امامت مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس میں یہ علت کراہت نہ پائی جائے بلکہ وہ عالم اور متقی ہو تو کراہت باقی نہ رہے گی، بلکہ دوسروں کی بنسبت اس کی امامت افضل ہے یہی حکم دوسرے دینی مناصب کا ہے۔

ভ্যাসেক্টমি অপারেশনকারীর ইমামত

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি প্রায় দশ বছরের অধিককাল ইমামতি করে আসছেন, ইমাম নিযুক্ত হওয়ার অনেক পূর্বে তিনি ভ্যাসেক্টমি (জন্মনিয়ন্ত্রণ) অপারেশন করেন। বর্তমানে ১০ বছর পর কিছুসংখ্যক মুসল্লি আপত্তি তুলেছেন যে তাঁর পেছনে নামায হবে না। কারণ তিনি ভ্যাসেক্টমি করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করেছেন। ইমামের বর্তমান বয়স ৫২ বছর, এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধানের আলোকে মাসআলা প্রদানের সবিনয়ে আবেদন করছি।

উত্তর : প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি মারাত্মক গর্হিত কাজ। খাঁটি মুসলমান এরূপ কাজ করতে পারে না। যে ব্যক্তি শরয়ী কারণ ছাড়া স্বেচ্ছায় ভ্যাসেক্টমি জন্মনিয়ন্ত্রণ অপারেশন করে সে নিঃসন্দেহ ফাসেক, যার ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী বলে ফাতওয়ার কিতাবে আছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত লোকটি ইমামতির অযোগ্য, তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহ। (৮/৪১৫/২১৯১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٩٣ : (وكره كسوته) (قوله واستخدام الخصي) لأن فيه تحريض الناس على الخصاء وفي غاية البيان عن الطحاوي ويكره كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم ، قال الحموي: لم يظهر لي وجه كراهة كسبه .

Scanned by CamScanner

ফাসেকের ইক্তিদাকারী ফাসেক কি না

প্রশ্ন : ফাসেকের ইক্তিদায় অভ্যস্ত ব্যক্তিও ফাসেক হবে কি না? মসজিদের ইমাম ফাসেক হলে তার পেছনে নামায পড়া উত্তম হবে? নাকি বাড়িতে গাইরে ফাসেক ব্যক্তির পেছনে জামাআত করা ভালো হবে?

উত্তর : ফাসেকের পেছনে ইক্তিদা করা মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। ফাসেক ইমামকে বরখাস্ত করা মসজিদ কমিটির ওপর জরুরি। নিজে বা কমিটির মাধ্যমে তাকে বরখাস্ত করার চেষ্টার পরও যদি সম্ভব না হয় তবে পার্শ্ববর্তী মসজিদে জামাআতের সহিত নামায আদায় করবে। তাও যদি কষ্টকর হয় তবে ঘরে একা বা জামাআতে নামায পড়ার চেয়ে মসজিদে ফাসেকের পেছনে নামায পড়া উত্তম। সুতরাং ফাসেক ইমামের কারণে মসজিদের জামাআত ত্যাগ করবে না। যে মুক্তাদী জেনেশুনে স্বেচ্ছায় ফাসেকের পেছনে ইক্তিদা করাকে ভালোবাসে সে নিজেও ফাসেক, অন্যথায় নয়। (৮/৫১২/২২৩৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/٣٤٩ : لو صلى خلف فاسق أو مبتدع ينال فضل الجماعة لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/٥٦٢ : وفي النهر عن المحيط: صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة،... ... (قوله نال فضل الجماعة) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد، لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣/٢٦٠ : ... ... اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے اس لئے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں، اگر کوئی ایسا شخص جبرا امام بن گیا یا مسجد کی منتظمہ نے بنا دیا اور ہٹانے پر قدرت نہ ہو تو کسی دوسری مسجد میں صلح امام تلاش کرے، اگر میسر نہ ہو تو جماعت نہ چھوڑے بلکہ فاسق کے پیچھے ہی نماز پڑھ لے، اس کا وبال وعذاب مسجد کے منتظمین پر ہوگا۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ٣/٨٩ : فاسق وفاجر کے پیچھے نماز جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر کراہت جائز ہے نماز ہو جاتی ہے مگر کراہت تحریمیہ کیساتھ ہوتی ہے ، جو لوگ ایسے شخص کو امام بنانے پر اصرار کریں جس کی امامت ناجائز و مکروہ ہے وہ خطاکار ہیں اور اگر ان کی ضد جان بوجھ کر ہو تو وہ بھی فاسق ہو جائیں گے۔

Scanned by CamScanner

জুমু'আ না পড়িয়ে দলীয় মাহফিলে যোগদান

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযের নির্ধারিত ইমাম যদি কোনো জুমু'আর নামাযের ইমামতি না করে নিজ দলীয় ওয়াজ-মাহফিলে উপস্থিত হন। তবে শরীয়ত অনুসারে তার বিধান কী?

উত্তর : জুমু'আর নামাযের নির্ধারিত ইমামের জন্য কোনো শরয়ী ওজর ব্যতীত দায়িত্ব পালন না করে অন্যে কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েয হবে না। তবে কমিটি যদি তাঁর ছুটি গ্রহণ করে অথবা ইমামতির দ্বায়িত্ব গ্রহণ করার সময় পূর্বশর্ত করে নেয় তাহলে তা বৈধ হবে। (৭/৬৪/১৫২১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ /٣٦٤ (٧١٣٨) : عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته -

📖 فيه أيضا ٢ /١٢٥ : "باب أجر السمسرة" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» -

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٤/ ٩٠ (٥٤٤٩) : عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٤١٩ : إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع -

সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীর ইমামত

প্রশ্ন : যদি কেউ প্রকাশ্যে দলীয় রাজনীতিতে জড়িত থাকেন এবং জাতীয় সাংসদ পদের জন্য প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য হন তাহলে কি তিনি ইমামতির যোগ্য হবেন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, ইমাম যদি ইসলাম ও ইমামতির আদর্শ পরিপন্থী ও মসজিদ কমিটির আদেশের পরিপন্থী কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে সমস্ত মহল্লাবাসী ও অধিকাংশ লোকের কাছে ঘৃণিত হন, তবে তাঁকে সম্মানের সাথে বিদায় দেওয়া যায়। কিন্তু ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থী না হলে প্রকাশ্য রাজনীতিতে জড়িত হওয়া ও সাংসদ পদের প্রার্থী হওয়া ইমামতির অযোগ্যতার কারণ হতে পারে না। তাই যদি উক্ত ইমাম অন্য এমন কোনো দোষে দোষী না হন, যা দ্বারা ইমামতির যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন, নির্দ্বিধায় তাঁর ইমামতি জায়েয ও বৈধ হবে। (৭/৬৪/১৫২১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٩ (ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دارالعلوم كراتشى) ٣ /٢٧٠ : والحق ان السياسة شعبة من شعب الدين ان تجعل السياسة مقصودا اصليا للاسلام.

ইমামের অজান্তে অন্য ইমামের নিয়োগ ও বেতন প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : একটি মসজিদের জন্য কমিটি কর্তৃক ইমাম নির্ধারণ করা হলে উক্ত ইমামের অজান্তে অন্য ইমাম নিয়োগ করা যাবে কি? প্রথম ইমাম বিগত মাসের টাকা বা ভাতা পাবেন কি? যদি কমিটি তা সক্ষম থাকা সত্ত্বেও আদায় না করে তাতে সকলের ওপর গোনাহ হবে কি?

উত্তর : শরীয়তসম্মত কোনো কারণ ছাড়া কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ইমামের অজান্তে অন্য ইমাম নিয়োগ করা সহীহ নয়। পূর্বের ইমাম সাহেব তাঁর নির্ধারিত ভাতা পাবেন। কমিটির তা আদায় করতে হবে অন্যথায় গোনাহগার হবে। (৭/৫৩১/১৯২৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٤٢٨ : حكم عزل القاضي المدرس ونحوه وهو أنه لا يجوز إلا بجنحة وعدم أهلية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦ /١٧٨ : بلاوجہ شرعی امام سابق کو علیحدہ نہیں کرنا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ /۴۰۲ : جو شخص کسی کا حق واجب ادا کرنے پر قادر ہو کر بھی ادا نہ کرے وہ ظالم اور غاصب ہے، سخت گنہگار ہے۔

নামাযে বেশি তাড়াহুড়া করা ইমামের জন্য অনুচিত

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব এমনভাবে নামায পড়ান যে তাঁর পেছনের মুক্তাদীগণ তাসবীহাত ও তাশাহহুদ কেবল অর্ধেক পড়ার সময় পান। তাঁকে অবহিত করা সত্ত্বেও একই অবস্থা। এমতাবস্থায় শরীয়তের মাসআলা কী?

উত্তর : একজন ইমামের জন্য নামাযে তাশাহহুদ ও তাসবীহাত এমনভাবে পড়া দরকার, যাতে মুক্তাদীগণ তাঁদের তাশাহহুদ ও তাসবীহাত পুরা করতে পারেন। তবে তাসবীহাত পুরা করার পূর্বে ইমাম অন্য রুকনে চলে গেলে মুক্তাদীও ইমামের অনুসরণে অন্য রুকনে চলে যাবে। হ্যাঁ, প্রথম বৈঠকে যদি মুক্তাদীর তাশাহহুদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ইমাম তৃতীয় রাক'আতে চলে যান, তাহলে তাশাহহুদ শেষ করেই মুক্তাদীর জন্য ইমামের অনুসরণ করা জরুরি। (৭/৬৬৯/১৮১৫)

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ /۳۸۱ : مستحب یہ ہے کہ امام پانچ بار تسبیح پڑھے اگر تین بار کہے تو اس طرح کہے کہ مقتدیوں کو تین بار کہنے کا موقعہ میسر آئے۔

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٩٥ : وفي ا نية: ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة. ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١١٧ : "لو سلم الإمام" أو تكلم "قبل فراغ المقتدي من" قراءة "التشهد يتمه" لأنه من الواجبات ثم يسلم لبقاء حرمة الصلاة وأمكن الجمع بالإتيان بهما وإن بقيت الصلوات والدعوات يتركها ويسلم مع الإمام لأن ترك السنة دون ترك الواجب ... ولو قام الإمام إلى الثالثة ولم يتم المقتدي التشهد أتمه وإن لم يتمه جاز ... ... ولو رفع الإمام

Scanned by CamScanner

رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه" في الصحيح -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٩٠ : إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدي أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدي التشهد - فالمختار أن يتم التشهد. كذا في الغياثية وإن لم يتم أجزأه ... ... ولو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من الدعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يسلم مع الإمام.

রাজারবাগপন্থীর ইক্তিদা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের পাড়ায় দুই বছর পূর্বে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্নের ইমাম সাহেব চলে যাওয়ার পর নতুন একজন ইমাম নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগকৃত ইমাম মাওলানা হারুন সাহেব রাজারবাগের পীর দিল্লুর রহমানের মুরীদ হওয়ায় বর্তমানে অনেক সমালোচনা চলছে। এর সমাধান চেয়ে স্থানীয় মাদ্রাসার এক মুফতী সাহেবকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, যেহেতু দিল্লুর রহমান ভণ্ড ও মিথ্যাচারী, তাই এরূপ ব্যক্তিকে যে অনুসরণ করে তার পেছনে নামাযের ইক্তিদা করা জায়েয হবে না। এই উত্তর পেয়ে আমরা খুবই শঙ্কিত এবং বিচলিত যে নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত যদি এমন লোকের পেছনে আদায় করলে নষ্ট হয় তবে আমাদের কী করা উচিত?

উত্তর : রাজারবাগীর প্রতিষ্ঠিত ও তার পক্ষ থেকে প্রচারিত মাসিক আল বায়্যিনাত সংখ্যা ৬৪, ডিসেম্বর ৯৮ ইং, সংখ্যা ৭০ জুন ৯৯ ইং এবং তার বিভিন্ন বয়ানের তথ্য সূত্র দিয়ে বিভিন্ন লিফলেট ও হ্যান্ডবিলে প্রকাশিত মিথ্যা, বানোয়াট ও অসম্ভব কিছু দাবি রয়েছে। যেমন–সে কোনো মানুষের খিলাফত লাভ করেনি, বরং স্বয়ং আল্লাহ তাকে খেলাফত দিয়েছেন। তার নামের আগে-পরে ৫২টি উচ্চমানের অর্থ ও প্রশংসাসূচক টাইটেলের মধ্যে কিছু স্বয়ং আল্লাহ পাক দিয়েছেন, কতগুলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর বাকিগুলো পীর-আউলিয়াগণ দিয়েছেন এবং আরো কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত আকীদার কারণে তার ও তার এ সমস্ত মতাদর্শ সমর্থনকারী ইমাম হতে পারবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম যদি দিল্লুর রহমানের সমর্থক হয় তাহলে

Scanned by CamScanner

তাকে ইমামতি হতে বাদ দেওয়া মুসল্লিদের নামায সঠিক থাকার জন্য অপরিহার্য। (৭/৭৬৩/১৮৭২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /١٥٧ : وإمامة صاحب الهوى والبدعة مكروهة، نص عليه أبو يوسف في الأمالي فقال: أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه، وهل تجوز الصلاة خلفه؟

قال بعض مشايخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز، وذكر في المنتقى رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع، والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا تجوز، وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة.

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ٢٨ : وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا.

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٣ /٥٧ : سوال- جو شخص دائمى طور پر بدعات شنيعه كا مرتكب ہو اس كى امامت درست ہے يا نہيں؟

جواب- بدعات شنيعه كے مرتكب كى امامت مكروه ہے-

প্রেসারের রোগী ও অসুস্থ ব্যক্তির ইমামত

প্রশ্ন : মা'জুর ইমামের পেছনে সুস্থ মুক্তাদীর নামায হবে কি না? ইমাম সাহেবের সমস্যা হলো : ওজরের কারণে তাঁর পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী হয় না। বিশেষ করে বসা অবস্থায় ডান পা বিছানো থাকে। তিনি কোনো কোনো সময় প্রেসার ওঠা অবস্থায় নামায পড়ান। ওই সময় ইমাম সাহেবের নিজের বক্তব্য হলো, নামায শেষে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন সূরা দিয়ে নামায পড়ালেন তা আমি বলতে পারব না। এ অবস্থায় নামায হবে কি?

উত্তর : শরীয়তে মা'জুরের অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। প্রকারের ভিন্নতায় বিধান পরিবর্তন হয়। তবে প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব যদি ওজরের কারণে বসাবস্থায় পায়ের আঙুল কিবলামুখী করতে না পারেন তবে নামাযের অসুবিধা হবে না। নির্দ্বিধায় নামায পড়া দুরস্ত হবে।

Scanned by CamScanner

প্রেসারের রোগী যদি নামাযের ফরয, ওয়াজিব এবং তেলাওয়াত বিশুদ্ধভাবে আদায় করতে পারেন তাহলে তাঁর পেছনে নামায পড়া দুরস্ত হবে। (৭/৮১৯/১৮৬৬)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٣٧ : والسنّة في القعدة الأولى والثانية أن يفترش رجله اليسرى، فيقعد عليها وينصب اليمنى نصباً۔

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٢ : (قوله ومفلوج وأبرص شاع برصه) وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه، فالاقتداء بغيره أولى تتارخانية۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٣ / ٣١٨ : لنگڑے کی امامت جائز ہے مگر ایسے شخص سے عموما طبعی انقباض ہوتا ہے اس لئے مکروہ تنزیہی ہے، اگر کسی کے علم وتقوی کی وجہ سے اس سے لوگوں کو انقباض نہ ہو تو کراہت تنزیہیہ بھی نہیں۔

অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে ইক্তিদা

প্রশ্ন : বিভিন্ন এলাকায় সফরকালে এমন ইমাম পাওয়া যায়, যার কিরাত নামায নষ্ট হওয়ার যোগ্য। তখন আমি যদি ইক্তিদা করি তাহলে সকলের নামায নষ্ট হয়। আর যদি ইক্তিদা না করি তাহলে ফিতনা হবে। এমতাবস্থায় আমি কি 'তাশাব্বুহ বিল মুসল্লি' করতে পারব?

উত্তর : নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, এমন তেলাওয়াতকারী ইমামের পেছনে নামায পড়বে না। তবে যদি কোনো স্থানে ইক্তিদা না করলে ফিতনার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহলে ফিতনা এড়ানোর জন্য তার পেছনে নামায পড়ে পরবর্তীতে তা পুনরায় পড়ে নেবে। (৬/২০০/১০৫৭)

📖 حلبی کبیر (سهيل اكيڈيمی) ص ٥٢٠ : لو اقتدى قارئ وأمى بأمى فصلاة الكل فاسدة عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما تفسد صلاة القارئ فقط، لأنه التارك فرض القراءة مع القدرة، وابوحنيفة رحمه الله تعالى يقول إن الأميين أيضا تركاها مع القدرة عليها إذا كانا قادرين على تقديم القارئ حيث حصل الاتفاق فى الصلاة والرغبة فى الجماعة۔

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية ١/ ٨٥ : لو افتتح الأمي ثم حضر القارئ قبل تفسد وقال الكرخي لا ـ

📖 امداد الفتاوی(زکریا بکڈپو) ۱ /۴۰۶ : الجواب- چونکہ ابتلاء کے سبب بعض علماء اس اقتداء کو صحیح بتلاتے ہیں پس بناء بر احتمال صحت تخلف عن الجماعت محل وعید ہے اور بعض غیر صحیح بتلاتے ہیں اس بناء پر عدم صحت صلوۃ محل وعید ہے پس جمعا بین الادلۃ احتیاط یہ ہے کہ جماعت سے تقاعد نہ کرے اور بعد میں اپنی نماز کا اعادہ کرلے۔

মুতাওয়াল্লী কাউকে ইমামতির অনুমতি দিতে পারেন না

প্রশ্ন : (ক) নির্ধারিত ইমামের উপস্থিতি সত্ত্বেও অন্য আলেম বা মেহমানকে জুমু'আর ইমামতি ও খুতবা পাঠ এবং খুতবার পূর্বের বয়ানের অনুমতি প্রদান করার কী হুকুম? প্রকাশ থাকে যে প্রথম জুমু'আয় মুতাওয়াল্লী ইমামকে বলেছিলেন, আজ এই মেহমান বয়ান ও নামায পড়াবেন, ইমাম উত্তরে বলছেন, ঠিক আছে। কিন্তু পরবর্তী ৩-৪ জুমু'আর ওই মেহমান মুতাওয়াল্লীর ইঙ্গিতে বয়ান এবং নামায পড়িয়ে গিয়েছেন, আর নির্ধারিত ইমাম পাশে বসা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে জিজ্ঞেস করেননি। এতে ইমামের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় কি না?

(খ) মুতাওয়াল্লী এই বলে দাবি করেন যে এই মসজিদে যেই ইমাম হোক না কেন কোনো মেহমান এলে তাকে ইমামতির সুযোগ দিতে হবে এবং মাদ্রাসা বা মসজিদের ব্যাপারে অনেক সময় প্রয়োজনীয় বক্তব্য রাখতে হয়, তাই জুমু'আর পূর্বে আমি যখন বলি আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। কিছু মুসল্লিদের উক্ত মুতাওয়াল্লীর বক্তব্যের ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি আছে।

উত্তর : (ক) মসজিদের নিযুক্ত ইমামই সর্বাবস্থায় ইমামতের অধিকারী। এটি তাঁর ন্যায্য অধিকার। তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ ইমামতি করা পরের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপের শামিল হওয়ায় শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। ইমামতির ব্যাপারে মুতাওয়াল্লী সাহেবের অযথা দখল দেওয়াও শরীয়তসম্মত নয়। এর দ্বারা ইমাম সাহেবের মান ক্ষুণ্ন ও অধিকার হরণ হয়।

(খ) ইমাম সাহেব সম্মানের পাত্র। ইমামতির ব্যাপারে অযৌক্তিক শর্ত ইমামের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ইমামের প্রতি অবমাননার শামিল। তবে মসজিদ-মাদ্রাসাসংক্রান্ত জরুরি বিষয়ে মুতাওয়াল্লী প্রয়োজনে বক্তব্য রাখতে পারবেন। (৬/৩৯৪/১২৩৭)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٢٨٠ (٥٨٢) : عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٥٩ : (و) اعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره) مطلقا (إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه) لعموم ولايتهما، ... (قوله مطلقا) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٨ /١٨٤ : الجواب - امام کا منصب بہت بلند ہے متولی صاحب کا امام کو اپنا نوکر سمجھنا اور ذلت آمیز معاملہ کرنا غلط ہے، ناجائز ہے ... ...

একাকী নামাযরত ব্যক্তির ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : শুধু এক ব্যক্তি ফরয নামায পড়ছে, ইতিমধ্যে উক্ত ব্যক্তির পেছনে অন্য এক ব্যক্তি এসে যদি ওই ফরযের নিয়্যাতে ইক্তিদা করে, তাহলে ওই মুক্তাদীর নামাযের কী হুকুম?

উত্তর : মুক্তাদীর নামায সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমামের নিয়্যাতের প্রয়োজন হয় না। বরং মুক্তাদীর জন্য ইক্তিদার নিয়্যাত করতে হয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি একা ফরয নামায পড়তে থাকে, আর ওই অবস্থায় কোনো ব্যক্তি এসে তার পেছনে ইক্তিদা করে, তাহলে উভয়ের নামায হয়ে যাবে। (৫/৩১৩/৯৩৩)

📖 فيض الباری (ربانی بکڈپو) ٢ /٢٢٣ : (باب إذا لم ينوا الامام أن يؤم الخ) ونية الإمام ليست بشرط عندنا .

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٥٠ : (قوله نية المؤتم) أي الاقتداء بالإمام، أو الاقتداء به في صلاته أو الشروع فيها أو الدخول فيها بخلاف نية صلاة الإمام.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢ /٢٢٦ : سوال- مسجد میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اکیلا نماز پڑھ رہاہوں اس دوران ایک اور نمازی بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر میرے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھکر اشارہ کرتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے جماعت میں شامل ہوں یعنی اب میں امام اور دوسرا مقتدی ہے، جبکہ میں نے نماز کی ابتداء میں نیت اپنی انفرادی کیلئے کی تھی اس طرح کیا بعد میں آنے والے کی نماز ہوگئی؟

جواب- نماز ہوگئی، اگر مقتدی اکیلا ہو توامام کے برابر دائیں طرف ذرا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو۔

মহিলা জামাআতের মহিলা ইমাম

প্রশ্ন : মহিলাদের জামাআতে একজন মহিলার ইমামত করা বৈধ আছে কি না?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে ও ইসলামের স্বর্ণযুগে মহিলাদের জামাআত এবং তাতে মহিলাদের ইমামত করার কোনো নিয়ম ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর বর্তমান ফিতনার যামানায় মহিলাদের একত্রিত হওয়া ও জামাআতে নামায পড়া শরয়ী বিধান লঙ্ঘন করা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই মহিলাদের জামাআত ও তাদের ইমামতি ফিকাহবিদগণের মতানুযায়ী মাকরূহে তাহরীমী। (১৩/৩০৯/৫১৯৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٦٥ : (و) يكره تحريما (جماعة النساء) ولو التراويح في غير صلاة جنازة (لأنها لم تشرع مكررة)-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٨٥ : ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل-

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۲ /۳۸۷ : ... اور عورت کا عورتوں کا امامت کرانا بھی منسوخ ہے... الحاصل عورت نہ مردوں کا امامت کر سکتی ہے، اور نہ عورتوں کی۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۳ /۱۰۱ : حنفیہ کے نزدیک عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، کیونکہ قرون اولی میں اس کا طریقہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔

পরিবার-পরিকল্পনার কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর ইমামত

প্রশ্ন : থানার পরিবার-পরিকল্পনার দফতর থেকে মা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার উন্নয়নবিষয়ক আলোচ্য বিষয় দিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে থানার ৫০টি মসজিদের ৫০ জন ইমাম সাহেবানকে দাওয়াত করা হলে তাঁরা সবাই অংশগ্রহণ করেন এবং যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ১৫০ টাকা প্রতি রোজ সরকারি ভাতা প্রদান করা হয় এবং একটি ব্যাগ ও কিছু বই-পুস্তক দেওয়া হয়েছে। যে বহির মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার দলিল-প্রমাণাদি রয়েছে জায়েয বলে। এদিকে জনগণের প্রশ্ন এই যে ইমামগণ আমাদের বলে পরিবার-পরিকল্পনা হারাম-নাজায়েয, আবার টাকার লোভে এই কর্মশালায় অংশ করলেন কেমন করে। আবার হক্কানী উলামাগণ এই কর্মশালায় অংশ নেওয়াকে গোনাহর চোখে দেখেন। অতএব মুফতী সাহেবের নিকট কথা হলো যাঁরা এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন তাঁরা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু ভুল করেছেন এবং এই ইমামগণের পেছনে নামায জায়েয হবে কি না?

উত্তর : পরিবার-পরিকল্পনার পরিচালনাধীন কর্মসূচির একমাত্র উদ্দেশ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রচার ও প্রসার। যদিও অনেক সময় চিত্তাকর্ষক কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। এমতাবস্থায় তাদের কোনো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ তাদের উদ্দেশ্যে সাধনে সহায়তা হয় বিধায় নিষিদ্ধ। কোনো কারণবশত তাদের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে কর্মশালার কর্মসূচিতে অংশ নিলে এর জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে হবে, অন্যথায় ওই ব্যক্তি ইমামতের যোগ্য থাকবেন না। (৪/২৯৩/৭০০)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٢٦٨ : (ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية۔

Scanned by CamScanner

বেতনভুক্ত ইমামের ইক্তিদা না করা

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলে থাকেন, বেতনভুক্ত ইমামের পেছনে তার নামায পড়তে আপত্তি থাকায় ঘরের পাশে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও জামাআতে হাজির হয় না।

উত্তর : ইমামতির বেতন নেওয়া জায়েয। বেতনভুক্ত ইমামের পেছনে নামায না পড়ে ঘরে নামায পড়া মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। (৩/২২২/৫৪৬)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٣/ ١٤٩ (٢٧٦٣) : عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه، وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس في جماعة، ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء، فلم يجيبوا فأضرمها عليهم نارا، وإنه لا يتخلف عنها إلا منافق».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٥٥ : ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان .

📖 مجمع الأنهر (إحياء التراث) ٢/ ٣٨٤ : (ويفتى اليوم بالجواز) أي بجواز أخذ الأجرة (على الإمامة وتعليم القرآن، والفقه) ، والأذان كما في عامة المعتبرات، وهذا على مذهب المتأخرين من مشايخ بلخي استحسنوا ذلك.

ব্র্যাকের সহযোগীর ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : জনৈক মাওলানা সাহেব বর্তমান প্রচলিত ব্র্যাকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ ব্র্যাক আলেমের সহযোগিতায় গ্রাম্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত করছে। পরহেযগার ইমামতির যোগ্য মুসল্লিদের উপস্থিতিতে ব্র্যাকের পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থনকারী মাওলানার পেছনে নামাযের ইক্তিদা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অবগত সহীহ-শুদ্ধ কোরআন পাঠকারী যোগ্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অন্য কারো ইমামতি করা অনুচিত। বর্তমান প্রচলিত ব্র্যাক

Scanned by CamScanner

যেহেতু মুসলমানদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করার এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই তাদের অনুকরণ ও সহায়তা শরীয়ত পরিপন্থী ও অবৈধ। অনুসৃত ব্যক্তিদের জন্য নিজে এবং সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে এরূপ ধর্মবিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা নৈতিক দায়িত্ব। বিশেষত ওই ইমামের জন্য তাওবা করে নেওয়া অপরিহার্য, অন্যথায় মুসল্লিদের দায়িত্ব হবে অন্য ইমাম নিযুক্ত করা। (২/৬৪)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٥٧ : (والأحق بالإمامة) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل واجب، وقيل سنة (ثم الأحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة، ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشبهات. والتقوى: اتقاء المحرمات (ثم الأسن) أي الأقدم إسلاما، فيقدم شاب على شيخ أسلم، وقالوا: يقدم الأقدم ورعا. وفي النهر عن الزاد: وعليه يقاس سائر الخصال، فيقال: يقدم أقدمهم علما ونحوه، وحينئذ فقلما يحتاج للقرعة (ثم الأحسن خلقا) بالضم ألفة بالناس (ثم الأحسن وجها) أي أكثرهم تهجدا.

📖 فيه أيضا ١ /٥٥٩ (ولو أم قوما وهم له كارهون، إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث أبي داود «لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون» (وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ :وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا.

Scanned by CamScanner

মাসেহকারীর পেছনে ওজুকারীর ইক্তিদা সহীহ

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেবের আঙুল কেটে গেলে তিনি উক্ত আঙুলটি তুলা দিয়ে ব্যান্ডেজ করেছেন। ওজুতে ওই স্থানটি মাসেহ করে মুসল্লিদের নিয়ে নামায পড়ান, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ানোর পর মসজিদ কমিটির জনৈক সদস্য বলেন, ব্যান্ডেজের স্থানে মাসেহ করার ফলে আপনার নামায তো শুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমাদের ওই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পুনরায় পড়তে হবে। অতএব হুজুরের নিকট জিজ্ঞাসা–

১. উক্ত ইমামের পেছনে ইক্তিদা শুদ্ধ হলো কি না?

২. প্রশ্নে বর্ণিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পুনরায় পড়তে হবে কি?

৩. এমতাবস্থায় মুক্তাদীদের মধ্যে ইমামতি করার কোনো যোগ্য ব্যক্তি থাকলে বা না থাকলে কী হুকুম?

৪. উক্ত ইমামের পেছনে উলামায়ে কেরামের ইক্তিদা শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর : আঙুলের ব্যান্ডেজের ওপর মাসেহ করা শরীয়তসম্মত হওয়ায় প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি যদি ইমামতির যোগ্য হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর পেছনে সর্বস্তরের লোকের জন্য ইক্তিদা করা শুদ্ধ হবে। আঙুলের ব্যান্ডেজে মাসেহ করার কারণে ইমামতির মধ্যে কোনো সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। (২/১০৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٨٨ : (وصح اقتداء متوضئ) لا ماء معه (بمتيمم) ولو مع متوضئ بسؤر حمار مجتبى (وغاسل بماسح) ولو على جبيرة (وقائم بقاعد) يركع ويسجد؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى آخر صلاته قاعدا وهم قيام وأبو بكر يبلغهم.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٨٨ : (قوله ولو على جبيرة) الأولى قوله في الخزائن على خف أو جبيرة، إذ لا وجه للمبالغة هنا أيضا، لأن المسح على الجبيرة أولى بالجواز، لأنه كالغسل لما تحته.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٨٠ : (ويمسح) نحو (مفتصد وجريح على كل عصابة) مع فرجتها في الأصح (إن ضره) الماء (أو حلها) ومنه أن لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها.

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশে আরাকানি লোকের ইমামতি

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে একজন আরাকানি লোককে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তার দাবি হলো, তাদের দেশে মুসলিম জাতিকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়, যার কারণে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য। প্রশ্ন হলো, সে বাগী (রাষ্ট্রদ্রোহী) না অন্য কিছু? এমতাবস্থায় তার পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বাগী তথা রাষ্ট্রদ্রোহী ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শরীয়তসম্মত আইনের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনাকারী আমীরের বিরুদ্ধে অন্যায় অবস্থান নিয়ে তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। আর যেখানে সম্ভাব্য চেষ্টার পরও নিজের দ্বীন-ধর্ম, জানমাল, ইজ্জত-আবরু হেফাজতে রাখা সম্ভব হয় না, সেখান থেকে হিজরত করার নির্দেশও শরীয়তে দেওয়া হয়েছে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত যে ইমামকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সে বাগীর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং মুহাজির হিসেবে গণ্য হবে। তাই ইমামতের জন্য শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত শর্তাবলি ও গুণাবলি তার মধ্যে পাওয়া গেলে অবশ্যই তার ইমামত শরয়ী দৃষ্টিকোণে শুদ্ধ হবে। (৯/১১৬/২৫২৪)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥ /٣٣٤ :والباغي في عرف الفقهاء: الخارج عن طاعة إمام الحق.

📖 قواعد الفقه (أشرفي بكڈپو) ص ٢٠٢ : الباغي هو الخارج على الإمام الحق بغير حق.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٥٧ : (والأحق بالإمامة) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل واجب، وقيل سنة (ثم الأحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة، ثم الأورع).

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦ /١١ : جہاں دین یا جان یا عزت یا مال محفوظ نہ ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے مطلق دار الحرب ہونا موجب ہجرت نہیں، اگر برما میں مسلمانوں کی جان یا مال محفوظ نہیں یا نماز روزہ یا قربانی وغیرہ شعائر اسلام پر پابندی ہو تو ہجرت فرض ہے، صرف حج پر پابندی کی وجہ سے ہجرت فرض نہیں۔

Scanned by CamScanner

ইমামতি চাকরি নয় এবং ইমামের জন্য নীতিমালার প্রণয়ন

প্রশ্ন : ইমামতি করা কি অপরাপর চাকরির মতো একটি চাকরি? যদি তা চাকরি হয় তবে ইমামকে কমিটি কর্মচারী হিসেবে মনে করলে তাঁর সাথে ওই রূপ ব্যবহার ও নীতিমালা জারি করলে নামাযের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি না? আর যদি কর্মচারী না হন তবে বেতন নেওয়া কিভাবে বৈধ হয়?

আমরা এ কথাও জানি যে ইমামত একটি ইবাদত, ইমাম সাহেব নামাযীগণের পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো মসজিদে ইমামের হাজিরা খাতা আছে এবং ইমামকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় নামায সহীহ হবে কি না? ইমাম যদি আকস্মিকভাবে বিভিন্ন দিনে মাসে ৫-৭ ওয়াক্ত বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত থাকেন তবে কমিটি কিরূপ ব্যবস্থা নিতে পারে? এ রকম অনুপস্থিতির কারণে অথবা যখন কোথায় যাবে তাতে স্বাক্ষর করে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ মুভমেন্ট খাতার ব্যবস্থা করেছে। একজন ইমামের জন্য মুভমেন্ট খাতার ব্যবস্থা করা কমিটির জন্য জায়েয কি না? এবং ওই ইমাম, যিনি খাতায় স্বাক্ষর করে ইমামতি করেন তাঁর পেছনে নামায জায়েয কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেব বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এবং নায়েবে রাসূল, তাই ইমামত অন্যান্য চাকরির মতো নিছক চাকরি নয়। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাই ইমামের সাথে চাকরের মতো ব্যবহার না করে সম্মান করা অপরিহার্য। তবে জরুরতের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম ইমামের জন্য অজিফা বা ভাতা নেওয়া জায়েয বলে ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

যদি সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্তে ইমামের জন্য হাজিরা খাতা অথবা মুভমেন্ট খাতার ব্যবস্থা করা হয় তাতে কোনো দোষ নেই। নামায নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে ইমামকে সম্মান করা অত্যন্ত জরুরি, তাই কমিটির জন্য পারতপক্ষে উক্ত পন্থা অবলম্বন করা সমীচীন নয়। তবে ইমাম তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে অনেকটা নিবেদিতপ্রাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে কমিটির সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তা মেনে চলাও তাঁর দায়িত্ব। কিন্তু ওজরবশত যদি ইমাম সাহেব কোনো সময় উপস্থিত হতে না পারেন তাহলে কমিটি তা বিশেষ বিবেচনায় নিতে পারে। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছাকৃত প্রায় সময়ই অবহেলা করে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে কমিটি অন্য কোনো দায়িত্বশীল ইমাম নিয়োগের ব্যবস্থা নেবে। (৯/১২৩/২৫০১)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٥٥ : (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٤١٩ : وفي القنية من باب الإمامة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع اهوهذا مبني على القول بأن خروجه أقل من خمسة عشر يوما بلا عذر شرعي، لا يسقط معلومه، وقد ذكر في الأشباه في قاعدة العادة محكمة عبارة القنية هذه وحملها على أنه يسامح أسبوعا في كل شهر، واعترضه بعض محشيه بأن قوله في كل شهر، ليس في عبارة القنية ما يدل عليه قلت: والأظهر ما في آخر شرح منية المصلي للحلبي أن الظاهر أن المراد في كل سنة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۶ /۲۴۶ : منصب امامت ایک جلیل القدر منصب ہے جو گویا کہ نیابت رسالت ہے امام کا اکرام واحترام لازم ہے، اس کو نوکر سمجھنا بہت غلط اور اس کی حق تلفی ہے، متولی حضرات اگر امام کو اپنا ملازم اور خدمتگار تصور کرتے ہیں تو ان کو اپنی اصلاح ضروری ہے، اور ہرگز ایسا نہ کرے، متولی اگر بے علم ہے اور امامت کا رتبہ نہیں جانتے ہیں تو اس کو بتایا جائے۔ امام کو بھی لازم ہے کہ وہ اس امامت کو روٹی کھانے کا ذریعہ نہ بنائے، اور اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ سے آراستہ رہے ورنہ اسکی قدر وقیمت کچھ نہیں ہوگی اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔

📖 فیہ ایضا (زکریابکڈپو) ۷ /۳۵ : امام پر حکومت کرنا اور ان کو ذلیل سمجھنا ناجائز ہے۔ اگر امام میں کوئی بات خلاف شرع ہو تو اس کو تنہائی میں نرمی سے سمجھا دیا جائے تاکہ امام اپنی اصلاح کرلے۔ اور امام کے ذمہ بھی ضروری ہے کہ حد شرع میں رہتے ہوئے مقتدیوں کی رعایت کرے اور جو بات اس میں خلاف شرع ہو اس سے تائب ہو جائے اور اپنی بات پر بلا وجہ ضد اور اصرار نہ کرے اور کسی کو وہ خود بھی ذلیل نہ سمجھے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریابکڈپو) ۱ /۳۶۱ : امام کو شرط کرکے دینا بھی درست ہے اور بلا شرط بدرجہ اولی درست ہے پس نماز اس کے پیچھے مکروہ نہ ہوگی۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۵ /۱۸۱! : امامت اور ترجمہ کا جو کچھ مولوی صاحب سے معاہدہ و معاملہ کیا گیا ہے اس کی پابندی لازم ہے۔ اتفاقیہ کبھی کوئی سخت ضرورت پیش آجائے اور اس کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکیں یا ترجمہ نہ کرلے تو قابل مسامحت ہے اس پر زیادہ دار و گیر نہ کی جائے، لیکن آزادی کی عادت بنالینا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرتے ہوئے طبیعت چاہنے پر کام کرنا شرعا درست نہیں اس سے ان کی تنخواہ خالص حلال کی نہیں رہے گی، اور متولی صاحب کو بھی پوری دینا درست نہیں۔

মেহরাবে ইমামের সুন্নাত আদায় ও মিম্বরে বসে বয়ান করা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেবের জুমু'আ এবং পাঞ্জেগানা জামাআতের পূর্বে মেহরাবে গিয়ে বসা এবং সেখানে আগে পরের সুন্নাত ও নফল পড়া কেমন হবে? ইমাম সাহেব খুতবার পূর্বের বয়ান কি মিম্বরে বসে করবেন না নিচে দাঁড়িয়ে করবেন?

উত্তর : ইমাম সাহেবের জন্য মেহরাবের মধ্যে জুমু'আ ও ফরয নামায ছাড়া অন্য নামায যেমন সুন্নত-নফল বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত পড়া অনুচিত। জুমু'আর খুতবার পূর্বে মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে বা বসার ব্যবস্থা করে ওয়াজ করাই শ্রেয় এবং এটাই নিয়ম। মিম্বর একমাত্র খুতবার জন্য নির্ধারিত থাকাই বাঞ্ছনীয়। (৯/৩৬০/২৫৯৩)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ /۶۴۹ : الجواب- یہ خطبہ کا ترجمہ سنانا تذکیر ہے اور آیت وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین اپنے عموم سے ہر وقت کے تذکیر کی اجازت دیتی ہے بجز ان مواقع کے جو مستقل دلیل سے ممنوع ہیں اور جو قیود سوال میں مذکور ہیں ان میں دونوں قیدیں اور قابل اضافہ ہیں، ایک یہ کہ عوام الناس اس کو ہمیشہ کیلئے لازم نہ سمجھیں، دلیل اس کی مشہور ہے دوسرے یہ کہ مذکرا اگر اس وقت منبر سے دور ہو تاکہ ہیئت خطبہ کا ایہام نہ ہو، دلیل اس کی مجوزین تکرار جماعات کی تقیید ہے کہ عدول عن المحراب ہو، پس ان سب قیود کے ہوتے ہوئے کوئی امر جواز سے مانع نہیں لہذا جواز کا حکم کیا جائے گا اور کراہت کی کوئی وجہ نہیں نہ اس فعل میں نہ اس فعل سے نماز میں اور فساد صلوۃ میں تو وسوسہ کا بھی درجہ نہیں۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴ /۲۱۲ : الجواب —اب اصل علت ارتفاع اشتباہ ہے اور یہ بہتر ہے کہ بصورت اشتباہ علحدہ ہو کر سنن ونوافل پڑھے، لیکن اگر اس مصلی پر پڑھے تو یہ بھی درست ہے، لان بالسلام یحصل الفصل اور جو اصلی علت احادیث میں مذکور ہے کہ خلط فرائض بالنوافل واحتمال گمان زیادت فریضہ، وہ اب باقی نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

সুন্নাতে মুআক্কাদা ইচ্ছাকৃত তরককারীর ইমামত

প্রশ্ন : কোনো ইমাম সাহেব যদি অধিকাংশ সময় সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেন বা পরে আদায় করেন, তার কী বিধান?

উত্তর : কোনো শরয়ী ওজর ব্যতীত অধিকাংশ সময় সুন্নাতে মুআক্কাদা ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া বা সময় শেষ হওয়ার পর আদায় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বড় গোনাহ। হাদীস শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভীতি রয়েছে। খাঁটি তাওবার আগ পর্যন্ত এমন ব্যক্তির ইমামত মাকরূহ। (৯/৬৮৪/২৮০৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٣٨ : وترك السنة المؤكدة قريب من الحرمة يستحق حرمان الشفاعة. ومقتضاه أن ترك السنة المؤكدة مكروه تحريما لجعله قريبا من الحرام، والمراد سنن الهدى كالجماعة والأذان والإقامة فإن تاركها مضلل ملوم كما في التحرير والمراد الترك على وجه الإصرار بلا عذر-

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ /١٦٣ : (وتكره إمامة العبد) ... ... (والفاسق) أي الخارج عن طاعة الله - تعالى - بارتكاب كبيرة؛ لأنه لا يهتم بأمر دينه -

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١ /٦٠٦ : ترک سنت موکدہ گاہے بلا عذر ہو جائے تو صغیرہ ہے اور اس پر مداومت کرنا کبیرہ ہے، جس سے علاوہ سخت گناہ کے حرمان شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ٣٥٠ : جو شخص کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔

নিজের চেয়ে অযোগ্য ব্যক্তির ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : আমি প্রায় দশ বছর যাবৎ বাজারে ব্যবসা করি। বাজারের জামে মসজিদের নির্ধারিত ইমাম সাহেব অনুপস্থিত থাকলে আমি ইমামতি করতাম, এতে কারো আপত্তি থাকত না। কিন্তু ইদানীং জনৈক ব্যক্তি ইমাম না থাকলে সরাসরি ইমামতির মুসাল্লায় গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর পেছনে ইক্তিদা করতে আমার তৃপ্তি আসে না। কারণ তিনি একজন

Scanned by CamScanner

মুসলমান হিসেবে বিশেষ করে ফরয বিষয়গুলো পালন করার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান নন। তিনি তাঁর প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে ওকালতি পড়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেছেন। আমাদের এখান থেকে ঢাকা প্রায় ২০০ কিঃ মিঃ দূরে। হোস্টেলে থেকে পড়ে, তারপর এক ক্লাসফ্রেন্ডের সাথে বিয়ে হয়েছে। এখন আবার পাঠিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায় ব্যারিস্টারি পড়ানোর জন্য খ্রিস্টান দেশে। আর তাঁর ওপর হজ ফরয হয়েছে। কারণ মেয়েকে যখন অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাতে পারেন তখন আর বোঝা বাকি থাকে না যে তাঁর ওপর হজ ফরয হয়েছে। আমি একদিন তাঁকে বলেছিলাম যে মেয়েমানুষের এ ধরনের লেখাপড়া করা ঠিক নয়। তিনি একটি হাদীসের মাধ্যমে উত্তরে বলেছিলেন "বিদ্যা শিক্ষা সকল নর-নারীর ওপর ফরয" তিনি আরো বলেছিলেন, হাদীসে নাকি আছে, প্রয়োজনে বিদ্যা শিক্ষার জন্য চীন দেশে যাও। আর একটা কথা না বললেই নয়, সেটা হলো আমার চেয়ে তাঁর কোরআন পড়া বেশি শুদ্ধ নয় এবং তাঁর কোরআন যতটুকু মুখস্থ আছে তার কমপক্ষে আমার তিন গুণ বেশি আছে (আলহামদুলিল্লাহ)। এ অবস্থায় আমি আমার নামায দোকানে একা পড়ি। এতে আমার নামায হবে কি না? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : মসজিদে জামাআত আদায় করা ওয়াজিব পর্যায়ের জরুরি কাজ। বিনা ওজরে মসজিদের জামাআতে শরীক না থাকা মারাত্মক গোনাহ। আপনি যে সমস্যার বর্ণনা দিয়েছেন তা জামাআতে শরীক না হওয়ার ওজর হিসেবে গণ্য হবে না। সুতরাং আপনাকে অন্য কোনো মসজিদে হলেও জামাআতে শরীক হয়ে নামায পড়তে হবে। কমিটির মাধ্যমে তাঁর ইমামতি করার পথ বন্ধ করার চেষ্টা চালানো যাবে।

উক্ত ব্যক্তি মেয়েকে পড়ানোর পক্ষে যে দুটি হাদীস উল্লেখ করছেন তা সঠিক নয় কারণ এলেম বলতে দ্বীনের ফরয পরিমাণ এলেমই বোঝায়। বর্তমান কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষাকে দ্বীনি শিক্ষা বলা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। আর বদ-দ্বীনি পরিবেশে যাওয়া ও থাকা জায়েয হওয়ার কল্পনা করাও ভুল। (৯/৭৫২/২৮২২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/٣٤٩ : وذكر الشارح وغيره أن الفاسق إذا تعذر منعه يصلي الجمعة خلفه، وفي غيرها ينتقل إلى مسجد آخر وعلل له في المعراج بأن في غير الجمعة يجد إماما غيره فقال في فتح القدير وعلى هذا فيكره الاقتداء به في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول محمد وهو المفتى به؛ لأنه بسبيل من التحول حينئذ، وفي السراج الوهاج، فإن قلت: فما الأفضلية أن يصلي خلف هؤلاء أو الانفراد؟ قيل أما في حق الفاسق فالصلاة خلفه أولى لما ذكر في الفتاوى كما قدمناه، وأما الآخرون فيمكن أن

Scanned by CamScanner

يكون الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ويمكن أن يكون على قياس الصلاة خلف الفاسق والأفضل أن يصلي خلف غيرهم.

فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيه، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد وينبغي أن يكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم وإلا فلا كراهة كما لا يخفى.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱ /۲۷۱ : سوال- طلب العلم فريضة على كل مسلم

اس حدیث میں جو علم کا لفظ ہے اس سے کونسا علم مراد ہے؟

جواب- اس حدیث میں العلم سے مراد علم دین ہے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸ /۳۲ : عورت کو عصر حاضر کے کالجوں یونیورسٹیوں میں تعلیم دلانے میں کئی مفاسد ہیں، خواہ لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ اختلاط نہ بھی ہو:

۱- عورت کا بلا ضرورت شرعیہ گھر سے نکلنا اور اجانب کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بننا،

۲- برے ماحول میں جانا

۳- مختلف مزاج رکھنے والی عورتوں سے مسلسل اختلاط کی وجہ سے کئی خرابیوں کا جنم لینا،

۴- کالج یونیورسٹی کی غیر شرعی تقریبات میں شرکت،

۵- بلا حجاب مردوں سے پڑھنے کی معصیت،

۶- بے دین عورتوں سے تعلیم حاصل کرنے میں ایمان واعمال اور اخلاق کی تباہی

۷- بے دین عورتوں کے سامنے بلا حجاب جانا، شریعت نے فاسقہ عورت سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے،

۸- کافر اور بے دین قوموں کی نقالی کا شوق،

۹- اس تعلیم کے سبب حب مال اور حب جاہ کا بڑھ جانا اور اس کی وجہ سے دنیا وآخرت تباہ ہونا،

۱۰- شوہر کی خدمت، اولاد کی تربیت اور گھر کی دیکھ بھال، صفائی وغیرہ جیسی فطری اور بنیادی ذمہ داریوں سے غفلت،

Scanned by CamScanner

۱۱- دفتروں میں ملازمت اختیار کرنا جو دین ودنیا دونوں کی تباہی کا باعث ہے،

۱۲- مردوں پر ذرائع معاش تنگ کرنا،

۱۳- شوہر پر حاکم بن کر رہنا،

مخلوط طریقہ تعلیم میں مفاسد مذکورہ کے علاوہ لڑکوں کے ساتھ اختلاط اور بے تکلفی کی وجہ سے لڑکوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی عشق بازی، بدکاری اور اغواء جیسے گھناؤنے مفاسد بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لئے عصر حاضر کے تعلیمی اداروں میں عورتوں کو تعلیم دلانا جائز نہیں۔

বেপর্দা ইমাম ইমামতের অযোগ্য

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি সরকারি মাদ্রাসার শিক্ষক, গায়রে মাহরাম বালেগা মেয়েদেরকে পড়ান। তাঁর ইমামতিতে পাঁচ ওয়াক্ত ও ঈদের নামায পড়া শরীয়তসম্মত হবে কি না? তাঁর দাবি, তিনি পর্দার সহিত পড়ান। তবে পর্দার ধরা হলো শিক্ষক-ছাত্রী সামনাসামনি থাকেন। একে-অপরকে দেখেন ছাত্রীরা শুধু বোরকা পরিহিতা থাকেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ বোরকা পরিহিতা মহিলাদেরকেও সামনে বসে পড়ানো নাজায়েয। এ রূপ নাজায়েয কাজ যে করে তাকে কোনো নামাযের জন্য ইমাম বানানো শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। (৯/৯৫৩/২৯৩০)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳/ ۲۸۴ : ایسا امام جو غیر محرم عورتوں میں بیٹھتے ہیں فاسق ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۴/ ۱۴۳ : سوال- مسلمان آزاد بالغہ عورت برقع اوڑھکر کسی غیر محرم سے گفتگو یا تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟

جواب- تعلیم حاصل کرنا بھی نامحرم مرد سے جائز نہیں ہے، البتہ کوئی مسئلہ پیش آوے اور محرم کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ کسی عالم سے دریافت کر سکے تو برقع وغیرہ کے پردہ کے ساتھ کسی عالم صالح سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے، لیکن باضابطہ تعلیم کسی مرد اجنبی سے حاصل کرنا جائز نہیں لخوف الفتنہ۔

Scanned by CamScanner

সহশিক্ষাদানকারী ইমাম হওয়ার অযোগ্য

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। উক্ত মাদ্রাসায় তিনি বালেগা ছাত্রছাত্রী একই ক্লাসে পর্দাবিহীন পড়ালেখা করান। উক্ত ইমামের ইমামতি জায়েয কি না?

উত্তর : পর্দাবিহীন পন্থায় বালেগা গায়রে মাহরাম মহিলাকে পড়ানো শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয। এমন ব্যক্তি ইমামতের যোগ্য নয়, বরং ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত। তার ইমামতি জায়েয নেই। (১৪/১৩৮/৫৫৭৯)

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ۳/ ۳۲۰ : بے پردہ عورتوں کو بالمشافہہ پڑھانے والا فاسق ہے،اس کے پیچھے نماز پڑھنامکروہ تحریمی ہے،اوراس کوامام وخطیب بناناجائز نہیں.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴ /۳۷۱ : مراہقہ اور بالغہ لڑکیوں کو بلا حجاب پڑھانا درست نہیں،پردہ کااهتمام ہواور خلوت نہ ہو تو گنجائش ہے، مگر خلاف احتیاط ہے، لهذا محرم یاعورت ہی سے پڑھایاجائے، مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی احتیاط نہ کرے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھناکراہت سے خالی نہیں۔

ঈদের নামাযে সহশিক্ষাদানকারীর ইমামত

প্রশ্ন : আমরা অত্র এলাকার মুসলমান ও উলামা সমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ একটি সমস্যায় ভুগছি। আমাদের দুটি গ্রামের সমন্বয়ে একটি ঈদগাহ ময়দান। ওই ঈদগাহে ইমামতি করেন একজন আলিয়া মাদ্রাসার আলেম। তিনি প্রায় ১০-১২ বছর যাবৎ এই ঈদগাহে ইমামতি করে আসছেন। কিন্তু তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে একটি মহিলা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত ইমামের পেছনে ইক্তিদা করে আমাদের জন্য ঈদের জামাআত পড়া শরীয়তে কতটুকু বৈধ?

উত্তর : ইসলামে বেগানা মহিলা থেকে পর্দা করা ফরয। এ ফরয লঙ্ঘন করা কবীরা গোনাহ, যা তাওবাবিহীন মাফ হয় না। আর এ পর্দা লঙ্ঘনকারীকে শরীয়তের ভাষায় ফাসেক বলা হয়, ফাসেকের পেছনে নামায মাকরূহ। প্রশ্নে বর্ণিত ঈদগাহের ইমাম যদি

Scanned by CamScanner

পর্দা লঙ্ঘনকারী প্রমাণিত হয় তবে তার পেছনে ঈদের নামায সহীহ হলেও মাকরূহে তাহরীমী। কমিটি ও নামাযীদের কর্তব্য হলো, একজন মুত্তাকী-পরহেজগার ইমাম নিয়োগ দেওয়া। (১৭/৫০৮/৭১৪০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (وفاسق وأعمى) (قوله فاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك، وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا.

📖 المحيط البرهاني (دارالكتب العلمية) ١ /٤٦٣ : اما الفاسق فتجوز الصلاة خلفه لقوله عليه السلام صلوا خلف كل بر فاجر لان الصحابة والتابعين مم يمتعون عن الجمعة خلف الحجاج مع انه كان افسق اهل زمانه ولكن مع هذ يكره تقديمه مما فيه من تقليل الجماعة فقل مارغب الناس فى الاقتداء مع هذا يكره۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴ /۳۷۱ : مراہقہ اور بالغہ لڑکیوں کو بلا حجاب پڑھانا درست نہیں، پردہ کا اہتمام ہو اور خلوت نہ ہو تو گنجائش ہے، مگر خلاف احتیاط ہے، لہذا محرم یا عورت ہی سے پڑھایا جائے، مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی احتیاط نہ کرے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں۔

বেপর্দা ঝাড়-ফুঁককারী ফাসেক

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি বেগানা মহিলাদের পর্দাহীনভাবে সরাসরি ঝাড়-ফুঁক করে এবং তাবিজ দিয়ে টাকা নেয়। তার ইমামতি বা তার পেছনে নামায জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তি পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে বেগানা মহিলাদেরকে ঝাড়-ফুঁক করে থাকে, শরীয়তের দৃষ্টিতে সে ফাসেক। তাওবা না করা পর্যন্ত তার পেছনে লোকদের ইক্তিদা জায়েয নেই। এতদসত্ত্বেও তার পেছনে নামায পড়লে তা সহীহ বলে গণ্য হবে। বরং একাকী নামায পড়ার চেয়ে এ ধরনের ইমামের পেছনে ইক্তিদা করা উত্তম। উল্লেখ্য, সঠিক পন্থায় তাবিজ দিয়ে টাকা নেওয়া বৈধ। (১৭/২২৯/৭০০৯)

Scanned by CamScanner

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۵ /۴۴ : الجواب-اگر نامحرم عورتوں کو بے پردہ سامنے لاتا ہے یا سفلی عملیات کرتا ہے یا ناجائز ادعیہ و منتر پڑھتا ہے جس میں غیر اللہ سے استمداد یادہائی ہو یا جو سوالات یا جوابات عند الشرع خلاف یا غلط ہوں اس کے باوجود اعتقاد رکھتے ہوں تو یہ سب امور ناجائز و حرام ہیں بلکہ شرک و کفر تک پہنچ سکتے ہیں اگر امام مذکور ان سب امور سے تائب ہو کر باز نہ آئے تو اس کو امامت سے معزول کر کے دوسرا دیندار امامت کا اہل شخص امام مقرر کرنا چاہئیے۔

সহশিক্ষাদানকারীকে খতীব ইমাম বানানো

প্রশ্ন : সহশিক্ষা আছে এমন প্রতিষ্ঠানে যেমন স্কুল, কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসায় বয়স্ক ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে ক্লাসে পড়াশোনা করে তার মধ্যে কিছু কিছু মেয়েরা মুখ বের করা বোরকা পরিধান করে আসে এবং অনেক মেয়েরা বোরকা ছাড়াই আসে, শিক্ষক সরাসরি ক্লাসে শিক্ষা দান করেন। এমন প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত কোনো ব্যক্তি ইমাম বা খতীব পদে থাকার যোগ্য কি না?

উত্তর : পর্দা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রশ্নের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণে এমন ব্যক্তিকে ইমাম ও খতীব বানানো বৈধ নয়। হ্যাঁ, তা থেকে ফিরে এসে খালেস তাওবা করলে ইমাম বানাতে আপত্তি নেই। (১৫/৯৭২/৬৩০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٦٠–٥٦١ : (ويكره) تنزيها (إمامة عبد) ... ... (وأعرابي) ومثله تركمان وأكراد وعامي (وفاسق وأعمى)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٣٦١ : بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد، فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل الاستثناء على غير الفاسق، والله أعلم.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴ /۳۷۱ : مراہقہ اور بالغہ لڑکیوں کو بلا حجاب پڑھانا درست نہیں، پردہ کا اہتمام ہو اور خلوت نہ ہو تو گنجائش ہے، مگر خلاف احتیاط ہے، لھذا

Scanned by CamScanner

محرم یا عورت ہی سے پڑھایا جائے، مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی احتیاط نہ کرے تو ایسے
امام کے پیچھے نماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں۔

গার্লস স্কুলে চাকরিরত ব্যক্তি ইমাম হতে পারেন না

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদের ইমামে সাহেব পর্দাবিহীন অবস্থায় গার্লস স্কুলের শিক্ষকতা করেন। তিনি মসজিদের ইমামতির খিদমত নেওয়ার পূর্বে মসজিদ কমিটির নিকট উক্ত চাকরির ব্যাপারে বলেন যে তিনি গার্লস স্কুলের চাকরি পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত ইমাম চাকরি থেকে সরে আসেননি। অধিকন্তু তাঁর পেছনে নামায পড়তে মুসল্লিদের মাঝে দ্বিধা-বিভক্তি দেখা দিয়েছে। অতএব উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে এলাকার মুসল্লিদের মাঝে এই দ্বিধা দূর করবেন বলে আশা রাখি।

উত্তর : যারা বালেগ মহিলাদের পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে পড়ায় তারা শরীয়তের পরিভাষায় ফাসেক বলে গণ্য হবে। আর ফাসেককে ইমাম বানানো ফিকাহবিদদের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী জায়েয নেই, বরং তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। তাই উক্ত ইমাম গার্লস স্কুলের চাকরিরত অবস্থায় তাঁকে ইমাম হিসেবে রাখা জায়েয হবে না, বরং তাঁর স্থানে একজন যোগ্য মুত্তাকী ইমাম নিয়োগ দেওয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। (১৪/১৫৫)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١/ ٤٤ : وكذا الاقتداء بمن كان معروفا باكل الربا والفسق مروى ذلك عن ابى حنيفة وابويوسف رحمهما الله تعالى لاينبغى للقوم ان يؤمهم صاحب خصومة فى الدين -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٦٠ : (قوله فاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك، وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ / ۳۲۰ : بے پردہ عورتوں کو بالمشافہہ پڑھانے والا فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کو امام وخطیب بنانا جائز نہیں.

Scanned by CamScanner

ফাসেকের পেছনে নামায পড়া ও আদায়কৃত নামাযের হুকুম

প্রশ্ন :

(১) জনাব, বারিধারা ১ নং সড়কে অবস্থিত জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে কিছুদিন পূর্বে আনুমানিক সকাল ১১টায় ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ১১-১৪ বছরের প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রী স্কুলের ৪-৫ শিক্ষিকাসহ স্কুলের নির্ধারিত ইউনিফর্মে শরয়ী পর্দাবিহীন অবস্থায় মূল মসজিদের ভেতরে যেখানে নামাযের মূল জামাআত অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে মসজিদের প্রধান ইমাম সাহেব প্রায় দুই ঘন্টা ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের একত্রে বসিয়ে বয়ান করেন এবং এ ছাড়া বিভিন্ন সময় মসজিদের ভেতর- বাইরে বিভিন্ন সামাজিক অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যথা বিয়ে, কুলখানি ও দু'আর মাহফিলে উপস্থিত হয়ে পুরুষ এবং পর্দাবিহীন মহিলাদের মাঝে দু'আ, বয়ান ও বিয়ে পড়িয়ে থাকেন। জানার বিষয় হলো, বর্ণিত প্রেক্ষাপটে প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষিকাদেরকে মূল মসজিদের অভ্যন্তরে একত্রে বসিয়ে বয়ান করা জায়েয কি না? এবং নামায পড়ানোর মতো একাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও উক্ত মসজিদের প্রধান ইমাম হিসেবে শরীয়তের বিধান বারবার লঙ্ঘন করার দায়ে তাঁর ইমামতিতে নামায পড়ার হুকুম কী? এ ব্যাপারে আমাদেরকে শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালা দিয়ে বাধিত করবেন।

(২) উপরোক্ত বিষয়ে কোরআন-হাদীসের আলোকে শরীয়তের সমাধান (অনুলিপি সংযুক্ত) প্রধান ইমাম সাহেবকে হস্তান্তর করার পর তিনি কয়েক দিন নামায পড়ানো থেকে বিরত থাকেন। হঠাৎ ২৫ মে ২০১২ ইং জুমু'আর দিন তিনি স্বেচ্ছাচারিতাবশত শরীয়তের রায় উপেক্ষা করে বেশ কিছু মুসল্লিকে প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও নামায পড়ান। এ জন্য সংগত কারণে বেশ কিছু মুসল্লি প্রধান ইমাম সাহেবের পেছনে নামায আদায়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং জুমু'আর নামায অন্যত্র আদায় করেন। অতএব আমাদের জানার বিষয় হলো এই যে উক্ত মসজিদে নামায পড়ানোর মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও শরীয়তের হুকুম পালন না করে বরং শরীয়তের বিধান বারবার লঙ্ঘন করার দায়ে অভিযুক্ত উক্ত প্রধান ইমামের পেছনে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হয়েছে কি? এবং একজন আলেম হিসেবে শরীয়তের ফয়সালা উপেক্ষা করার বিধান কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর :

(১) উল্লিখিত বর্ণনাগুলো যদি সঠিক হয় এবং বারবার এ ধরনের কাজ করা প্রমাণিত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব প্রকাশ্যে তাওবা না করা পর্যন্ত তার ইমামতিতে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। তবে অনুতপ্ত হয়ে এ ধরনের ঘৃণিত

Scanned by CamScanner

কাজ আগামীতে না করার প্রতিজ্ঞা করলে উক্ত ইমামের পেছনে যেকোনো নামায পড়তে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই।

(২) উক্ত ইমাম সাহেব প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক বলে বিশ্বাস করার পর অনুতপ্ত না হয়ে বরং মুসল্লিদের বাধা অমান্য করে জুমু'আর নামায পড়ানো শরীয়তের দৃষ্টিতে নামায আদায় হলেও অনুচিত কাজ করেছে। এ ধরনের ইমামকে বাদ দিয়ে একজন মুত্তাকী-পরহেজগার ইমামতির উপযুক্ত কাউকে নিয়োগ দেওয়া মসজিদ কমিটি ও নামাযীদের দায়িত্ব। (১৯/১৪৬/৮০৬৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك.

📖 وفيه أيضا ١ /٥٦٠ : وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ /٣٠٤ : لو صلى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب الجماعة، لكن لا يحرز ثواب المصلي خلف تقي.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص ٣٦٢ : جواب- جس شخص کے یہاں پردہ شرعی نہ ہووے اس کی امامت درست نہیں۔

বেপর্দা তাবিজ বিক্রেতার ইমামতির হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব টাকার বিনিময়ে তাবিজ দেন, গায়রে মাহরাম মেয়েলোকের সাথে বেপর্দা সামনে বসিয়ে রেখে তাবিজের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাবিজ দেওয়ার জন্য এস্তেখারার নামে ৩০ টাকা করে নেন। প্রশ্ন হলো : ইমাম সাহেবের ওই কাজগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না? এই ইমাম সাহেবের পেছনে নামায পড়া সহীহ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সমস্ত মহিলার সঙ্গে দেখা করা জায়েয, তাদের ব্যতীত অন্য মহিলাদের সঙ্গে পর্দাবিহীন দেখা-সাক্ষাৎ করা ও কথাবার্তা বলা শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া সমপূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। ওই ব্যক্তি ফাসেক বলে বিবেচিত হওয়ায় প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের জন্য এ-জাতীয় কর্মকাণ্ড পরিহার করে কৃতকর্মের জন্য খালেস তাওবা করা অপরিহার্য, অন্যথায় তাঁর পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। (১৬/৩০৩/৬৫৪২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٩ : وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال -

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢ / ١٤١٩ (٤٢٥٠) : عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب، كمن لا ذنب له» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /١٥٧ : ولأن الإمامة أمانة عظيمة فلا يتحملها الفاسق؛ لأنه لا يؤدي الأمانة على وجهها -

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو) ٢/ ٣٨٢ : اجنبیہ عورت کے ساتھ اس قدر میل جول رکھنے والا شخص قابل امامت نہیں۔

দাইয়্যূছের ইমামতের হুকুম

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেব তাঁর মেয়েদেরকে প্রচলিত স্কুল কলেজে লেখাপড়া করান, বেপর্দা স্কুলে-কলেজে যায়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। এই ইমাম সাহেবের পরিবারে হারাম কাজ হয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত ইমাম সাহেবের পেছনে নামায পড়া কতটুকু সহীহ হবে?

উত্তর : ফরয আমলসমূহের মধ্যে পর্দার বিধান অন্যতম, যা সকল প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য গুরুত্ব সহকারে পালন করা অপরিহার্য। এতে বিনা প্রয়োজনে শৈথিল্যের কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই। বিশষত একজন আলেম তথা ইমাম সাহেবের জন্য তা পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে সাধারণ মানুষের জন্য নিজেদের উপযুক্ত

Scanned by CamScanner

মেয়েদেরকে বেপর্দা স্কুল-কলেজে পড়ানোর অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। একজন ইমাম হয়ে এ কাজ করা কত বড় গোনাহ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব যদি উক্ত গোনাহের কাজ থেকে তাওবা করে সংশোধন না হন তাহলে তাঁর মধ্যে ইমামতের গুণাবলি নেই মনে করতে হবে। তাই এ ধরনের ইমামের পেছনে তাঁর মতো নামাযী নামায পড়লেও কোনো পর্দাকারী নামাযী ওই ইমামের তাওবা না করা পর্যন্ত কোনো মুত্তাকী-খোদাভীরু ইমামের পেছনে নামায পড়তে চেষ্টা করবে। (১৪/৬৯৫/৫৭৮৭)

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائي) ص ٢٨ : وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ /۳۵۵ : الجواب- جتنا پردہ فرض وواجب ہے اس کے ترک سے گناہ اور اس میں بے پروائی کرنے سے امامت میں کراہت ہے ورنہ نہیں۔

যার স্ত্রী স্কুলশিক্ষিকা সে ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়

প্রশ্ন : আমাদের হাজীনগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের স্ত্রী সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এমতাবস্থায় মুসল্লিগণ নানা কথা বলছে–এই ইমামের পেছনে নামায হয় কি না। এ অবস্থায় আমাদের মসজিদ কমিটিকে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার অনুরোধ রইল।

উত্তর : মসজিদের ইমাম মুসলিম জাতির আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। মুসলমানের নামাযসহ বহু ইবাদত-বন্দেগী ইমামের অনুসরণ, অনুকরণ ও ইক্তিদার মাধ্যমে পালিত হয়। সুতরাং ইমাম সাহেব আল্লাহভীরু, মুত্তাকী, পরহেজগার, দ্বীনদার সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী হওয়া এবং শরীয়তবিরোধী সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত থাকা অতীব জরুরি। যে ইমাম নিজের স্ত্রীকে পর্দার মতো ফরয বিধান পালনে সক্ষম হয় না এবং বেপর্দা হতে বারণ করার জন্য সাধ্যমতে ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, এমন ইমাম শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক। অবিলম্বে এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে তার বিরত থাকা এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করে কৃত গোনাহ মাফ চেয়ে নেওয়া জরুরি। অন্যথায় মসজিদ কমিটির দায়িত্ব এ ধরনের ইমামকে অব্যাহতি প্রদান করে তার জায়গায় দ্বীনদার, পরহেজগার ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে সকল নামাযীর নামায সঠিকভাবে আদায় করার সুযোগ করে দেওয়া। (১৩/৫৩৪/৫৩৪৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (قوله فاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب

Scanned by CamScanner

الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك، وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۲۸۹-۲۸۸ : ... جس شخص کے ہاں شرعی پردہ کا اہتمام نہ ہو وہ فاسق ہے، اس کو امام بنانا جائز نہیں، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، البتہ جسے بیوی کو پردہ کرانے پر قدرت نہ ہو اس کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (جامعہ دار العلوم حقانیہ) ۳ /۱۵۵ : الجواب- اگر باوجود قدرت ہونے کے اپنے گھر کی عورتوں کو حجاب پر مجبور نہ کرے اور اس کی عورتیں بے پردگی سے گھومتی پھرتی رہیں اور موصوف باوجود علم اور قدرت کے کوئی قدم نہیں اٹھاتا تو یہ شخص دیوث اور فاسق کے حکم میں ہو کر اس کی اقتداء مکروہ تحریمی ہے۔

অযোগ্য ও নগ্ন ছবি দর্শনকারীর ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের কিরাত শুদ্ধ নেই বলে স্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও কারী সাহেবগণ দীর্ঘদিন যাবৎ জোর আপত্তি জানিয়ে আসছেন। তাঁরা বলছেন যে উক্ত ইমামের পেছনে বিশুদ্ধ কিরাত পাঠকারী কেউ ইক্তিদা করলে সকলের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি সরকারি মাদ্রাসায় পড়েছেন, বর্তমান হাই স্কুল শিক্ষিক, পর্দাহীন যুবতীদের শিক্ষা দিয়ে চলছেন,
টিভিও দেখেন, নগ্ন ছবিওয়ালা পত্রিকা মসজিদে বসে পড়েন, জামায়াতে ইসলামীর সহায়তায় ইমামতি দখল করে আছেন। এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটির দায়িত্ব ও তাঁর পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অভিযোগগুলো যদি বাস্তব হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহে তাহরীমী। এ ধরনের ইমামকে যাঁরা নিয়োগ দিয়ে রেখেছেন তাঁরা এগুলো জেনেশুনে যদি রেখে থাকেন তাহলে নিয়োগদাতারাই গোনাহগার হবেন। নিয়োগদাতাদের দায়িত্ব হলো, যেকোনোভাবেই হোক এ ধরনের ইমাম থেকে মসজিদকে মুক্ত রাখা। (১৬/৪৬৫/৬৬১১)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد

Scanned by CamScanner

وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال .

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۳۹۹ : جب امام کے افعال کا ان احکام کے خلاف ہونا ثابت ہوگیا اور صاحب قدرت کو بالعمل روکنا واجب ہے جیسا نصوص میں تصریح ہے اور متولیان مسجد صاحب قدرت ہیں لھذا ان پر واجب ہے کہ ان منکرات کا انسداد کریں۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳/ ۲۸۸- ۲۸۹ :الجواب۔جس شخص کے ہاں شرعی پردہ کا اہتمام نہ ہو وہ فاسق ہے،اس کو امام بنانا جائز نہیں،اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، البتہ جسے بیوی کو پردہ کرانے پر قدرت نہ ہو اس کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔

স্ত্রীর প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্টকারীর ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার ইমাম সাহেব স্বীয় স্ত্রীর সন্তান প্রজনন ক্ষমতা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ ইমাম সাহেবের কোনো ধরনের শরয়ী ওজর নেই। এমতাবস্থায় আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত ইমাম সাহেবকে ইমামতি পদে বহাল রাখা বৈধ হবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া স্ত্রীকে স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করানো কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত, আর কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত। আর ফাসেকের পেছনে মুমিন ব্যক্তিদের নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। তাই ফাসেককে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা বৈধ নয়। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব শরয়ী ওজরের ভিত্তিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, না বিনা ওজরে করেছেন তা ইমাম সাহেবের পক্ষ হতে বক্তব্য আসার পরই নির্ধারণ করা সম্ভব। তাই এর পূর্বে উক্ত ইমাম সাহেবের ইমামত সম্পর্কে কোনো হুকুম দেওয়া সমীচীন হবে না। (১৫/৬০৬/৬১৫৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٤٢٩ : ويكره أن تسقى لإسقاط حملها ... وجاز لعذر حيث لا يتصور (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام

Scanned by CamScanner

الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (ويكره) تنزيها (إمامة عبد) ... (قوله وأعرابي)... (وفاسق وأعمى) (قوله فاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٨/ ١٩٦ : منصوبہ بندی قلت رزق کے خوف سے بہر صورت حرام ہے البتہ اگر یہ نظریہ نہ ہو بلکہ عورت کی صحت یا بچوں کی تربیت پیش نظر ہو تو پلاسٹک کی تھیلی یا ادویہ کا استعمال جائز ہے، بچہ دانی نکال دینا یا مرد کا اپریشن کر کے اسے ہمیشہ کے لئے بے کار بنا دینا جائز نہیں۔

স্ত্রীকে মহিলা মাদ্রাসায় রাখেন এমন ব্যক্তির ইমামত

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে এক মহিলা মাদ্রাসায় চাকরি করান এবং চাকরির সুবাদে তাঁর স্ত্রী সে মাদ্রাসাতেই থাকেন, যদিও মসজিদের পক্ষ থেকে ইমাম সাহেবের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার রয়েছে। কিন্তু সেখানে তিনি একাই থাকেন আর স্ত্রী মাঝে মাঝে আসেন। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেব তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে চাকরি করানো এবং চাকরিস্থলে তাঁকে রাত্রি যাপন করানোর কারণে তাঁর ইমামতির কোনো অসুবিধা হবে কি না? এবং এই ইমামকে পরিবর্তন করা মসজিদ কমিটির দায়িত্ব কি না?

উত্তর : বর্তমানে প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসা যেখানে আবাসিক বা হোস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে, মাহরাম ব্যতীত রাত্রি যাপন করার যে পদ্ধতি চালু হয়েছে তা শরীয়ত সমর্থিত নয় বরং সাওয়াবের তুলনায় গোনাহের আশঙ্কা বেশি। তাই ইমাম সাহেবের জন্য তাঁর স্ত্রীকে মাদ্রাসায় মাহরাম ব্যতীত একাকী রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে দেওয়া শরীয়ত সমর্থিত না হওয়ায় তা পরিহার করা জরুরি। (১৫/২৮৬/৬০৪২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان -

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ /٣٥٨ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸/ ۵۹ : احکام شریعت کے علم اور ان پر عمل کرنے میں تصلب وپختگی کی تحصیل کی غرض سے کسی ایسے مدرستہ البنات میں پڑھنا جائز ہے جس میں شرائط ذیل کی پابندی کا اہتمام ہو: ... ... مدرسہ میں کوئی محرم چھوڑ کر آئے اور واپسی پر بھی کوئی محرم مرد ساتھ لائے۔ موجودہ جامعات البنات میں شرائط مذکورہ مفقود ہیں، علاوہ ازیں ان جامعات کی تعلیم میں مندرجہ ذیل فسادات بھی ہیں:

۱۔ جامعات تک آمد ورفت کے لئے گھر سے روزانہ خروج ودخول اور جامعہ میں دخول وخروج کے اوقات اور آمد ورفت کا راستہ متعین ہونے کی وجہ سے بدمعاش لوگ تعاقب کرتے ہیں۔... ...

۲۔ گھر سنبھالنے کی صلاحیت سے محرومی۔

۳۔ گھریلو کام کاج کو اپنی شان کے خلاف سمجھنا

۴۔ گھریلو کاموں کے لئے ملازمہ رکھتی ہیں جو فاسقات ہوتی ہیں اور دین، جان، عزت اور مال کے لئے مہلکات ثابت ہو رہی ہیں... ...

অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে সহীহ তেলাওয়াতকারীর বাহ্যিক ইক্তিদা

প্রশ্ন : ইমামের কিরাত অশুদ্ধ হলেও বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী উক্ত ইমামের পেছনে ইক্তিদা না করলে সামাজিক সমালোচনার বা কোনো ফিতনার আশঙ্কা আছে। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ তেলাওয়াত বাহ্যিকভাবে রুকু-সিজদা ইমামের সাথে সাথে আদায় করে, মূলত সে মুনফারিদ। প্রশ্ন হলো, তার জন্য মুনফারিদদের ন্যায় নিয়্যাত করে চুপে চুপে কিরাত পড়ে নামায আদায় করা সহীহ হবে কি না?

সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ওজরের কারণে যদি ইমামতি করতে না পারে তাহলে অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পেছনে ইক্তিদা করতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইমামের কিরাত নামায ফাসেদ হওয়ার মতো অশুদ্ধ না হলে এমতাবস্থায় সহীহ পড়নেওয়ালা তার ইক্তিদা করবে। নামায ফাসেদ হওয়ার মতো ভুল পড়লেও ফিতনার আশঙ্কা থাকা অবস্থায় ইক্তিদা করবে। তবে দ্বিতীয়বার একা নামায পড়ে নেবে। তবে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। (১০/৭৫৮/৩৩২৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٢ : وفي النهر عن المحيط: صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٢ : أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد، لكن لا ينال كما ينال خلف تقي.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٤٩ : (قوله للضرورة) هي دفع الفتنة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع».

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٣ / ٢٧٢ : امامت کے لئے افضل اعلم واقرأ وغیرہ حسب تفصیل فقہاء ہے اور جو شخص نماز میں قراءت میں ایسی غلطی کرے جو مفسد صلوۃ ہے تو نماز صحیح نہ ہوگی اور اگر وہ غلطی مفسد صلوۃ نہیں ہے تو نماز صحیح ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ غلط خواں کو امام نہ بنایا جاوے کیونکہ ممکن ہے اس سے کوئی غلط مفسد صلوۃ واقع ہو جاوے.

নিরুপায় হলে অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা

প্রশ্ন : জনাব, আমরা তাবলীগী অনেক সময় এমন মসজিদে যেতে হয়, যেখানে ইমাম সাহেব লাহনে জলীর সাথে কিরাত পড়েন, অথচ তাঁর পেছনের মুক্তাদী শুদ্ধ কিরাত পড়তে পারেন, কিন্তু ওই মুক্তাদী মুসাফির। এমতাবস্থায় শুধু কি ওই কারী মুক্তাদীর নামায ভঙ্গ হবে? না সকল মুসল্লির? তাবলীগ জামাআতের সাথীরা কী করবে? যদি দ্বিতীয়বার জামাআত করে তাহলে ফিতনা হতে পারে, আর যদি একাকী পড়ে তাহলে তাকবীরে উলার ফজীলত পাচ্ছে না, এখন কী করণীয়? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ইমাম সাহেব নামাযে কিরাত অশুদ্ধ পড়লে অবশ্যই গোনাহগার হবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড় গোনাহ আর কোনো ক্ষেত্রে ছোট গোনাহ। কিন্তু কিরাত অশুদ্ধ পড়ার কারণে ফিকাহবিদদের মতানৈক্যের দরুন নামায নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, বরং

Scanned by CamScanner

এ ক্ষেত্রে ফিকাহবিদগণ অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই ইমাম সাহেবের কিরাতে লাহনে জলীর দ্বারা নামায নষ্ট হওয়ার ফাতওয়া ঢালাওভাবে দেওয়া যায় না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় এ ধরনের ইমামের পেছনে ইক্তিদা করতে পারবে। তবে যদি কোনো ইমামের কিরাত বেশি অশুদ্ধ হওয়ার কারণে নামায ফাসেদ হয়ে যায় বলে কোনো আলেম, কারী মুক্তাদী মনে করে, তাহলে সে পুনরায় একাকী নামায দোহরিয়ে নেবে। (৭/৭৪৩/১৮০৮)

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۱ /۴۰۶ : الجواب- چونکہ ابتلاء کے سبب بعض علماء ایسی اقتداء کو صحیح بتلاتے ہیں پس بناء بر احتمال صحت تخلف عن الجماعت محل وعید ہے اور بعض غیر صحیح بتلاتے ہیں اس بناء پر عدم صحت صلوۃ محل وعید ہے پس جمعا بین الادلۃ احتیاط یہ ہے کہ جماعت سے تقاعد نہ کرے اور بعد میں اپنی نماز کا اعادہ کرلے.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ۱ /۵۱۴ : غلط خواں امام کے پیچھے صحیح قرآن پڑھنے والے کی نماز بعض صورتوں میں فاسد ہوجاتی ہے اسی لئے بہتر تو یہ ہے کہ اگر فساد نہ ہو تو غلط خواں امام کو امامت سے الگ کرکے صحیح خواں امام مقرر کیا جائے۔

ফিতনার ভয়ে অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর ইক্তিদা

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেব অশুদ্ধ কিরাত পড়েন। মহল্লাবাসীর কেউ কেউ মসজিদ কমিটিকে এ বিষয়টি জানালে তারা এর সমাধান দেয় যে ভালো ইমাম পাব কোথায়, আর পাইলেই কয়েক দিন পর চলে যায়। অতএব তোমরা এ ইমামের পেছনেই নামায পড়ো। যেহেতু তোমরা সব সময় বাড়িতে থাক না তাই তোমরা এ ব্যাপারে ঝামেলা করো না। অন্যদিকে আমাদেরকে অন্য মসজিদে নামায পড়তে দেয় না। একবার অন্য মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করলে মহল্লার মধ্যে বিরাট ফিতনা হয়ে দাঁড়ায়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, যদি এই পরিস্থিতে উক্ত ইমামের পেছনে নামায আদায় করি আর কিরাত বাস্তবেই ভুল হয় তাহলে কি আমাদের নামায শুদ্ধ হবে? আর যদি শুদ্ধ না-ই হয়, তাহলে আমরা নিয়্যাত ছাড়া নামাযীর মতো ইমামের পেছনে শরীক থাকব। এ পরিস্থিতে আমারা কিভাবে নামায আদায় করব? এবং জুমু'আর নামায কিভাবে আদায় করব? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : যেকোনো ভুলের কারণে নামায নষ্ট হয় না। সুতরাং ইমাম সাহেবের কিরাত যদি নামায নষ্ট হওয়ার মতো ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত ইমামের পেছনে বিশুদ্ধ কিরাতের অধিকারী ব্যক্তি নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। যদিও এ ধরনের ভুলের

Scanned by CamScanner

কারণে ইমাম সাহেব গোনাহগার হবেন। আর যদি এমন ভুল হয়, যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে নামায নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিশুদ্ধ কিরাতের অধিকারী ব্যক্তি ইক্তিদা করার দ্বারা ইমাম-মুক্তাদী সকলের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী ব্যক্তি উক্ত ইমাম সাহেবের পেছনে নামায না পড়ে অন্য মসজিদে নামায পড়ে নেবে। অবশ্য এতে খেয়াল রাখতে হবে যেন এলাকায় ফিতনা না হয় এবং এর জন্য হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যদি সম্ভব হয় ইমাম সাহেবের সাথে আলাপ করে তাঁর কিরাত শুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবে, অন্যথায় উক্ত ইমামের পরিবর্তে বিশুদ্ধ কিরাতের অধিকারী ইমাম নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। (১১/৯৪৬/৩৭০৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٩٢ : (وإذا اقتدى أمي وقارئ بأمي) تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ سواء علم به أو لا نواه أو لا على المذهب

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷/ ۱۵۷ : اگر ایسی غلطی کی جس سے معنی میں تغیر فاحش ہوگیا اور کسی قاعدہ عربیہ سے معنی کی تصحیح نہیں ہو سکتی تو نماز فاسد ہو گئی، اعادہ لازم ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱ / ۵۱۴ : غلط خواں امام کے پیچھے صحیح قرآن پڑھنے والے کی نماز بعض صورتوں میں فاسد ہو جاتی ہے اس لئے بہتر تو یہ کہ اگر فساد نہ ہو تو غلط خواں امام کو امامت سے الگ کر کے صحیح خواں امام مقرر کیا جائے، اگر اس میں فتنہ کا احتمال ہو تو صحیح قرآن پڑھنے والے غلط خواں کی اقتداء نہ کریں بلکہ مسجد محلہ کو چھوڑ کر کسی صحیح خواں امام کی اقتداء کریں۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۳/ ۱۴۳ : اس شخص کی امامت جائز نہیں ہے، باوجود موجود ہونے اقرأ و صحیح خواں کے۔اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے نہ اس کی نماز ہوتی ہے۔اور نہ مقتدیوں کی۔

বিকল্প কেউ না থাকলে ফাসেকের পেছনে নামায পড়বে

প্রশ্ন : যাঁরা সরকারি মাদ্রাসায় কিংবা মহিলা কলেজে চাকরি করেন তাঁদের পাঁচ ওয়াক্ত, জুমু'আ, ঈদ ও জানাযার ইমামতি করা বৈধ কি না? যদি কোথাও এমন ব্যক্তি ছাড়া উত্তম কাউকে পাওয়া না যায়, তাহলে কী করা হবে?

উত্তর : বালেগা বেগানা মহিলাদের পর্দা ছাড়া পাঠ দানকারী ফাসেক। আর ফাসেকের ইমামতি সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয হবে। তবে এর চেয়ে উত্তম ইমাম না পাওয়া গেলে তাঁর পেছনে নামায পড়ে নেবে। (১৮/৪৩১/৭৬৫৭)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ :وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۳۲۰ : بے پردہ عورتوں کو بالمشافہہ پڑھانے والا فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کو امام وخطیب بنانا جائز نہیں

তাওবাকারী ইমামতের যোগ্য

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের প্রধান ইমাম সাহেব, দ্বিতীয় ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদের ভেতরে পৃথক পৃথক স্থানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে কোরআন-হাদীসের আলোকে মসজিদের গুরুত্ব ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ে নসীহতমূলক কিছু কথা, কিরাত, আযান পেশ করেন। উল্লেখ্য, প্রধান ইমাম সাহেব পরবর্তীতে উক্ত বিষয়টি তাকওয়ার খেলাফ মনে হওয়ায় তিনি তাওবা ও ইস্তেগফার করেন। এমতাবস্থায় আমাদের জানার বিষয় হলো, শরয়ী পর্দাহীন শালীন পোশাক পরা নারী এবং পুরুষ যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই মজলিসে উপস্থিত থাকেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে কোনো ইমাম বয়ান বা দু'আ করেন এবং পরবর্তীতে তাওবা-ইস্তেগফার করেন তাহলে এরূপ ইমামের পেছনে নামায পড়া দোষণীয় হবে কি না? এরূপ ইমাম কি ইমামতির যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবেন?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব যদি আপন কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয়ে খালেস তাওবা করে নেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন তাহলে তাঁর পেছনে নামায পড়া দোষণীয় হবে না। বরং তাওবা করার কারণে তাঁকে নির্দোষ ধরা হবে এবং ইমামতির পদে তাঁকে বহাল রাখা যাবে। (১৯/৭৮/৮০৩২)

📖 سورة آل عمران الآية ١٣٥ : وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴ /۳۷۱ : مراہقہ اور بالغہ لڑکیوں کو بلا حجاب پڑھانا درست نہیں، پردہ کا اہتمام ہو اور خلوت نہ ہو تو گنجائش ہے، مگر خلاف احتیاط ہے، لھذا محرم یا عورت ہی سے پڑھایا جائے، مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی احتیاط نہ کرے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں۔

জঘন্য ভুল তেলাওয়াতকারীর পেছনে ইক্তিদা

প্রশ্ন : কোনো কোনো মসজিদের ইমামের কিরাত মোটেই শুদ্ধ নয়, এমনকি مايجوز به الصلاة এর পর্যায়েরও নয়। এ ধরনের মসজিদের জামাআতে শরীক হব কি না? যেমন, একজন ইমাম সূরা ফাতেহা পড়লেন, اهدنا الصراط المسطقيم، ولا الظاليم আবার সূরায়ে কুরাঈশ পড়তে গিয়ে পড়লেন لِلَفْفِمْ ، اِلَفْفِمْ قُرَيْش এমন অনেক ভুল হওয়ায় আমি অনেক সময় একাই বা কখনো কখনো জামাআতের সবাইকে নিয়ে নামায দোহরিয়ে থাকি। এর বিধান কী?

উত্তর : ওই ইমামের পেছনে জামাআতের সাথে নামায আদায় করে পুনরায় একাকী পড়ে নেবে। কিন্তু যারা ইমামের মতো কিরাত অশুদ্ধ পড়ে তাদের পুনরায় পড়তে হবে না। (৩/১০৪/৪৯২)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۴۰۲ : الجواب- چونکہ ابتلاء کے سبب بعض علماء ایسی اقتداء صحیح بتلاتے ہیں پس بنابر احتمال صحت تخلف عن الجماعت محل وعید ہے، اور بعض غیر صحیح بتلاتے ہیں اس بناء پر عدم صحت صلاۃ محل وعید ہے پس جمعا بین الادلۃ احتیاط یہ ہے کہ جماعت سے تقاعد نہ کرے اور بعد میں اپنی نماز کا اعادہ کر لے۔

Scanned by CamScanner

باب السهو فى الصلاة

পরিচ্ছেদ : নামাযে ভুলক্রটি

সাহু সিজদা কেন, কখন ও কিভাবে করতে হয়

প্রশ্ন : সাহু সিজদা কী? কী হলে করতে হয়? কখন করতে হয়? কিভাবে করতে হয়?

উত্তর : নামাযে কিছু বিষয় আছে, যা ভুলক্রমে হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে নামায শেষে দুটি অতিরিক্ত সিজদা আদায় করতে হয়, এ সিজদাকে সাহু সিজদা বলে। শরয়ী দৃষ্টিকোণে এটি ওয়াজিব। যেমন নামাযের কোনো ফরয ভুলক্রমে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে আদায় করা, এক ফরয ডাবল আদায় করা, নামাযের কোনো ওয়াজিব ছুটে যাওয়া বা তা আদায়কালে কোনো পরিবর্তন অথবা বিলম্ব করা ইত্যাদি। এই সিজদা নামাযের শেষে আদায় করার পদ্ধতি হলো, শেষ রাক'আতে তাশাহহুদ পড়ে শুধু ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলে যথারীতি দুটি সিজদা আদায় করবে। এরপর বসে পুনরায় তাশাহহুদ, দরূদ শরীফ ও দু'আ পাঠ করে দুই সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করবে। (১৮/৯৩৮/৭৯০৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ١٨٣ (٧١٥) : عن أبي هريرة، قال: " صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين "-

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٢/ ١٨٧ (٣٩٥) : عن عمران بن حصين، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤٤٦ (١٠٣٨) : عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» -

📖 المبسوط للسرخسى (دار المعرفة) ١ /٢١٨ : إذا سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد. ووجهه أنه جبر لنقصان العبادة فكان واجبا كدماء الجبر في باب الحج، وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال

Scanned by CamScanner

واجب وصفة الكمال لا تحصل إلا بجبر النقصان ... ... ثم يسجد للسهو بعد السلام-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٦٤ : فسبب وجوبه ترك الواجب الأصلي في الصلاة، أو تغييره أو تغيير فرض منها عن محله الأصلي ساهيا؛ لأن كل ذلك يوجب نقصانا في الصلاة فيجب جبره بالسجود، ويخرج على هذا الأصل مسائل، وجملة الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو أما إن كان من الأفعال، وأما إن كان من الأذكار، إذ الصلاة أفعال وأذكار، فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام أو قام في موضع القعود سجد للسهو لوجود تغيير الفرض، وهو تأخير القيام عن وقته، أو تقديمه على وقته مع ترك الواجب، وهو القعدة الأولى.

সব ভুলের কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না

প্রশ্ন : অনেকে নামাযে মুস্তাহাব-সুন্নাত পর্যায়ের কোনো কাজ তরক হলেই বা যেকোনো একটি ভুল হলেই সিজদায়ে সাহু দিয়ে থাকে। জানার বিষয় হলো, সিজদায়ে সাহুর হুকুম কী এবং নামাযে কোন ধরনের ভুলের দরুন সিজদায়ে সাহু দিতে হয় এবং উল্লিখিত সুরতে নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : নামাযের মধ্যে কোনো ওয়াজিব আমল অনিচ্ছাকৃত ভুলে ছুটে গেলে, বিলম্ব বা পরিবর্তন হয়ে গেলে অথবা নামাযের কোনো রুকন বিলম্ব বা আগে-পরে করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। সুন্নাত-মুস্তাহাব তরক হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। (১৮/৯৬২/৭৯৬৯)

📖 ملتقى الأبحر (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٢٠ : ويجب إن قرأ في ركوع أو قعود أو قدم ركنا أو أخره أو كرره أو غيره واجبا أو تركه كركوع قبل القراءة وتأخير القيام إلى الثلاثة بزيادة على التشهد

Scanned by CamScanner

وركوعين والجهر فيما يخفى وترك القعود الأول وقيل كله يؤل إلى ترك الواجب -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٢٦ : ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب بأن يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب، كذا في الكافي -

তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে বৈঠকে ফিরে আসা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতে না বসে দাঁড়াতে শুরু করে। অতঃপর পরিপূর্ণ দাঁড়ানোর পর অথবা দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হওয়ার পর পুনরায় বৈঠকে ফিরে আসে এবং সাহু সিজদার মাধ্যমে নামায শেষ করে। ওই ব্যক্তির নামাযের হুকুম কী হবে?

উত্তর : ওই ব্যক্তির নামায সহীহ হয়ে যাবে, তবে তৃতীয় রাক'আতের জন্য পরিপূর্ণ দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হওয়ার পর বৈঠকে ফিরে আসা তার জন্য উচিত হয়নি। বরং শুধুমাত্র সাহু সিজদাই যথেষ্ট ছিল। (১৯/৪০২/৮১২৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /١٠٢ : (فلو عاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي (وقيل لا) تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخير الواجب (وهو الأشبه) كما حققه الكمال وهو الحق، بحر-

📖 منحة الخالق على البحر (دار الكتب العلمية) ٢ /١٧٩ : وقد نقل المقدسي عن شرحي القدوري للمذكورين بعد نقله تصحيح الصحة عن المعراج والدراية ما نصه إن عاد للقعود يكون مسيئا ولا تفسد صلاته ويسجد لتأخير الواجب -

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ٢٦٨ : سوال-امام قعدۂ اولی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا پھر متنبہ کرنے پر بیٹھ گیا اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہوئی یا نہیں-

Scanned by CamScanner

جواب۔اگرامام نے سہوا قعدہ اولی نہ کیا کھڑا ہو گیا بعد متنبہ کرنے کے بیٹھ گیا اور سجدہ سہو کر لیا تو صحیح قول کے موافق اس کی نماز ہو گئی، لیکن اس کو لوٹنا نہیں چاہئے تھا یہ اس نے برا کیا، بعض فقہاء نے اس صورت میں فساد نماز کا حکم کیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔

সূরা ফাতেহা থেকে তাশাহহুদে, তাশাহহুদ থেকে ফাতেহায় চলে গেলে সাহু সিজদা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব যদি সূরা ফাতেহা পড়তে পড়তে তাশাহহুদ অথবা তাশাহহুদ থেকে সূরা ফাতেহায় চলে যায় এবং পরে ঠিক করে পড়ে নেয়, তাহলে এ কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেব যদি সূরা ফাতেহা পড়তে পড়তে তাশাহহুদে অথবা তাশাহহুদ থেকে সূরা ফাতেহায় চলে যায় এবং তিন তাসবীহ পরিমাণ পড়ে ফেলে, তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। (১৯/৫২৯/৮২৭৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٢٧ : ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح؛ لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها...وإذا فرغ من التشهد وقرأ الفاتحة سهوا فلا سهو عليه وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو،...ولو بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۳۶ : اگر تشہد سے قبل تین بار سبحان ربی الاعلی (مجموعۂ حروف مقروءہ بیالیس) کی مقدار سورۂ فاتحہ پڑھ لی تو سجدۂ سہو واجب ہوگا، سورۂ فاتحہ میں الدین کی 'ی' تک بیالیس حروف مقروءہ ہو جاتے ہیں، البتہ آخری تشہد کے بعد فاتحہ پڑھنے سے سجدۂ سہو نہیں۔

Scanned by CamScanner

ফরযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে সূরা পড়লে সিজদায়ে সাহু লাগে না

প্রশ্ন : ফরয নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতেহার পর বিসমিল্লাহ বা কোনো সূরার দু-এক আয়াত পড়ে ফেললে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : ফরয নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতেহার পরে যদি বিসমিল্লাহ বা কোনো সূরার দু-এক আয়াত পড়ে ফেলে, তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। (১৯/৫২৯/৮২৭৪)

📖 المحيط البرهاني (دارالكتب العلمية) ١ /٥٠٢ : وإذا قرأ في الآخرين من الظهر أو العصر الفاتحة والسورة ساهياً فلا سهو عليه هو المختار .

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ /۳۰۵ : فرض نماز کی تیسری یاچوتھی رکعت میں یادونوں رکعتوں میں غلطی سے سورۃ ملالی تو نماز صحیح ہو جائے گی سجدۂ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔

ফাতেহা দু'বার পড়লে সিজদায়ে সাহু করতে হবে

প্রশ্ন : সূরা ফাতেহা পড়েনি মনে করে দ্বিতীয়বার পড়ার পর নিশ্চিত হলো যে সূরা ফাতেহা দু'বার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব কি না?

উত্তর : ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক'আতের কোনো এক রাক'আতে এবং সুন্নাত ও ওয়াজিব নামাযের যেকোনো রাক'আতে পূর্ণ ফাতেহা বা তিন আয়াত পরিমাণ দোহরানো হলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় বিধায় প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। (১৯/৭৭৮/৮৪২৩)

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٤٦٠ : ولو كرر الفاتحة أو بعضها في إحدى الأولين قبل السورة سجد للسهو۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٢٦ : ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره۔

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٤٦٠ : (قوله وكذا ترك تكريرها إلخ) فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السورة -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴ /۳۹۲ : سوال- سورۂ فاتحہ کے تکرار سے سجدۂ سہو لازم آتا ہے یا نہیں؟

الجواب- پہلی دو رکعتوں میں سورۂ فاتحہ کے تکرار سے سجدۂ سہو لازم آتا ہے-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷ /۱۹۰ : سوال- اگر نماز میں کسی رکعت میں بھول کر یا قصدا سورۂ فاتحہ ایک سے زائد دفعہ پڑھی جاوے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟

الجواب- اگر پہلی دو رکعت میں سہوا مسلسل مکرر پڑھا ہے تو سجدہ سہو لازم ہے-

মুক্তাদী ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া

প্রশ্ন : জামাআতের সাথে নামায আদায় করার সময় যদি মুক্তাদী ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তাহলে ওই ব্যক্তির নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তির জামাআতে নামায আদায় করার সময় ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে উক্ত নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক। (১৬/৪৬৩/৬৬১২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٤٥٦ : (ولها واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقا آثما وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها، والمختار أنه جابر للأول -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱ /۴۸۱ : سوال- درمیان نماز اگر مقتدی سے فرض یا واجب کا سہو ہو جائے تو کیا کرے، پھر سے نماز پڑھے امام سے الگ ہو کر یا نیت توڑ کر الگ ہو جائے، یا وقت سلام وہ مقتدی سجدۂ سہو کرے، جس طرح دفعیہ ہوتا ہو تو تحریر فرمایئے۔

الجواب- اگر درمیان میں فرض فوت ہو جائے تب تو نیت توڑ کر اسی وقت از سر نو نیت باندھ کر امام کے ساتھ شامل جماعت ہو جائے، اور اگر واجب فوت ہو جائے تو کچھ نہ کرے، نہ نیت توڑے نہ سجدۂ سہو کرے، مقتدی کو ترک واجب سہوا معاف ہے اور عمدا ترک ہو تو بعد جماعت کے نماز کا اعادہ کرے۔

Scanned by CamScanner

দু'আয়ে কুনুত জোরে পড়লে সাহু সিজদা দিতে হয় না

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ভুলে বিতিরে দু'আয়ে কুনুত জোরে পড়ে ফেলেছে। এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না।

উত্তর : বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত জোরে পড়ার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। (১৬/৫৯৬/৬৬৭১)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١ /٥٠٣ : ولو كان دعاء من كل وجه لا يجب عليه السهو بتغيير هيئة، وإذا كان دعاء من وجه أوجب.

সিজদায়ে তেলাওয়াত একটির জায়গায় দুটি দিলে সাহু সিজদা করতে হবে

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব সিজদায়ে তেলাওয়াত একটির পরিবর্তে দুটি দিয়েছেন। এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না।

উত্তর : তেলাওয়াতে সিজদা নামাযের মধ্যে একটির স্থানে দুটি দেওয়ার কারণে তাঁর ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (১৬/৫৯৬/৬৬৭১)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١ /٥٠٦ : وإن زاد فعلاً من جنس أفعال الصلاة، فعليه سجود السهو.

আল্লাহু আকবার বলে রুকু থেকে উঠলে সাহু সিজদা লাগে না

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি রুকু হতে ওঠার সময় আল্লাহু আকবার বলে ওঠে তার সিজদায়ে সাহু দিতে হবে কি না?

উত্তর : سمع الله لمن حمده স্থানে আল্লাহু আকবার বলার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। (১৮/৫৩৯/৭৭১৪)

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ /۱۹۶ : سوال- ... ... کیا جب امام رکوع سے اٹھتے وقت بھول کر "اللہ اکبر" کہے تو مقتدی کو کیا لقمہ دینا چاہئے اور کیا اس طرح نماز درست ہوگی؟

جواب- نماز صحیح ہوگئی لقمہ دینے کی ضرورت نہیں۔

ফাতেহার স্থানে তাশাহহুদ পড়লে সাহু সিজদা দিতে হয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে ভুলে কিরাতের স্থানে তাশাহহুদ পড়ে। পরে স্মরণ হলে কিরাত পড়ে নামায শেষ করে, তার নামায হবে কি না? আর যদি হয়, সাহু সিজদা দিতে হবে কি না?

উত্তর : সূরা ফাতেহার স্থানে তাশাহহুদ পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। সিজদায়ে সাহু না করলে নামায আবার পড়তে হবে। (১৮/৫৩৯/৭৭১৪)

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٤٦١ : وإن قرأ في الأوليين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه السجود لأنه أخر واجبا -

ভুলবশত ফাতেহা না পড়লে সাহু সিজদা দিলে নামায হবে

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি ভুলে সূরা ফাতেহা না পড়ে অন্য সূরা পড়ে নামায শেষ করে তাহলে ওই ব্যক্তির নামায সহীহ হলো কি না? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি ওই ব্যক্তি সিজদায়ে সাহু দিয়ে থাকে, তাহলে নামায হয়ে যাবে, অন্যথায় পুনরায় নামায পড়তে হবে। (১৮/৭৮৩/৭৮৬০)

📖 الدر المختار مع الردّ (سعيد) ١ / ٤٥٦ : (ولها واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقاآثما وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. والمختار أنه جابر للأول -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص٣٩٦ : سوال-آیا سنن ونوافل میں ترک ضم سورہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا اور وتر کو اس بارہ میں حکم فرائض کا دیا جاوے گا یا سنن کا کہ وتر میں بھی ترک ضم سے سجدہ آوے؟

جواب- ضم سورۃ یا فاتحہ نوافل وسنن میں مثل فرائض کے واجب ہے ترک سے سجدہ سہو آوے گا فقط۔

তাশাহহুদের স্থানে ভুলে কিরাত

প্রশ্ন : তাশাহহুদের স্থানে ভুলে কি পরিমাণ কিরাত পাঠ করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে ?

উত্তর : তাশাহহুদের স্থানে তাশাহহুদ না পড়ে ভুলে এক রুকন পরিমাণ তথা তিনবার سبحان ربي الاعلى সমপরিমাণ বা বিয়াল্লিশ হরফ পরিমাণ কিরাত পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (১৭/৪৭৫/৭১৪৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٢٧ : وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو، كذا روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - في الواقعات الناطفية وذكر هناك إذا بدأ في موضع التشهد بالقراءة ثم تشهد فعليه السهو ولو بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه-

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٥٠١ : نوع في بيان ما يجب به سجود السهو وما لا يجب : تكلم المشايخ رحمهم الله في هذا وأكثرهم على أنه يجب بستة أشياء: بتقديم ركن، وبتأخير ركن، وتكرار ركن، وبتغيير واجب، وبترك واجب، وبترك سنّة تضاف إلى جميع الصلاة.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ٣ /٤١٧ : سوال-التحیات کے بجائے الحمد پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو ہے؟

جواب-التحیات کی جگہ الحمد پڑھ لینے سے سجدۂ سہو واجب ہوگا۔

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۳۶ : اگر تشہد سے قبل تین بار سبحان اللہ ربی الاعلی (مجموعہ حروف مقروءہ بیالیس) کی مقدار سورۂ فاتحہ پڑھلی تو سجدۂ سہو واجب ہوگا، .... البتہ آخری تشہد کے بعد فاتحہ پڑھنے سے سجدہ سہو نہیں۔

সিররী নামাযে ইমামের খলীফার কিরাতের বিধান

প্রশ্ন : যদি সিররী নামাযে ইমাম সাহেবের ওজু নষ্ট হয়ে যায় আর ইমাম সাহেব অন্য একজনকে ইমাম বানিয়ে চলে যান তাহলে সে ব্যক্তি কোনো জায়গা থেকে কিরাত শুরু করবে? সে তো জানে না কোথায় ইমাম সাহেব কিরাত শেষ করেছেন? এর বিধান কী?

উত্তর : সিররী নামাযের মধ্যে কিরাত পড়া অবস্থায় যদি ইমাম সাহেবের ওজু নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব ফরয-ওয়াজিব পরিমাণ কিরাত পড়ে থাকলে ইমাম সাহেব খলীফাকে রুকুতে যাওয়ার ইশারা করবে অন্যথায় খলীফাকে শুরু থেকে কিরাত পড়ার ইশারা করবে। (১৫/২৩৬/৫৯৭৮)

📖 البحر الرائق (ایچ ایم سعید) ۱ / ۳۶۹ : ولو ترك ركوعا يشير بوضع يده على ركبتيه أو سجودا يشير بوضعها على جبهته أو قراءة يشير بوضعها على فمه، وإن بقي عليه ركعة واحدة يشير بأصبع واحدة، وإن كان اثنين فبأصبعين هذا إذا لم يعلم الخليفة ذلك أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك .

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبہ دارالعلوم) ۳ / ۴۰۳ : وہ اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع کردے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی سورۃ کو پڑھے بلکہ اگر وہ امام بقدر قراءۃ واجب پڑھ چکاہے خلیفہ اس کی جگہ جاکر فورا رکوع میں جاسکتاہے.

ভুল পড়া আয়াত সংশোধন করে পড়লে সাহু সিজদা লাগে না

প্রশ্ন : যেকোনো নামাযে কোনো ব্যক্তি কিরাত পড়ার সময় যদি একটি আয়াত ভুল পড়ে এবং সে তা বুঝতে পেরে ওই আয়াতটি পুনরায় পড়ে নেয়। তাহলে তাকে সাহু সিজদা দিতে হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নামাযে কিরাত ভুল পড়ার পর সংশোধন করে পুনরায় পড়ে নিলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। (১৭/৫৪৪/৭১৬১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٨٢ : ذكر في الفوائد لو قرأ في الصلاة بخطأ فاحش ثم رجع وقرأ صحيحا قال عندي صلاته جائزة -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۳/ ۱۷۷ : الجواب- نماز میں قراءت کی غلطی ہو جانے سے اس کا تدارک کرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز درست اور صحیح ہوگی۔

তৃতীয় রাক'আত মনে করে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের লোকমায় বসা

প্রশ্ন : চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে ইমাম সাহেবের জানা মতে সে তিন রাক'আত আদায় করেছে। তিন রাক'আত যখন শেষ করে চতুর্থ রাক'আতে দাঁড়ানোর জন্য তাকবীর বলল, তখন পেছন থেকে অধিকাংশ মুসল্লি লোকমা দেওয়ার কারণে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে আবার বসে যায় এবং পরবর্তীতে সিজদায়ে সাহু দিয়ে সালাম ফিরায়। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় উক্ত নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না?

উত্তর : উক্ত ইমাম সাহেব চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে যদি অধিকাংশ মুসল্লির লোকমা দেওয়ার কারণে শেষ রাক'আতে দাঁড়িয়ে আবার বসে সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে নামায শেষ করে, তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। (১৫/২৮/৫৯৩২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٨٥ : (ولو سها عن القعود الأخير كله أو بعضه (عاد) ويكفي كون كلا الجلستين قدر التشهد (ما لم يقيدها بسجدة) لأن ما دون الركعة محل الرفض وسجد للسهو لتأخير القعود -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ /۱٦۸ : سوال- زید عصر کی نماز پڑھ رہا ہے کہ سہوا چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا پھر رکوع میں اس کو خیال آیا کہ میں پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ سوچ کر وہ اسی وقت بیٹھ گیا اور سہو کا سجدہ کر کے نماز پوری کرلی، تو نماز ہوئی یا نہیں؟

جواب- نماز ہوگئی۔

Scanned by CamScanner

তৃতীয় রাক'আতে সাহু সিজদা করলে নামায চার রাক'আত হয় না

প্রশ্ন : যদি কারো চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাক'আতে বসে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় স্মরণ হল যে এটা তার তৃতীয় রাক'আত। এমতাবস্থায় যদি তাশাহহুদ শেষ করে সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে নামায শেষ করে তাহলে তার নামায হবে কি না? না হলে তার নামায সহীহ করার পদ্ধতি কী?

উত্তর : চার রাক'আতবিশিষ্ট নামায মূলত তিন রাক'আত হয়েছে বিধায় নামায সহীহ হবে না। তাই পুনরায় পড়তে হবে। (১৫/২৮/৫৯৩২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /١٦٨ : إذا سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة صلبية فسدت صلاته وعليه الإعادة؛ لأن سلام العمد قاطع للصلاة، وقد بقي عليه ركن من أركانها، ولا وجود للشيء بدون ركنه۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ /۳۷۳ : سوال- یہاں پر امام صاحب نے ظہر کی نماز میں چار رکعت کے بجائے تین رکعت پر سلام پھیر دیا، مقتدیوں نے کہا کہ تین ہی رکعتیں ہوئی ہیں اس لئے نماز پھر سے پڑھایئے لیکن امام صاحب نے کہا کہ ایک ایک رکعت پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی اور اس کے بعد امام صاحب نے ایک رکعت پڑھا کر سجدۂ سہو کر کے نماز ختم کی تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟

جواب- جبکہ امام صاحب نے تین رکعت پر سلام پھیر کر بات کی کہ ایک رکعت پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی اس سے نماز سے خارج ہو گئے اور پڑھی ہوئی تین رکعتیں باطل ہو گئیں، بعد میں ایک رکعت پڑھکر سجدۂ سہو کرنے سے بھی نماز نہ ہو گی دو بارہ چار رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔

ফাতেহার পর কিরাত না পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে

প্রশ্ন : আমরা জানি, নামাযে সূরায়ে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব, কেরাত পড়া ফরয। যদি কোনো ব্যক্তি সূরায়ে ফাতেহার পর সূরা পড়তে ভুলে যায়। তাহলে সূরা ফাতেহার দ্বারা কিরাতের ফরয আদায় হবে কি না? কারণ অনেকে বলে থাকে সূরা ফাতেহার দ্বারা

Scanned by CamScanner

মুতলাক কিরাত আদায় হবে, সে কারণে নামায হয়ে যাবে। এ মতটি কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : সূরায়ে ফাতেহার পর সূরা মিলানো ভুলে গেলে ফাতেহার দ্বারা কিরাতের ফরয আদায় হয়ে গেলেও এর সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। তা ছুটে যাওয়ার কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। সাহু সিজদা না দিলে ওই নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে। (১৩/৩৫/৪০৮৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٢٦ : ولو قرأ الفاتحة وحدها وترك السورة يجب عليه سجود السهو وكذا لو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة، كذا في التبيين.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /١٦٠ : منها قراءة الفاتحة والسورة في صلاة ذات ركعتين، وفي الأولين من ذوات الأربع والثلاث، حتى لو تركهما أو أحدهما: فإن كان عامدا كان مسيئا، وإن كان ساهيا يلزمه سجود السهو-

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ /۳۹۹ : سوال- فرض کی پہلی دو رکعتوں میں یا ایک رکعت میں سورہ ملانا بھول گیا، سجدۂ سہو کرنے سے نماز ہوگی یا نہ؟

الجواب - سورہ ملانا واجب ہے اس کے ترک سے سجدۂ سہو لازم آتا ہے پس صورت مسئولہ میں سجدۂ سہو کر لینے سے نماز ہو جاوے گی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

নামাযরত নয়, এমন ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমি নামায একা পড়ছি। দ্বিতীয় রাক'আতে একটি সিজদা করে বসে যাই। তখন পেছন থেকে একজন ব্যক্তি আমাকে বলল, আপনি একটি সিজদা করেননি। তখন আমি সেই সিজদা করে নিই, এখন আমার নামায হবে কি না?

উত্তর : নামাযী যদি বাইরের ব্যক্তির ধরিয়ে দেওয়া ভুলটা সাথে সাথে মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করে তাহলে তার নামায ভেঙে যাবে। আর যদি ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পর নিজে চিন্তা করে ভুল শুধরিয়ে নেয়, তাহলে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। (১৩/৬৮/৫১৭০)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٦٢٢ : حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدم فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت، بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه قهستاني معزيا للزاهدي .

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ /۳۳ : الجواب- ... ... اگر امام نے اس کے کہنے کے بعد کچھ توقف سے آہستہ پڑھنا شروع کیا تو نماز صحیح ہے اور اگر فوراً اس کے کہنے سے آہستہ پڑھنا شروع کیا تو نماز صحیح نہ ہوگی۔

📖 فیہ ایضا ۴ /۴۴ : الجواب- اگر اس شخص کے بتلانے کے بعد کچھ تامل کر کے خود یاد آجاتا کہ میری ایک رکعت بے شک رہی ہے اور اس بناء پر اٹھ کر ایک رکعت پوری کر کے نمازی پوری کر کے سجدۂ سہو کر لیا جاتا تو نماز ہو جاتی۔

প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়ানোর পর মুসল্লিদের লোকমায় বসা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব যদি তিন রাক'আত বা চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে যায়, অতঃপর লোকমা দেওয়ার পর বসে পড়ে এবং নামাযের শেষে সিজদায়ে সাহু দেয়। তাহলে নামায হবে কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেব যদি ভুলবশত প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়াতে উদ্যত হয়, এ অবস্থায় মুক্তাদী যদি লোকমা দেয় তাহলে ইমাম সাহেব দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হলে বা দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় বসবে না। এতদসত্ত্বেও বসে গেলে সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করা গোনাহ। (১৩/৪০৯/৫২৯৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٧١ : وأما إذا لم يستتم قائما فإن كان إلى القيام أقرب فكذلك الجواب لوجود حد القيام وهو انتصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل جميعا، وما بقي من الانحناء فقليل غير معتبر، وإن كان إلى القعود أقرب يقعد لانعدام القيام الذي هو فرض.

ولم يذكر محمد أنه هل يسجد سجدتي السهو أم لا؟ وقد اختلف المشايخ فيه، كان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل البخاري يقول: لا يسجد سجدتي السهو؛ لأنه إذا كان إلى القعود أقرب كان كأنه

Scanned by CamScanner

لم يقم، ولهذا يجب عليه أن يقعد، وقال غيره من مشايخنا: إنه يسجد؛ لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام أخر واجبا وجب وصله بما قبله من الركن فلزمه سجود السهو.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٨٤ : وإن استقام قائما (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسهو) لترك الواجب (فلو عاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي (وقيل لا) تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخير الواجب (وهو الأشبه) كما حققه الكمال وهو الحق بحر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٨٣ : وأما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجود السهو كما في نور الإيضاح وشرحه بلا حكاية خلاف فيه.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٢ /١٦٤ : ارجح يہ ہے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگا سجدہ سہو لازم ہوگی یہ اعلی سے ادنی کی طرف رجوع ہونا اعلی کو ترک کرنے کیلئے نہیں بلکہ اعلی کو کامل طریقہ پر اداء کرنے کیلئے ہے۔

জেহরী কিরাত নিঃশব্দে পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমি এক মসজিদে মাগরিবের নামাযের ইমামতি করি, নামায শুরু করে ভুলক্রমে সূরা ফাতেহার প্রথম তিন আয়াত মনে মনে তেলাওয়াত করে ফেলি। তিন আয়াত তেলাওয়াতের পর যখন হঠাৎ মনে হলো, তখন পুনরায় আবার সূরা ফাতেহার শুরু থেকে জেহরী কিরাত শুরু করি। অতঃপর নামায শেষে সিজদায়ে সাহু আদায় করি। প্রশ্ন হলো, এভাবে নামায আদায় করাটা সঠিক হয়েছে কি?

উত্তর : জেহরী নামাযে প্রথম দুই রাক'আতে কিরাত জেহরী পড়া ওয়াজিব। যদি কোনো ব্যক্তি ما تجوز به الصلاة পরিমাণ তথা বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত সমপরিমাণ কিরাত নিঃশব্দে পড়ে তাহলে তার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই সাহু সিজদা দিয়ে আপনার নামায শেষ করা সঠিক হয়েছে। (১৩/৪৮৮/৫৩৩৪)

📖 فتاوى قاضيخان (رشيديه) ١ /٥٩ : ومنها إذا جهر وهو إمام فيما يخافت فيه قل أو كثر أو خافت فيما يجهر فيه قل ذلك أو كثر في

Scanned by CamScanner

ظاهر الرواية، وفى النوادر لا سهو عليه مالم يخافت مقدار مايتعلق به جواز الصلاة على الاختلاف وهو آية قصيرة عند ابى حنيفة، وعندهما ثلث آيات قصار أو آية طويلة وذكر شمس الأئمة الحلوانى فى ظاهر الرواية الجهر والمخافتة سواء وفى كل ذلك سهو وإن كانت كلمة -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵ /۱۵ : الجواب- سری نماز میں جہرا یا جہری نماز میں سرا بقدر ما تجوز بہ الصلوۃ (یعنی بقدر تین چھوٹی آیت) پڑھا تو سجدۂ سہو لازم ہوگا، اس سے کم میں لازم نہیں معاف ہے کہ بچنا مشکل ہے۔

আয়াত ভুল পড়ে সংশোধন করলে সাহু সিজদা লাগে না

প্রশ্ন : নামাযে কোনো ব্যক্তি কিরাত পড়ার সময় যদি একটি আয়াত ভুল পড়ে এবং সে তা বুঝতে পেরে আয়াতটি পুনরায় পড়ে নেয়। তাহলে সে সাহু সিজদা দিতে হবে কি না?

উত্তর : নামাযে কিরাত ভুল পড়ার পর সংশোধন করে পুনরায় পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। (১৭/৫৪৪/৭১৬১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٨٢ : ذكر في الفوائد لو قرأ في الصلاة بخطأ فاحش ثم رجع وقرأ صحيحا قال عندي صلاته جائزة -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴ /۳۰۸ : سوال- اگر نماز میں تین آیتیں پڑھنے کے بعد فحش غلطی کی لیکن پھر اس کو صحیح کر لیا تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟

جواب- قراءت میں ایسی غلطی ہوئی جس سے فساد صلاۃ لازم آتا ہے، لیکن پھر اس کی تصحیح کر لی تو نماز صحیح ہو گئی، اگر غلطی کی اصلاح نہیں کی تو نماز نہیں ہوئی، اعادہ ضروری ہے۔

মুক্তাদীদের লোকমায় দাঁড়ানো থেকে প্রথম বৈঠকের জন্য বসা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব জোহরের নামাযে ৪ রাক'আত ফরয নামাযে দ্বিতীয় রাক'আতে না বসে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যান। তারপর মুক্তাদীগণ লোকমা দেওয়ার পর ইমাম সাহেব

Scanned by CamScanner

বসে পড়েন এবং তাশাহহুদ পড়ে যথারীতি চার রাক'আত পুরো করে সাহু সিজদাসহ নামায শেষ করেন। উক্ত নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না?

উত্তর : উক্ত ভুলের কারণে সাহু সিজদাসহ নামায শেষ করায় নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী আদায়কৃত নামায শুদ্ধ হয়েছে। (১৭/৮৪৭/৭৩০৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۲ /٨٤ : (سها عن القعود الأول من الفرض) ولو عمليا، أما النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة (ثم تذكره عاد إليه) وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح (ما لم يستقم قائما) في ظاهر المذهب، وهو الأصح فتح (وإلا) أي وإن استقام قائما (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسهو) لترك الواجب (فلو عاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي (وقيل لا) تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخير الواجب (وهو الأشبه) كما حققه الكمال وهو الحق بحر، وهذا في غير المؤتم؛ أما المؤتم فيعود -

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٨٠ : "وإن عاد" الساهي عن القعود الأول إليه "بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته" وأرجحهما عدم الفساد لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۲ /۱۶۴ : سوال- چار رکعت فرض میں امام صاحب قعدہ اولی کرنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوگئے پھر بیٹھ گئے اس میں رجوع من الاعلی الی الادنی ہوا اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ صحیح ہوئی یا نہیں؟ امام صاحب گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک کیا ہے اور مفتی بہ قول کیا ہے؟
الجواب- ارجح یہ ہے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، سجدۂ سہو لازم ہوگا، یہ اعلی سے ادنی کی طرف رجوع ہونا اعلی کو ترک کرنے کے لئے نہیں بلکہ اعلی کو کامل طریقہ پر ادا کرنے کے لئے ہے۔

Scanned by CamScanner

ছানার স্থানে তাশাহহুদ পড়লে সাহু সিজদা লাগে না

প্রশ্ন : ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার এক জায়গায় উল্লেখ হয়েছে, কিয়াম, রুকু, সিজদায় ভুলে আত্তাহিয়াতু পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর অন্য জায়গায় রয়েছে ওয়াজিব হবে। ফাতওয়া কোনটির ওপর হবে?

উত্তর : ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার যে স্থানে রুকু-সিজদা এবং কিয়াম অবস্থায় আত্তাহিয়াতু পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না বলা হয়েছে, সেখানে কিয়ামের বিষয়টি محل ثناء তথা প্রথম রাক'আতের সূরা ফাতেহার পূর্বের সাথে সম্পৃক্ত, যেহেতু তাশাহহুদও ثناء এর প্রকারভুক্ত। আর উক্ত কিতাবের যে স্থানে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে বলা হয়েছে সেটা محل ثناء ব্যতীত কিয়ামের ওই সকল স্থানের সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে সূরা-কিরাত পড়া ওয়াজিব। (১৭/৯০০/৭৩৬২)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١ /١٩٣ : ولو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده فلا سهو عليه؛ لأنه ثناء وهذه المواضع محل الثناء وعن محمد لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو، وهو الأصح؛ لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء -

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ /١٧٢ : ومنها لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود وقبلها لا على الأصح لتأخير الواجب في الأول وهو السورة وفي الثاني محل الثناء -

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٤٦١ : وإن قرأ في الأولين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه السجود لأنه أخر واجبا -

Scanned by CamScanner

ফাতেহার আগে ভুলে কিরাত পড়া

প্রশ্ন : ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় উল্লেখ হয়েছে, ভুলে কেউ যদি ফাতেহার পূর্বে অন্য সূরা থেকে এক হরফও পড়ে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, এর ওপর ফাতওয়া হবে কি না?

উত্তর : উক্ত কথার ওপর ফাতওয়া নয়। ফাতওয়া হলো, এক রুকন পরিমাণ পড়লে তার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। (১৭/৯০০/৭৩৬২)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ /١٦٦ : فكذا لو بدأ بالسورة ثم تذكر يبدأ بالفاتحة ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو وإن قرأ من السورة حرفا كذا في المجتبى وقيده في فتح القدير بأن يكون مقدار ما يتأدى به ركن عن قراءة الفاتحة -

📖 منحة الخالق على البحر (دار الكتب العلمية) ٢ /١٦٦ : (قوله وقيده في فتح القدير إلخ) أيده العلامة ابن أمير حاج في واجبات الصلاة بما ذكره غير واحد من المشايخ من أن الزيادة على التشهد في القعدة الأولى الموجبة لسجود السهو بسبب تأخير القيام عن محله مقدرة بمقدار أداء ركن وهذه المسألة نظيرتها -

ভুলে দু'বার সাহু সিজদা করা

প্রশ্ন : আমার নামাযে সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ায় সাহু সিজদা দিই। অতঃপর সাহু সিজদা দেই নাই মনে করে আবার সাহু সিজদা দিয়ে ফেলি। পুনরায় নামাযের মধ্যেই আমার স্মরণ হয় যে আমার এ ধরনের ভুল হয়ে গেছে। আমার নামায কি সহীহ হয়েছে? এখন আমার করণীয় কী?

উত্তর : উক্ত সুরতে আপনার নামায সহীহ হয়ে যাবে, আর কিছু করতে হবে না। (১৫/৮৯৯/৬৩১৬)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /١٠٠ : المسبوق إذا تابع الإمام في سجود السهو ثم تبين أنه لم يكن على الإمام سهو حيث تفسد صلاة المسبوق لكونه اقتدى في موضع الانفراد لا لزيادة السجدتين -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٣٠ : السهو في سجود السهو لا يوجب السهو؛ لأنه يتناهى -

📖 عزيز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ٢٧٠ : سوال(٩)-جب کہ سجدہ سہو واجب نہ ہو اور سجدۂ سہو اور کسی وہم پر کرے تو نماز کیسی ہوتی ہے؟

جواب(٩)-نماز ہو جاتی ہے-

জেহরী নামাযে নিঃশব্দে কিরাত

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব জেহরী নামাযে ভুলে কিছু অংশ নিঃশব্দে পড়ার পর স্মরণ হয়। অনুরূপ এক ব্যক্তি ফজরের নামাযে নিঃশব্দে পড়া অবস্থায় অন্য ব্যক্তি তাঁর পেছনে ইক্তিদা করেন। উভয় অবস্থায় তাঁরা শুরু থেকে স্বশব্দে পড়বেন নাকি যেখানে পৌঁছেছেন সেখান থেকে স্বশব্দে পড়বেন? উভয় অবস্থায় নামাযের হুকুম কী হবে? এবং তাঁদের ওপরে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত উভয় পদ্ধতিতে শুরু থেকে কিরাত পুনরায় পড়া না পড়ার ব্যাপারে ফুকহায়ে কিরামের মতভেদ থাকলেও বিশুদ্ধ মতানুসারে কিরাত পুনরায় না পড়ে ইমাম সাহেব যতটুকু কিরাত নিচু আওয়াজে পাঠ করেছেন এর পর থেকে উঁচু আওয়াজে পাঠ করবেন। কিন্তু প্রথম পদ্ধতিতে অর্থাৎ ইমাম সাহেব যদি ভুলক্রমে জেহরী নামাযে নামায শুদ্ধ হওয়ার পরিমাণ কিরাত নিচু আওয়াজে পাঠ করে থাকেন তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। (১৪/৩৭১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٥٣٢ : (ويجهر الإمام) وجوبا بحسب الجماعة، فإن زاد عليه أساء، ولو ائتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرا أعادها جهرا بحر، لكن في آخر شرح المنية ائتم به بعد الفاتحة، يجهر بالسورة إن قصد الإمامة وإلا فلا يلزمه الجهر -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٣٢ : والجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع بحر. ومفاده أنه لو ائتم بعد قراءة بعض السورة أنه يعيد الفاتحة والسورة، فليراجع ح (قوله لكن الخ) استدراك على قوله ولو ائتم به، وهذا قول آخر. وقد حكى القولين القهستاني حيث قال: إن الإمام لو خافت ببعض الفاتحة أو كلها أو المنفرد ثم اقتدى به رجل أعادها جهرا كما في الخلاصة، وقيل لم يعد وجهر فيما بقي من بعض الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما في المنية اهـ وعزا في القنية القول الثاني إلى القاضي عبد الجبار وفتاوى السعدي، ولعل وجهه أن فيه التحرز عن تكرار الفاتحة في ركعة وتأخير الواجب عن محله، وهو موجب لسجود السهو فكان مكروها، وهو أسهل من لزوم الجمع بين الجهر والإسرار في ركعة. على أن كون ذلك الجمع شنيعا غير مطرد لما ذكره في آخر شرح المنية أن الإمام لو سها فخافت في الجهرية ثم تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد، ولو خافت بآية أو أكثر يتمها جهرا ولا يعيد. وفي القهستاني: ولا خلاف أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة يتمها مخافتة كما في الزاهدي، أي في الصلاة السرية، وكون القول الأول نقله في الخلاصة عن الأصل كما في البحر، والأصل من كتب ظاهر الرواية لا يلزم منه كون الثاني لم يذكر في كتاب آخر من كتب ظاهر الرواية، فدعوى أنه ضعيف رواية ودراية غير مسلمة فافهم .

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ١ /٥٣٦ : سوال- اگر منفرد نے نماز جہری شروع کی تھی اور کچھ قراءۃ خفی کر چکا تھا کہ کسی نے اس کی اقتداء کی تو جو پڑھ چکا ہے اس کے اعادہ بجہر کرنے میں اختلاف ہے اگرچہ شامی نے عدم اعادہ کو ترجیح دی ہے لیکن در مختار و بحر وغیرہ سے اعادہ مرجح معلوم ہوتا ہے یا کہ امام غلطی سے قراءۃ خفی تھوڑی کر چکا تھا کہ اس کے

Scanned by CamScanner

بعد خیال آیا تو بھی اختلاف عدم اعادہ کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ سجدۂ سہو صورت اولی میں واجب نہ ہوگا اور صورت ثانیہ میں اگر مقدار مایجوز بہ الصلوۃ پڑھ چکا ہے تو واجب ہوگا لیکن بر تقدیر اعادہ کیا حکم ہے؟

الجواب- یہ تو معلوم ہے کہ دونوں صورتوں میں اعادہ وعدم اعادہ مختلف فیہ ہے پس اگر اعادہ نہیں کیا گیا تو اس وقت دونوں صورتوں میں یہ تفصیل ہے کہ قائلین بعدم اعادہ کے نزدیک نماز کامل رہی اور قائلین بالاعادہ کے نزدیک نماز مکروہ ہوئی لترک الواجب اور چونکہ یہ ترک عمداً واقع ہوا ہے اس لئے سجدۂ سہو اس کا جائز نہیں ہو سکتا اور اعادۂ نماز لازم ہوگا کما ہو مقتضی القواعد۔ اور اگر اعادہ کر لیا تو اس وقت تفصیل یہ ہے کہ قائلین بالاعادہ کے نزدیک نماز کامل ہوگی اور قائلین بعدم الاعادہ کے نزدیک نماز مکروہ ہوگی اور سجدۂ سہو سے جبر نقصان نہ ہو سکے گا لما مر۔ مگر اقرب الی الفقہ عدم وجوب اعادہ ہے...

... اب رہی یہ بات کہ اگر اعادہ کر لیا تو کیا حکم ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاطا اعادہ مناسب ہے للتحرز عن الاختلاف اور اگر اعادہ نہ کرے تو نماز ہو جاوے گی لما فیہ من السعۃ للاختلاف المذکور فیہا، رہا عالمگیری کا جزئیہ سو وہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید بسہو ہے اور صورت ثانیہ میں اعادہ فاتحہ سے سجدۂ سہو ساقط نہ ہوگا کیونکہ حکم اعادہ جبر نقصان کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع بین الجہر والمخافتۃ لازم نہ آئے، ہذا ما عندنا، واللہ اعلم۔

কোনো বিষয়ে বেশি ভুল হলে সাহু সিজদা লাগে না–অবাস্তর কথা

প্রশ্ন : আমার নামাযে একটি বিষয়ে বেশি বেশি ভুল হয়, তাহলো ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে ফাতেহার সাথে সূরা মিলিয়ে ফেলি, তার পরও সাহু সিজদা করি না। কারণ একজন আলেম বলেছেন নামাযের মধ্যে যে বিষয়ে বেশি বেশি ভুল হয় তার জন্য সাহু সিজদা করা দরকার হয় না, এ কথাটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

Scanned by CamScanner

তবে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সূরা পড়ে নিলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় না বিধায় আপনার নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে উক্ত আলেমের উক্তি "যে বিষয়টি বেশি বেশি ভুল হয় তার জন্য সাহু সিজদা দরকার নেই" শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক নয়। (১৪/৪৩৪/৫৬৬২)

উত্তর : ফরয নামাযের শেষ দুই রাক'আতে ইচ্ছাকৃত সূরা মিলানো সুন্নাত পরিপন্থী।

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤٥٩: (قوله وهل يكره) أي ضم السورة (قوله المختار لا) أي لا يكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة. قال في المنية وشرحها: فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب. وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نفلا. وفي الذخيرة أنه المختار. وفي المحيط وهو الأصح. والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز، والمشروعية بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ /٣٣١ : قال: " ويلزمه السهو إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها " وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة هو الصحيح لأنها تجب لجبر نقص تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن ساهيا هذا هو الأصل۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۴ /۵۰ : الجواب- سب فرائض میں یکساں حکم ہے یعنی صرف پہلی دو رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے بعد والی میں واجب نہیں، جائز ہے، نہ ملانا بہتر ہے، اگر سورت ملالی تو سجدۂ سہو واجب نہیں۔

Scanned by CamScanner

রুকু বা সিজদা বেশি করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে নামাযের কোনো এক রাক'আতে দুবার রুকু করে অথবা তিন সিজদা করে ফেলে, তার নামাযের কী অবস্থা হবে? সিজদায়ে সাহু করতে হবে কি না?

উত্তর : নামাযে কোনো ওয়াজিব কিংবা ফরযে ভুলক্রমে তাকরার হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে সিজদায়ে সাহু করতে হবে, অন্যথায় নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। (১২/৩৫/৩৭৯৯)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٥٠١ : وإذا كرر ركناً فقد أخر الركن الذي بعده، والركن واجب من غير تأخير، والجهر في محله واجب، والمخافتة كذلك-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٢٧ : وكذا إذا سجد في موضع الركوع أو ركع في موضع السجود أو كرر ركنا أو قدم الركن أو أخره ففي هذه الفصول كلها يجب سجود السهو-

প্রথম বৈঠকে কতটুকু দেরি করলে সাহু সিজদা দিতে হবে

প্রশ্ন : প্রথম বৈঠকে কতটুকু দেরি করার দ্বারা সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়? আহসানুল ফাতাওয়ায় লম্বা আলোচনার পর বলেন, গ্রহণযোগ্য মত হলো, তিন তাসবীহ পরিমাণ তাশাহহুদ পড়ার পর যদি দেরি করা হয় তাহলে তার ওপর সাহু সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর প্রতি তাসবীহ অর্থাৎ سبحان ربي العظيم অথবা سبحان ربي الاعلى এর মধ্যে মোট ১৪টি হরফ রয়েছে, এই হিসাবে তিন তাসবীহে মোট ৪২টি হরফ রয়েছে। আর দরূদ শরীফে كما صليت على এর শেষ لام পর্যন্ত ৪২ হরফ হয়ে যায়। তাই কেউ যদি তাশাহহুদ এরপর দরূদ শরীফ থেকে كما صليت على পর্যন্ত পড়ে ফেলে, তাহলে তার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। অন্যদিকে দূররে মুখতারের ১/১০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, কেউ যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ এরপর اللهم صل على محمد পর্যন্ত পড়ে ফেলে, তাহলে তার ওপর سجدۂ سہو জরুরি হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, কোন কিতাবের মাসআলা সঠিক? প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : তিন-চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় রাক'আতের তাশাহহুদের পর এক রুকন অর্থাৎ তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। প্রশ্নোক্ত তাশাহহুদের পর দরূদ শরীফের কতটুকু পরিমাণ অংশ পড়া হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে–এ নিয়ে ফিকাহবিদদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যেকোনো একটির ওপর আমল করা যায়। তবে সতর্কতামূলক দূররে মুখতারে বর্ণিত মতটি গ্রহণ করা উত্তম। (১১/১৮৪/৩৪৫১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٨١ : (وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن) وقيل بحرف. وفي الزيلعي: الأصح وجوبه باللّٰهمَّ صل على محمد -

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١ /١٩٣ : وكذا إذا زاد على التشهد الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم –؛ لأنه أخر ركنا، وهو القيام إلى الثالثة واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله اللّٰهُمَّ صل على محمد وقال آخرون لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد والأول أصح-

📖 امداد الفتاوی (زکریابکڈپو) ١ /٥٢٩ : جواب- سہو کا سجدہ واجب ہوگا اگر اس قدر پڑھ لیا اللهم صل على محمد-

📖 وفی حاشیۃ امداد الفتاوی ١ /٥٣٠ : ان تمام عبارات سے مشترکہ طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تاخیر واجب کی مقدار اکثر فقہاء نے یہ قرار دی ہے کہ اتنی دیر تاخیر ہو جائے جس میں کوئی رکن نماز مثلا رکوع یا سجدہ وغیرہ ادا ہو سکے، اور وہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقفہ میں ہوتا ہے-

📖 فقہی مقالات (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢ / ٣٠ : اور باب سجود السہو میں صاحب تنویر الابصار فرماتے ہیں (وتأخير القيام الى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن) اور صاحب در مختار نے لکھا ہے وقيل بحرف وفى الزيلعى الأصح

Scanned by CamScanner

وجوبه باللهم صل على محمد، علامہ ابن عابدینؒ نے اس تعارض کا ذکر کئے ہوئے فرمایا(قوله والزيلعي الخ) جزم به المصنف في متنه في فصل إذا أراد الشروع وقال إنه المذهب، واختاره في البحر تبعا للخلاصة والخانية، والظاهر أنه لا ينافي قول المصنف هنا بقدر ركن، تأمل- (شامی ا/ ٤٩٦) جس سے معلوم ہوا کہ اللهم صل على محمد اور بقدر رکن دونوں اقوال کا حاصل اور مآل ایک ہی نکلتا ہے، تو گویا جس جس نے اللهم صل على محمد کو مقدار تاخیر قرار دیا ہے اس نے بقدر رکن کے قول کے منافی کوئی بات نہیں کہی، وبالعکس۔

কারো আলোচনা শুনে ভুল ভাঙলে নামায হবে কি না

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব মাগরিবের নামাযের কিরাত নিম্নস্বরে পড়ছিলেন, এ সময় দুজন মুক্তাদী, যারা এখনও নামাযে অংশগ্রহণ করেনি তারা পরস্পর বড় আওয়াজে বলল, ইমাম সাহেব আস্তে কিরাত পড়ার কারণ কী? এ কথা বলে তারা সাথে সাথে ইমাম সাহেবের ইক্তিদা করল। ইমাম সাহেব তাদের কথা শুনতে পেরে ভুল হচ্ছে অনুভব করে সাথে সাথে বড় আওয়াজে কিরাত পড়া আরম্ভ করলেন এবং শেষে সাহু সিজদা করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ইমাম সাহেবের নামাযের কী বিধান? নামায যদি না হয়ে থাকে, ইমাম সাহেবের করণীয় কী?

উত্তর : মাগরিবের ফরয নামাযে কিরাত উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব। কেউ যদি ভুলে নিম্নস্বরে কিরাত পড়ে এবং নামায শেষে সিজদায়ে সাহু করে নেয় তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর ইমাম সাহেবের ভুলের ওপর নামাযের বাইরের ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব যদি তার লোকমার ওপরই নির্ভর করে সাথে সাথে ভুল সংশোধন করে নেন তাহলে সবার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তাঁর লোকমার ওপর নির্ভর না করে নিজের স্মরণ আসার দরুন ভুল বুঝতে পেরে তা সংশোধন করেন নেয় তাহলে নামায সহীহ-শুদ্ধ হবে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব কারো লোকমা গ্রহণ করেননি, তাই কারো নামায নষ্ট হয়নি। (১০/১৩৭/৩০১৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٢٢ : (قوله إلا إذا تذكر إلخ) قال في القنية: ارتج على الإمام ففتح عليه من ليس في صلاته وتذكر، فإن أخذ

Scanned by CamScanner

في التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسد وإلا تفسد لأن تذكره يضاف إلى الفتح اهـ بحر قال في الحلية: وفيه نظر لأنه إن حصل التذكر والفتح معا لم يكن التذكر ناشئا عن الفتح.

ولا وجه لإفساد الصلاة بتأخر شروعه في القراءة عن تمام الفتح، وإن حصل التذكر بعد الفتح قبل إتمامه فالظاهر أن التذكر ناشئ عنه ووجبت إضافة التذكر إليه فتفسد بلا توقف للشروع في القراءة على إتمامه، ملخصا قلت: والذي ينبغي أن يقال: إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا: أي سواء شرع في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده لوجود التعلم، وإن حصل تذكره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقا، وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من نفسه لأن ذلك من أمور الديانة لا القضاء حتى يبنى على الظاهر. ألا ترى أنه لو فتح على غير إمامه قاصدا القراءة لا التعليم لا تفسد مع أن ظاهر حاله التعليم.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۳ /۴۱۷ : اگر جہری نماز میں قراءت سراً پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے اگر قراءت بھولے سے آہستہ پڑھنی شروع کردی اور درمیان میں یاد آیا کہ نماز جہری ہے مگر باقی قراءت بھی آہستہ ہی پوری کر لی جب بھی سجدۂ سہو سے نماز صحیح ہو گئی بشر طیکہ جتنی قراءت آہستہ پڑھی تھی وہ جواز نماز کے لئے کافی ہو اور اسے یاد آنے پر جہر کرنا چاہئے مگر از سر نو فاتحہ اور سورۃ جہر سے پڑھے اور سجدہ سہو کرلے یہ نہ کرے کہ جہاں پر یاد آیا وہیں سے جہر شروع کر دے۔

সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে মনে করে সাহু সিজদা করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে মনে করে সিজদায়ে সাহু দেয় এবং নামাযান্তে জানতে পারল যে বাস্তবে তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়নি। উক্ত ব্যক্তির নামাযের হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে ভুল ধারণার ভিত্তিতে সাহু সিজদা দিলে ওই নামায পুনরায় পড়তে হবে না। (৭/৪৪৪/১৭২৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٩٩ : ولو ظن الإمام السهو فسجد له فتابعه فبان أن لا سهو فالأشبه الفساد لاقتدائه في موضع الانفراد.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٩٩ : (قوله فالأشبه الفساد) وفي الفيض: وقيل لا تفسد وبه يفتي. وفي البحر عن الظهيرية قال الفقيه أبو الليث: في زماننا لا تفسد لأن الجهل في القراء غالب.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢ /٤١١ : سوال- نماز میں ایسی غلطی ہوئی کہ جس سے سجدۂ سہو واجب نہیں ہے اگر لاعلمی میں سہو سمجھکر سجدۂ سہو کر لیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟

الجواب- نماز ہوگئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں تھی، اب کسی مکافات کی ضرورت نہیں۔

শেষ বৈঠক না করে সাহু সিজদা করলেও ফরয আদায় হবে না

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযে নিজের ধারণা অনুযায়ী চতুর্থ রাক'আতের পর শেষ বৈঠক করতেই সাথে সাথে এক মুক্তাদী লোকমা দিলেন, আর ইমাম সাহেব লোকমার কারণে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যান। এরপর এক রাক'আত পড়ে শেষ বৈঠক করে দুই দিকে সালাম ফিরান, সালাম শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুক্তাদীরা পরস্পর আলাপ করে যে নামায পাঁচ রাক'আত হয়েছে। এ কথা শোনার সাথে সাথে ইমাম সাহেব সিজদায়ে সাহু দিয়ে আবার সালাম ফিরান। এখন প্রশ্ন হলো, সিজদায়ে সাহুর কারণে নামায হয়ে গেছে না পুনরায় পড়তে হবে?

উত্তর : নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা ফরয। সুতরাং যদি শেষ বৈঠক সম্পূর্ণ ছুটে যায় বা তাশাহহুদ পরিমাণ বসা না হয় তাহলে পঞ্চম রাক'আতে সিজদা দেওয়ার পূর্বে স্মরণ হলে পুনরায় বসে পড়বে এবং তাশাহহুদ পড়ে সিজদায়ে সাহু দিয়ে নামায পুরো করে নিলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে পঞ্চম রাক'আতের সিজদা দিয়ে দিলে উক্ত নামাযের ফরযিয়াত বাতিল হয়ে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু ইমাম সাহেব শেষ বৈঠকে ফরয পরিমাণ সময় না বসেই পঞ্চম রাক'আত পুরো করে ফেলেছে, তাই ফরয নামাযের ফরযিয়াত বাতিল হয়ে গেছে এবং তা নফল হিসেবে গণ্য হয়েছে। তাই এখন উক্ত নামায পুনরায় পড়তে হবে। (১০/৭০৭/৩৩১৮)

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ /١٧٨ : رجل صلى الظهر خمس ركعات ولم يقعد على رأس الرابعة قدر التشهد فإن قيد الخامسة بالسجدة تفسد صلاته، وإن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة عاد ويتشهد وسلم ويسجد للسهو -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٢٩ : وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة عاد إلى القعدة، هكذا في المحيط، وفي الخلاصة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو، كذا في التتارخانية، وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا، كذا في المحيط.

وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ويضم إليها ركعة سادسة ولو لم يضم فلا شيء عليه -

📖 بہشتی زیور (فرید بکڈپو) ٢ /١٣٩ : اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گئی تو اگر نیچے کا دھڑا بھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور التحیات درود وغیرہ پڑھکر سلام پھیرے اور سجدۂ سہو نہ کرے۔ اور اگر سیدھی کھڑی ہوگئی ہو تب بھی بیٹھ جاوے بلکہ اگر الحمد اور سورت بھی پڑھ چکی ہو یا رکوع بھی کر چکی ہو تب بھی بیٹھ جاوے اور التحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لے۔ البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو نماز فرض پھر سے پڑھے اور یہ نماز نفل ہوگئی، ایک رکعت اور ملا کے پوری چھ رکعت کر لے اور سجدۂ سہو نہ کرے اور اگر ایک رکعت اور نہیں ملائی یا پانچویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو چار رکعتیں نفل ہوگئیں اور ایک رکعت اکارت گئی۔

সিজদার আয়াত পড়েছে ভেবে সিজদা করলে সাহু সিজদা দিতে হবে

প্রশ্ন : হাফেয সাহেব তারাবীহর নামাযে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করেছে মনে করে নামাযের মধ্যে সিজদা করেন, অথচ তিনি তখনও তেলাওয়াত করেননি। সিজদা থেকে ওঠার পর আয়াতে সিজদা না পড়ে এর পর থেকে তেলাওয়াত শুরু করেন। উক্ত মাসআলার শরয়ী সমাধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে হাফেয সাহেব অতিরিক্ত সিজদা করার দ্বারা পরবর্তী রুকন আদায়ে বিলম্ব হওয়ার কারণে তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব ছিল। যেহেতু তিনি সাহু সিজদা করেননি, তাই উক্ত নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে। (১০/৭৮৯/৩৩১৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١١٣ : (ولو سمع المصلي) السجدة (من غيره لم يسجد فيها) لأنها غير صلاتية (بل) يسجد (بعدها) لسماعها من غير محجور (ولو سجد فيها لم تجزه) لأنها ناقصة للنهي فلا يتأدى بها الكامل (وأعاده) أي السجود لما مر، إلا إذا تلاها المصلي غير المؤتم ولو بعد سماعها سراج (دونها) أي الصلاة لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /١١٣ : (قوله دونها إلخ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح وفي رواية النوادر تبطل به الصلاة وليس بصحيح، وقيل هو قول محمد وعندهما لا يعيد إمداد والظاهر أن الإعادة واجبة لكراهة التحريم كما هو مقتضى النهي المذكور تأمل .

📖 تقريرات الرافعي (سعيد) ١/ ١٠٦ : (قوله قيل هو قول محمد) لأنه زاد فى الصلاة ماليس منها وشروعه فى السجدة بمنزلة شروعه فى صلاة أخرى فيكون قد اشتغل فى صلاته بشئ حكمه ان يفعل بعدها، فصار رافضا لها كمن صلى فى حال الفرض -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٣٣٢ : وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن ساهيا هذا هو الأصل وإنما وجب بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب .

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١ /٦٨٩ : سوال- نماز تراویح میں سورۂ انشقاق شروع کی اور فما لھم لایؤمنون پر ختم کرکے سجدہ کرلیا، پھر سجدے سے اٹھ کر سجدہ کی آیت چھوڑ کر بقیہ سورۃ ختم کرکے رکعت پوری کرلی، یعنی سجدۂ تلاوت ہوا اور سجدہ کی آیت تلاوت نہیں ہوئی، ایسی حالت میں نماز صحیح رہی یا نہیں، یہ غلطی سہوا ہوئی ہے؟

الجواب- اس صورت میں سجدۂ سہو لازم تھا، سجدۂ تلاوت جو بدون آیت سجدہ کے کیا گیا ہے، عمل زائد ہوا جس سے واجب میں تاخیر ہوئی۔

Scanned by CamScanner

কোনো রুকন অতিরিক্ত আদায় করলে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো নামাযী ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল নামায আদায় করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কাজগুলো করল :

(ক) সুন্নাত বা নফল নামায দুই রাক'আতের জায়গায় তিন রাক'আত আদায় করল। বিতির নামায তিন রাক'আতের জায়গায় চার-পাঁচ রাক'আত আদায় করলে বিতির আদায় হবে কি না?

(খ) দুই সিজদার স্থলে তিন সিজদা করল।

(গ) উপরোক্ত অবস্থার যেকোনো একটি অথবা উভয়টি একত্রে ঘটলেও সাহু সিজদা না করে নামায শেষ করলে ওই নামায শুদ্ধ হবে কি?

(ঘ) উপরোক্ত ঘটনা অজান্তে ঘটলে নামায শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর : (ক) সুন্নাত বা নফল নামাযে দুই রাক'আতের স্থলে তিন রাক'আত পড়লে তার সাথে আরো এক রাক'আত মিলিয়ে চার রাক'আত পুরা করবে। দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠক করে থাকলে সিজদায়ে সাহু করতে হবে না, অন্যথায় সিজদায়ে সাহু করতে হবে। উভয় অবস্থায় চারো রাক'আত নফল বলে গণ্য হবে। (১০/৮১৯/৩৩৩৩)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٨٨ : (ولو ترك القعود الأول في النفل سهوا سجد ولم تفسد استحسانا) لأنه كما شرع ركعتين شرع أربعة أيضا، وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة -

যদি বিতিরের নামাযে তিন রাক'আতের স্থলে চার-পাঁচ রাক'আত আদায় করে তাহলে তৃতীয় রাক'আতে বৈঠক করে থাকলে সিজদায়ে সাহু করার দ্বারা বিতির নামায আদায় হয়ে যাবে, অন্যথায় নয়।

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ /۳۷۵ : اگر امام صاحب تیسری رکعت کے بعد التحیات میں بیٹھے تھے اور بجائے سلام پھیرنے کے چوتھی رکعت کیلئے کھڑے ہو گئے تو سجدۂ سہو کرنے سے ان کی اور جن مقتدیوں نے گفتگو نہیں کی تھی ان کی نماز ہو گئی اور اگر تیسری رکعت پر بیٹھے نہیں تھے، سیدھے کھڑے ہو گئے تھے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔

(খ, গ) দুই সিজদার স্থলে তিন সিজদা আদায় করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। সাহু সিজদা আদায় করলে নামায বিশুদ্ধ হবে, অন্যথায় পুনরায় নামায আদায় করতে হবে।

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۲ /۳۷۱ : اگر کسی رکعت میں بھول کر دو کے بجائے تین سجدے کرے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے پس اگر آپ کے امام صاحب نے سجدۂ سہو کر لیا تھا تو نماز ہو گئی اور اگر سجدۂ سہو نہیں کیا تھا تو نماز کا لوٹانا واجب ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶ /۴۰۳ : سوال-ایک شخص نے ایک رکعت میں تین سجدے کئے اور آخر میں سجدۂ سہو نہیں کیا تو کیا اس کی نماز درست ہو جائے گی؟
الجواب- نماز واجب الاعادہ ہوگی-

(ঘ) উক্ত ঘটনা ভুলে হলেই এ বিধান। ইচ্ছাকৃত এরূপ করলে নামায পুনরায় পড়তে হবে।

সিররী নামাযের কিরাত কতটুকু জোরে পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে

প্রশ্ন : 'সিররী' তথা নিঃশব্দের নামাযের কিরাত কতটুকু আওয়াজ করে পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

উত্তর : সিররী নামাযে ফরয আদায় হওয়া পরিমাণ কিরাত, অর্থাৎ লম্বা এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত অন্য ব্যক্তি শুনে এমন উচ্চস্বরে পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে, অন্যথায় হবে না। (৯/১৩৮/২৪৯৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٢٨ : حتى لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل: يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلاة وهو الأصح ولا فرق بين الفاتحة وغيرها -

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١ /٤٤٠ : واختلفت الرواية في المقدار، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، وعن كثير ممكن، وما يصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۲/ ۱۴۹ : سوال-اگر امام جہری نماز میں سورۂ فاتحہ بالکل خاموش پڑھ جائے یا سری نماز میں بلند آواز سے پڑھ جائے تو اب یاد آنے پر جہاں تک پڑھ لی ہے، وہیں سے صحیح کرے یا شروع سے پھر پڑھے، ایسی غلطی سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یا سجدہ سہو لازم ہوگا اور کہاں تک پڑھنے سے سجدۂ سہو لازم ہوگا؟

الجواب-جہری نماز میں تین آیات کی مقدار سہواً سراً پڑھنے سے سجدہ سہو لازم ہوگا اسی طرح سری نماز میں جہراً پڑھنے کا حکم ہے۔

তাশাহহুদের আগে বিসমিল্লাহ পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় না

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি তাশাহহুদ পাঠের শুরুতে ভুলবশত পুরা بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করে, এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে কি না? বা নামাযের কী পরিমাণ ক্ষতি হবে?

উত্তর : তাশাহহুদের শুরুতে জেনে-শুনে পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া মাকরূহ। তবে ভুলবশত পূর্ণ বিসমিল্লাহ তাশাহহুদের পূর্বে পড়ে ফেললে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। বরং নামায সহীহ হয়ে যাবে। তাই উক্ত ব্যক্তির ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। (৮/৩২৮/২১৪১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٢٧ : وإذا فرغ من التشهد وقرأ الفاتحة سهوا فلا سهو عليه وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو، كذا روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - في الواقعات الناطفية وذكر هناك إذا بدأ في موضع التشهد بالقراءة ثم تشهد فعليه السهو ولو بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶ /۳۵۵ : اگر کوئی شخص التحیات یا دعاء قنوت سے پہلے پوری بسم اللہ سہواپڑھ لے تو تاخیر واجب کی بناء پر سجدۂ سہو واجب ہوگا یا نہیں اور اگر قصداً پڑھے تو کیا حکم ہے؟

الجواب-اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، قصداً میں سجدۂ سہو کا سوال ہی نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۳۶ : اگر تشہد سے قبل تین بار سبحان ربی الاعلی (مجموعہ حروف مقروءہ بیالیس) کی مقدار سورۂ فاتحہ پڑھ لی تو سجدۂ سہو واجب ہوگا، سورۂ فاتحہ میں الدین کی 'ی' تک بیالیس حروف مقروءہ ہو جاتے ہیں، البتہ آخری تشہد کے بعد فاتحہ پڑھنے سے سجدۂ سہو نہیں۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۶۷۹ : الجواب-تشہد ابن مسعودؓ واجب نہیں بلکہ اولی ہے، پس اگر تشہد دوسرے طرق مرویہ کے موافق پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، اور بعض طرق میں بسم اللہ کی زیادت بھی ہے، لہذا سجدۂ سہو تو نہ ہوگا، مگر ایسا کرنا اچھا نہیں، اب اگر محض بسم اللہ زیادہ کیا تو یہ تو جائز ہے 'لکونہ واردا' اور اگر 'بسم اللہ الرحمن الرحیم' زیادہ کیا تو اس میں کراہت تنزیہی ہوگی، 'لکونہ غیر وارد، اور سجدۂ سہو نہ ہوگا، لکونہ زیادۃ فی التشہد لا علی التشہد۔

সুন্নাত বারবার বা বিলম্বে আদায় করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না

প্রশ্ন : সুন্নাতের বারংবারতা বা বিলম্বের কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর : ভুলক্রমে ফরয-ওয়াজিবের বারংবারতা বা বিলম্ব অথবা ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে সুন্নাত অথবা মুস্তাহাবের বারংবারতার দরুন যদি ওয়াজিব অথবা ফরয আদায়ে বিলম্ব হয় তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, নতুবা হবে না। (৮/৫১২/২২৩৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٧٩ : (قوله بترك واجب) أي من واجبات الصلاة الأصلية لا كل واجب إذ لو ترك ترتيب السور لا يلزمه

Scanned by CamScanner

شيء مع كونه واجبا بحر. ويرد عليه ما لو أخر التلاوية عن موضعها فإن عليه سجود السهو كما في الخلاصة جازما بأنه لا اعتماد على ما يخالفه وصححه في الولوالجية أيضا. وقد يجاب بما مر من أنها لما كانت أثر القراءة أخذت حكمها تأمل. واحترز بالواجب عن السنة كالثناء والتعوذ ونحوهما وعن الفرض.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /٩٨ : يجب بعد سلام سجدتان بتشهد وسلام بترك واجب وإن تكرر قيد بترك الواجب لانه لا يجب بترك سنة كالثناء والتعوذ والتسمية وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتنا ورفع اليدين فى تكبيرة الافتتاح وتكبيرة العيدين والتأمين والتسميع والتحميد كذا فى المحيط والخلاصة.

📖 فتاوى قاضى خان (-شرفيه) ١ /٦٠ : ولو قرأ الفاتحة مرتين فى الثالثة أو الرابعة ساهيا لا سهو عليه ۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٢ /٣٦٣ : سجدۂ سہو کے واجب ہونے کا اصول یہ ہے کہ فرض کی تاخیر سے یاواجب کے چھوٹ جانے سے یاواجب کی تاخیر سے سجدۂ سہوواجب ہوتاہے۔

চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাক'আতে সালাম ফেরালে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো ইমাম সাহেব চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের তিন রাক'আত পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর সন্দেহ হলো চার রাক'আত পড়েননি, এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব কী করবেন? পুনরায় প্রথম থেকে চার রাক'আত পড়তে হবে, নাকি এক রাক'আত পড়লেই হবে?

উত্তর : ইমাম বা নামাযী ব্যক্তি তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফেরালে ও নামায পরিপন্থী কোনো কাজ সংঘটিত না হওয়ার পূর্বে স্মরণ হলে অবশিষ্ট রাক'আত পড়ে সিজদায়ে সাহু দিলে নামায আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় ওই নামায পুনরায় পড়তে হবে। (৭/২০৫/১৫৯৬)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /١١١ : (قوله وإن توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو) لأنه - عليه السلام - فعل كذلك في حديث ذي اليدين ولأن السلام ساهيا لا يبطل لكونه دعاء من وجه-

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) ص ٤٧٣ : "أتمها بفعل ما تركه" حاصل المسألة أنه إذا سلم ساهيا على الركعتين مثلا وهو في مكانه ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم يأت بمناف عاد إلى الصلاة من غير تحريمة وبنى على ما مضى وأتم ما عليه ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة صح وأما إذا انصرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يأت بمناف فكذلك لأن المسجد كله في حكم مكان واحد لأنه مكان الصلاة وإن كان قد خرج من المسجد ثم تذكر لا يعود وفسدت صلاته-

সুন্নাতে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে দরূদ পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে

প্রশ্ন : চার রাক'আতবিশিষ্ট সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং যায়েদায় যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ শরীফ পড়ে ফেলে তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে কি না? কারণসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : ফিকাহবিদগণের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী চার রাক'আতবিশিষ্ট ফরয ও সুন্নাতে মুআক্কাদায় প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর ভুলক্রমে দরূদ শরীফের اللهم صل على محمد পর্যন্ত পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাকৃত এ রকম করলে নামায পুনরায় পড়তে হবে। এতে ব্যতিক্রম হলো জুমু'আর পরের চার রাক'আত সুন্নাত, তাতে প্রথম বৈঠকে ভুলে দরূদ শরীফ পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

Scanned by CamScanner

তবে সুন্নাতে যায়েদা ও নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা এবং তৃতীয় রাক'আতের শুরুতে ছানা পড়া উত্তম হওয়ায় দরূদ শরীফ পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। (৭/২২৭/১৬০৯)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١ /١٩٣ : وكذا إذا زاد على التشهد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه أخر ركنا، وهو القيام إلى الثالثة واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله اللّٰهُمَّ صل على محمد وقال آخرون لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد والأول أصح.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٨١ : (وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن) وقيل بحرف. وفي الزيلعي: الأصح وجوبه باللّٰهُمَّ صل على محمد.

📖 فيه أيضا ٢ /١٦ : (ولا يصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلى ناسيا فعليه السهو، وقيل لا شمني (ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها) لأنها لتأكدها أشبهت الفريضة (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي) - صلى الله عليه وسلم - (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة (وقيل) لا يأتي-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١١٣ : وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل. كذا في الزاهدي.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١ /١٩٠ : نماز عصر وعشاء کی فرض سے پہلے چار رکعت سنت غیر مؤکدہ اور دوسری چار رکعت نفل کے بعد قعدۂ اولی میں التحیات کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اس سے سجدۂ سہو واجب نہیں ہوتا۔ در مختار میں ہے وفی البواقی من ذوات الأربع يصلي، ترجمہ۔ ظہر اور جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد کی چار رکعت سنت مؤکدہ کے سوا دوسری چار رکعت سنت غیر موکدہ اور چار رکعت

Scanned by CamScanner

نوافل کے قعدۂ اولی میں التحیات کے بعد درود شریف وغیرہ اور تیسری رکعت کے شروع میں ثناء و تعوذ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۴۹۰ : سنن غیر مؤکدہ میں دو رکعت پر درود شریف اور دعاء پڑھنا اور تیسری رکعت کے شروع میں ثنا پڑھنا افضل ہے، سنن مؤکدہ میں درود شریف نہ پڑھے، اگر سہوا پڑھ لیا تو سجدۂ سہو واجب ہوگا، البتہ جمعہ کے بعد کی سنتوں کے قعدۂ اولی میں درود شریف پڑھنا جائز ہے اس سے سجدۂ سہو نہیں، اس لئے کہ یہ چار رکعات اگرچہ مؤکدہ ہیں مگر چاروں کو ایک سلام سے پڑھنا مؤکد نہیں۔

সিররী নামাযে কিছু শব্দের স্বশব্দে উচ্চারণে সাহু সিজদা লাগে না

প্রশ্ন : নীরবে কিরাতের নামাযে ইমাম সাহেব হঠাৎ সরবে কয়েকটি লাইন বা শব্দ যেমন (قل هو الله) শব্দ উচ্চারণ করল, পরে স্মরণ হওয়ার পর ঠিক করে পড়ল। এ ক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু লাগবে কি না?

উত্তর : ইমামের জেহরী নামাযে নীরবে এবং সিররী নামাযে স্বশব্দে ছোট তিন আয়াত তথা ত্রিশ হরফ পরিমাণ বা তার অধিক পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, এর কম হলে নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় قل هو الله পর্যন্ত স্বশব্দে পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। (৬/৭২/১০৭০)

📖 تبيين القائق (المطبعة الكبرى) ١/ ١٩٤ : حتى لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل: يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلاة وهو الأصح ولا فرق بين الفاتحة وغيرها، والمنفرد لا يجب عليه السهو بالجهر والإخفاء؛ لأنهما من خصائص الجماعة .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۳۱ : بشمول حروف محذوفہ تیس حروف یا زیادہ پڑھ لینے سے سجدۂ سہو واجب ہو جاتا ہے، الرحمن تک انتیس حرف ہیں لھذا اس سے آگے ایک حروف بھی پڑھ گیا تو سجدۂ سہو واجب ہو جائے گا۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۵ /۱۵ : الجواب- سری نماز میں جہرا یا جہری نماز میں سرا بقدر ما تجوز بہ الصلاۃ (یعنی بقدر تین چھوٹی آیت) پڑھا تو سجدۂ سہو لازم ہوگا اس سے کم میں لازم نہیں، معاف ہے کہ بچنا مشکل ہے۔

জেহরী নামাযে নীরবে ফাতেহা পড়ে আবার স্বশব্দে পড়লে সাহু সিজদা দিতে হয়

প্রশ্ন : জেহরী নামাযে ইমাম নীরবে সূরা ফাতেহার কিছু বা পুরা পড়ার পর স্মরণ হওয়ায় পুনরায় স্বশব্দে সূরা ফাতেহা পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : সরব নামাযে সূরা ফাতেহার শুরু থেকে ত্রিশ হরফ পরিমাণ নীরবে পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, এর কম হলে নয়। অতএব সূরার শুরু থেকে الرحمن শব্দটি শেষ করে الرحيم শুরু করলেই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, এর পূর্বে নয়। (৬/৭২/১০৭০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٤٥٨ : (قوله تعدل ثلاثا قصارا) أي مثل – {ثم نظر}– إلخ وهي ثلاثون حرفا، فلو قرأ آية طويلة قدر ثلاثين حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات -

ইমাম অনুচ্চ স্বরে তাকবীর বললে সাহু সিজদা দিতে হয় না

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ভুলক্রমে সরবে তাকবীর না বলে নীরবে তাকবীর দিয়ে নামায শেষ করে ফেলল, এখন স্মরণ হলে করণীয় কী?

উত্তর : ইমাম সাহেবের জন্য নামাযের তাকবীর সরবে বলা সুন্নাত। নীরবে তাকবীর বলে নামায শেষ করলেও নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। এরূপ ভুলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। (৬/৭২/১০৭০)

📖 حلبی کبیر (سهيل اكيڈيمى) ص٤٥٥ : (انه لايجب إلا بترك الواجب) من واجبات الصلاة فلا يجب بترك السنن والمستحبات

Scanned by CamScanner

كالتعوذ والتسمية والثناء والتأمين وتكبيرات الانتقالات والتسبيحات -

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٣٨ : وأما سنن الصلاة فمن جملتها رفع اليدين مقارناً لتكبيرة الافتتاح، وقد ذكرنا المسألة مع فروعها في فصل تكبيرة الافتتاح، ومن جملتها نشر الأصابع عند رفع اليدين وجهر الإمام بالتكبير إعلاماً للناس بالشروع -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣/ ٢٦٦ : امام کیلئے جہر بالتکبیر مسنون ہے، اس لئے اس کے ترک سے سجدہ سہو تو نہیں البتہ ترک سنت کا گناہ ہوگا اور جہر کی حد یہ ہے کہ پوری صف اول تک آواز پہونچے۔

মুক্তাদীর ভুলের কারণে তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না

প্রশ্ন : জামাআতের নামাযে মুক্তাদীর কোনো ওয়াজিব আদায়ে ভুল হলে বা ছুটে গেলে মুক্তাদীর করণীয় কী?

উত্তর : ইমামের পেছনে নামায পড়াকালীন মুক্তাদীর নিজস্ব কোনো ভুলের কারণে তার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় না। (৬/৪২৭/১২৪৬)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٢/ ٣١٥ (٣٥٠٧) : عن عطاء قال: «ليس على من خلف الإمام سهو» قال: قلت: وإن سجد في كل ركعة ثلاث سجدات؟ قال: «ليس عليهم سهو» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ١٧٥ : فأما المقتدي إذا سها في صلاته فلا سهو عليه -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٢٨ : سهو المؤتم لا يوجب السجدة -

Scanned by CamScanner

একাকী নামাযীর কিরাত, তাশাহহুদে ভুল বা তাকরারে সিজদায়ে সাহুর হুকুম

প্রশ্ন : একা নামায পড়ার সময় কোনো সূরা, তাশাহুদ, দু'আয়ে কুনুত ইত্যাদি কতটুকু পড়ার পর ভুলে গেলে বা একাধিকবার পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে?

উত্তর : ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহার কোনো অংশ বাদ পড়ে গেলে অথবা তিন তাসবীহ তথা বিয়াল্লিশ হরফ পরিমাণ দোহরানো হলে বা সূরা ফাতেহার পর তিন আয়াত তথা ত্রিশ হরফের কম তেলাওয়াত করা হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে সূরা ফাতেহার পর অন্য কোনো আয়াত একাধিকবার পড়া হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ তাশাহহুদের কোনো অংশ বাদ পড়ে গেলে বা প্রথম তাশাহহুদে তিন তাসবীহ তথা বিয়াল্লিশ হরফ পরিমাণ দোহরালে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে দু'আয়ে কুনুতের কোনো অংশ বাদ পড়ে গেলে বা দোহরানো হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। বরং কিছু অংশ পাঠ করা হলেও নামায সহীহ হয়ে যাবে। (৬/৪২৭/১২৪৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٤٥٨ : (قراءة فاتحة الكتاب) فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها، لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها وهو أولى -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٤٥٨ :(قوله وعليه) أي وبناء على ما في المجتبى فكل آية واجبة، وفيه نظر لأن الظاهر أن ما في المجتبى مبني على قول الإمام بأنها بتمامها واجبة وذكر الآية تمثيل لا تقييد إذ بترك شيء منها آية أو أقل ولو حرفا لا يكون آتيا بكلها الذي هو الواجب، كما أن الواجب ضم ثلاث آيات -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٤٠٧ : (قوله وكذا ترك تكريرها إلخ) فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السورة كما في الذخيرة وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٤٦٦ : (والتشهدان) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤٦٦ : (قوله بترك بعضه ككله) قال في البحر: من باب سجود السهو فإنه يجب سجود السهو بتركه ولو قليلا في ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم، فترك بعضه كترك كله -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /٩٧ : لو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو ولو كرر التشهد في القعدة الأخيرة فلا سهو عليه -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ /۴۵۰ : قنوت میں کوئی بھی دعاء مختصر یا طویل پڑھ لی جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے، دعاء معروف پوری پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں، لہذا اس میں سے کسی حصہ کے ترک یا تکرار یا پوری دعاء کے تکرار سے سجدۂ سہو نہیں۔

‘আলহামদু’ শব্দটি জোরে পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের ইমাম সাহেব আসরের নামাযের প্রথম রাক’আতে ‘আলহামদু’ শব্দটি জোরে পড়েছেন, তারপর স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে আর পড়েননি। বরং ঠিকমতো নামায পড়েছেন এবং শেষে সিজদায়ে সাহু দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, শুধু এ শব্দটি জোরে পড়ার কারণেই সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়? যদি ওয়াজিব না হয়ে থাকে তাহলে উক্ত নামাযের কী হুকুম?

বি. দ্র.: কতটুকু পরিমাণ নিম্নস্বরের জায়গায় উচ্চস্বরে পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়।

উত্তর : আসরের নামাযে শুধু ‘আলহামদু’ শব্দ জোরে পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। না জেনে সিজদায়ে সাহু দেওয়ায় নামাযের কোনো ক্ষতি হয়নি, তাই ওই নামায পুনরায় পড়তে হবে না।

উল্লেখ্য, নিম্নস্বরের ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে বা উচ্চস্বরের ক্ষেত্রে নিম্নস্বরে কমপক্ষে ত্রিশ হরফ পর্যন্ত পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। এর কমে হলে নয়। (৬/৫৬৩/১৩৩৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٨١ : (والجهر فيما يخافت فيه للإمام (وعكسه) لكل مصل في الأصح والأصح تقديره (بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٨١ : (قوله والأصح إلخ) وصححه في الهداية والفتح والتبيين والمنية لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، وعن الكثير يمكن، وما تصح به الصلاة كثير، غير أن ذلك عنده آية واحدة، وعندهما ثلاث آيات هداية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۳۱ : بشمول حروف محذوفہ تیس حروف یا زیادہ پڑھ لینے سے سجدۂ سہو واجب ہو جاتا ہے 'الرحمن' تک انتیس حروف ہیں لہذا اس سے آگے ایک حرف بھی پڑھ گیا تو سجدۂ سہو واجب ہو جائیگا۔

কোনো রাক'আতে দ্বিতীয় সিজদা না করলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি নামাযে এক সিজদা আদায়ের পর ভুলবশত দ্বিতীয় সিজদা না দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সে দ্বিতীয় সিজদাটি কখন আদায় করবে? সিজদায়ে সাহু প্রয়োজন হবে কি না?

উত্তর : নামাযে ভুলবশত কোনো একটি সিজদা ছুটে গেলে নামায শেষ হওয়ার পূর্বে যখনই স্মরণ হবে তখনই সাথে সাথে সিজদা করে নেবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করে নেবে। (৬/৬৮৭/১৩৯৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٢٧ : فلو ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلاة سجدها وسجد للسهو لترك الترتيب فيه وليس عليه إعادة ما قبلها -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ /۳۷۶ : سوال-اول رکعت میں اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ لوٹ کر دوسرا سجدہ کرے یا دوسری رکعت میں تین سجدہ کرے اور سجدۂ سہو بھی کرے یا نہیں؟

الجواب-جس وقت یاد آوے کہ ایک سجدہ کیا ہے اسی وقت دوسرا سجدہ کرلیوے اور آخر میں سجدۂ سہو کرے۔

Scanned by CamScanner

ফাতেহা কতটুকু দোহরালে সিজদায়ে সাহু করতে হয়

প্রশ্ন : নামাযে সূরা ফাতেহা কতটুকু পরিমাণ পড়ার পর পুনর্বার পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু করতে হয়?

উত্তর : ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহার তাকরার অর্থাৎ يوم الدين পর্যন্ত পড়ার পর পুনরায় শুরু থেকে পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (৫/২৯০/৯২৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٥٩ : (وتقديم الفاتحة) على كل (السورة) وكذا ترك تكريرها قبل سورة الأولين -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٦٠ : (قوله وكذا ترك تكريرها إلخ) فلو قرأها في ركعة من الأولين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السورة كما في الذخيرة وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۳۱ : پس اگر اولیین میں سورہ فاتحہ کا اس قدر تکرار ہوا کہ حروف مکررہ تین بار سبحان اللہ ربی الاعلی کہنے کے برابر ہو گئے تو سجدہ سہو واجب ہو گا،اس کا حساب لگایا گیا تو ثابت ہوا کہ سبحان اللہ ربی الاعلی میں حروف مقروءہ چودہ ہیں اور بیالیس مقروءہ حروف 'الدین' کی 'ی' تک پورے ہوتے ہیں، لھذا اس حد تک تکرار موجب سجدہ سہو ہے۔

সালাম ফিরিয়ে ফেললে সিজদায়ে সাহু আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : নামাযের সালাম ফিরানোর পর সিজদায়ে সাহুর কথা স্মরণ হলে তা কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : যদি নামাযের জায়গা থেকে ওঠার এবং কথাবার্তা বলার পূর্বে স্মরণ হয়, তাহলে প্রথমে সিজদায়ে সাহু করবে, তারপর তাশাহহুদ, দরূদ ও দু'আ পড়ে সালাম ফিরাবে আর যদি জায়গা থেকে ওঠার পর বা কথাবার্তা বলার পর স্মরণ হয়, তাহলে নামায পুনরায় পড়তে হবে। (৪/১২৭/৬২৮)

Scanned by CamScanner

📖 المبسوط للإمام محمد (إدارة القرآن) ١ /٢٣٢ : فلما فرغ من صلاته سلم وهو لا يريد أن يسجد للسهو ثم بدا له أن يسجد للسهو وهو في مجلسه ذلك قبل أن يقوم وقبل أن يتكلم قال عليه أن يسجد سجدتي السهو ويسجد معه أصحابه قلت فإن قام ولم يسجد قال ليس عليه شيء قلت وكذلك لو تكلم قبل أن يسجد قال نعم قلت فإن لم يتكلم ولم يقم ولكنه أراد السجود وفي أصحابه من قد تكلم ومنهم من قد قام فذهب قال من تكلم منهم أو خرج من المسجد لم يكن عليه سجدتا السهو ومن كان مع الإمام ولم يتكلم ولم يخرج فعليه أن يسجد مع الإمام -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٩١ : ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۴۵ : الجواب- سجدۂ سہو کے بعد تشہد درود اور دعاء دوبارہ پڑھکر سلام پھیرے، اگر سلام کے بعد سجدۂ سہو یاد آیا مگر ابھی مسجد سے نہیں نکلا اور کوئی بات نہیں کی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر مسجد سے نکل گیا یا بات کرلی تو نماز کا اعادہ کرے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/۶۶۹ : الجواب- اگر سلام کے بعد بات چیت کرنے اور مسجد سے نکلنے سے پہلے سجدۂ سہو کرلیا، تو نماز درست ہوگئی، اور مسجد سے نکل کر یا کلام کرکے سجدۂ سہو کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی چاہئے۔

প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়ানো থেকে বসে পরে সিজদায়ে সাহুসহ নামায শেষ করার হুকুম

প্রশ্ন : তিন রাক'আত অথবা চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠকে বসার স্থলে দাঁড়িয়ে গেলে বা দাঁড়ানোর মতো হলে ইমাম সাহেব মুক্তাদীদের লোকমা শুনে অথবা নিজের স্মরণ হতেই বসে যান, তারপর বিলম্বের কারণে সিজদায়ে সাহু করে নামায শেষ করেন। এতে কি নামায শুদ্ধ হবে, না নষ্ট হয়ে যাবে? এ বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

Scanned by CamScanner

شرح الوقاية (حاشية – ١٤) ١ / ١٨٥ : وهل تفسد صلاته ان عاد فى هذه الصلاة المشهور عند أصحابنا هو الفساد، للزوم رفض الفرض... ورجح ابن الهمام عدم الفساد۔

وفى المشكاة (حاشية ٤–) ١ /٩٣ : ولو عاد بعد ما استوى قائما فسدت فى الأصح۔

মতান্তরে :

بہشتی زیور مدلل و مکمل (مکتبۂ تھانوی) ۲ /۱۳۸ : اگر سیدھی کھڑی ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آوے گی اور بیٹھ کر التحیات پڑھے گی تو گنہگار ہوگی اور سجدہ سہو کرنا اب بھی واجب ہوگا (جو عدم فساد پر دال ہے)۔

প্রশ্নের মূল লক্ষ্য বেহেশতী জেওরের উক্তির সত্যতা ও প্রাধান্যের সুযোগ বা এর সপক্ষে দলিল আছে কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলার ক্ষেত্রে হাদীস ও ফিকাহ বিশারদগণের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সিজদায়ে সাহু করলে নামায সহীহ হয়ে যাবে, তবে দাঁড়ানোর কাছাকাছি গিয়ে বসে যাওয়া গোনাহ, বরং এ ক্ষেত্রে আপন অবস্থায় নামায পড়তে থাকবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু দিয়ে নামায শেষ করবে। (৩/১৬৭/৫৩৭)

📖 الدر المختار على الرد (سعيد) ٢ /٨٣ : (فلو عاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي (وقيل لا) تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتأخير الواجب (وهو الأشبه) كما حققه الكمال وهو الحق بحر۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٨٤ : (قوله وهو الحق بحر) كأن وجهه ما مر عن الفتح، أو ما في المبتغى من أن القول بالفساد غلط لأنه ليس بترك بل هو تأخير كما لو سها عن السورة فركع فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ۔

📖 غنية المتملى (سهيل اكيڈيمى) ص ٤٥٩ : ثم لو عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب، قيل تفسد وقال أبو على الجرجانى لا تفسد وقال الزوزنى فى شرح القدورى إن عاد فقعد يكون مسيئا ولا تفسد

Scanned by CamScanner

صلاة ... ... لكن قد يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض، أما الفساد فلا يظهر وجه استلزامه إياه -

📖 إعلاء السنن (ادارة القرآن) ٧ /١٥٢ : وأما إذا عاد الى القعود بعد ما استوى قائما، ففى قول أكثر العلماء لا يفسد صلاته إلا ما ذكر ابن أبى زيد أن سحنون أنه قال : أفسد الصلاة رجوعه، والصواب قول الجماعة، كذا فى العمدة للعينى (٣ /٧٣٩)

قلت: ويشهد للجمهور مارواه الآجرى عن عقبة بن عامر : أنه قام وعليه جلوس فسبحوا به فمضى، ولما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، وقال : إنى سمعتكم تقولون سبحان الله لكى ما أجلس فليست تلك السنة، إنما السنة التى صنعت ذكره ابن قدامة فى 'المغنى' مختصرا (١/ ٦٨٢) والهيثمى فى 'مجمع الزوائد' مطولا، وعزاه الى الطبرانى فى 'الكبير' من رواية الزهرى عن عقبة بن عامر، ... ...

وفيه أن عقبة ابن عامر جعل الجلوس بعد القيام خلاف السنة فقط، ولم يقل إنه يبطل الصلاة، وكذلك قد تقدم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهض فى الركعتين وسبحوا به، فمضى وسجد سجدتين مكان ما نسى من الجلوس، ولم يقل : إنه الجلوس والحال هذه مبطل، ولو كان لبينه، والله اعلم- نعم، لاشك فى كراهة العود إلى الجلوس بعد الاستواء قائما لورود النهى عنه فى حديث المغيرة وقد مر-

📖 وهكذا فى عزيز الفتاوى ص ٢٥٤

📖 وامداد المفتين ص ٣٦٧

📖 وفتاوى دار العلوم مكمل ٤ /٤٠٧

Scanned by CamScanner

ভুলে ছুটে যাওয়া সিজদা নামাযে আদায় করে সিজদায়ে সাহু করবে

প্রশ্ন : কোনো এক ব্যক্তি নামায পড়তে গিয়ে ভুলে এক সিজদা আদায় করল, অন্য সিজদা করতে ভুলে গেল। পরে ওই নামাযের ভেতরেই স্মরণ হওয়ার পর তার কর্তব্য কী? ভুলে ছুটে যাওয়া সিজদা ওই নামাযের ভেতর পুনরায় আদায় করার কোনো নিয়ম আছে কি না? থাকলে কখন কিভাবে আদায় করলে নামায শুদ্ধ হবে?

উত্তর : নামাযে যদি কোনো সিজদা ভুলে ছুটে যায় এবং নামায শেষ হওয়ার আগে স্মরণ হয় তখনই সিজদা আদায় করবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করবে। (২/৭৪)

📖رد المحتار (سعيد) ١ /٤٦٢ : قال في شرح المنية: حتى لو ترك سجدة من ركعة ثم تذكرها فيما بعدها من قيام أو ركوع أو سجود فإنه يقضيها ولا يقضي ما فعله قبل قضائها مما هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجود، بل يلزمه سجود السهو فقط-

প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ না পড়ে ইমামের অনুসরণ নয়

প্রশ্ন :

الإمام إذا تشهد وقام من القعدة الأولى إلى الثانية فنسي بعض من خلفه التشهد حتى قاموا جميعا فعلى من لم يتشهد أن يعود ويتشهد ثم يتبع إمامه وإن خاف أن تفوته الركعة، كذا في الكفاية. الفتاوى الهنديه ٩٠/١

ওপরের এবারত দ্বারা আমার বুঝে আসে যে ইমাম সাহেব তাশাহহুদ পড়ার পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়েছেন, আর মুক্তাদীগণ তাশাহহুদ ভুলে গিয়ে ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন, এখন যে সমস্ত মুক্তাদী তাশাহহুদ না পড়ে ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তারা পুনরায় প্রথম বৈঠকে ফিরে এসে তাশাহহুদ সম্পূর্ণ পড়ার পর ইমামের অনুসরণ করবে, যদিও ওই সমস্ত মুক্তাদীর তাশাহহুদ পড়তে গিয়ে ইমামের সাথে তৃতীয় রাক'আত না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তথাপি তারা তাশাহহুদ পড়বে। এ এবারতটি কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। প্রশ্নগুলো যথাক্রমে :

ক. এই মাসআলার ২-১ লাইন ওপরে আরেকটি মাসআলা আছে যে ইমাম তাশাহহুদ পড়ে দাঁড়ালে মুক্তাদীর তাশাহহুদ তখনো শেষ না হলে তার জন্য উচিত তাশাহহুদ শেষ করে দাঁড়ানো, যদি শেষ না করে ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে যায় তবুও নামায সহীহ হবে।

Scanned by CamScanner

এখানে উভয় মাসআলার মাঝে বৈপরীত্য মনে হচ্ছে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে ওপরের মাসআলার মধ্যে বলা হয়েছে যে, মুক্তাদীর তাশাহহুদ পড়া শেষ না হতেই ইমাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর এই মাসআলার মধ্যে মুক্তাদী মোটেই তাশাহহুদ পড়েনি।

খ. ইমামের অনুসরণ করাও ওয়াজিব, তাশাহহুদ পড়াও ওয়াজিব। এক ওয়াজিব ছেড়ে দিয়ে অন্য ওয়াজিব আদায় করলে পুনরায় কি তৃতীয় ওয়াজিব ছেড়ে দিয়ে প্রথম ওয়াজিবে আসতে হবে।

গ. আরেকটি মাসআলা আছে যে ওয়াজিব ছেড়ে দিয়ে ফরযের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে পুনরায় ফরয ছেড়ে ওয়াজিবের দিকে ফিরে আসবে না। অথচ এই মাসআলার মধ্যে ফরয কিয়াম ছেড়ে ওয়াজিবের জন্য ফিরে আসতে বলা হচ্ছে। যদিও আত্তাহিয়্যাতু পুরা করতে গিয়ে ইমামের সাথে তৃতীয় রাক'আত না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উত্তর : ক. প্রশ্নে যে দুই মাসআলার বর্ণনা করা হয়েছে, বাস্তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকায় হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। যে ব্যক্তি ভুলে তাশাহহুদ একেবারে পড়েনি তার একটি ওয়াজিব সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাচ্ছে বিধায় বাধ্যতামূলকভাবে ফিরে এসে তাশাহহুদ পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যে তাশাহহুদের কিছু অংশ আদায় করেছে তার একটি ওয়াজিব সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়ছে না, তাই তার ওপর তাশাহহুদ পূর্ণ করা যদিও ওয়াজিব নয়; কিন্তু না করা মাকরূহে তাহরীমী। সারকথা, উভয় অবস্থায় পড়া বা পূর্ণ করার নির্দেশ রয়েছে, প্রথমটিতে জোর বেশি এবং শেষেরটিতে কম, পার্থক্য এতটুকুমাত্র। (৩/৬৩/৪৩১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٨٥ : (قوله وهذا في غير المؤتم إلخ) أي ما ذكر من منعه عن العود إلى القعود بعد القيام؛ والخلاف في الفساد لو عاد إنما هو في الإمام والمنفرد، أما المقتدي الذي سها عن القعود فقام وإمامه قاعد فإنه يلزمه العود لأن قيامه قبل إمامه غير معتبر، فليس في عوده رفض الفرض، بل قال في شرح المنية عن القنية: إن المقتدي لو نسي التشهد في القعدة الأولى فذكر بعد ما قام عليه أن يعود ويتشهد، بخلاف الإمام والمنفرد للزوم المتابعة، كمن أدرك الإمام في القعدة الأولى فقعد معه فقام الإمام قبل شروع المسبوق في التشهد فإنه يتشهد تبعا لتشهد إمامه فكذا هذا.

Scanned by CamScanner

(قوله وإن خاف فوت الركعة) أي الثالثة مع الإمام ط.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٩٠/١ : إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدي أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدي التشهد فالمختار أن يتم التشهد. كذا في الغياثية وإن لم يتم أجزأه .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۳۷۶ : سوال-اگر کسی شخص کے بیٹھتے ہی امام قعدہ اولی سے کھڑا ہو گیا اور یہ شخص التحیات نہ پڑھ سکا تو شرعا اس کا کیا حکم ہے؟
الجواب-اس صورت میں مسبوق تشہد پورا کر کے اٹھے بدون تشہد پورا کئے امام کا اتباع مکروہ تحریمی ہے مگر نماز ہو جائے گی آخری قعدہ میں شریک ہونے والا کا بھی یہی حکم ہے۔

খ. প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলাতে কোনো ওয়াজিব ছুটে যায়নি বরং এক ওয়াজিব আদায় করার নিমিত্তে অপর ওয়াজিব এর আদায়ে বিলম্ব হয়েছে। তার দরুন মুক্তাদীর নামাযে কোনো অসুবিধা পরিলক্ষিত হবে না। কারণ কোনো ওয়াজিব আদায় করতে গিয়ে অপরটির আদায়ে বিলম্ব হওয়া উক্ত ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া থেকে অনেক গুণে শ্রেয়।

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٧٠ : والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غيرِ تأخير واجبة، فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع، كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية، وإنما يؤخرها، والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية، فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية -

গ. ওয়াজিব ছেড়ে দিয়ে ফরযের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে পুনরায় ফরয ছেড়ে ওয়াজিবে ফিরে না আসার মাসআলাটি ইমাম ও একা নামায আদায়কারীর সাথে সম্পৃক্ত।

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٨٥ : (قوله وهذا في غير المؤتم إلخ) أي ما ذكر من منعه عن العود إلى القعود بعد القيام؛ والخلاف في الفساد لو عاد إنما هو في الإمام والمنفرد، أما المقتدي الذي سها عن القعود فقام وإمامه قاعد فإنه يلزمه العود لأن قيامه قبل إمامه غير معتبر، فليس في عوده رفض الفرض، بل قال في شرح المنية عن القنية: إن المقتدي لو نسي التشهد في القعدة الأولى فذكر بعد ما قام عليه أن يعود ويتشهد، بخلاف الإمام والمنفرد للزوم المتابعة -

Scanned by CamScanner

ফরযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে ফাতেহা না পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হয় না

প্রশ্ন : ফরয নামাযের শেষে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব না সুন্নাত? যদি না পড়ে বা ভুলে যায় তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে কি না?

উত্তর : ফরয নামাযের তৃতীয় রাক'আতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত। তাই কেউ যদি ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতেহা না পড়ে তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। (১৭/৫৩২/৭১৬০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٢١٣ : " ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها " لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وهذا بيان الأفضل هو الصحيح لأن القراءة فرض في الركعتين.

কিরাতের স্থানে তাশাহহুদ পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি প্রথম রাক'আত থেকে উঠে ভুলে কিরাতের স্থানে তাশাহহুদ পড়ে, পরে স্মরণ হলে কিরাত পড়ে নামায শেষ করে। তার নামায হবে কি না? এবং সাহু সিজদা দিতে হবে কি না?

উত্তর : সূরা ফাতেহার স্থানে তাশাহহুদ পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। সাহু সিজদা না করলে নামায আবার পড়তে হবে। (১৮/৫৩৯/৭৭১৪)

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) ص ٤٦١ : وإن قرأ في الأولين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه السجود لأنه أخر واجبا.

Scanned by CamScanner

কী পরিমাণ কিরাত অনুচ্চ / স্বশব্দে পড়লে সাহু সিজদা করতে হবে

প্রশ্ন : কী পরিমাণ কিরাত জেহরী নামাযে অনুচ্চ শব্দে পড়লে অথবা সিররী নামাযে স্বশব্দে পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়?

উত্তর : কেউ যদি জেহরী নামাযে অনুচ্চ আওয়াজে অথবা সিররী নামাযে স্বশব্দে ছোট তিন আয়াত তথা ত্রিশ হরফ পরিমাণ বা এর অধিক তেলাওয়াত করে, তাহলে তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। এর কমে যদি কেউ পড়ে বা তেলাওয়াত করে, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। (৭/৮৮৮/১৯২৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٣٣٣ : ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو " لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات واختلفت الرواية في المقدار والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۳۱ : سوال—امام کے جہر نمازیں سرا یا سری نماز میں جہرا کتنی قراءت کرنے سے سجدہ سہو لازم ہوگا؟
جواب—بشمول حروف محذوفہ تیس حروف یا زیادہ پڑھ لینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، الرحمن تک انیتس حروف ہیں لہذا اس کے آگے ایک حرف بھی پڑھ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔

মাসবুক না হয়েও হয়েছে মনে করে দাঁড়িয়ে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে

প্রশ্ন : মুদরেক হওয়া সত্ত্বেও কেউ নিজেকে মাসবুক মনে করে ইমামের সালামের পর দাঁড়িয়ে গেছে, কিরাত পড়ার আগে বা পরে স্মরণ হওয়ার পর ফিরে এসেছে। তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : মুদরেক নিজেকে মাসবুক মনে করে ইমামের সালামের পর দাঁড়িয়ে যাওয়ায় তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (১৬/৫৯৬/৬৬৭১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٢٩ : رجل صلى الظهر خمسا وقعد في الرابعة قدر التشهد إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم، كذا في المحيط ويسجد للسهو.

Scanned by CamScanner

باب سجدة التلاوة والشكر
পরিচ্ছেদ : তেলাওয়াত ও শোকরের সিজদা

নামাযে সিজদায়ে তেলাওয়াত ছুটে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : তেলাওয়াতের সিজদার বিধান কী? জনৈক হাফেজ সাহেব তারাবীহর নামাযে সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করেননি। এর জন্য হাফেজ সাহেব ও মুসল্লিগণ গোনাহগার হবেন কি না?

উত্তর : সিজদার আয়াত নামাযে তেলাওয়াত করা হোক বা নামাযের বাইরে সর্বাবস্থায় সিজদা করা ওয়াজিব। নামাযের ভেতর সিজদার আয়াত তেলাওয়াত শেষ হওয়ামাত্রই সিজদা আদায় করতে হয়। এতদসত্ত্বেও তিন আয়াত পর্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেলেও সিজদা ছাড়া কিছু করতে হয় না, তিন আয়াতের বেশি ভুলবশত বিলম্ব হওয়াবস্থায় নামায শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বা শেষ হওয়ার পর নামাযের বিপরীত কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সিজদা আদায় করে দায়মুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু এরূপ করলে বিলম্বের জন্য একটি সাহু সিজদা অতিরিক্ত আদায় করতে হয়। পক্ষান্তরে নামাযের ভেতরে উল্লিখিত পন্থায় সিজদা না করা হলে এ সিজদা আদায়ের পথ থাকে না। এর জন্য তাওবা-এস্তেগফার করাই গোনাহ মাফ করানোর জন্য জরুরি। সুতরাং বর্ণিত অবস্থায় হাফেজ সাহেবের সিজদা অনাদায়ের গোনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করে নেওয়া জরুরি। মুক্তাদীরাও এস্তেগফার করলে ভালো হবে। (৭/৭৮৫/১৮৭৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٠٩ : (إن لم تكن صلوية) فعلى الفور لصيرورتها جزءا منها ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٠٩: (قوله فعلى الفور) جواب شرط مقدر تقديره فإن كانت صلوية فعلى الفور ح ثم تفسير الفور عدم طول المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٢ / ١١٠ : أما لو سهوا وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيا يأتي بها ويسجد للسهو.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢٢ : إذا لم يسجد في الصلاة حتى فرغ فإنه يأثم؛ لأنه لم يؤد الواجب، ولم يمكن قضاؤها لما ذكرنا وهذا من الواجبات الذي إذا فات وقته تقرر الإثم على المكلف، والمخرج له عنه التوبة كسائر الذنوب.

রেকর্ড শুনলে সিজদা ওয়াজিব হয় না

প্রশ্ন : কেউ রেকর্ডকৃত কোরআন তেলাওয়াত শুনলে সাওয়াব হবে কি? এবং এতে সিজদার আয়াত পড়লে সিজদা ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর : কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত রেকর্ড করা এবং শোনা জায়েয। তবে তাতে কোনো সাওয়াব নেই। আর আয়াতে সিজদা শুনলে সিজদা দিতে হবে না। (১৪/৬৮৯/৫৭৪২)

📖 خلاصة الفتاوى (مكتبه رشيديه) ١ /١٨٧ :ولا يجب إذا سمعها من طير هو المختار، ومن النائم الصحيح أنها يجب إن سمعها منه، وإن سمعها من الصدى لا يجب عليه-

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۴/ ٦٥ : الجواب — ٹیپ ریکارڈر سے سننے پر سجدۂ تلاوت واجب نہیں اس لئے ٹی وی یا ریڈیو پر اگر ٹیپ سنایا جارہاہو تو سجدہ واجب نہیں اور اگر براہ راست قاری کی آواز ہو تو واجب ہوگا۔

সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে রুকুতে যাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ইমাম তারাবীহর নামাযে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে তার নিয়্যাত করে রুকুতে চলে যায় এবং নামাযের সিজদা ও তেলাওয়াতের সিজদা একত্রে

Scanned by CamScanner

দেয়। তবে তা মুসল্লিদের পক্ষেও প্রযোজ্য হবে নাকি মুসল্লিদের নিয়্যাত করতে হবে? অনুগ্রহ করে দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে তারাবীহর নামাযে নামাযের সিজদা এবং তেলাওয়াতের সিজদা একত্রে দেওয়ার দ্বারা নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ইমাম ও মুক্তাদী সকলের তেলাওয়াতে সিজদা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মুক্তাদীদের নিয়্যাত শর্ত নয়। (১৩/৬৩৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١١٢ : ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه ويسجد إذا سلم الإمام ويعيد القعدة، ولو تركها فسدت صلاته كذا في القنية وينبغي حمله على الجهرية. نعم لو ركع وسجد لها فورا ناب بلا نية.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ /١١٢ : وفي القهستاني: واختلفوا في أن نية الإمام كافية كما في الكافي فلو لم ينو المقتدي لا ينوب على رأي فيسجد بعد سلام الإمام ويعيد القعدة الأخيرة كما في المنية.

📖 فيه أيضا ٢ /١١٢ : والأولى أن يحمل على القول بأن نية الإمام لا تنوب عن نية المؤتم، والمتبادر من كلام القهستاني السابق أنه خلاف الأصح حيث قال على رأي فتأمل.

একই সিজদার আয়াত কয়েকজনে পড়লে শ্রোতারা কয়টি সিজদা দেবে

প্রশ্ন : আমাদের দরসের মধ্যে একই সিজদার আয়াত কয়েকজন পাঠ করেন, এমতাবস্থায় সিজদা কয়টা দিতে হবে? এবং বৈঠক দ্বারা কতটুকু স্থান বোঝায়?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সকলের ওপর একটি করে সিজদা ওয়াজিব হবে। আর বৈঠক পরিবর্তন হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে শরয়ী বিধান হলো, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া অথবা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদির দ্বারা বৈঠক পরিবর্তন হয়ে যায়। তবে সাধারণ কিছু খাওয়া, পান করা, সালামের জবাব দেওয়া

Scanned by CamScanner

ইত্যাদি দ্বারা বৈঠক পরিবর্তন হয় না। তেমনিভাবে একই কামরা অথবা মসজিদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার দ্বারাও বৈঠক পরিবর্তন হয় না। (১১/৪৫৮)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ١ / ١٨١ : الأصل أن السجدة لا يتكرر وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة: إما اختلاف المجلس، أو التلاوة، أو السماع حتى أن من تلا آية واحدة مرارا في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ١١٤ : (ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس) واحد (لا) تتكرر بل كفته واحدة وفعلها بعد الأولى أولى قنية. وفي البحر التأخير أحوط والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٨٩ : ويتبدل المجلس بالانتقال منه ولو مسديا وبالانتقال من غصن إلى غصن وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح، ولا يتبدل بزوايا البيت والمسجد ولو كبيرا ولا بسير سفينة ولا بركعة وبركعتين وشربة وأكل لقمتين ومشى خطوتين ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته ولا بسير دابته مصليا-

সিজদায়ে শোকরের বিধান

প্রশ্ন : সিজদায়ে শোকরের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? অনেককে দেখা যায়, প্রত্যেক নামাযের পর সিজদায়ে শোকর আদায় করে থাকে নামাযের স্থানে অথবা অন্য স্থানে। অনেকে আবার সিজদায়ে শোকর হিসেবে নয় বরং সিজদায় গিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনায় মগ্ন হয়, তবে সিজদা হতে উঠে কখনো হাত উঠিয়ে দু'আ করে, তাই তাকে সরাসরি সিজদায়ে শোকরও বলা যায় না।

উত্তর : যখন কোনো ব্যক্তির কোনো বড় নিয়ামত হাসিল হয় অথবা কোনো বড় মুসিবত দূর হয়, তখন সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে দুই রাক'আত 'সালাতুশ শোকর' আদায় করা। যদি

Scanned by CamScanner

তা না করে, তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে সিজদায়ে শোকর করা যেতে পারে। তবে নামাযের পর সাথে সাথে সিজদায়ে শোকর করা মাকরূহ। নামাযের পর দু'আর উদ্দেশ্যে যে সিজদা করা হয় যাকে সিজদায়ে দু'আইয়্যাহ বা সিজদায়ে মুনাজাত বলা হয়, শরীয়তে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এটাকে মাকরূহ বলেছেন। (৪/১৬৭/৬৩৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٠٧ : وسجدة الشكر: مستحبة به يفتى لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه.

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٣/ ٣٦٨ : بعد نماز صرف دعاء کے لئے سجدہ کرنے کا ثبوت احادیث سے نہیں ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ نماز کے بعد محض دعاء کرنے کے لئے سجدہ کرنے کی اصل شریعت میں نہیں ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٧/ ١٢٥ : بہتر یہ ہے کہ شکریہ کے لئے دو رکعت ادا کرے، اگر یہ نہ ہو تو سجدہ کرنا بھی مفتی بہ قول کی بناء پر مستحب ہے، لیکن نماز کے بعد کرنا مکروہ وممنوع کہ ناواقف لوگ اس کو مسنون یا واجب اعتقاد کریں گے۔

Scanned by CamScanner

باب صلاة المعذورين
পরিচ্ছেদ : মাজুরের নামায

মাজুরের সংজ্ঞা ও হুকুম

প্রশ্ন : 'মাজুর' কাকে বলে? এবং মাজুরের হুকুম কী? বিস্তারিত জানালে বড়ই উপকৃত হতাম। আমি একজন ডায়াবেটিস ও ব্লাড-প্রেসারের রোগী, বয়সও অনেক হয়ে গেছে। প্রায়ই নামাযে বা নামায ছাড়া আমার ওজু রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। ওজু অবস্থায় পূর্ণ নামাযের ওয়াক্ত খুব কমই পাওয়া যায়। সুতরাং আমাকে শরীয়তের পরিভাষায় মাজুর বলা যাবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তি কোনো এক ওয়াক্তে (যেমন, জোহর থেকে আসর পর্যন্ত) ওজরবিহীন এটুকু সময় পায় না যে ওজু করে ফরয নামায ফরয, ওয়াজিবসহ আদায় করতে পারে তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মাজুর বলা হয়। এরপর যত দিন পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে, সে মাজুর থাকবে। মাজুর হওয়ায় তার এক ওজু দ্বারা ওই ওয়াক্তে সব নামায পড়তে পারবে যদি ওজু ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ পাওয়া না যায়। যদি অন্য কোনো কারণ পাওয়া যায় বা ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তার ওজু থাকবে না। (৪/২৮/৫৭৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٣٠٥ : (وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث (ولو حكما) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء، وفي) حق (البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت) ولو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل.

Scanned by CamScanner

চেয়ারে বসে নামায পড়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : অসুস্থ ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায পড়ার পদ্ধতি কী?

উত্তর : অসুস্থ ব্যক্তি চেয়ারে বসে ইশারায় নামায পড়ার প্রয়োজন হলে রুকুর ইশারা অপেক্ষা সিজদার ইশারায় মাথা সামান্য বেশি ঝুঁকাবে। উল্লেখ্য, জমিনে বসে সিজদা করে নামায আদায় করতে পারলে চেয়ারে বসে ইশারায় নামায সহীহ হবে না। (১৭/৯৪৭/৭৪০৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٣٦ : ثم إذا صلى المريض قاعدا كيف يقعد الأصح أن يقعد كيف يتيسر عليه، هكذا في السراج الوهاج، وهو الصحيح، هكذا في العيني شرح الهدايةوإذا لم يقدر على القعود مستويا وقدر متكئا أو مستندا إلى حائط أو إنسان يجب أن يصلي متكئا أو مستندا، كذا في الذخيرة ولا يجوز له أن يصلي مضطجعا على المختار، كذا في التبيين.

وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو سوى لم يصح، كذا في البحر الرائق.

📖 كذا فى حلبى كبير ص٢٦٢

📖 وكذا فى احسن الفتاوى ۴ /۵۱

ওজু-তায়াম্মুমে অক্ষম ব্যক্তির নামায

প্রশ্ন : মুহতারাম, আমার বাবার সমস্ত অঙ্গ অকেজো হওয়ায় নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারছেন না, তবে জ্ঞান ঠিক আছে। তাই নিজে তো ওজু বা তায়াম্মুম করতে সক্ষম-ই না, এমনকি কারো মাধ্যমে করানোর মতোও সামর্থ্যও নেই। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর নামায পড়া সম্পর্কে শরীয়তে ইসলামীর বক্তব্য কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অসুস্থ ব্যক্তি ওজু-তায়াম্মুম ছাড়াই যেভাবে পারে নামায আদায় করে নেবে। (১৮/৮০৩/৭৮৫১)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٣١ : وإذا لم يقدر المريض على الوضوء والتيمم وليس عنده من يوضئه وييممه فإنه لا يصلي عندهما قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل - رحمه الله - رأيت في الجامع الصغير للكرخي أن مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا تيمم ولا يعيد وهذا هو الأصح كذا في الظهيرية.

📖 فتاوی حقانیہ (دارالعلوم حقانیہ)۳ /۳۳۵ :سوال-ایک شخص کسی شدید حادثہ کا شکار ہوا ہے، اب اس کی حالت یہ ہے کہ ناف کے نیچے بالکل بے حس ہو چکا ہے، حادثے کے بعد سے اس کا پیشاب پائپ کے ذریعہ نکالا جاتا ہے، پیشاب کی نالی کے ساتھ دن رات پائپ لگا رہتا ہے جس کے ذریعے قطرہ قطرہ پیشاب رس رس کر بوتل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ جبکہ وہ قیام ورکوع اور سجدہ پر بھی قادر نہیں، اس کے علاوہ خود وضوء کرنے سے قاصر ہو کر کسی دوسرے سے استنجاء اور وضو کرانا بھی مشکل ہے، تو ایسے شخص کے لئے تیمم اور وضو کا کیا حکم ہے؟

جواب-ایسے معذور شخص کا یہ عذر جب تک موجود ہو تو ایسی صورت میں یہ بغیر وضو کے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر تیمم کی قدرت بھی نہ ہو تو بغیر طہارت نماز ادا کرے گا اور اعادہ بھی واجب نہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱ /۱۲۴ : فالج یا اگر ایسی بیماری ہو گئی کہ پانی سے استنجاء نہیں کر سکتی تو کپڑے یا ڈھلے سے پونچھ ڈالا کرے اور اس طرح نماز پڑھے اگر خود تیمم نہ کر سکتی تو کوئی دوسری تیمم کرا دے اور اگر ڈھلے یا کپڑے سے پونچھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو بھی نماز قضا نہ کرے اسی طرح نماز پڑھے کسی اور کو اس کی بدن دیکھنا اور پونچھنا درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

রুকু-সিজদা করতে সক্ষম বা অক্ষম ব্যক্তি মাটিতে নাকি চেয়ারে বসে নামায পড়বে

প্রশ্ন : রুকু-সিজদা আদায়ে অক্ষম ব্যক্তি ইশারায় নামায আদায়কালে মাটিতে বসে নামায আদায় করবে, না চেয়ারে বসে? আর মাটিতে বসতে সক্ষম ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা করতে সক্ষম তাকে অবশ্যই রুকু-সিজদা করতে হবে। আর যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা করতে অক্ষম সে ইশারায় নামায আদায় করতে পারবে। চাই ইশারা, মেঝেতে বসে করুক বা চেয়ারে বসে করুক। তবে মেঝেতে বসতে সক্ষম হলে মেঝেতে বসে ইশারা করা উত্তম। (১৬/৮২৩/৬৮১১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١١٣ : ثم إذا صلى المريض قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع وأما في حالة القراءة وحال الركوع روي عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا وإن شاء متربعا وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢ /٢٦٣ : ٹخنے کے اوپر سے اگر پاؤں کٹا ہوا ہو تو مصنوعی پاؤں کھولنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس پاؤں کا دھونا ساقط ہو چکا ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر سجدے کر سکتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر اشارہ کافی نہیں اور اگر رکوع اور سجدہ دونوں اشارے سے ادا کرتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر بھی صحیح ہے۔

মেঝেতে সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তির সিজদা করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি নামাযের যাবতীয় রুকন সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম, শুধুমাত্র মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সিজদা আদায়ে অক্ষম। উক্ত ব্যক্তির সিজদা আদায়ের উত্তম পদ্ধতি কী? উদ্ধৃতিসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির জন্য কপাল ব্যতীত শুধুমাত্র নাক জমিনে লাগানো সম্ভব হলে কেবলমাত্র নাক জমিনে লাগানোর মাধ্যমে সিজদা করতে হবে। উক্ত অবস্থায় ইশারায়

Scanned by CamScanner

সিজদা করলে নামায শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে নাকও জমিনে লাগানো সম্ভব না হলে বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় মাথার ইশারায় রুকু-সিজদা করার অনুমতি থাকলেও বসে মাথার ইশারায় রুকু-সিজদা করাই উত্তম। আর ইশারার ক্ষেত্রে সিজদার জন্য রুকুর তুলনায় মাথা একটু বেশি নিচু করতে হবে। (১৫/৪৭৯/৬১২৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ /٣٤٨ : قال: " وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعدا يومئ إيماء " لأن ركنية القيام للترسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود " -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٣٦ : وإن كان بجبهته جرح لا يستطيع السجود عليه لم يجزئه الإيماء وعليه أن يسجد على أنفه وإن لم يسجد على أنفه وأومأ لم تجز صلاته، كذا في الذخيرة.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٩٦ : (صلى قاعدا) ... (كيف شاء) ... (بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام) ولو متكئا على عصا أو حائط (قام) لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل (وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف (لا القيام أومأ) الهمز (قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) لزوما (ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه) فإنه يكره تحريما -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۵۵ : الجواب- جو شخص سجدہ پر قادر نہ ہو اس سے قیام کا فرض ساقط ہے اس کو اختیار ہے خواہ حالت قیام ہی میں سجدہ کیلئے اشارہ کرے یا رکوع

Scanned by CamScanner

کے بعد بیٹھ کر اشارہ کرے یا ابتداء ہی سے بیٹھ کر نماز پڑھے، آخری صورت افضل ہے
پھر درمیانی پھر پہلی۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۳ /۳۳۴ : الجواب-اگر یہ شخص سجدہ پر قادر نہیں تو
اس سے قیام ساقط ہے تاوقتیکہ صحت یاب ہو جائے لہذا یہ شخص بیٹھ کر رکوع اور سجدہ
اشارہ سے پڑھے کیونکہ کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر اشارہ کرنا زمین کے نزدیک ہے
اشارہ کرتے وقت سجدہ کیلئے رکوع کی بہ نسبت ذرا نیچے ہو کر اشارہ کرے۔

ওজরের সর্বনিম্ন সময়

প্রশ্ন : মাজুর ব্যক্তির ওজরে সর্বনিম্ন সময় কতটুকু? এক নামাযের ওয়াক্ত থেকে অন্য নামায পর্যন্ত, না পূর্ণ এক দিন?

উত্তর : প্রাথমিকভাবে মাজুর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো ওজর অবস্থায় এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিক্রম হওয়া, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতটুকু সময় পায় না যার মধ্যে ওজর ছাড়া ওজু করে ফরয নামায আদায় করতে সক্ষম হয়, সেই মাজুর বলে গণ্য। তবে মাজুর সাব্যস্ত হওয়ার পর নামাযের পূর্ণ ওয়াক্তের ভেতর উক্ত ওজর একবার পাওয়া গেলেও মাজুর হিসেবে বহাল থাকবে। (১৫/৫৭৬)

📖 الدر المختار على الرد (سعيد) ١ /٣٠٥ : (وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة).
بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث (ولو حكما) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء، وفي) حق (البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت) ولو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل.

Scanned by CamScanner

মযী রোধে রাস্তায় তুলা রেখে ইমামতি করা

প্রশ্ন : যদি ইমাম সাহেবের কোনো কারণবশত নামাযের পূর্বে মযী বের হতে থাকে, আর ইমাম সাহেব মযী বাইরে না আসার উদ্দেশ্যে টিস্যু বা তুলা গুটি বানিয়ে প্রস্রাবের রাস্তায় প্রবেশ করায়। অতঃপর ওজু করে ইমামতি করে তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে? উল্লেখ্য যে উক্ত ইমাম নামায শেষে টিস্যুর গুটি বের করে সামান্য পরিমাণ ভিজা পায়, এতে বোঝা যায় যদি টিস্যু নাও দিত তাহলেও মযী বাইরে প্রকাশ পেত না। তার নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : ইমাম সাহেব যদি শরয়ী মাজুর হয় অর্থাৎ সে ওজরমুক্ত অবস্থায় এমন একটি নামাযের ওয়াক্ত না পায়, যার মধ্যে ওজু করে কমপক্ষে ওই ওয়াক্তের ফরয আদায় করে নিতে পারে, তাহলে এমন মাজুর ব্যক্তির জন্য ইমামতি করা বৈধ নয়। তবে সে ওয়াক্ত আসার পর ওজু করে নিজে নিজে ওই ওয়াক্তের ফরয-সুন্নাতসহ সব ধরনের নফল আদায় করতে পারবে। ওয়াক্ত শেষ হলে তার ওজুও শেষ হয়ে যাবে। যদি কেউ টিস্যু দিয়ে গুটি বানিয়ে প্রস্রাবের রাস্তায় রেখে দেয়, এরপর ওজু করে নামায পড়ে এমতাবস্থায় গুটির বাহিরাংশ যদি না ভিজে তাহলে তার ওজু ভাঙবে না এবং এমতাবস্থায় নামায পড়ালে নামায আদায় হয়ে যাবে। তার বহিরাংশ ভিজে গেলে ওজু ভেঙে যাবে। (১৫/৫৮৬/৬১৪৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ /٣٦٧ : (قوله ومن سبقه حدث توضأ وبنى) والقياس فسادها؛ لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها فأشبه الحدث العمد ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» ولا نزاع في صحته مرسلا وهو حجة عندنا وعند أكثر أهل العلم ومذهبنا ثابت عن جماعة من الصحابة .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ١٢ /٣٧٢ : احقر مدت سے مرض جریان میں مبتلا ہے اکثر اوقات بدون دفق وشہوت کے مذی کی قسم کی کوئی چیز نکل کر کبھی مخرج کے منہ پر رہتی ہے اور کبھی مخرج سے تعدی کر کے کچھ پھیل جاتا ہے مگر چمڑے سے الگ ہو کر ساقط نہیں ہوتی، کبھی کپڑے پر بھی لگ جاتی ہے اور اکثر اوقات نماز میں بھی مذکورہ حالت ہو جاتی ہے۔ بعض وقت دو تین دفعہ نماز دہرانے تک یہی حالت رہتی ہے اور

Scanned by CamScanner

بعض وقت نہیں رہتی۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز دہراؤں یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی مجبوراامام بنناپڑتا ہے کہ جماعت میں عوام ہوتے ہیں جن کی قرأت صحیح نہیں ہے۔ اور بعض کی قراءت صحیح ہے مگر مسائل سے اچھی طرح واقف نہیں۔ اور بعض کے طہارت وغیرہ کے مسائل پر عمل نہیں ہے۔ چال چلن لباس وغیرہ شریعت کے موافق نہیں ہے اور اگر کبھی جاننے والا آدمی موجود بھی ہے تو وہ امام نہیں ہوتا۔ تو حالت مذکورہ میں احقر کوامام بننادرست ہوگا یا نہیں؟ بر تقدیر ثانی کیا کروں؟

الجواب - اس چیز کے ناقض وضو ہونے میں شک نہیں، لیکن اس کی نوبت یہاں تک پہونچ گئی ہے کہ شرعاً آپ کو معذور کہا جاسکے تو اس وقت آپ کے لئے یہ حکم ہوگا کہ ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا آپ کو ضروری ہوگا۔ اور اس وضو سے فرض نفل سب پڑھ سکتے ہیں پھر جب نماز کا وقت خارج ہوگا تو یہ خروج وقت آپ کے حق میں ناقض وضو ہوگا عذر ناقض نہ ہوگا۔ شرعاً معذور وہ شخص ہے کہ جس پر نماز کا ایک مکمل وقت اسی حالت میں گذر جائے کہ اس میں وہ عذر برابر ملحق رہے اور اتنی دیر کے لئے بھی بند نہ ہو کہ جن میں وہ وضو کر کے اس وقت کی فرض نماادا کرسکے۔ جب ایک نماز کا مکمل وقت اسی حالت میں گذر گیا تو یہ شخص شرعاً معذور ہوگا۔ اس کے بعد ہر نماز کے مکمل وقت میں اس عذر کا متحقق ہوناضروری نہیں۔ بلکہ مکمل وقت میں کم از کم ایک مرتبہ اس عذر کا پایاجاناکافی ہے پھر اگر کسی نماز کا مکمل وقت ایسی حالت میں گذر گیا کہ ایک مرتبہ بھی عذر نہ پایا گیاتو یہ شخص شرعاً معذور نہیں رہے گا۔ اب آپ اپنی حالت کو خود ملاحظہ کر لیں آپ شرعاً معذور ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو یہ خروج مذی آپ کے حق میں ناقض نہیں۔ لہذا اس کی وجہ سے نماز کااعادہ بھی درست نہیں۔ اگر آپ معذور نہیں تو یہ خروج مذی ناقض وضو ہے۔ اگر نماز میں خروج ہو جائے تو وضو اور نماز ہر دو کااعادہ لازم ہے، معذور کی امامت درست نہیں۔ جب آپ معذور ہوں تو آپ ہرگز امام نہ بنیں۔ جو امام احسن حالا ہو اس کا اقتداء کرلیں۔ اور جب معذور نہ ہوں تو پھر امام بننے میں کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اگر ایسی حالت میں خروج مذی ہو گیا تو نماز کااعادہ لازم ہوگا۔

Scanned by CamScanner

হাঁটু ভাঁজ করতে অক্ষম ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি সঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু নামায পড়ার সময় সে হাঁটু ভাঁজ করতে পারে না। করলে অত্যন্ত কষ্ট হয়, এ জন্য সে হাই বেঞ্চে বসে মসজিদে জামাআতের সাথে নামায পড়ে এবং সে সিজদা করে কাঠের ওপর। অনেকে বলেন যে সিজদা কাঠে না করে শুধু চেয়ারে বসে সামনে হাত রেখে হাওয়ার ওপর সিজদা করতে পারে। উক্ত নিয়মে নামাযের বিধান জানিয়ে আমাদেরকে দ্বীনের ওপর চলতে সাহায্য করবেন।

এ ক্ষেত্রে অনেক সময় জামাআতে লোক কম হওয়ায় সে এক কোণে থাকে, জামাআতের সাথে মিলতে পারে না। এটা কি শরীয়ত মতে ঠিক আছে?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি মাটিতে বসতে সক্ষম হলে মাটিতে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে। অন্যথায় চেয়ারে বসে ইশারা করবে। অন্য চেয়ার বা কাঠের ওপর অথবা শূন্যে সিজদা করবে না। মাজুর ব্যক্তি জামাআতে লোক কম হওয়ায় এক কোণে থাকার কারণে জামাআতের সাথে মিলতে না পারলেও নামায হয়ে যাবে। (১৩/৬১৪/৫৩৬৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ /٣٤٥ : قال: " فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء " يعني قاعدا لأنه وسع مثله " .

📖 الخانية مع الهندية (زكريا) ١ /١٧١ : وان عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود يصلى قاعدا بايماء يجعل السجود اخفض من الركوع .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٣٦ : وكذا لو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام فالمستحب أن يصلي قاعدا بإيماء وإن صلى قائما بإيماء جاز عندنا، هكذا في فتاوى قاضي خان.

📖 الدر المختار (سعيد) ٢ /٩٧ : (وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف (لا القيام أومأ) بالهمز (قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴ /۵۵ : الجواب-جو شخص سجدہ پر قادر نہ ہو اس سے قیام کا فرض ساقط ہے اس کو اختیار ہے خواہ حالت قیام ہی میں سجدہ کیلئے اشارہ کرے یا رکوع کے بعد بیٹھ کر اشارہ کرے یا ابتداء ہی سے بیٹھ کر نماز پڑھے، آخری صورت افضل ہے پھر درمیانی پھر پہلی۔

মাজুর ব্যক্তি হুইল চেয়ারে বসেই নামায পড়বে

প্রশ্ন : ত্রিশ বছরের একজন যুবক দুর্ঘটনাজনিত প্যারালাইসিসের কারণে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করছেন এবং তাঁর হাত-পাগুলো অসাড়, তাঁর নামায আদায়ের হুকুম ও পদ্ধতি কী? কেউ তাঁকে ওজু করিয়ে দিলে কি তিনি হুইল চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে পারবেন? তাঁর জন্য নামায মাফ হবে কি না?

উত্তর : মানুষ বালেগ হওয়ার পর থেকে তার ওপর নামায ফরয হয়ে যায়। জ্ঞান থাকাবস্থায় যেকোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন, তা আদায় করতে হবে। দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরয, সম্ভব না হলে বসে পড়তে হবে, বসতেও যদি না পারে তবে শুয়ে ইশারায় হলেও পড়ে নিতে হবে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত যুবককে যদি কেউ ওজু করিয়ে দেয়, তাহলে সে হুইল চেয়ারে বসে ইশারায় নামায পড়ে নিতে হবে। (১২/৬৮৫/৪০৮৬)

📖 الدر المختارمع الرد (سعيد) ٢ /٩٥ : (من تعذر عليه القيام) أي كله (لمرض) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرر به يفتى(قبلها أو فيها) أي الفريضة (أو) حكمي بأن (خاف زيادته أو بطء برئه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه ألما شديدا) أو كان لو صلى قائما سلس بوله أو تعذر عليه الصوم كما مر (صلى قاعدا) ولو مستندا إلى وسادة أو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار (كيف شاء) على المذهب لأن المرض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى. وقال زفر: كالمتشهد، قيل وبه يفتى (بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام) ولو متكئا على عصا أو حائط (قام) لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل

Scanned by CamScanner

(وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف (لا القيام أومأ) بالهمز (قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)-

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱ /۲۳۰ : جو مریض قیام سے عاجز ہے یعنی اگر قیام کرے تو گر جانے یا مرض بڑھ جانے یا جلد اچھا نہ ہونے کا اندیشہ ہو یا بے حد تکلیف ہوتی ہو اس کیلئے بیٹھکر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر کھڑے رہنے کی استطاعت ہے تو بیٹھکر پڑھنا جائز نہیں ہے-

হতবুদ্ধি ব্যক্তিকে বলে বলে নামায পড়ানোর হুকুম

প্রশ্ন : জনাব, আমার আম্মা আজ থেকে প্রায় দুই বছর পূর্বে স্ট্রোক করেন, যার কারণে তাঁর শরীরের ডান পাশ অকেজো হয়ে যায় এবং ব্রেনের ওপর আঘাত আসে। অনেক সময় কথাবার্তার মধ্যেও অস্বাভাবিকতা বোঝা যায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো নামায নিয়ে। কোনটার পর কোনটা হবে, তা একেবারেই ভুলে গিয়েছেন। যখন আযান দেওয়া হয় অনেক সময় ওয়াক্ত হলেই তিনি নিজ থেকে বলতে থাকেন আমাকে ওজু করাও, তাড়াতাড়ি নামায পড়াও, দেরি হলে খুব রাগ করেন। তবে নামায পড়তে হলে একজন তাঁর সাথে থাকতে হয়। সব কিছু বলে দিতে হয়। কোন দু'আর পর কোন দু'আ পড়তে হবে, কোন সূরার পর কোন সূরা পড়তে হবে, এমনকি রুকু-সিজদার তাসবীহও বলে দিতে হয়। অনেক সময় নামাযের মাঝে কথাও বলে ওঠেন এবং এদিক-সেদিকও তাকান। তখন তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে হাসতে থাকেন, অথচ স্ট্রোক করার পূর্বে অত্যন্ত সহীহ-শুদ্ধ, গুরুত্বসহ নামায আদায় করতেন। ডাক্তারদের অভিমত হলো স্ট্রোকের কারণে এ অবস্থা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এভাবে অন্য ব্যক্তির দ্বারা বলে বলে সূরা-কিরাত ও দু'আ পড়ালে নামায হবে কি? এভাবে বলা ছাড়া তাঁকে নামায পড়ানোও সম্ভব নয়। এখন তাঁর নামাযের কী হুকুম হবে? ব্রেন পুরোপুরি ঠিক না থাকায় নামায কি মাফ হয়ে যাবে? নাকি কাফ্ফারা দিতে হবে? এখন আমাদের করণীয় কী? সুন্নাত-বিতিরও পড়াতে হবে?

উত্তর : নামায ফরয হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক থাকা। যদি জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক না থাকে এবং এ অবস্থায় ছয় ওয়াক্ত নামায বা এর বেশি অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর নামায আর ফরয থাকে না বরং তার থেকে নামায মাফ হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

এ ক্ষেত্রে ফিদ্‌য়া দেওয়াও ওয়াজিব নয়। তবে এমন ব্যক্তি, যার পুরোপুরি জ্ঞান বিলুপ্ত না হলেও নামাযের রাক'আত রুকু- সিজদা ইত্যাদি সঠিকভাবে স্মরণ না থাকায় যদি অপর ব্যক্তি বলে দেয় তাহলে এভাবে তার নামায পড়া জায়েয। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা মতে, আপনার আম্মা যেহেতু একাকী নামায পড়তে সক্ষম নন, তাই অপর ব্যক্তির বলার দ্বারা হলেও নামায পড়তে থাকবে। তবে একাধারে ছয় ওয়াক্ত নামাযের সময় হুঁশ-জ্ঞান না থাকলে নামায ফরয হবে না। (১১/৭৭১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٠٢ : (ومن جن أو أغمي عليه) ولو بفزع من سبع أو آدمي (يوما وليلة قضى الخمس وإن زاد وقت صلاة) سادسة (لا) للحرج، ولو أفاق في المدة، فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا -

📖 فيه أيضا (سعيد) ٢ /١٠٠ : (ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء) ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه كذا في القنية -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /١٠٠ : (قوله ولو اشتبه على مريض إلخ) أي بأن وصل إلى حال لا يمكنه ضبط ذلك، وليس المراد مجرد الشك والاشتباه لأن ذلك يحصل للصحيح (قوله ينبغي أن يجزيه) قد يقال إنه تعليم وتعلم وهو مفسد كما إذا قرأ من المصحف أو علمه إنسان القراءة وهو في الصلاة ط.

قلت: وقد يقال إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير أو إعلام فهو كإعلام المبلغ بانتقالات الإمام فتأمل.

(قوله كذا في القنية) الإشارة إلى ما ذكره المصنف والشارح.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٨ /١١٨ : الجواب-اگرایک دن رات سے زیادہ وقت اس طرح گذرے کہ بالکل شعور اور احساس نہ ہو بالفاظ دیگر مسلسل بے ہوشی طاری رہے تو نماز ساقط ہو جائے گی ورنہ ساقط نہ ہوگی وقت ملنے پر نمازیں ادا کرلیا کرے، اس صورت میں اگر قضا نہ پڑھ سکے تو فدیہ کی وصیت کرے، زندگی میں فدیہ دینا صحیح نہیں ہے، اگر اکثر وقت بے ہوشی طاری رہتی ہے اور گاہے افاقہ ہو جاتا ہو اگر افاقہ کا وقت مقرر ہو مثلا صبح کے وقت افاقہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے تو

Scanned by CamScanner

اس افاقہ کا اعتبار ہوگا، اس سے قبل اگر بے ہوشی ایک رات دن سے کم ہے تو بے ہوشی کا حکم باطل ہو جائے گا اور نمازوں کی قضا لازم ہوگی، اور اگر افاقہ کا وقت مقرر نہ ہو دن میں کسی بھی وقت افاقہ ہو جاتا ہو تو اس افاقہ کا اعتبار نہیں یعنی یہ بے ہوشی متصل اور لگاتار سمجھی جائے گی، اور اگر اکثر وقت ہوش وحواس قائم رہتے ہوں گا ہے بے ہوشی اور بے شعوری طاری ہوتی ہو اور یہ سلسلہ رہتا ہو تو اس کا حکم ظاہر ہے نماز ساقط نہ ہوگی، اگر رکعتوں کا شمار یاد نہ رہتا ہو اور کوئی شخص اس کو بتلاتا جائے اور وہ پڑھ لے تو یہ بھی جائز

ডাক্তারের পরামর্শে চেয়ার-টেবিলে নামায

প্রশ্ন : ডাক্তারের পরামর্শে চেয়ার-টেবিলে নামায পড়া বৈধ কি না?

উত্তর : কোনো সমস্যার কারণে মাটিতে বসা বা রুকু-সিজদার সহিত নামায আদায় করা অসম্ভব হলে চেয়ারে বসে রুকু-সিজদার জন্য ইশারা করে নামায আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে সিজদায় রুকুর চেয়ে মাথা একটু বেশি ঝুঁকাবে। (১০/৪৫)

📖 منية المصلى ص١١٣ : وإن عجز المريض عن القيام يصلى قاعدا يركع ويسجد وان لم يستطع الركوع والسجود أومأ برأسه وجعل السجود اخفض من الركوع ولا يرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه من وسادة أو غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام لمريض إذا قدرت ان تسجد على الأرض فاسجد والا فأوم برأسك ولو رفع الى وجهه شيئا فسجد عليه فان كان يخفض رأسه صح ويكون صلاته بالإيماء لا بالركوع والسجود .

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۳ /۹۸ : جو لوگ حقیقت میں معذور ہوں اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے ہو، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

মাজুরের দেয়াল, টেবিল বা উঁচু করা বালিশে সিজদা করা

প্রশ্ন : আমার জানা মতে, অসুস্থ অবস্থায় নামাযে যেখানে পা থাকে সেখান থেকে আধা হাতের বেশি উঁচু স্থানে সিজদা করা ঠিক নয়। কিন্তু কেউ কেউ দেখা যায়, ছোট টেবিলের মতো বানিয়ে বা বালিশ উঁচু করে রেখে তার ওপর সিজদা করে। আবার কেউ দেয়ালের কাছে বসে দেয়ালে সিজদা দেয়। আমার মতে, এ ধরনের অসুস্থতায় ইশারায় নামায পড়া উত্তম। তাই সঠিক পদ্ধতি জানতে চাই।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি সিজদা করতে অক্ষম হলে তার জন্য হুকুম হলো সে ইশারা করে নামায আদায় করবে, বসে ইশারা করতে অসুবিধা হলে চেয়ারে বসে ইশারা করতেও কোনো সমস্যা নেই। তবে টেবিলে বা দেয়ালে কপাল ঠেকিয়ে সিজদা করার প্রয়োজন নেই। (১০/৯৬৪/৩৩৯৬)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دارالحديث) ٢/ ٦٢٠ (٣٦٦٩) : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: " صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك -

📖 فتاوى قاضيخان (مكتبه رشيديه) ١ /١٣٦ : وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٩٨ : (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) لزوما (ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه) فإنه يكره تحريما -

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ١ /١٥٤ : (وإن تعذر الركوع أو السجود أومأ برأسه) أي يشير إلى الركوع والسجود (قاعدا) إن قدر على القعود لأنه وسعه (وجعل سجوده) بالإيماء (أخفض من ركوعه) لأن نفس السجود أخفض من الركوع فكذا الإيماء به (ولا يرفع إلى وجهه شيئا للسجود) -

📖 منية المصلى ص ١١٣

Scanned by CamScanner

বসতে অক্ষম ব্যক্তির নামায পড়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : ওজরের কারণে মাটিতে স্বাভাবিকভাবে বসতে পারে না, চেয়ারে বসে নামায আদায় করে, অবশ্য মাথা নিচু করতে পারে। এখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করার সময় শুধু ইশারায় নামায পড়লে জায়েয হবে? নাকি সামনে টেবিল বা অন্য কিছু রেখে সিজদা করতে হবে। যদি সামনে টেবিল রেখে সিজদা করা জায়েয হয় তাহলে উত্তম কোনটি? ইশারায় রুকু-সিজদা করবে না সামনে কিছু রেখে সিজদা করবে?

উত্তর : ওজরের কারণে মাটিতে বসতে না পারলে চেয়ারে বসে ইশারায় নামায আদায় করা উত্তম। তবে রুকু থেকে সিজদার সময় মাথা বেশি ঝুঁকাবে। সিজদা টেবিলে করার প্রয়োজন নেই। (৯/৩৭২/২৬৫৯)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دارالحديث) ۲/ ٦٢٠ (٣٦٦٩) : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: " صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.

📖 الجوهر النيرة (المطبعة الخيرية) ١ /١٠٢ : (قوله وجعل السجود اخفض من الركوع والسجود أومأ ايماء) أومأ بالهمزة (قوله وجعل السجود اخفض من الركوع) لأن الإيماء قام مقامهما فأخذ حكمهما (قوله وله يرفع إلى وجهه شيئا ليسجد عليه) فإن رفع إن وجد الإيماء جاز ويكون مسيئا وإلا فلا.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٦٧ : "فإن فعل" أي وضع شيئا فسجد عليه "وخفض رأسه" للسجود عن إيمائه للركوع "صح" أي صحت صلاته لوجود الإيماء لكن مع الإساءة لما روينا. وقيل هو سجود كذا في الغاية.

Scanned by CamScanner

বসতে অক্ষম ব্যক্তি চেয়ারে বসে টেবিলে সিজদা করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু বসতে পারে না। সে দাঁড়িয়ে নামাযের নিয়্যাত করে তারপর চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর সিজদা করে, তার নামায আদায় হবে কি না? যদি আদায় না হয় তাহলে ওই ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি চেয়ারে বসে ইশারায় নামায পড়বে। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর সিজদা করে নামায পড়লে তা আদায় হয়ে গেলেও এ রকম করার প্রয়োজন নেই। (৯/৬৫৭/২৭৬৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ۲ /۹۹ : أنه لو لم يقدر على الإيماء قاعدا، كما لو كان بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو مستلقيا لا صلى قائما بركوع وسجود لأن الاستلقاء لا يجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الإتيان بالأركان كما في المنية وشرحها.

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) ۱ /۱٦٧ : "فإن فعل" أي وضع شيئا فسجد عليه "وخفض رأسه" للسجود عن إيمائه للركوع "صح" أي صحت صلاته لوجود الإيماء لكن مع الإساءة لما روينا. وقيل هو سجود كذا في الغاية.

বসতে অক্ষম ব্যক্তির ইশারায় সিজদা আদায় করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি নামাযে বসতে পারেন না, টুলের ওপর বসে নাক-কপাল কোথাও না লাগিয়ে শূন্যের ওপর ইশারায় সিজদা করে নামায পড়েন। এভাবে নামায হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি যদি মাটিতে বসতে এবং বসে সিজদা করতে না পারেন তাহলে তাঁর জন্য টুলের ওপর বসে শূন্যের ওপর ইশারায় রুকু-সিজদা করার অনুমতি আছে। তবে রুকুর তুলনায় সিজদার মধ্যে মাথা বেশি ঝুঁকানো জরুরি। (৮/৯২১/২৪২৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ۱ /۱۳٦ : وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو سوى لم

Scanned by CamScanner

يصح، كذا في البحر الرائق. وكذا لو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام فالمستحب أن يصلي قاعدا بإيماء وإن صلى قائما بإيماء جاز عندنا، هكذا في فتاوى قاضي خان.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۵۱ : معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ کرسی پر بیٹھکر سجدہ کی بجائے اشارہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر زمین پر بیٹھکر سجدہ کی قدرت ہو تو کرسی پر اشارہ سے نماز نہیں ہوگی۔

১৫-২০ মিনিট ওজরমুক্ত থাকলে মাজুর হয় না

প্রশ্ন : আমার বয়স প্রায় ৫৫ বছর, শরীর বেশ দুর্বল, মাঝে মাঝে প্রচণ্ড গ্যাস হয় পেটে। প্রস্রাব করলে তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে কমপক্ষে এক-দেড় ঘণ্টা লাগে এবং সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার পর ১৫-২০ মিনিট যেতেই পুনরায় প্রস্রাবের বেগ হয় এবং মাঝে মাঝে অর্শ্বও নির্গত হয়। আমি উক্ত রোগ হতে আরোগ্য লাভের চেষ্টাও করছি। এ পরিস্থিতিতে আমার জরুরত সম্পাদনের পদ্ধতি কী? স্বল্প সময়ে পবিত্র হয়ে জামাআতে নামায পড়তে পারছি না। এ অবস্থায় আমি মাজুর কি না? আমি কিভাবে কোন সময় নামায আদায় করব?

উত্তর : যেহেতু আপনার পবিত্রতা অর্জনের পর নামায আদায় করা পরিমাণ সময় হাতে থাকে। তাই প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে আপনি মাজুরের অন্তর্ভুক্ত নন। সুতরাং ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও প্রস্রাব ও পায়খানার অসুবিধার কারণে জামাআতে শরীক হতে না পারলে আপনি গোনাহগার হবেন না। আপনি পবিত্রতা অর্জনের সাথে সাথে নিজে নামায আদায় করে নেবেন, জামাআতের অপেক্ষা করা জরুরি নয়। (৭/৫৭৯/১৭৮৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٣٠٥ : (وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث (ولو حكما) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء، وفي) حق (البقاء

Scanned by CamScanner

كفى وجوده في جزء من الوقت) ولو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ /۲۷۳ : مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو پیشاب کی قطرہ کم وبیش آتا رہتا ہے مگر نماز کا پورا وقت گھیر تا نہیں ہے اتنا وقت مل جاتا ہے کہ طہارت کی حالت میں نماز ادا کر سکے تو وہ معذور نہیں ہے۔اس کو چاہئے کہ قطرہ رک جانے کا انتظار کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۵۴ : یہ شخص شرعا معذور نہیں، جماعت کے ساتھ بے وضو نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی اس پر لازم ہے کہ گھر ہی میں تنہا نماز پڑھا کرے، بلکہ بوقت مجبوری نماز کی سنتیں اور واجبات وغیرہ بھی ترک کردے۔ صرف فرائض پر اکتفاء کرے۔

বায়ুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি পেটে অধিক গ্যাস হওয়ার কারণে দীর্ঘ সময় ওজু রাখতে পারে না। কখনো ১০-১৫ মিনিট এবং কখনো এর চেয়ে বেশি-কম রাখতে পারে। ১০ ওয়াক্ত ফরয নামাযের মধ্যে ৪-৫ ওয়াক্ত জামাআতের পর পুনরায় একা আদায় করতে হয়। এমতাবস্থায় জামাআতে নামায পড়া তার ওপর ওয়াজিব কি না? জামাআতের পূর্বে একাকী নামায আদায় করলে সে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : বায়ু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি ১০-১৫ মিনিট বা এর চেয়ে কিছু কম বেশি ওজু রাখতে পারে; যেমন প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে ওই ব্যক্তি জামাআত শুরু হওয়ার পূর্বে ওজু করে জামাআতের সহিত নামায আদায় করবে। আর যদি জামাআতে শরীক হয়ে নামায পড়ার ক্ষেত্রে বায়ু বের হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহলে ঘরে একাকী নামায পড়ার অনুমতি আছে। এতে গোনাহগার হবে না। বরং নিয়্যাতের দ্বারা জামাআতে নামায পড়ার সাওয়াব পাবে। (৪/২০৯/৬৫৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٥٥ : (فلا تجب على مريض ومقعد وزمن ... أو مدافعة أحد الأخبثين-

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٥٥ : (قوله الأخبثين) وكذا الريح-

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ١ /٥٥٤ : وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٣ /٢٨٢ : سوال-ایک شخص ریاحی تکلیف کا مریض ہے، اس کا یہ غالب گمان ہے کہ اگر جماعت سے نماز ادا کرنے گیا تو جماعت ہی میں ریاح خارج ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں جماعت اس پر واجب ہے یا نہیں؟ اگر وہ گھر پر نماز ادا کرلے تو جماعت کا ثواب ملے گا؟

الجواب-اس حالت میں ترک جماعت کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اکیلا پڑھنے سے بھی جماعت کا ثواب ملے گا۔

হাঁটুর ব্যথার কারণে সিজদা কষ্টকর হলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক মাজুর ব্যক্তির হাঁটুতে ব্যথার কারণে সিজদায় যাওয়া, সিজদা করা এবং তার থেকে ওঠা ও তাশাহহুদের সময় বসা কষ্টকর হয়–এমতাবস্থায় তার নামায আদায়ের পদ্ধতি কী হবে? সে যদি পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করে তাহলে নামায দোহরাতে হবে কি না?

উত্তর : দাঁড়ানো থেকে বসতে যার কষ্ট হয় সে জমিতে বসে নামায আদায় করবে। তাশাহহুদের অবস্থায় কষ্ট হলে যেভাবে সহজ, সেভাবে বসতে পারবে। বসে নামায পড়া অবস্থায় সিজদা করতে কষ্ট হলে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে রুকুর জন্য যে পরিমাণ মাথা ঝুঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝুঁকাবে। আর যে উক্ত পদ্ধতিতে জমিতে বসে ইশারায় নামায পড়তে সক্ষম, সে চেয়ারে বসে ইশারায় নামায পড়লে তা আদায় হলেও মেঝেতে বসতে সক্ষম হলে মেঝেতে বসে ইশারা করা উত্তম। (১৮/৩৬৫/৭৫৬৯)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/ ١٤١ : الأصل في هذا الفصل: أن المريض إذا قدر على الصلاة قائماً بركوع وسجود، فإنه يصلي المكتوبة قائماً بركوع وسجود ولا يجزئه غير ذلك؛ لأنه لما قدر على القيام والركوع والسجود كان بمنزلة الصحيح، والصحيح لا يجزئه أن يصلي المكتوبة إلا قائماً بركوع وسجود كذلك هذا.

Scanned by CamScanner

وإن عجز عن القيام وقدر على القعود، فإنه يصلي المكتوبة قاعداً بركوع وسجود، ولا يجزئه غير ذلك؛ لأنه عجز عن نصف القيام، وقدر على النصف، فما قدر عليه لزمه، وما عجز عنه سقط.

وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود فإنه يصلي قاعداً بإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن القعود صلى مستلقياً على ظهره، وإن لم يقدر إلا مضطجعاً استقبل القبلة، وصلى مضطجعاً يومیء بإيماء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٣٦ : ثم اذا صلى المريض قاعدا كيف يقعد، الاصح ان يقعد كيف يتيسر عليه .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۵۱ : سوال-زید رئیس آدمی ہے ایک پاؤں سے معذور ہے بیٹھکر جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا، احقر نے ایک دن جمعہ کو جماعت سے نماز پڑھتے اس طرح دیکھا کہ ایک کرسی سجدہ کی جگہ رکھی اور ایک کرسی پر بیٹھا جماعت کے بیچ میں، تو طریقۂ مذکورہ سے نماز ہوئی یا نہیں؟ شرعا یہ فعل درست ہے یا نہیں؟

الجواب-اگر ایک کرسی پر بیٹھکر دوسری کرسی پر سجدہ کیا تو نماز صحیح ہو جائیگی بشرطیکہ سجدہ کے وقت گھٹنے بھی کرسی پر رکھے معہذا ایسا کرنا گناہ ہے زمین پر بیٹھکر نماز ادا کرنا چاہئے اور اگر بوقت سجدہ گھٹنے کرسی پر نہ رکھے تو یہ نماز واجب الاعادہ ہے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ کرسی پر بیٹھکر سجدہ کی بجائے اشارہ سے نماز پڑھتے ہیں اگر زمین پر بیٹھکر سجدہ کی قدرت ہو تو کرسی پر اشارہ سے نماز نہیں ہو گی۔

সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তির চেয়ারে বসে নামায আদায়

প্রশ্ন : 'আহসানুল ফাতাওয়া'য় উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি সিজদা করতে অক্ষম তার থেকে কিয়াম রহিত হয়ে যায়। এমন অক্ষম ব্যক্তি যদি চেয়ারে বসে নামায পড়ে এবং রুকু-সিজদা বসে ইশারা করে ও কিয়ামের সময় দাঁড়িয়ে যায় তা তার জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য নিচে বসে ইশারার মাধ্যমে নামায পড়াই নিয়ম। তবে চেয়ারে বসে রুকু-সিজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করলেও নামায হয়ে

Scanned by CamScanner

যাবে। যেহেতু ওই ব্যক্তির জন্য কিয়াম তথা দাঁড়ানো ফরয নয়। তাই চেয়ারে বসে নামায আদায় করা অবস্থায় দাঁড়ানোর সময় দাঁড়াতেও আপত্তি নেই। (১৭/৯৮/৬৯২৮)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٠١ : (قوله وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا) لأن ركنية القيام للتوصل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم وإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود ولا ترد صلاة الجنازة حيث لم يلزمه ثمة سقوط القيام بسبب سقوط السجود لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء وفي المجتبى وإن أومأ بالسجود قائما لم يجزه وهذا أحسن وأقيس كما لو أومأ بالركوع جالسا لا يصح على الأصح. والظاهر من المذهب جواز الإيماء بهما قائما وقاعدا كما لا يخفى -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٩٧ : وفي الذخيرة: رجل بحلقه جراح إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ؛ ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه، والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما، بل ليكونا وسيلتين إلى السجود، قال في البحر: ولم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع، أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر. قال ح: أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة، كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام.

Scanned by CamScanner

باب قضاء الفوائت
পরিচ্ছেদ : কাযা নামায

ছুটে যাওয়া নামায কাযা করতে হবে না বলা ভ্রষ্টতা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার কিছু লোকের ধারণা হলো, নামায কাযা হয়ে গেলে বা জীবনে দীর্ঘদিন আগের যে নামাযগুলো ছুটে গিয়েছে তা আর পুনরায় কাযা পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু তাওবা করলেই মাফ হয়ে যাবে এবং সাহাবায়ে কেরাম কখনো উমরী কাযা করেননি। এ কথা কতটুকু সত্য এবং এ রকম ধারণা পোষণকারীর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমান বালেগ নর-নারীর ওপর ফরয। কোনো কারণে ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করতে না পারলে তা পরে আদায় করে দিতে হবে, শুধুমাত্র তাওবা করা যথেষ্ট নয়। যা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর আমল থেকে প্রমাণিত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত উক্তিটি শরীয়ত সমর্থিত নয়। এ ধরনের ধারণা পোষণ করা গোমরাহী ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। (১৯/১৭৬/৮০৮৮)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) (٥٩٦) : باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب، جاء يوم الخندق، بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب-

📖 وفيه ايضا ١ /١٥٥ (٥٩٧) : باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاةوقال إبراهيم: «من ترك صلاة واحدة عشرين سنة، لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة»-

Scanned by CamScanner

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وأقم الصلاة لذكري} -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) (٦٨٠) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: «اكلأ لنا الليل» ، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أي بلال» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك، قال: «اقتادوا» ، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها» ، فإن الله قال: {أقم الصلاة لذكري} -

📖 فقہی مقالات (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۴ /۲۸ : خلاصہ یہ ہے کہ انسان سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں ان کی قضاء اس کے ذمہ لازم ہے صرف توبہ کر لینے سے وہ معاف نہیں ہوتیں، خواہ کتنی زیادہ ہوں، البتہ وہ روزانہ پانچ نمازوں کی قضاء کرنا شروع کر دے اور جب زیادہ پڑھنے کی موقع ملے زیادہ بھی پڑھے اور ساتھ ہی وصیت بھی کر دے یہ کہ جو نمازیں میں اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکوں ان کا فدیہ میری ترکے سے ادا کیا جائے تو امید

Scanned by CamScanner

ہے کہ انشاءاللہ اس کا یہ عمل اللہ تعالی قبول فرماکر اس کی کوتاہی کو معاف فرمادیگے، قضا عمری کا صحیح طریقہ یہی ہے اور یہ کہنا کہ قضاء عمری پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف توبہ ہی کافی ہے، گمراہی کی بات ہے اور جو شخص نماز جیسے بنیادی فریضے میں محض اپنی رائے سے کسی دلیل کے بغیر اس قسم کی گمراہانہ بات کی تلقین اور اس پر اصرار کرے اس کے درس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

তাওবা করলেই কাযা মাফ হয় না

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলে যে নামায কাযা হয়ে গেলে বা জীবনে বহু নামায কাযা হয়ে থাকলে খালেস তাওবা করলে তা মাফ হয়ে যায়, তার কাযা আদায় করতে হয় না। এ কথা শরীয়ত সমর্থিত কি না? নামাযের কাযা আদায়ের ব্যাপারে শরয়ী দলিল জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমান বালেগ নর-নারীর ওপর ফরয। কোনো কারণে ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করতে না পারলে তা পরে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে। শুধুমাত্র তাওবা করা যথেষ্ট নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত উক্তি শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১৯/৭১/৮০১৫)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) (٥٩٧) ١ / ١٥٥: عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وأقم الصلاة لذكري} -

📖 وفيه ايضا (٥٩٨) ١ / ١٥٥ : عن جابر بن عبد الله، قال: " جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال: فنزلنا بطحان، فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب " -

📖 البحر الرائق (ادار الكتب العلمية) ٢ / ١٤٠ – ١٤١ : فالأصل فيه أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت

Scanned by CamScanner

الفوائت كثيرة أو قليلة فلا قضاء على مجنون حالة جنونه ما فاته
في حالة عقله كما لا قضاء عليه في حالة عقله -

📖 الدر المختار مع الرد(سعيد) ٢ /٦٢ : باب قضاء الفوائت: لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا، إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج، ومن العذر العدو، وخوف القابلة موت الولد لأنه – عليه الصلاة والسلام – أخرها يوم الخندق، ثم الأداء فعل الواجب -

ছুটে যাওয়া নামায ও রোযার কাযা আবশ্যকীয় হওয়ার দলিল

প্রশ্ন : অতীত জীবনের কাযা নামায ও রোযা আদায়ের দলিল কী?

উত্তর : অতীত জীবনের কাযা নামায ও রোযা আদায়ের দলিল নিম্নরূপ : (১১/৮৯৬/৩৭৩৭)

📖 سورة البقرة الآية ١٨٥: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) (٥٩٧) ١ / ١٥٥ : عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥ / ١٦٧ (٦٨٤): عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها» ، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري.

📖 سنن النسائى (دار الحديث) (٦١٤) : عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال: «كفارتها أن يصليها إذا ذكرها»

📖 فقہی مقالات ٤ / ١٥

Scanned by CamScanner

উমরী কাযার সংজ্ঞা ও প্রমাণ

প্রশ্ন : উমরী কাযা বলতে কী বোঝায়? কোরআন-হাদীসে তার কোনো প্রমাণ আছে?

উত্তর : উমরী কাযা বলতে যদি এটাই বোঝায় যে নামায কাযা হয়ে গেছে বলে নিশ্চিত হলে তা আদায় করে নেবে তাহলে তা শরীয়ত সমর্থিত। শুধুমাত্র প্রথাগতভাবে শুক্রবারে দুই রাক'আত নামায কাযায়ে উমরীর নামে পড়ার প্রথা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১০/১৮৪/৩০৫৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ١٥٥ (٥٩٧) : عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥ / ١٦٧ (٦٨٤) : عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها» ، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري.

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ١ / ٤٢٤ (٦١٤) : عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال: «كفارتها أن يصليها إذا ذكرها».

📖 الموضوعات الكبرى (مؤسسة الرسالة) ١ / ٣٥٦ : من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل النهاية ولا ببقية شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين.

Scanned by CamScanner

কাযা নামে কোনো নামায নেই বলা মূর্খতা

প্রশ্ন : এক শ্রেণীর আলেম বলেন, বালেগ হওয়ার পর যদি ফরয নামায কাযা হয়, তাহলে পরবর্তীতে ওই ফরয নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না। এমনকি তাঁরা আরো বলেন, কাযা হিসেবে বা কাযা নামে কোনো নামাযই নেই।
উক্ত কথাগুলো কতটুকু সত্য? এবং ফরয নামায কাযা হলে পরবর্তীতে সময় পেলে আদায় করতে হবে কি না? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : যারা কাযা নামায আদায় করতে হবে না বলে তাদের কথা ভুল। বালেগ হওয়ার পর থেকে যত ফরয নামায কাযা হবে সব আদায় করতে হবে। (৯/৬৩৩/২৮০৫)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) (٥٩٧) ١ / ١٥٥: عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وأقم الصلاة لذكري} -

📖 وفيه ايضا (٥٩٨) ١ / ١٥٥ : عن جابر بن عبد الله، قال: " جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت، قال: فنزلنا بطحان، فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب " -

📖 البحر الرائق (ادار الكتب العلمية) ٢ / ١٤٠ – ١٤١ : فالأصل فيه أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة فلا قضاء على مجنون حالة جنونه ما فاته في حالة عقله كما لا قضاء عليه في حالة عقله -

📖 الدر المختار مع الرد(سعيد) ٢ /٦٢ : باب قضاء الفوائت: لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا، إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج، ومن العذر العدو، وخوف القابلة موت الولد لأنه – عليه الصلاة والسلام – أخرها يوم الخندق، ثم الأداء فعل الواجب -

Scanned by CamScanner

সফরে কাযা হলে তা কখন কোথায় আদায় করবে

প্রশ্ন : সফর অবস্থায় জোহর বা আসর বা মাগরিব নামায কাযা হলে ওই নামায ওই দিন এশার নামাযের পূর্বে বা পরে পড়া যাবে? নাকি পরবর্তীতে ওয়াক্তের কাযা নামায ওই ওয়াক্তে আদায় করতে হবে। বাড়িতে থাকা অবস্থায় কাযা আদায়ের ব্যাপারে একই নিয়ম প্রযোজ্য কি না?

উত্তর : ছয় বা তার অধিক ওয়াক্ত কাযা না হলে প্রথমে ধারাবাহিক কাযা আদায় করতে হবে। অতঃপর ওয়াক্তিয়া ফরয নামায আদায় করতে হবে। এর চেয়ে অধিক কাযা হলে যেকোনোভাবে আদায় করতে পারবে। বাড়িতে ও সফরে একই নিয়ম প্রযোজ্য। (১৮/৯৬/৭৪১০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ /٣٢٤ : " ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل "... ... "إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات " لأن الفوائت قد كثرت" فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت "

📖 الدر المختار مع الرد(سعيد) ٢ /٦٥ : (الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء لازم).

📖 احسن الفتاوى(سعيد) ۴ /٢٢ : جس کے ذمہ چھ فرض نمازیں قضاء نہ ہو وہ صاحب ترتیب ہے چھ یا زیادہ فرائض کی قضاء اس کے ذمہ ہو تو اس پر ترتیب لازم نہیں۔

মাগরিব ও বিতিরের কাযা ৩ রাক'আত নাকি ৪ রাক'আত

প্রশ্ন : মাগরিবের তিন রাক'আত ফরয এবং বিতিরের তিন রাক'আত ওয়াজিব নামায কারো কাযা হয়ে গিয়েছে। ওই নামাযগুলো কাযা করার সময় চার রাক'আত আদায় করতে হবে কি? জনৈক মাওলানা সাহেব উপরোক্ত নামাযগুলো চার রাক'আত পড়ার ফাতওয়া দিয়েছেন।

উত্তর : যদি কেউ মাগরিব বা বিতিরের নামায তার সময়মতো আদায় না করার ওপর নিশ্চিত হয় তাহলে কাযা হিসেবে মাগরিব ও বিতিরের নামায তিন রাক'আত করে

Scanned by CamScanner

নিয়মানুযায়ী আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে চার রাক'আত পড়া নিষেধ। পক্ষান্তরে যদি সেগুলো আদায় করেছে কি না তা নিশ্চিত নয়, তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাক'আতে বসে শুধু তাশাহহুদ পড়ে সালাম না ফিরিয়ে আবার দাঁড়িয়ে এক রাক'আত পড়ার পর বসে তাশাহহুদ দরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেবে। অনিশ্চিত অবস্থায় উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে চার রাক'আত পড়ার কথা অবশ্য কিতাবে আছে। (৭/৮৩/১৫৫১)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٧ : وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره، فإن صح نقول كان يصلي المغرب والوتر أربعا بثلاث قعدات.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣٧ : جواب عن سؤال وارد على الوجه الثالث، فإن هذا المنقول ينافي حمل النهي عليه، إذ يبعد أن يكون ما صلاه الإمام أولا مشتملا على خلل محقق من مكروه أو ترك واجب، بل الظاهر أنه أعاد ما صلاه لمجرد الاحتياط وتوهم الفساد، فينافي حمل النهي في مذهبه على الوجه الثالث.

📖 الفتاوى الهندية(زكريا) ١ /١٢٤- ١٢٥ : وفي الفتاوى رجل يقضي الفوائت فإنه يقضي الوتر وإن لم يستيقن أنه هل بقي عليه وتر أو لم يبق فإنه يصلي ثلاث ركعات ويقنت ثم يقعد قدر التشهد ثم يصلي ركعة أخرى فإن كان وترا فقد أداه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعا ولا يضره القنوت في التطوع.

আসরের কাযা কখন করবে

প্রশ্ন : আসরের নামায কাযা হলে মাগরিবের ফরয নামায পড়ে সুন্নাতের আগে আসরের কাযা আদায় করে সুন্নাত পড়তে হবে, নাকি ফরয ও সুন্নাত আদায় করে আসরের কাযা পড়তে হবে?

উত্তর : আসরের নামায কাযা হলে তা মাগরিবের আগে আদায় করতে হবে। যদি সে ব্যক্তি ছাহেবে তারতীব অর্থাৎ ইতিপূর্বে যার ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা হয়নি। অন্যথায় মাগরিবের নামাযের পর পড়তে পারবে। তবে সুন্নাতের আগে পড়বে না, বরং সুন্নাতের পরে পড়বে। (৭/৮৫৫/১৯২১)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٧٤ : (قوله ويجوز تأخير الفوائت) أي الكثيرة المسقطة للترتيب. (قوله لعذر السعي) الإضافة للبيان ط أي فيسعى ويقضي ما قدر بعد فراغه ثم وثم إلى أن تتم. (قوله وفي الحوائج) أعم مما قبله أي ما يحتاجه لنفسه من جلب نفع ودفع ضره وأما النفل فقال في المضمرات: الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلاة التي رويت فيها الأخبار. اهـ ط أي كتحية المسجد، والأربع قبل العصر والست بعد المغرب.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۱۸ : الجواب—اگر یہ شخص صاحب ترتیب ہے تو پہلے عصر کی قضاء پڑھے پھر مغرب کی نماز ادا کرے فوت جماعت کو سقوط ترتیب کیلئے سبب قرار نہیں دیا گیا، اور اگر صاحب ترتیب نہیں تو پہلے نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کرے بعد میں عصر کی قضاء پڑھے صاحب ترتیب وہ ہے جس کے ذمہ چھ نمازیں قضاء نہ ہوں.

ছাহেবে তারতীব কাযার আগে ওয়াক্তিয়া পড়লে করণীয়

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তির জীবনে কোনো নামায কাযা নেই। হঠাৎ করে একদিন ফজরের নামায কাযা হয়ে গেল, এখন সে কোনো কারণে অথবা অলসতা করে জোহরের আগে কাযা করতে পারেনি। প্রশ্ন হলো, এ নামায সে মাগরিবের নামাযের পর কাযা আদায় করতে পারবে কি না? যদি না পারে তাহলে কখন পারবে? দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : উল্লিখিত ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ফজরের কাযা করতে পারবে, কিন্তু জোহর, আসর ও মাগরিবের নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে। এমতাবস্থায় পূর্বে পড়া জোহর, আসর ও মাগরিব নফলে পরিণত হয়ে যাবে। (৯/৭২১/২৭৮৭)

📖 مراقى الفلاح ١ / ١٧٢ : ثم فرع على لزوم الترتيب في أصل الباب بقوله "فلو صلى فرضا ذاكرا الفائتة ولو" كانت "وترا فسد فرضه

Scanned by CamScanner

فسادا موقوفا" يحتمل تقرر الفساد ويحتمل رفعه بينه بقوله "فإن
صلى خمس صلوات متذكرا في كلها تلك المتروكة وبقيت في ذمته
حتى "خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها" أي
للمتروكة "صحت جميعها" عند أبي حنيفة رحمه الله.

কাযা নামাযের ইকামতের বিধান

প্রশ্ন : একাধিক কাযা নামায একসঙ্গে আদায় করার সময় প্রত্যেক নামাযের জন্য কি আলাদা ইকামত দিতে হবে?

উত্তর : কাযা নামায একাকী বা জামাআতের সহিত মসজিদে আদায় করা অবস্থায় আযান ও ইকামত দেওয়ার দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধা ও ভুল বোঝাবুঝির প্রবল আশঙ্কার কারণে নিষেধ। পক্ষান্তরে মসজিদের বাইরে বা ঘরে কাযা পড়া হলে জামাআতের সহিত হোক কিংবা একাকী–সর্বাবস্থায় প্রথম নামাযের জন্য আযান ও ইকামত সুন্নাত হলেও অবশিষ্ট নামাযের জন্য শুধু ইকামত বলাই সুন্নাত বলে বিবেচিত। কিন্তু এ অবস্থায়ও আযান এত উচ্চস্বরে দেওয়া ঠিক নয়, যাতে করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তবে সর্বাবস্থায় আযান ও ইকামত ছাড়াও নামায সহীহ হয়ে যাবে। (৭/৬৭৯/১৮২০)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٣٩٠ : (و) يسن أن (يؤذن ويقيم لفائتة) رافعا صوته لو بجماعة أو صحراء لا ببيته منفردا (وكذا) يسنان (لأولى الفوائت) لا لفاسدة (ويخير فيه للباقي) لو في مجلس وفعله أولى، ويقيم للكل (ولا يسن) ذلك (فيما تصليه النساء أداء وقضاء) ولو جماعة كجماعة صبيان وعبيد، ولا يسنان أيضا لظهر يوم الجمعة في مصر (ولا فيما يقضي من الفوائت في مسجد) فيما لأن فيه تشويشا وتغليطا (ويكره قضاؤها فيه) لأن التأخير معصية فلا يظهرها بزازية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٥ : وإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على

Scanned by CamScanner

الإقامة. كذا في الهداية وان أذن وأقام لكل صلاة فحسن ليكون القضاء على سنن الأداء.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۲ / ۱۲۹ : (۱) قضاء نماز کیلئے تکبیر واذان کہے اگر جماعت سے پڑھے مسجد سے باہر اور مسجد میں اذان و تکبیر نہ کہے اور عورتیں نہ کہیں، جماعت سے پڑھے تو اذان و تکبیر کہے اکیلے کو ضروری نہیں اور اگر کہے تو کچھ حرج نہیں.

ফজরের কাযা না করে ঈদের নামায আদায় করা

প্রশ্ন : ঈদের দিন এক ব্যক্তি ফজরের নামায পড়েনি। ওই ব্যক্তি যখন ঈদের নামায পড়তে যায়, তখন এক ব্যক্তি বলল, আগে তুমি ফজরের নামায পড়ো, না হয় তোমার ঈদের নামায হবে না। জানার বিষয় হলো, উক্ত মাসআলার সঠিক সমাধান কী?

উত্তর : ফরয নামায না পড়ার কারণে গোনাহ হবে এবং তা কাযা করাও জরুরি। তবে এমতাবস্থায় ঈদের নামায পড়লে ঈদের নামায সহীহ হয়ে যাবে। (১৯/৬২২/৮৩৬৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) (٨٢) : عن أبي سفيان، قال: سمعت جابرا، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٦٦ : (تجب صلاتهما) في الأصح (على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) المتقدمة -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵ / ۴۹ : الجواب—جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ عید کی نماز پڑھ سکتا ہے.

📖 فتاوی محمودیہ ۱۴ / ۴۴۴

মৃতের সম্পদ থেকে তার কাযা নামাযের কাফ্ফারা আদায় করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর কাযা নামাযের কাফ্ফারা (মৃত ব্যক্তির) ওয়ারিশগণ আদায় করে থাকেন। এ কাফ্ফারা আদায় করা শরীয়তসম্মত কি না? উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির নাবালেগ ওয়ারিশও রেখে গেছে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে যায় তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে কাযা নামাযের কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব। অন্যথায় যদি বালেগ ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছায় দেয় তাহলে জায়েয আছে। নাবালেগ ওয়ারিশের অংশ হতে দেওয়া যাবে না। (৪/৪৭/৫৮২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٧٢ : (قوله يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير.

📖 فيه أيضا ٢ / ٧٣ : (قوله وإنما يعطي من ثلث ماله) أي فلو زادت الوصية على الثلث لا يلزم الولي إخراج الزائد إلا بإجازة الورثة. ... ... (قوله ولو لم يترك مالا إلخ) أي أصلا أو كان ما أوصى به لا يفي. زاد في الإمداد: أو لم يوص بشيء وأراد الولي التبرع إلخ وأشار بالتبرع إلى أن ذلك ليس بواجب على الولي.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبہ دار العلوم) ٥ / ٢٧١ : اگر متوفیہ مرحومہ نے کچھ مال چھوڑا ہے تو ان کی وصیت کے مطابق فدیہ نمازوں فوت شدہ کا ایک ثلث ترکہ تک رہنا ضروری ہے.

অতীতের নামায-রোযার কাযা ও কাফ্ফারার বিধান

প্রশ্ন : উমরী কাযা নামায ও রোযার কাফ্ফারা কী? এক কাফ্ফারাতেই হবে, নাকি আলাদা আলাদা? মোট ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে ১৫ বছর বয়স হতে ফরয নামায-রোযার হিসাব ধরা হলে ২০ বছরের রোযার কাযা বর্তমান সময়ে কত হবে?

নামাযের উমরী কাযা ৬০ বছর বয়স হতে এলাকায় ও তাবলীগের সফরে আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু বাকি শুধু রোযার কাযা। যদি তাবলীগী সফরে এক রাক'আত ৪৯ কোটি রাক'আতের সমান হয় তবে তা প্রকৃত সংখ্যা হিসেবে গণ্য হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বালেগ হওয়ার পর বিত্তিরসহ যত ওয়াক্ত নামায ও যতটি রোযা কাযা হয়েছে সবগুলো হিসাব করে আদায় করে নেবে। তবে রোযা আদায় করতে অক্ষম হলে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একটি করে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ ফিদিয়া আদায় করে দেবে।

বালেগ হওয়ার পর থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত যদি কোনো রোযা না রেখে থাকে তাহলে কোনো কাফ্ফারা দেওয়া লাগবে না বরং শুধু কাযা করে নিলে চলবে। পক্ষান্তরে যেসব রোযা রেখে ইচ্ছা করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর সবকটির কাযা করবে ও সবগুলোর জন্য একটি কাফ্ফারা দিলেই চলবে। হ্যাঁ, যদি সহবাসের কারণে রোযা ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে প্রত্যেক রমাজানের জন্য পৃথকভাবে কাফ্ফারা দিতে হবে।

রোযার কাফ্ফারা হলো লাগাতার ৬০টি রোযা রাখা। সক্ষম না হলে ৬০ জন মিসকীনকে দুই বেলা খানা খাওয়ানো অথবা প্রত্যেককে একটি সদকায়ে ফিতর পরিমাণ টাকা দিয়ে দেওয়া।

তাবলীগী সফরে কাযা নামায আদায়ে অতিরিক্ত সাওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কোনো বর্ণনা কিতাবে উল্লেখ নেই। প্রকৃত সংখ্যা হিসেবে গণ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না। (৯/৪৭৭/২৭০০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٠٣ : (أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا) مع الإمساك لشبهة خلاف زفر (أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدا)... ... قضى فى الصور كلها فقط.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤١٢ : (قوله: ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله وكفر أي مثلها في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤١٣ : ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا.

Scanned by CamScanner

অসুস্থতার যে পর্যায়ে নামায মাফ

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলা অসুস্থ হওয়ার পূর্বে নিয়মিত নামায আদায় করতেন। অসুস্থ হওয়ার পর বসে বসে পড়তেন এবং এ অবস্থায় প্রায় ৩ বছর কাল তিনি বসে ইশারায় নামায আদায় করতেন। এ সময় পানাহার হতে শুরু করে প্রয়োজনীয় সকল কাজ অন্যের সাহায্যে করতে হতো। অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পেলে রোগিণী বসে থাকতে অসামর্থ্য হয়ে পড়েন এবং শুয়ে শুয়ে প্রায় ৬ মাসকাল ইশারায় নামায আদায় করেন এবং এরপর রোগিণীর পিঠের অংশে ঘা হয়ে যায়। এ সময় অন্য দুজন মহিলা পালাক্রমে উক্ত রোগিণীর কাছে বসে নামাযের সকল তাসবীহ পাঠ করত আর রোগিণী তা শুনতেন। এভাবে প্রায় দুই মাস কাল নামায আদায় করতেন কিন্তু এরপর রোগিণী কখনো হুঁশ অবস্থায় আবার কখনো বেহুঁশ অবস্থায় থাকতেন। এ সময় বিভিন্ন ঝামেলার কারণে রোগিণীকে নামাযের তাসবীহসমূহ শোনানোও মাঝেমধ্যে কাযা হতে থাকে। এ সময় রোগিণীর সাথে কেউ দেখা করতে এলে তাকে দেখে রোগিণীর চোখে অশ্রু গড়াতে দেখা যায়। এতে অনুমান করা যায় যে রোগিণী কিছুই বলতে না পারলেও হুঁশ অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় প্রায় ৪ মাস পর রোগিণী ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য, অসুস্থ অবস্থায় সকল নামায এবং নামাযের তাসবীহসমূহ আদায়কালে পানি ব্যবহার সম্ভব ছিল না বিধায় তায়াম্মুম করে আদায় করানো হতো। এ অবস্থায় রোগিণীর ওয়ারিশদের পক্ষে সকল কাযা নামাযের ব্যাপারে শরীয়ত মোতাবেক কাফ্ফারা আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থতা বা বার্ধক্যজনিত কারণে কমপক্ষে মাথার ইশারায় নামায পড়ারও শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং এ অবস্থায় সে মারা যায় তাহলে তার ওই সময়ের নামাযগুলো শরীয়তের বিধান মতে মাফ বলে গণ্য হবে এবং উক্ত নামাযগুলোর কাযা ও কাফ্ফারার প্রয়োজন পড়বে না। পক্ষান্তরে মাথার ইশারায় নামায পড়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও নামায না পড়ে থাকলে বিতিরের নামাযসহ প্রতিদিনের ছয় ওয়াক্ত নামাযের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। প্রশ্নের বিবরণ মতে উক্ত রোগিণী মহিলার মৃত্যুর পূর্বের চার মাসের নামায মাফ বলে গণ্য হবে। কাফ্ফারা দিতে হবে না। (৬/৪৮২/১৩০৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٣٧ : وإذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلاة ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٩٩ : فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء بها.

Scanned by CamScanner

মৃতের পক্ষ থেকে নামায-রোযার কাফ্ফারা ও হজ এবং যাকাত আদায় করা

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী মারা গেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জিম্মায় নামায, রোযা, হজ ও যাকাত ছিল। অর্থাৎ তিনি মৃত্যুর পূর্বে এগুলো আদায় করেননি এবং মৃত্যুর পূর্বে এ ব্যাপারে কোনো অসিয়তও করে যাননি। তিনি এমন সম্পদ রেখে গেছেন, যার দ্বারা যাকাত ও হজ আদায় করা যায়। এমনকি নামাযের কাফ্ফারাও আদায় করা যায়। এমতাবস্থায় এ সম্পদ থেকে ওয়ারিশদের করণীয় কী? এগুলো আদায় করলে তাঁর পক্ষ থেকে আদায় হবে কি? যদি তা করা যায় তাহলে শরীয়ত মোতাবেক কিভাবে করতে হবে? মৃত্যুর পর আমলের খাতা বন্ধ হয়ে যায়। অতএব তাঁর পক্ষ থেকে কিভাবে আদায় করা সম্ভব? হাদীস মোতাবেক জানতে চাই।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য তার ওয়ারিশগণ উল্লিখিত কাজগুলো স্বেচ্ছায় করতে চাইলে করতে পারবে, যদি ওয়ারিশগণ বালেগ হয়। প্রতিটি রোযা এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য এক সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ আদায় করবে (প্রতিদিন বিতিরসহ ছয় ওয়াক্ত নামায) এবং প্রতি হাজারে ২৫ টাকা হিসাবে তার সঞ্চিত টাকার যাকাত আদায় করবে। অনুরূপ ইচ্ছে করলে তার পক্ষ থেকে বদলি হজ করাতে পারবে।

মৃত্যুর পর আমলের খাতা বন্ধ হয়ে গেলেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী মতে মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের আমলের খাতা খোলা থাকে। মৃত ব্যক্তির জন্য যেকোনো কল্যাণমূলক ও ধর্মীয় কাজ করলে সে সাওয়াব পাবে। (৪/১৮৪/৬৫৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٥٠ (١٩٥٣) : عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: " نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى.

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١ / ٧٧ (١٦٣٠) : عن أبي هريرة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم».

📖 فيه أيضا ٧ / ٨١ (١٠٠٤) : عن عائشة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم».

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٧٢ : إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى. واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه. والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي. ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز، وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه.

ওয়ারিশদের অনুমতিতে মৃতের পক্ষ থেকে ফিদিয়া প্রদান করা

প্রশ্ন : আমার পিতার অসুখের কারণে তাঁর কিছু নামায-রোযা কাযা হয়ে যায়। তাই আমরা ফিদিয়াস্বরূপ মোট টাকা হিসাব করে বহু দরিদ্র মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছি। যেহেতু আমার পিতা এ ব্যাপারে অসিয়ত করে যাননি, তাই ফিদিয়া দেওয়ার পূর্বে আমি সমস্ত ওয়ারিশের থেকে তাদের সম্মতিসূচক অনুমতি নিয়েছি। তা শরীয়তসম্মত হয়েছে কি?

উত্তর : মৃত ব্যক্তি তার কাযা নামায ও রোযার ফিদিয়া আদায় করে দেওয়ার অসিয়ত না করার ক্ষেত্রে ওয়ারিশগণ যদি বালেগ হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ফিদিয়া আদায় করে দেওয়া হলে তা জায়েয হবে। তবে ওয়ারিশদের মাঝে কেউ নাবালেগ থাকলে তার অংশ থেকে তার অনুমতিক্রমেও দেওয়া জায়েয হবে না। (৪/৩৬০/৭৪৪)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٢٤ : (وإن) لم يوص و (تبرع وليه به جاز) إن شاء الله-

অসিয়ত না করলেও মৃতের পক্ষ থেকে নামায-রোযার কাফ্ফারা দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় তার সমস্ত সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। কিছুদিন পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। যার ফলে নামায-রোযা আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ রোগেই তিনি মারা যান। ইন্তেকালের সময় কোনো অসিয়তও

Scanned by CamScanner

করে যাননি। এমতাবস্থায় উত্তরাধিকারীগণের ওপর তাঁর অনাদায়ী নামায-রোযার কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উত্তরাধিকারীগণের ওপর নামাযের কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। তবে বালেগ ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছায় নামাযের ফিদিয়া দিলে মৃত ব্যক্তি দায়মুক্ত হওয়ার আশা করা যায়। উল্লেখ্য, অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখতে অক্ষম হলে এবং ওই অবস্থায় মারা গেলে রোযার কাযা-কাফ্ফারা দিতে হবে না। (২/১৪১/৩৭০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢٠٧ : ولو فات صوم رمضان بعذر المرض أو السفر واستدام المرض والسفر حتى مات لا قضاء عليه.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١١٥ : حتى لو مات المريض أيضا من ذلك الوجه ولم يقدر على الصلاة لا يجب عليه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء.

সফরে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করার নিয়ম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি বারবার ঢাকা-খুলনা আসা-যাওয়ার পথে বহু নামায কাযা হয়ে গেছে, কিন্তু তার স্মরণ নেই যে তার কত নামায এ ধরনের সফর অবস্থায় কাযা হয়েছে। এমতাবস্থায় সে কিভাবে অনির্দিষ্ট নামাযগুলোর কাযা পড়বে? এবং সে যদি নামাযগুলো পুরো পড়ে, তাহলে তার কসরের জিম্মাদারি আদায় হবে কি না?

উত্তর : সফরে কাযাকৃত নামায আদায় করার সময় চার রাক'আতবিশিষ্ট নামায দুই রাক'আত করে আদায় করবে, পুরো পড়লে গোনাহ হবে। কাযা হয়ে যাওয়া নামাযের পরিমাণ স্মরণ না থাকা অবস্থায় এভাবে নিয়্যাত করবে যে আমার জিম্মায় থাকা সমস্ত কাযা নামায হতে সর্বপ্রথম জোহরের নামায আদায় করছি। আর এভাবে নিয়্যাত করে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত কাযাকৃত নামায আদায় করতে থাকবে। (১/১০১)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٧٦ : فإنه يلزمه قضاء الفائتة على الصفة التي فاتت عليها، ولذا يقضي المسافر فائتة الحضر الرباعية أربعا، ويقضي المقيم فائتة السفر ركعتين.

Scanned by CamScanner

আসরের পরে কাযা নামায পড়া বৈধ

প্রশ্ন : আসরের ফরয পড়ার পর থেকে নিয়ে হারাম ওয়াক্ত আসার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অতীতের ছুটে যাওয়া নামাযসমূহের কাযা আদায় করা যাবে কি না?

উত্তর : আসরের ফরয নামাযের পর যদিও নফল নামায পড়ার অনুমতি নেই, কিন্তু অতীতের ছুটে যাওয়া কাযা নামায পড়তে কোনো অসুবিধা নেই বিধায় কাযা নামায পড়া জায়েয হবে। (১৯/২৯৫/৮১৪৪)

📖 العناية (دار الفكر) ١ /٢٣٨ : ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين) يعني بعد الفجر والعصر (الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /٥٢ : تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض. هكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. كذا في فتاوى قاضي خان. منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر... ...ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ / ۲۳۹ : اوقات ثلثہ طلوع، استواء، غروب میں قضاء نماز اور سجدۂ تلاوت اور ادا نماز کا ایک ہی حکم ہے البتہ آفتاب سرخ ہونے سے غروب ہونے تک اسی روز کی عصر کی نماز مکروہ نہیں، کوئی دوسری قضا اس وقت بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اوقات ثلثہ کے علاوہ کسی دوسرے وقت قضاء نماز منع نہیں بلکہ درست ہے اسی طرح سجدۂ تلاوت بھی درست ہے۔

সুস্থ-সবল ব্যক্তি কাযা-ই করবে ফিদিয়া দিলে হবে না

প্রশ্ন : আমার বয়স এখন ৩৮ বছর। আমার জীবনের প্রথম ভাগে প্রায় ১২ বছরের নামায কাযা রয়ে গেছে এবং প্রায় ১২ বছরের রোযা কাযা রয়ে গেছে। পাশাপাশি আমি এমন অনেক মানুষের কাছে ঋণী, যাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত নামায-রোযার ফিদিয়া দিয়ে দিলে এবং আমার কাছে মানুষের পাওনা টাকাগুলো মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান করে দিলে আমি ঋণমুক্ত হতে পারব কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার জন্য উল্লিখিত বছরসমূহের নামায-রোযার কাযা করা জরুরি। ফিদিয়া দিলে দায়িত্বমুক্ত হবেন না। আর ঋণদাতাকে অথবা তার মৃত্যুর পরে ওয়ারিশদের খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে একেবারে নৈরাশ হয়ে গেলে ঋণ পরিমাণ টাকা ঋণদাতার পক্ষ থেকে যাকাতের হকদার গরিব-মিসকীনদেরকে সদকা করা ওয়াজিব। তাই এ ধরনের টাকা-পয়সা মসজিদে দেওয়া জায়েয হবে না। মাদ্রাসার গোরাবা ফান্ডে দেওয়া যাবে, তবে পরবর্তীতে মালিক এসে ঋণের দাবি করলে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। (১৯/৪১০/৮২১৫)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١ / ٥٥ (٥٩٧) : عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وأقم الصلاة لذكري}"، قال موسى: قال همام: سمعته يقول: بعد: «وأقم الصلاة للذكرى».

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٧٤ : (قوله ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح) في التتارخانية عن التتمة: سئل الحسن بن علي عن الفدية عن الصلاة في مرض الموت هل تجوز؟ فقال لا. وسئل أبو يوسف عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهو حي؟ فقال لا.

وفي القنية: ولا فدية في الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٢٨٤ : (عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في المعقبى) -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٢٨٤ : (قوله: جهل أربابها) يشمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم؛ لأن الدين صار حقهم. وفي الفصول العلامية: من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدين وقد انتقل إلى الورثة.

মাদ্রাসার বকেয়া বেতন নামাযের কাফ্ফারা হিসেবে ছেড়ে দেওয়া

প্রশ্ন : আমি কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক। এক মাদ্রাসায় খেদমত করা কালে আমার কয়েক মাসের বেতন বকেয়া পড়ে যায়। এদিকে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকায় প্রায় ছয় মাসের নামায কাযা হয়ে যায়, সেগুলোর কাফ্ফারা দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আমার সেই বকেয়া টাকা যদি কাফ্ফারা হিসেবে দিয়ে দেই তাহলে তা আদায় হবে কি না?

উত্তর : অন্যের নিকট প্রাপ্য হক কোথাও দান করার ইচ্ছা করলে প্রথমে ওই প্রাপ্য হক উসুল করে নিজের আয়ত্তে আনা দান সহীহ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার বেতনের বকেয়া টাকা উসুল করে সদকা ফান্ডে দেওয়া ব্যতীত কাফ্ফারা হিসেবে মাদ্রাসায় ছেড়ে দিলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। (৯/৫০১/২৬৯০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧ / ٣٠٠ : (قوله بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن) يعني لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة والمراد أنه لا يستحقها المؤجر إلا بذلك كما أشار إليه القدوري في مختصره لأنها لو كانت دينا لا يقال أنه ملكه المؤجر قبل قبضه ـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٩٠ : ولو نوى الزكاة بما يدفع المعلم إلى الخليفة، ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضا أجزأه، وإلا فلا، وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاة كذا في معراج الدراية .

Scanned by CamScanner

ফিদিয়ার পরিমাণ, পদ্ধতি ও খাত

প্রশ্ন : একজন মহিলা মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ২০ বছরের কিছু উর্ধ্বে। মৃত্যুকালে হাসপাতালে মরহুমার অবস্থা এতটাই মুমূর্ষু ছিল যে দুই দিন আগ থেকেই কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে। মরণকালে সে কিছুই বলে যেতে পারেনি, তার একটি স্বর্ণের আংটি ব্যতীত ব্যক্তিগত কোনো সম্পদ ছিল না। মরহুমার জীবনের ৯৫০ নামায-রোযা কাযা হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় তার নাজাতের জন্য নামাযের কাফ্ফারা ফিদিয়া কত পরিমাণ হতে পারে? সে টাকা কিভাবে ও কোথায় খরচ এবং তা কোন নিয়মে সম্পূর্ণ করতে পারি?

উত্তর : মৃত ব্যক্তি সম্পদ রেখে না গেলে অথবা মৃত্যুকালীন অসিয়ত না করলে তার নামায-রোযার কাফ্ফারা আদায় করা আত্মীয়স্বজনের ওপর জরুরি নয়। তবে তার নাজাতের খাতিরে সাধ্যমতো কাফ্ফারা আদায় করে দেওয়া জীবিতদের ওপর মানবিক ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দৃষ্টিতে দায়িত্বও বটে। আল্লাহ পাকের রহমতে তার নামায-রোযার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাওয়ার দৃঢ় আশা রাখা যায়। অতএব মরহুমা বালেগ হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বিতিরসহ দৈনিক ছয় ওয়াক্ত নামায ধরে প্রত্যেক অনাদায়ী ওয়াক্তের পরিবর্তে একটি করে ফিতরা তথা পৌনে দুই কেজি গমের মূল্য কাফ্ফারাস্বরূপ আদায় করবে। অনুরূপ প্রত্যেক রোযার জন্যও একটি করে ফিতরা দিতে হবে। আর এ অর্থগুলো সম্পূর্ণ এতিম, গরিব, মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে যে মাদ্রাসায় গোরাবা ফান্ড আছে বা গরিব-এতিমদেরকে খোরপোশ প্রদান করার ব্যবস্থা আছে, সেখানেও দিতে পারেন। (১৭/২৪৮)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٣/ ٩٠ : إذا مات، وعليه صلوات يطعم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة -

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٨٨ : وذكر في «الزيادات» : فيمن مات وعليه صيام وأوصى أن يطعم عنه، فأطعم عنه الوارث، قال: يجزئه إن شاء الله -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ١٠٣ : وهو محمول على ما إذا أوصى أو على الندب إلى غير ذلك وإذا أوصى بذلك يعتبر من الثلث وإن لم يوص فتبرع به الورثة جاز وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم، وتسقط في حق أحكام الدنيا عندنا.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴ /۳۹۲ : کفارہ ایک نماز کا وزن انگریزی سے پونے دو سیر گندم ہیں دن رات میں چھ نمازیں یعنی ساڑے دس سیر گندم ہوے۔

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের নামায-রোযার ফিদিয়া

প্রশ্ন : অতিশয় বৃদ্ধ যে ভালোমতো লোকজন চেনে না বা হিতাহিত জ্ঞান নেই। তার নামায-রোযার ফিদিয়ার বিধান কী?

উত্তর : বৃদ্ধ হওয়ার দরুন হিতাহিত জ্ঞান না থাকার কারণে যে লোকজন ভালোমত চেনে না, এ অবস্থার ধারাবাহিকতা দিন-রাত তথা চব্বিশ ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময় বিদ্যমান থাকলে তার ওপর থেকে নামাযের হুকুম রহিত হয়ে যায়। তাই তার পক্ষ হতে নামাযের ফিদিয়া আদায় করার দরকার পড়বে না। পক্ষান্তরে প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি পুরা রমাজান মাস ওই অবস্থায় থাকলে তার পক্ষ হতে রোযার ফিদিয়া আদায় করতে হবে। প্রতি রোযার পরিবর্তে একটি ফিতরা আদায় করে দেবে। তবে পরিপূর্ণ পাগল ব্যক্তির বেলায় নামায-রোযা উভয়টির হুকুম অভিন্ন, তার কোনো ফিদিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। (১৭/৪৭৫/৭১৪৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣ /٤١٠ : (وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله هذا.

📖 فيه أيضا ٣ /٤١٨ : (وقضى أيام إغمائه ولو) كان الإغماء (مستغرقا للشهر) لندرة امتداده (سوى يوم حدث الإغماء فيه أو في ليلته) فلا يقضيه إلا إذا علم أنه لم ينوه (وفي الجنون إن لم يستوعب) الشهر (قضى) ما مضى (وإن استوعب) لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر (لا) يقضي مطلقا للحرج.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ /٢٠٧ : (قوله ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا) وهذا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة

Scanned by CamScanner

كاملة لتحقق العجز، وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيحرج في الأداء وإذا قصرت قلت فلا حرج، والكثير أن يزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار والجنون كالإغماء على الصحيح-

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢ /٥٧٤ : إذا جن (في) رمضان كله، فليس عليه قضاؤه، وإن أفاق شيئاً لزمه قضاء ما مضى، ولم يذكر ما إذا أفاق في الليلة الأولى، ثم أصبح مجنوناً، واستوعب الشهر كله... ، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم أنه لا قضاء عليه، وهو الصحيح؛ لأن الليلة لا يصام فيها.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۵۱ : اگر بیہوشی ایک دن رات یا اس سے کم رہی تو اس وقت کی نمازیں قضاء کی جائینگی... ... اگر پانچ نمازوں سے زیادہ قضاء ہوگئی بالاتفاق ان نمازوں کا قضاء معاف ہے۔

📖 بہشتی زیور ۳ /۸ : اگر سارے رمضان بھر بیہوش رہے تب بھی قضاء رکھنا چاہئے، یہ نہ سمجھے کہ سب روزے معاف ہو گئیں البتہ اگر جنون ہو گیا اور پورے رمضان شریف بھر سڑن دیوانی رہی تو اس رمضان کے کسی روزے کی قضاء واجب نہیں اور اگر رمضان شریف کے کسی دن جنون جاتا رہا اور عقل ٹھکانے ہو گئی تو اب سے روزے رکھنے شروع کرے اور جتنے روزے جنون میں گئی اس کی قضاء بھی رکھے۔

কাযা নামাযের ফিদিয়া মৃতের নাতিকে দেওয়া

প্রশ্ন : মৃত পিতার অসিয়তবিহীন তার কাযা নামাযের ফিদিয়া বালেগ ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছায় নিজেদের অংশ থেকে আদায় করলে তা মৃত পিতার অসহায় নাতিকে দেওয়া যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মৃত ব্যক্তির কাযা নামাযের ফিদিয়া যেহেতু অসিয়তবিহীন ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছায় নিজেদের পক্ষ থেকে আদায় করতে চাচ্ছে, তাই তা নফল সদকা হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের নফল সদকা অন্য গরিবদের ন্যায় তার অসহায় নাতিকেও দিতে পারবে। (১৬/২৭৪/৬৪৮৭)

📖 الدر المختار مع الرد(سعيد) ٢ /٧٢ : (ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة.

📖 رد المحتار(سعيد) ٢/ ٧٢ : ...فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٨٨ : ولا يدفع إلى أصله، وإن علا، وفرعه، وإن سفل كذا في الكافي... هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي.

📖 فتاوی محمودیہ(ادارۃ صدیق) ٧ /٣٨٨ : الجواب -اگراس نے وصیت نہیں کی تو ورثہ کے ذمہ اس کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں تاہم اگر بالغ ورثہ اپنے مال سے خواہ وہ مال ان کو اسی میت سے بصورت ترکہ ملا ہو فدیہ ادا کرنا چاہیں تو ہر نماز کے عوض ایک صدقہ الفطر کی مقدار فقیر کو دیدیں اور وتر کو مستقل نماز شمار کریں یعنی ہر دن رات میں چھ نمازوں کا فدیہ دیں۔

📖 فتاوی دارالعلوم دیوبند(مکتبہ دارالعلوم) ۴ /٣٦۴ : الجواب-بلا وصیت میت کے اور بلا مال چھوڑنے کے ورثاء کے ذمہ اداء کفارہ واجب نہیں ہے اگر تبرعا کفارہ اس کی نمازوں کا دیوے تو درست ہے۔

ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া নামায-রোযার ফিদিয়া দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মাঝে মাঝে নামায পড়ত এবং রমাজানেও মাঝে মাঝে রোযা রাখত। প্রশ্ন হলো, উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার নামায-রোযার কাফ্ফারা কী? বর্তমান হিসাবে তা কত টাকা? উল্লেখ্য, সে নামায-রোযা ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিত।

Scanned by CamScanner

উত্তর : নামায ইসলামের অন্যতম বিধান। ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দিলে পরকালে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। তা সত্ত্বেও যদি কারো জীবনে নামায ও রোযা থেকে যায়, আর সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার জন্য কাফ্ফারা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে মাসআলা হলো, মৃত ব্যক্তি তার ফিদিয়া বা কাফ্ফারা আদায়ের অসিয়ত করে থাকলে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি হতে তা আদায় করে দেবে। আর অসিয়ত না করে থাকলে ওয়ারিশদের জন্য ফিদিয়া দেওয়া জরুরি নয়। তবে বালেগ ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছায় তা আদায় করে দিলে আদায় হওয়ার আশা করা যায়। আর ফিদিয়া হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং বিতিরসহ মোট ছয় ওয়াক্ত নামায এবং প্রতিটি রোযা। হিসাবকরত প্রতি ওয়াক্ত নামায ও প্রতিটি রোযার জন্য সদকায়ে ফিতরের সমপরিমাণ অর্থাৎ পৌনে দুই কেজি আটা বা তার মূল্য সদকা করে দেবে। (১৩/২৫২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٧٢ : (ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة(وكذا حكم الوتر) والصوم، وإنما يعطي (من ثلث ماله)

.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٧٣ : فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر ... ...

ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا-

মৃতের পক্ষ থেকে কাযা নামায আদায় করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি শরীর সুস্থ থাকাকালীন নিয়মিত ফরয নামায জামাআতের সহিত আদায় করতেন। কিন্তু হঠাৎ বড় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বসে নামায পড়াও তাঁর জন্য সম্ভব ছিল না। অতঃপর এভাবে দুই মাস যাওয়ার পর মারা যান। প্রশ্ন হলো, ওই

Scanned by CamScanner

ব্যক্তির সন্তানরা তাঁর কাযা নামাযগুলো আদায় করে দিলে তাঁর পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে কি? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে কেউ কারো পক্ষ হতে শারীরিক ইবাদত আদায় করার বিধান নেই। নামায-রোযা যেহেতু শারীরিক ইবাদত, তাই মৃতের সন্তান বা অন্য কেউ তাঁর পক্ষ হতে নামায-রোযা আদায় করার সুযোগ নেই। বরং সে মৃত্যুকালে অসিয়ত করে গেলে তাঁর সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। অসিয়ত না করলেও যদি তাঁর পক্ষ হতে কেউ স্বেচ্ছায় কাফ্ফারা আদায় করে দেয়, তাহলে আদায় হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়। (১৪/৯৬৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٩٠- ٩١ : إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة وأوصى بأن يعطى كفارة صلاته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع ولصوم يوم نصف صاع وإنما يعطى من ثلث ماله وإن لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى المسكين ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته ثم يتصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا ولو قضاها ورثته بأمره لا يجوز وفي الحج يجوز.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٢٥ : إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة فأوصى بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع.

ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্তের নামায-রোযা মাফ

প্রশ্ন : আমার মা কিছুদিন আগে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ব্রেইন স্ট্রোক করে দীর্ঘদিন বিছানায় থাকেন। ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁর ব্রেইন সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি ব্যক্তিগত কোনো কাজও নিজে করতে পারতেন না। আমাদের মাঝে মাঝে চিনতেন, মাঝে মাঝে চিনতেন না। কাপড়চোপড়ও প্রায় সময় ঠিক থাকত না। খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে ইস্তেঞ্জাও অন্য কাউকে করিয়ে দিত হতো। প্রশ্ন হলো, তাঁর এই দিনগুলোর নামাযের কাফ্ফারা দিতে হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিস্তারিত বর্ণনা অনুযায়ী মেডিক্যাল রিপোর্ট ও ডাক্তারের তথ্য মতে মরহুমার ব্রেইন স্ট্রোকের দরুন ও বোধশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ায় তাঁর ওপর নামায-রোযার হুকুম বাকি থাকে না। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে অসুস্থতার সময়ের রোযা-নামাযের কোনো প্রকার কাফ্ফারা দিতে হবে না। (১০/১৫২/৩০৫৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٩٩ : (وإن تعذر الإيماء) برأسه (وكثرت الفوائت) بأن زادت على يوم وليلة (سقط القضاء عنه) وإن كان يفهم في ظاهر الرواية (وعليه الفتوى) كما في الظهيرية.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٩٩ : (قوله بأن زادت على يوم وليلة) أما لو كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل، فلا تسقط بل تقضى اتفاقا وهذا إذا صح ، فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء بها كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة كما في الزيلعي.

📖 مجمع الانهر (مكتبة المنار) ١ / ٢٢٩ : (وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت) الصلاة فلا سقط عنه بل يقضيها إذا قدر عليها ولو كانت أكثر من صلاة يوم وليلة إذا كان مضيقا وهو الصحيح كما في الهداية. وفي الخانية الأصح أنه لا يقضي أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه وهو ظاهر الرواية وهذا اختيار فخر الإسلام وشيخ الإسلام. وفي الخلاصة وهو المختار لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب. وفي التنوير وعليه الفتوى فإن مات بلا قضاء فلا شيء عليه.

পুরোপুরি হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের ছুটে যাওয়া নামাযের ফিদিয়া দেওয়া

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমার নানা দুনিয়া হতে বিদায় নেন। তাঁর জীবনের শেষের কয়েক মাস হিতাহিত জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে ঠিক ছিল না। নামায আদায়ের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো সময় নামায ঠিকমতোই আদায় করতেন, আবার কোনো সময় ঠিকমতো আদায় না করে বলতেন ঠিকমতোই পড়েছি। উল্লেখ্য, সুস্থতার সময় তিনি দ্বীনের এত পাবন্দ

Scanned by CamScanner

ছিলেন যে ঘুমের সময় ছাড়া অধিকাংশ সময়ই তাঁর মসজিদে কাটত, এমনকি তাহাজ্জুদ, এশরাক, আউওয়াবীন ইত্যাদি নফল নামাযও ছাড়তেন না। প্রশ্ন হলো, এই কয়েক মাসের হিসাব করে সমস্ত নামাযের কাফ্ফারা দিতে হবে, নাকি এর মাঝে কোনো কমবেশ করা যাবে? তবে তাঁর ওয়ারিশগণ সমস্ত নামাযের কাফ্ফারা দিতে প্রস্তুত আছেন।

উত্তর : বালেগ ওয়ারিশগণ রাজি থাকা অবস্থায় সতর্কতামূলক- যে পরিমাণ নামাযের ফিদিয়া দিলে সন্দেহমুক্ত হওয়া যাবে সে পরিমাণ নামাযের ফিদিয়া আদায় করে দেওয়াই শ্রেয়। উল্লেখ্য, প্রতিদিনে ৬ ওয়াক্ত নামাযের ফিদিয়া দিতে হবে। (১১/৫৯৭/৩৬৭০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٧٢ : (ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة(وكذا حكم الوتر) والصوم، وإنما يعطي (من ثلث ماله)

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۷ /۳۸۸ : الجواب-اگراس نے وصیت نہیں کی تو ورثہ کے ذمہ اس کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں تاہم اگر بالغ ورثہ اپنے مال سے خواہ وہ مال ان کو اسی میت سے بصورت ترکہ ملا ہو فدیہ ادا کرنا چاہیں تو ہر نماز کے عوض ایک صدقہ الفطر کی مقدار فقیر کو دیدیں اور وتر کو مستقل نماز شمار کریں یعنی ہر دن رات میں چھ نمازوں کا فدیہ دیں۔

রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেউ ফিদিয়া দেওয়া

প্রশ্ন : হাদীস শরীফে আছে, لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد "কেউ কারো নামায পড়তে পারবে না এবং কেউ কারো রোযা রাখতে পারবে না।" এ জন্য 'শায়খে ফানী'র (রোযায় অক্ষম বৃদ্ধ) ব্যাপারে হুকুম হলো প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া দেবে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি অন্য একটা লোককে ঠিক করে শায়খে ফানীর পক্ষ থেকে তাকে প্রতিদিন খানা খাওয়ানো হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে আদায় হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শায়খে ফানীর নির্দেশে কেউ তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া আদায়ের ব্যবস্থা করলে শায়েখে ফানী দায়িত্বমুক্ত হবে। কারণ আর্থিক ইবাদতে নিয়াবত (স্থলাভিষিক্ততা) সহীহ বলে প্রমাণিত। (৯/৭৭৭/২৮৫৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٢٧ : (وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ٢٨٤ : (قوله: ويطعم وليهما لكل يوم كالفطرة بوصية) أي يطعم ولي المريض والمسافر عنهما عن كل يوم أدركاه كصدقة الفطر إذا أوصيا به؛ لأنهما لما عجزا عن الصوم الذي هو في ذمتهما التحقا بالشيخ الفاني دلالة لا قياسا فوجب عليهما الإيصاء بقدر ما أدركا فيه عدة من أيام أخر كما في الهداية ولو قال ويطعم ولي من مات وعليه قضاء رمضان لكان أشمل؛ لأن هذا الحكم لا يخص المريض والمسافر ولا من أفطر لعذر بل يدخل فيه من أفطر متعمدا ووجب القضاء عليه بل أراد بالولي من له ولاية التصرف في ماله بعد موته فيدخل وصيهما وأراد بتشبيهه بالفطرة كالكفارة التشبيه من جهة المقدار بأن يطعم عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو زبيب أو صاعا من تمر أو شعير لا التشبيه مطلقا؛ لأن الإباحة كافية هنا ولهذا عبر بالإطعام دون الإيتاء دون صدقة الفطر فإن الركن فيها التمليك ولا تكفي الإباحة- وقيد بالوصية؛ لأنه لو لم يأمر لا يلزم الورثة شيء كالزكاة؛ لأنها من حقوق الله تعالى ولا بد فيها من الإيصاء ليتحقق الاختيار.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٧/ ٢٩٥ : ہر روزہ کے عوض ایک صدقۃ الفطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت کسی مسکین یا غریب کو دیں یا پیٹ بھر کھانا کھلا دیں.

Scanned by CamScanner

মৃতের ফিদিয়া কে প্রদান করবে

প্রশ্ন : আমার পিতার ইন্তেকালের এক বছর পর আমার সৎমা (নিঃসন্তান) দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেন। আমার উক্ত সৎমা আমার পিতার নিকট হতে দলিলমূলে প্রাপ্ত মোট ৩৬ শতাংশ জমির মধ্যে ১০ শতাংশ মসজিদে দান করেন ও বাকি ২৬ শতাংশের ১২ শতাংশ বিক্রি এবং ১৪ শতাংশ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর চিকিৎসা খোরপোশ দাফন-কাফন ও খিদমত উপলক্ষে আমাকে দলিল করে দেন। এ ছাড়া তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ৪০ শতাংশ জমির (ভিটাবাড়িসহ) মালিক ছিলেন, যা তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর ভ্রাতৃ পুত্ররা ওয়ারিশ হিসেবে ভোগদখল করছে। অন্যদিকে তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর ইন্তেকালের পর ওয়ারিশসূত্রে আরো ৪০ শতাংশ জমি প্রাপ্ত হন, যা নিঃসন্তান হওয়ায় দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষের ওয়ারিশগণ ভোগদখল করছে। আমার উক্ত নিঃসন্তান সৎমায়ের মৃত্যুর পূর্বের ছয় মাস আমাদের বাড়িতে থেকে রোগের চিকিৎসা খোরপোশের ব্যবস্থা ও ইন্তেকালের পর দাফন-কাফন আমিই সম্পন্ন করেছি। মৃত্যুর পূর্বে তার ২১ দিনের নামায ও রোযার কাফ্ফারা প্রদান করার আমাদের মধ্য হতে দায়িত্ব কার জিম্মায়?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় কাযা নামায ও রোযার কাফ্ফারা আদায়ের জন্য অসিয়ত করে যান, তাহলে তাঁর সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে কাফ্ফারা আদায় করা তাঁর ওয়ারিশ বা আত্মীয়স্বজনের জিম্মায় ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয়। আর তিনি অসিয়ত না করে গেলে কারো জিম্মায় ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, যদি তাঁর ওয়ারিশ বা আত্মীয়স্বজন নিজেদের সম্পদ হতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফ্ফারা আদায় করে দেয় তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। বরং আদায় করাই হবে শ্রেষ্ঠতম অনুদান এবং প্রকৃত আত্মীয়তার পরিচয়। (৮/৯৯২/২৪০৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٧٢ : (قوله يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد. ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه

Scanned by CamScanner

منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱ / ۲۲۲ : سوال—میت کے بغیر وصیت اگر کوئی وارث اپنے مال سے اس کے روزے اور نمازوں کا فدیہ ادا کردے تو کیا میت کے ذمہ سے وہ ساقط ہوجاویں گے؟

الجواب— ہاں اللہ تعالی سے امید یہی ہے کہ معاف فرمادیں گے۔

কদরের রাতে কাযার ফজীলত

প্রশ্ন : আমি শুনেছি, যে রাত হাজার রাত থেকে উত্তম অর্থাৎ শবে কদরে যে ব্যক্তির জীবনে অনেক নামায কাযা আছে, সে ফজরের নামাযের একবার কাযা আদায় করলে তার জীবনের সমস্ত ফজরের নামায আদায় হয়ে যাবে। কথাটি শরীয়ত অনুযায়ী কতটুকু সত্য?

উত্তর : কথাটি সঠিক নয়। (১৬/৯৭৪/৬৮৮৫)

📖 الآثار المرفوعة (مكتبة الشرق) ص ٨٥ : وقال العلامة الدهلوي في رسالته العجالة النافعة عند ذكر قرائن الوضع الخامس أن يكون مخالفا لمقتضى العقل وتكذبه القواعد الشرعية مثل القضاء العمري ونحو ذلك انتهى معربا.

📖 الموضوعات الكبرى (مؤسسة الرسالة) ١/ ٣٥٦ : من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل النهاية ولا ببقية شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين.

Scanned by CamScanner

মৃতের পক্ষ থেকে নামাযের কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : একজন মৃত ব্যক্তির নামাযের কাফ্ফারা কিভাবে আদায় করা হয়? একজন মৌলভী সাহেব ফাতওয়া দিয়েছেন যে, কোনো গরিব মানুষকে একখানা কোরআন শরীফ কিনে দিয়ে তাকে নামাযের কাফ্ফারার কথা বলে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। তাঁর এ উক্তিটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : বিতিরসহ প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য এক ফিতরা পরিমাণ কাফ্ফারা আদায় করা শরীয়তের বিধান। তবে মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে গেলে তার কাফন-দাফন ও ঋণ আদায়ের পর অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে উক্ত কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব, অন্যথায় মুস্তাহাব। শুধুমাত্র একখানা কোরআন শরীফ দ্বারা সম্পূর্ণ কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাওয়ার ফাতওয়া ভিত্তিহীন। (১৬/৬৮/৬৩৯৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٧٢ : (ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصوم، وإنما يعطي (من ثلث ماله).

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٧٣ : فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر ... ...

📖 البحرالرائق (سعيد) ٢ /٩١ : وإن لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى المسكين ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته ثم يتصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ٧ /٣٩٣ : ایک قران شریف خرید کر دینے کو سب فرض نمازوں کا بدلہ سمجھنا جہالت اور ضلالت ہے، عالمگیری کی طرف اس کو منسوب کرنا غلط اور بہتان ہے۔

Scanned by CamScanner

باب احكام السفر والمسافر

পরিচ্ছেদ : সফর ও মুসাফিরের বিধান

মুসাফিরের সংজ্ঞা ও সরকারি চাকরিজীবীদের হুকুম

প্রশ্ন : মুসাফিরের সংজ্ঞা কী? আমরা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মুসাফিরের আওতায় পড়ি কি না?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় যে ব্যক্তি ৪৮ মাইল তথা বর্তমান প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকা থেকে বের হয়ে যাবে তাকে মুসাফির বলা হয়। আর গন্তব্যস্থানে কমপক্ষে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করলে সে মুকীম হয়ে যাবে, অন্যথায় মুসাফির থেকে যাবে। চাই সে সরকারি চাকরিজীবী হোক বা অন্য কেউ, সবার একই হুকুম। (১৮/৫৭৮/৭৭৩৬)

📖 كتاب الأصل (إدارة القرآن) ١/ ٢٦٥ : قلت أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام قال لا قلت فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قال يقصر الصلاة حين يخرج من مصره قلت ولم وقت له ثلاثة أيام قال لأنه جاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم فقست على ذلك -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢٥ : (أو ينوي) ولو في الصلاة إذا لم يخرج وقتها ولم يك لاحقا (إقامة نصف شهر) حقيقة أو حكما لما في البزازية وغيرها: لو دخل الحاج الشام وعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أتم لأنه كناوي الإقامة (بموضع) واحد (صالح لها) من مصر أو قرية أو صحراء دارنا وهو من أهل الأخبية (فيقصر إن نوى) الإقامة (في أقل منه) أي في نصف شهر.

Scanned by CamScanner

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ١/ ٤٣٨ : الغرض مذہب مختار کے مطابق مسافت قصر تین منزل یا ٤٨ میل انگریزی ہیں۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٤/ ١٠٥ -القول الاظہر فی تحقیق مسافۃ السفر ١٥ھ- :
جب تک اہل تفقہ علماء حالات زمانہ پر از سر نو اجتماعی طور پر غور و فکر کرکے کوئی نیا فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک مسافت سفر حسب ذیل رہے گی۔مسافت سفر ٤٨ میل انگریزی ٢٤٨٥ ٧٧" کلومیٹر، یہ بھی یاد رہے کہ یہ فیصلہ پاکستان اور ہندوستان کے ہموار علاقوں کیلئے ہے۔

শরয়ী সফরের দূরত্ব কত মাইল

প্রশ্ন : সফরের দূরত্ব কত মাইল? এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের সঠিক সিদ্ধান্ত দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন। উল্লেখ্য, আহসানুল ফাতওয়ার চতুর্থ খণ্ড ৯২ থেকে ৯৬ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে যে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে তার সারকথা হলো, কসরের দূরত্বের ব্যাপারে চারটি মত পাওয়া যায় :

২১ ফরসখ

১৮ ফরসখ

১৬ ফরসখ

১৫ ফরসখ

মোটকথা, আহসানুল ফাতওয়ার চতুর্থ খণ্ডে ৯২ থেকে ৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সেখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে উপরোক্ত চারটি মতের কোনোটিতেই প্রচলিত মাইলের হিসাবে ৪৮ মাইল হয় না।
বরং প্রথম মত অনুযায়ী হয় ৭১ ১৩/২২ মাইল, দ্বিতীয় মতানুযায়ী হয় ৬১ ৪/১১ মাইল, তৃতীয় মতানুযায়ী হয় ৫৪ ৬/১১ মাইল, চতুর্থ মতানুযায়ী হয় ৫১ ৩/২২ মাইল। অথচ আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত ৪৮ মাইলকে সফরের দূরত্ব নির্ণয় করে তদনুযায়ী আমল করা হয়। অতএব এ ব্যাপারে সঠিক এবং নির্ভুল সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : আপনি আহসানুল ফাতওয়ার যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তা তথ্যের বিচারে সত্য, কিন্তু এ ব্যাপারে বাস্তবে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কথা হলো ইংরেজি ৪৮ মাইলই সফরের দূরত্ব। (১৩/২২৪)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ایج ایم سعید) ۲ / ۱۲۳ : قال في النهاية: أي التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام لأن المعتاد من السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصا في أقصر أيام السنة كذا في المبسوط اهـ وكذا ما في الفتح من أنه قيل يقدر بواحد وعشرين فرسخا وقيل بثمانية عشر وقيل بخمسة عشر وكل من قدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام اهـ أي بناء على اختلاف البلدان فكل قائل قدر ما في بلده من أقصر الأيام.

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۱/ ۴۳۶ : اس لئے محققین علماء ہندوستان نے ۴۸ میل انگریزی کو مسافت قصر قرار دے دیا ہے، جو اقوال فقہاء مذکورین کے قریب قریب ہے۔

কসরের কারণ সফর, ভয় নয়

প্রশ্ন : মুসাফির কসর নামায না পড়লে কি গোনাহ হবে? এ নামায কি ওয়াজিব? কালামে পাকে কি সরাসরি কোনো নির্দেশ আছে? খউফের নামাযের নির্দেশ মতে সবাই কসর পড়ে এটা কি ঠিক? 4 মাযহাবে কি কোনো মতবিরোধ আছে?

উত্তর : মুসলিম উম্মাহর স্বর্ণযুগে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম খউফ ছাড়াও কসরের নামায পড়েছিলেন। ওই যুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত ধর্ম বিশারদগণ একমত যে সফরে কসর করা কোরআন-হাদীসের দ্বারা স্বীকৃত। তবে কসর না করলে গোনাহ হবে কি না, এ ব্যাপারে যদিও কোনো কোনো ইমাম ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন, কিন্তু ইমামকুল শিরোমণি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারী অন্য ইমামগণ বলেন যে সফরে কসর করা ওয়াজিব, কসর না করলে গোনাহ হবে। (২/৫৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ۱ / ۵۸۷ :(قوله صلى الفرض الرباعي) خبر من في قوله من خرج، واحترز بالفرض عن السنن والوتر وبالرباعي عن الفجر والمغرب. (قوله وجوبا) فيكره الإتمام عندنا حتى روي

Scanned by CamScanner

عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنة شرح المنية، وفيه تفصيل سيأتي فافهم (قوله لقول ابن عباس إن الله فرض إلخ).

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۳ / ۵۱ : سوال—مسافر نے دو رکعت ظہر کی جگہ چار رکعت ادا کی تو کیا حکم ہے؟

جواب—عمداً چار رکعت پڑھنے والا گناہ گار ہوگا اور نماز کا اعادہ ضروری ہے اگرچہ سجدہ سہو بھی کر لیا ہو، اس لئے کہ عمداً کی صورت میں سجدہ سہو کافی نہیں ہوتا.

আবাদির সংজ্ঞা, সীমানা এবং ৪৮ মাইলের পরিমাণ

প্রশ্ন : কেউ যদি ৪৮ মাইল সফরের নিয়্যাতে নিজ আবাদি থেকে বের হয়, তখন থেকে সে কসর করবে। জানার বিষয় হলো, ৪৮ মাইল কি.মি. হিসেবে কত কি.মি.? এবং আবাদি কাকে বলে? তার সীমানা কতটুকু? নিজ গ্রাম-ইউনিয়ন নিজের জন্য আবাদি বলা যাবে কি না?

উত্তর : ৪৮ মাইল কিলোমিটার হিসাবে ৭৭.২৫ কি.মি.।

আবাদি বলা হয় মানুষের বসবাসের স্থানকে, আবাদির কোনো নির্দিষ্ট সীমানা শরীয়তে বর্ণিত নেই। কেননা শহর-গ্রামভেদে আবাদি ছোট-বড় হতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির আবাদির সীমানা হলো তার শহর-গ্রামের সীমানা অনুযায়ী। তাই নিজের গ্রামকে নিজের জন্য আবাদি বলা যাবে। আর ইউনিয়ন যেহেতু কয়েকটি গ্রাম মিলে হয় তাই তা নিজের আবাদির অন্তর্ভুক্ত হবে না। (১৮/৭২৬/৭৮৪০)

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۱۲۱ : (من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر.

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۱۲۱ : (قوله من جانب خروجه إلخ) قال في شرح المنية: فلا يصير مسافرا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج، حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر، وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرا ما لم يجاوزها ولو

Scanned by CamScanner

جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرا.

📖 مسائل سفر ۱۴ : مسافر سفر کی حد حنفیہ کے نزدیک مشہور ملک کی مطابق مسافت قصر اڑتالیس میل (سوا ستتر کیلو میٹر مقرر ہے).

ওয়াতনে আসলী ও ইকামতের সংজ্ঞা এবং ভাড়াটিয়ার হুকুম

প্রশ্ন : ওয়াতনে ইকামত ও ওয়াতনে আসলী কাকে বলে? যারা বাসা ভাড়া করে থাকে, তাদের হুকুম কী?

উত্তর : জন্মস্থান বা পরিবারের লোকদের নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের নির্ধারিত স্থানকে ওয়াতনে আসলী বলা হয়। কমপক্ষে ১৫ দিনের নিয়্যাতে অবস্থান করার স্থানকে ওয়াতনে ইকামত বলা হয়। সুতরাং যারা পরিবারের লোকদের নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে বাসা ভাড়া করে থাকে তাদের জন্য ওয়াতনে আসলীর হুকুম। আর যারা অস্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে বাসা ভাড়া করে থাকে তাদের জন্য ওয়াতনে ইকামতের হুকুম। (১৭/৭৬২/৭২৮৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٢ : أن الأوطان ثلاثة: وطن أصلي وهو مولد الرجل أو البلد الذي تأهل به، ووطن سفر وقد سمي وطن إقامة وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو أكثر.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٦ : والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها.

Scanned by CamScanner

ঢাকা সিটি এক স্থানের হুকুমে

প্রশ্ন : আমি বাড়ি থেকে মাদ্রাসায় আসার সময় রাস্তার সময়টুকু তো মুসাফির থাকব, কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমি ঢাকায় প্রবেশ করার সাথে সাথে মুকীম হব, নাকি মাদ্রাসা এলাকায় প্রবেশের পর মুকীম হব?

উত্তর : ঢাকা সিটি করপোরেশনের পুরো এরিয়া এক জায়গা হিসেবে গণ্য হবে বিধায় এই এরিয়া পার হলে কসর আরম্ভ হবে এবং এই এরিয়ায় প্রবেশ করলে মুকীম ধর্তব্য হবেন। (১৭/৮০০/৭৩৩৬)

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٦٢ : "جاوز" أيضا "ما اتصل به" أي بمقامه "من فنائه" كما يشترط مجاوزة ربضه وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بربض يشترط مجاوزتها في الصحيح.

📖 الدر المختار (سعيد) ٢ / ١٢١ : (من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر.

কসর কখন শুরু করবে এবং قرية-এর উদ্দেশ্য

প্রশ্ন : মুসাফির ব্যক্তির কসর কোন স্থান থেকে শুরু হবে? কিতাবে قرية-র কথা পাওয়া যায়, বর্তমানে قرية দ্বারা শহর নাকি পুরো সিটিই উদ্দেশ্য? জানার বিষয় হলো, শহরের মধ্যে সিটি উদ্দেশ্য হওয়া সঠিক কি না? এবং সিটির বাইরে قرية দ্বারা কী উদ্দেশ্য হবে? গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা নাকি জেলা?

উত্তর : মুসাফির ব্যক্তি যদি শহরের বাসিন্দা হয়ে থাকে তবে শহরের সীমানা অতিক্রম করার পর থেকে কসর করবে। বর্তমানে শহরের সীমানা বলতে করপোরেশন এরিয়া এবং ছোট শহরের বেলায় কর্তৃপক্ষের দেওয়া সীমানা তথা পৌরসভা বোঝায়। আর গ্রাম ও মফস্বলের বাসিন্দার ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাম বা মহল্লা অতিক্রম করার পর মুসাফির ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য, قرية শব্দের অর্থ হলো বড় গ্রাম, আবার কখনো ছোট শহরের অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। (১৭/৬৫/৬৮৯৬)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة الاشراف) ١ /٣٦٢ : وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين " لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها-

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢٤ : قال محمد رحمه الله: ويقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر، وفي موضع آخر يقول: ويقصر إذا جاوز عمرانات المصر قاصدا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، وهذا لأنه ما دام في عمران المصر فهو لا يعد مسافرا -

📖 لسان العرب (دار الحديث) ٧ / ٣٤٨ : والقرية من المساكن والأبنية والضياع وقد تطلق على المدن.

গ্রাম পার হলেই মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে

প্রশ্ন : আমি ঢাকায় আসার জন্য যখন বাড়ি থেকে রওনা হই, তখন বাংলাদেশের নিয়মানুসারে যে গ্রাম নির্ধারণ করা আছে সেই গ্রাম পার হলেই কি আমি মুসাফির হব? নাকি ইউনিয়ন বা থানা অতিক্রম করলে?

উত্তর : শহরের ক্ষেত্রে পৌরসভার সীমাকে কসরের সীমা হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু গ্রামের বেলায় সরকারিভাবে নির্ধারিত ইউনিয়ন বা গ্রামের সীমাকে কসরের জন্য গণ্য করার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই স্বাভাবিক যে পরিমাণ জায়গাকে নিজ এলাকা বলে মনে করা হয়, ওই সীমার বসতবাড়ি পার হতেই কসর শুরু করবে এবং যে রাস্তা দিয়ে সফর করে সেই রাস্তার পাশে যদি এমন ঘনবসতি হয়, যার মধ্যে ১৩৭.১৬ মিটার পরিমাণও ফাঁকা জায়গা না থাকে, তখন সংলগ্ন সকল বাড়ি অতিক্রম করলে কসর শুরু করবে। (৪/৩১০/৬৯৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢١ : (قوله من جانب خروجه إلخ) قال في شرح المنية: فلا يصير مسافرا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج، حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر، وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرا ما لم يجاوزها ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرا.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٢١ : وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا كما يأتي.

কুমিল্লার উদ্দেশে বারিধারা ছেড়ে মতিঝিল পৌঁছে কসর করবে না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা। সে বারিধারা বসুন্ধরায় কর্মরত। সে দেশের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়ে মতিঝিল এলাকায় পৌঁছলে আসরের নামাযের সময় হয়। মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আমি কুমিল্লা যাওয়ার উদ্দেশে বারিধারা থেকে এসেছি এখন আমি নামায পুরা পড়ব না কসর করব? মাওলানা বললেন, কসর করো। জানার বিষয় হলো মাওলানা সাহেবের উক্তি কতটুকু সত্য? আর কিতাবে যে আছে নিজ আবাদি অতিক্রম করলে সফরের হুকুম অর্পিত হয়, সে আবাদির সীমা কতটুকু? এতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান আছে কি না?

উত্তর : মুসাফির ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত শহরের ধারাবাহিক আবাদির শেষ সীমা অতিক্রম না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কসর পড়তে পারবে না। যদিও শহরের ধারাবাহিক আবাদি অনেক বিস্তৃত হয়ে থাকে। প্রশ্নোল্লিখিত মতিঝিল এলাকা যেহেতু ঢাকা শহরের ধারাবাহিক আবাদির অন্তর্ভুক্ত তাই বারিধারা থেকে সফরকারী ব্যক্তি ওই স্থানে পৌঁছে কসর করতে পারবে না, বরং পূর্ণ নামায পড়তে হবে। অতএব ইমাম সাহেবের কথা সঠিক হয়নি। উল্লেখ্য, উল্লিখিত নিয়ম শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (১৭/১০০/৬৯৩৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٢١ : (من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. وفي الخانية: إن كان بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا (قاصدا) ولو كافرا، ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر (مسيرة ثلاثة أيام ولياليها) من أقصر أيام السنة.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۷۲ : شہر کی جس جانب سے بنیت سفر نکل رہا ہو اس جانب کے مکانات سے باہر نکلنے پر حکم قصر شروع ہوتا ہے، مکانات سے آباد مکان مراد ہیں غیر آباد کھنڈرات کا اعتبار نہیں،... ...

اگر فناء مصر (شہر کی ضروریات مثلا قبرستان، گھوڑدوڑ اور کوڑے وغیرہ کے لئے متعین میدان) کے درمیان زرعی زمین حائل نہ ہو اور عمارات سے قدر غلوہ (۱۳۷٫۱۶ میٹر) سے کم فاصلہ پر ہو تو فناء سے بھی تجاوز کے بعد قصر کا حکم ہوگا۔

ফেনায়ে মিসর বলতে কী বোঝায়

প্রশ্ন : 'ফেনায়ে মিসর' বলতে কী বোঝায়? কেউ বলে জেলা শহরে পৌঁছলেই মুকীম হয়ে যাবে, আর তা ছাড়লেই মুসাফির হবে, তার আগে উপজেলা শহর বা ইউনিয়ন পর্যায়ে বাড়ি হলেও ধর্তব্য নয়। আবার কেউ বলে, নিজ গ্রামের সীমানা শেষে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়, এমন দোকানপাট বা বাস/রেলস্টেশন হলেই ফেনায়ে মিসর/ শহর ধরে গ্রামের পাশ হতেই মুসাফির মুকীম ধরা হবে, জেলা শহর পর্যন্ত নয়। দলিলসহ উক্ত মাসআলার সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : 'ফেনায়ে মিসর' দ্বারা ওই জায়গা উদ্দেশ্য, যা শহরের বাইরে তবে শহরের সাথে লাগানো, যেখান থেকে শহরের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানো হয় শহরে অবস্থানকারী মুসাফির হওয়ার জন্য নিজ শহরের আবাদি থেকে বের হওয়া শর্ত। আর জেলা শহর পুরোটাই যেহেতু একটি শহর হিসেবে গণ্য করা হয় তাই তিন মনযিল বা ৭৭ কিলোমিটার অতিক্রম করার নিয়্যাতে জেলা শহর ছাড়লেই মুসাফির হবে এবং তাতে প্রবেশ করলেই মুকীম হবে। তবে যদি গ্রামে অবস্থানকারী হয় তাহলে নিজ গ্রামের সীমানা অতিক্রম করার দ্বারা শরয়ী মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। (১৯/৭৬/৮০০৩)

📖 بدائع الصنائع (سعید) ۱ / ۹٤ : والثالث: الخروج من عمران المصر فلا يصير مسافرا بمجرد نية السفر ما لم يخرج من عمران المصر.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۱۳۸ : (أو فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أو لا كما حرره ابن الكمال وغيره

Scanned by CamScanner

(لأجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل والمختار للفتوى تقديره بفرسخ ذكره الولوالجي.

📖 مراق الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ١٦٢ : يشترط أن يكون قد "جاوز" أيضا "ما اتصل به" أي بمقامه "من فنائه" كما يشترط مجاوزة ربضه وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بربض يشترط مجاوزتها في الصحيح "وإن انفصل البناء بمزرعة أو" فضاء "قدر غلوة" وتقدم أنها من ثلاثمائة خطوة إلى أربعمائة "لا يشترط مجاوزته".

قرية-এর ব্যাপারে তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রশ্ন : قرية শব্দের অর্থ কী ও কাকে বলে এবং قرية বলতে কী বোঝায়? ওয়ার্ড নাকি ইউনিয়ন না অন্য কিছু?

উত্তর : قرية শব্দের অর্থ গ্রাম। যে জায়গায় বাজার, পোস্ট অফিস, হাসপাতাল, ডাক্তার, বিচারক বা তাঁর প্রতিনিধি ইত্যাদি থাকে–এমন স্থানকে শহর বলে। কিন্তু যে সকল স্থানে এই সংজ্ঞা পাওয়া যায় না তাকে শরীয়তের পরিভাষায় قرية বা গ্রাম বলে। (১৫/২৯১/৬০১৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٣٨ : وعبارة القهستاني تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات.

Scanned by CamScanner

📖 قواعد الفقه (اشرفيه) صـ ٤٢٨ : (القرية) الضيعة وما يقلل المصر من المعمورة وقد يطلق على المصر الجامع، وقيل كل مكان اتصلت به الا بنية واتخذ قرارا.

কসর কখন শুরু করবে ও দুই গ্রাম মিলিত হলে করণীয়

প্রশ্ন : নিজ বাড়ি থেকে কতটুকু দূরত্বে গিয়ে কসর করবে? নিজ গ্রাম অতিক্রম করার পর, না থানা, না জেলা অতিক্রম করে? যদি দুই গ্রাম পরস্পর মিলিত থাকে তাহলে এর বিধান কী?

উত্তর : নিজ গ্রামের আবাদি ও সীমা অতিক্রম করলে কসর শুরু করবে। আর একাধিক গ্রাম পরস্পর মিলে থাকলে তা অতিক্রম করার পর কসর করবে। (১৯/৯১১/৮৫২৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٩٣ : يصير المقيم به مسافرا نية مدة السفر والخروج من عمران المصر.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢١ : (من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢١ : (قوله من خرج من عمارة موضع إقامته) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها.

আবাদির পরিধি

প্রশ্ন : আমরা কিতাবে পড়েছি, কসর করার জন্য আবাদি অতিক্রম করতে হয়। এখন কোথাও দেখা যায় যে এক গ্রামে এক থানা, তাহলে আবাদির সীমা কতটুকু?

উত্তর : যে শহরের আবাদি ধারাবাহিকভাবে যতদূর বিস্তৃত, ততদূর পর্যন্ত ওই এলাকা নিজ শহরের মধ্যে গণ্য হবে। তবে মাঝে যদি কোনো বিল অনাবাদি বা কৃষিক্ষেত অথবা ১৩৭.১৬ মিটারের বেশি খালি জায়গা থাকে তাহলে সেখান থেকে অন্য শহর ধরা হবে। (১৭/৭৬২/৭২৮৫)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۷۲۲ : (من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. وفي الخانية: إن كان بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۷۲۳ : (قوله أقل من غلوة) هي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة هو الأصح.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴/ ۷۳ : اسٹیشن اگر شہر سے متصل ہو یعنی درمیان میں زرعی زمین یا ۱۳۷.۱۶ میٹر کا خلا نہ ہو تو اس پر حکم قصر نہیں۔

আসা-যাওয়ার পথে মধ্যবর্তী স্থানে কসর করতে হবে

প্রশ্ন : ঢাকার লালবাগ থেকে সোজা দক্ষিণে নদীর দক্ষিণ পাশে জিনজিরা বাজারের সামান্য পশ্চিমে রহমতপুর মাদ্রাসাটি অবস্থিত। উক্ত মাদ্রাসা থেকে সাত দিনের জন্য সফরের নিয়্যাত করে গ্রামের বাড়ি মোমেনশাহী যাওয়ার পথে যাত্রাবাড়ীতে ৩-৪ দিন অথবা আসার পথে ৩-৪ দিন অবস্থান করলে উভয় অবস্থায় যাত্রাবাড়ীতে অবস্থানরত সময়ে নামায কসর পড়বে কি না?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি ৭৭.২৫ কিলোমিটার বা ততোধিক দূরত্বে সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হলে অবস্থানরত এলাকার সীমানা অতিক্রমের পর থেকেই তার ওপর সফরের বিধান আরোপিত হয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি মোমেনশাহী যাওয়ার উদ্দেশে নদী পার হওয়ার পর থেকে এবং ফেরার পথে নদী পার হওয়ার আগ পর্যন্ত মুসাফির হিসেবে নামায কসর পড়বে। যাওয়া আসার পথে মধ্যবর্তী যেকোনো স্থানে ১৫ দিনের কম অবস্থান করলেও মুসাফির থাকবে। সুতরাং যাতায়াতের সময় যাত্রাবাড়ীতে ৩-৪ দিন অবস্থান করলেও নামায কসর পড়বে। (১৫/২৫৩/৬০৩৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ۱/ ۹٤ : والثالث: الخروج من عمران المصر فلا يصير مسافرا بمجرد نية السفر ما لم يخرج من عمران المصر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۱۲۱ : فلا يصير مسافرا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج، حتى لو كان

Scanned by CamScanner

ثمة محلة منفصلة عن المصر، وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرا ما لم يجاوزها ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرا إذ المعتبر جانب خروجه.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱/ ۵۷۳ : کسی مقام سے چلنے کے وقت تین منزل یا زائد کے سفر کا قصد ہے اور کسی جگہ پہنچ کر پندرہ روز یا زائد قیام کا قصد نہیں اس صورت میں قصر پڑھے.

জিনজিরা ঢাকার সাথে সংযুক্ত নয়

প্রশ্ন : কুমিল্লা থেকে জিনজিরার উদ্দেশে রওনা হলে কোন স্থানে এলে তাকে মুকীম হিসেবে গণ্য করা হবে? অনেকে বলে, ঢাকার সীমান্তে এলেই মুকীম হয়ে যাবে। অথচ ঢাকা যাত্রাবাড়ী থেকে আমার জন্য ঢাকার সীমানা শুরু। তারপর কয়েকটি সিটি ও একটি নদীও অতিক্রম করতে হয়।

প্রশ্ন হলো, মুকীম/মুসাফির হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নিজ এলাকার আবাদির যে সীমানা নির্ণয় করেছে তার পরিমাণ কতটুকু? আমি কোন স্থানে এলে মুকীম হব? এবং ঢাকা থেকে রওনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কখন থেকে মুসাফির হব?

উত্তর : গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তি ৪৮ মাইল বা ততোধিক দূরত্বে সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে নিজ গ্রামের আবাদি (তথা সংযুক্ত গ্রাম) অতিক্রম করার সাথে সাথে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে এবং সফর শেষে ফিরে গ্রামের আবাদিতে প্রবেশ করামাত্রই মুকীম হয়ে যাবে। আর শহরে বসবাসকারীদের জন্য শহর হতে বের হওয়ার পথের আবাদির শেষ সীমানা। অনুরূপ শহরে বসবাসকারী ব্যক্তি মুসাফির হলে শহরে প্রবেশ করার সময় শহরের প্রবেশপথ অতিক্রম করতেই মুকীম বলে গণ্য হবে। উক্ত নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জানা মতে জিনজিরা ঢাকা শহরের আওতাভুক্ত নয়। তাই যাত্রাবাড়ী বা সায়েদাবাদ জিনজিরায় বসবাসকারীদের জন্য সফরের সীমানা হতে পারে না, বরং জিনজিরাবাসীদের জন্য তাদের সংযুক্ত আবাদি অতিক্রম করলেই মুসাফির বলে গণ্য হবে এবং যে স্থান থেকে সফর শুরু হবে সফর থেকে ফিরে ওই স্থানে পৌঁছামাত্রই মুকীম বলে বিবেচিত হবে। (৯/২১১/২৫৬৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٢١ : وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح، بخلاف البساتين، ولو متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها، ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتفاق إمداد.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۷۲ : الجواب-شہر کی جس جانب سے بنیت سفر نکل رہا ہو اس جانب کے مکانات سے باہر نکلنے پر حکم قصر شروع ہوتا ہے مکانات سے آباد مکان مراد ہیں غیر آباد کھنڈرات کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح بوقت واپسی مکانات کی حدود میں داخل ہونے پر حکم قصر ختم ہو جاتا ہے مکان خواہ پختہ ہوں یا شہر سے ملحق جھونپڑیاں وغیرہ ہوں، بلکہ جھونپڑیوں کے بعد ان سے متصل بستی بھی اسی شہر کے حکم میں ہے.

ওয়াতনে আসলীর সীমা ও গ্রামের পার্শ্ববর্তী জমিতে কসর

প্রশ্ন : মুসাফির ব্যক্তি যদি গ্রামের আশপাশের জমিনে চার রাক'আতবিশিষ্ট নামায আদায় করতে চায় তাহলে তার জন্য কসর জায়েয হবে কি? এবং ওয়াতনে আসলীর সীমারেখা কতটুকু?

উত্তর : যে ব্যক্তি ৪৮ মাইল বা ততোধিক সফরের উদ্দেশ্যে নিজের এলাকা/গ্রামের আবাদির সীমানা অতিক্রম করবে তখনই তার ওপর মুসাফিরের হুকুম বর্তাবে, অর্থাৎ নামায কসর পড়বে। গ্রামের আশপাশের জমিন উক্ত গ্রামের আবাদির সীমানাভুক্ত হলে সেখানে নামায কসর পড়া জায়েয হবে না, অন্যথায় জায়েয হবে। (৯/২৮৫/২৬১৮)

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ٢٣٠ : "جاوز" أيضا "ما اتصل به" أي بمقامه "من فنائه" كما يشترط مجاوزة ربضه وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بربض يشترط مجاوزتها في الصحيح.

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ١٢١ : (من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر.

Scanned by CamScanner

সিটিভুক্ত ওয়ার্ড অতিক্রম করলে কসর করবে না

প্রশ্ন : আমাদের দেশে যে সমস্ত সিটি করপোরেশন এলাকা এবং জেলা শহর রয়েছে, সেগুলো থেকে যদি কেউ সফরের নিয়্যাত করে বের হয়, তাহলে সে কখন থেকে কসর শুরু করবে। সিটি করপোরেশন বা জেলা শহরের সীমানার সম্পূর্ণ বাইরে চলে যেতে হবে? না সে যে এলাকা থেকে বের হয়েছে তার বাইরে গেলেই পড়তে পারবে? যেমন কেউ যদি ফরিদাবাদ থেকে সফরের নিয়্যাতে বের হয়ে গুলিস্তান বা সিটির অন্তর্ভুক্ত অন্য এলাকায় আসে, তাহলে সেখানে সে কসর পড়তে পারবে? না সিটির বাইরে চলে যেতে হবে। প্রমাণসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : শহরের জন্য সিটি করপোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করে গেলেই কসরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে এ ক্ষেত্রে জেনে রাখা দরকার যে শহরের যেদিক থেকে মানুষ সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে ওই দিকের সীমানা পার হওয়ার পর কসর শুরু করবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত উদাহরণে ফরিদাবাদ থেকে সফরের নিয়্যাতে বের হয়ে গুলিস্তান এলে কসর পড়বে না বরং যেদিক থেকে শহরের সীমানা অতিক্রম করতে ইচ্ছুক ওই দিকের সীমানা পার হলে কসর শুরু করবে। (৯/৭৩০/২৮৩৫)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١/ ٩٣ : يصير المقيم به مسافرا نية مدة السفر والخروج من عمران المصر.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٢١ : (من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٢١ : (قوله من خرج من عمارة موضع إقامته) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۷۲ : الجواب—شہر کی جس جانب سے بنیت سفر نکل رہا ہو اس جانب کے مکانات سے باہر نکلنے پر حکم قصر شروع ہوتا ہے مکانات سے آباد مکان مراد ہیں غیر آباد کھنڈرات کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح بوقت واپسی مکانات کی حدود میں داخل ہونے پر حکم قصر ختم ہو جاتا ہے مکان خواہ پختہ ہوں یا شہر سے ملحق جھونپڑیاں وغیرہ ہوں، بلکہ جھونپڑیوں کے بعد ان سے متصل بستی بھی اسی شہر کے حکم میں ہے۔

Scanned by CamScanner

লঞ্চে বরিশালগামীরা কোত্থেকে কসর করবে

প্রশ্ন : আমরা বসুন্ধরা থেকে রওনা করে সদরঘাট থেকে লঞ্চযোগে বরিশাল যাই। প্রশ্ন হলো, সদরঘাটে থাকাকালীন আমরা মুসাফিরের হুকুমে হয়ে যাব নাকি মুকীম থাকব? প্রকাশ থাকে যে বিগত নামাযগুলো আমরা কসর পড়েছি। যদি মুসাফির না হই তাহলে পেছনের নামাযগুলো দ্বিতীয়বার পড়তে হবে কি না? লঞ্চে যাওয়ার সময় কোথা থেকে সফরের আহকাম শুরু হবে এবং শহরের সীমা কতটুকু?

উত্তর : সফরের উদ্দেশ্যে নিজ বাসস্থান তথা শহর হতে রওনা করলে বের হওয়ার পথে শহরের আবাদি অতিক্রম করার পর আর গ্রাম থকে রওনা হলে উক্ত গ্রামের আবাদির শেষ সীমা অতিক্রম করলেই সফরের হুকুম তথা নামায কসর পড়বে। সুতরাং বরিশাল অভিমুখী সফরকারী ব্যক্তি সদরঘাট হতে রওনা হলে সদরঘাট অতিক্রম করার পর কসর পড়বে। সদরঘাটে নামায পুরো পড়া জরুরি। কসর পড়ে থাকলে সেগুলোর কাযা দিতে হবে।

লঞ্চে বরিশাল যাওয়ার পথে মুসাফির ঢাকা শহরের যে স্থান দিয়ে বের হবে, সিটি করপোরেশনের সীমানা হিসেবে সে স্থানের আবাদি শেষ হলে সফরের হুকুম শুরু হবে। (৮/২৯৫/২১১৩)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٢٥ : (من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من الجانب الآخر. وفي الخانية: إن كان بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا (قاصدا) ولو كافرا، ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر (مسيرة ثلاثة أيام ولياليها) من أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب (بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة) حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر؛ ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل قصر في الأول لا الثاني.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٩٣ : وأما بيان ما يصير به المقيم مسافرا: فالذي يصير المقيم به مسافرا نية مدة السفر والخروج من عمران المصر.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴/ ۳۳۳ : سوال- کسی شخص نے عرصہ دو یا تین ماہ کا ہوا اس خیال سے کہ وہ مسافر ہے، نماز قصر پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ وہ دراصل مسافر نہ تھا تو کیا اب اسے ان نمازوں کا قضاء کرنی ضروری ہے؟

جواب—ان نمازوں کو قضاء کرنا ضروری ہے.

পৈতৃক ভিটা স্থায়ীভাবে ত্যাগ করলে তা ওয়াতনে আসলী থাকে না

প্রশ্ন : আমার স্থানীয় বাড়ি চাঁদপুরে। নানার বাড়ি কুমিল্লায়। আমরা বর্তমানে পিতা-মাতা, ভাই-বোন সপরিবারে নানার বাড়িতে থাকি। স্থানীয় বাড়িতে আমার সকল আত্মীয়স্বজন বসবাস করে। আমাদের জায়গাজমি সব কিছু সেখানে অক্ষত আছে, বছরে কয়েকবার আমরা সেখানে যাই। নানার বাড়ি থেকে স্থানীয় বাড়ি ৪৮ মাইলের চেয়ে বেশি দূরত্বে অবস্থিত। প্রশ্ন হলো, যদি আমি ৪৮ মাইল পরিমাণ দূরত্ব থেকে নানার বাড়িতে যাই তাহলে আমি মুসাফির থাকব নাকি মুকীম? নাকি মুকীম হওয়ার জন্য ১৫ দিনের নিয়্যাত করে সফর করতে হবে? একই প্রশ্ন স্থানীয় বাড়ির ক্ষেত্রেও, স্থানীয় বাড়ি চাঁদপুরে ভবিষ্যতে একেবারে ছেড়ে দেওয়ার নিয়্যাত করা হয়েছে, এখন আমার কোন জায়গায় কী হুকুম? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : নানার বাড়িতে সপরিবারে স্থায়ীভাবে অবস্থান করা হচ্ছে বিধায় তা ওয়াতনে আসলী তথা স্থায়ী বাসস্থান হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানেই সর্বদা মুকীম থাকবেন, ১৫ দিন ইকামতের নিয়্যাত করতে হবে না। আর চাঁদপুরের স্থানীয় বাড়িতে বসবাসের ইচ্ছা ত্যাগ করা হয়ে থাকলে সেখানে ১৫ দিনের নিয়্যাত ছাড়া মুকীম হওয়া যাবে না। (১৭/৩৬০/৭০৯৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٤٢ : ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيهما.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٣٦ : والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها.

Scanned by CamScanner

আসল বাড়িতে এক দিনের জন্য এলেও মুকীম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির ঢাকায় একটি বাড়ি আছে এবং সন্দ্বীপেও একটি বাড়ি আছে। আর বর্তমানে সে আবুধাবিতে নিজস্ব বাড়ি করে সেখানে বসবাস করছে। কিছুদিন পূর্বে সে বাংলাদেশে সাত দিনের সফরে আসে এবং সন্দ্বীপে অবস্থান করে। সেখানে সে অবস্থানের দ্বিতীয় দিন এশার নামাযে ইমামতি করে এবং পুরো চার রাক'আতই আদায় করে। প্রশ্ন হলো, তার নামায সহীহ হবে কি না? না হলে তার এবং মুক্তাদীদের করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি আবুধাবিতে সপরিবারে থাকলেও বর্তমানে সে দেশে কোনো বাংলাদেশির স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা বিরল, সন্দ্বীপের বাড়ি তার আসল ঠিকানা। যতক্ষণ পর্যন্ত সন্দ্বীপের বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করবে তত দিন সন্দ্বীপের বাড়িতে সে মুকীম থাকবে এবং চার রাক'আত নামায পুরো পড়বে। অতএব উক্ত ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হয়েছে। (১৭/৫৭৭/৭১৮৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : (الوطن الأصلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يبطل بمثله) إذا لم يبق له بالأول أهل، فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما (لا غير).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٢ : ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيهما ولا يبطل الوطن الأصلي بإنشاء السفر وبوطن الإقامة.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ٣/ ٣٧٢ : جواب- وطن اصلی اگر اس طرح چھوڑا جائے کہ اس سے تمام تعلقات منقطع کردئے جائیں نہ کچھ زمین و مکانات ہوں اور نہ کوئی اہل وعیال میں سے وہاں ہو تو وہ وطن باقی نہیں رہتا... ورنہ وہ وطن باقی رہتا ہے.

বসবাসের ইচ্ছা ত্যাগ করলে ওয়াতনে আসলী বাতিল হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমার আসল বাড়ি নোয়াখালী। সেখানে আব্বাজানের নামে ভিটা ও চাষাবাদের জমি আছে, তবে ঘরবাড়ি নেই। আত্মীয়স্বজনরা সেগুলো বর্গা ও দেখাশোনা করে

Scanned by CamScanner

থাকে। বলতে গেলে আমাদের বাড়ি যাওয়াই হয় না, বছরে দু-একবার কোনো কারণে যাওয়া হলেও বেশি থাকা হয় না। এ ক্ষেত্রে আমি কি সেখানে কসর করব?

উত্তর : জন্মস্থান ত্যাগ করে অন্য জায়গায় স্থায়ী হলে প্রথম জায়গায় কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থান করার ইচ্ছা না থাকলে নামায কসরই পড়তে হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি নোয়াখালীর আসল বাড়ি ত্যাগ করে থাকলে সেখানে গেলে নামায কসর পড়বে। (৫/১৯৯/৮৬৮)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣٦ : والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١ / ٥٨٥ : خلاصہ تطبیق کا یہ ہوا کہ اگر اس دوسرے شہر میں پھر بطور وطن رہنے کا ارادہ نہیں ہے جس طرح پہلے رہتا تھا تب تو وطن نہ رہا وہاں جا کر قصر کریگا جب مسافت سفر طے کر کے آئے۔

ওয়াতনে আসলী একাধিক হতে পারে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি চট্টগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করে এবং তার পড়াশোনা সব চট্টগ্রাম শহরে হয়। তার পিতার বাড়ি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার অন্তর্গত কাকারা ইউনিয়নে। পিতার বাড়িতে মাঝে মাঝে তাদের আসা-যাওয়া আছে। সেখানে নিজস্ব জায়গা আছে, চট্টগ্রাম শহরেও তাদের নিজস্ব বাড়ি আছে, তার ব্যবসাস্থল শহরে। নির্বাচন করে বর্তমানে কাকারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। সপ্তাহে-১৫ দিন পর কারারা ইউনিয়নে আসে, আবার এক দিন পর অথবা সন্ধ্যায় বিচারকার্য সম্পাদন করে নিজস্ব গাড়িযোগে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসে। প্রশ্ন হলো, সে নিজ পিত্রালয়ে এলে মুকীম হবে নাকি মুসাফির?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তির ওয়াতনে আসলী তথা আবাসস্থল একাধিক হওয়া সম্ভব এবং উভয় স্থানে সে মুকীম হতে পারে। অথবা এক স্থানে মুকীম অন্য স্থানে মুসাফির, কিন্তু তা নির্ভর করে বসবাসকারীর স্থায়ী বাসস্থান বানানোর ইচ্ছার ওপর। তাই প্রশ্নে বর্ণিত চেয়ারম্যান যদি স্থায়ীভাবে উভয় স্থানে থাকার ইচ্ছা করে এবং কোনো একটাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করে তাহলে সে উভয় স্থানে মুকীম হিসেবে গণ্য হবে। তবে পথিমধ্যে সফরের দূরত্ব হওয়ায় মুসাফির হিসেবে কসর করবে। (১৭/৯৫০/৭৪০৭)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٦ : والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : (الوطن الأصلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يبطل بمثله) إذا لم يبق له بالأول أهل، فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيما، فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقى وطنا له إذ المعتبر الأهل دون الدار.

বাপ-ছেলে পৃথক স্থানে থাকলে একে-অপরের স্থানে কসর করবে

প্রশ্ন : আমি ঢাকায় পড়াশোনা করি। আমার আব্বা-আম্মা পরিবারের সবাই চট্টগ্রামে ভাড়া বাসায় থাকে। আমার দাদার বাড়ি গোপালগঞ্জ, আব্বার চাকরি শেষে আবার পুনরায় গোপালগঞ্জ আসার ইচ্ছা আছে। এমতাবস্থায় আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গেলে মুসাফির হব কি? আর গোপালগঞ্জে আমি কসর করব?

উত্তর : চট্টগ্রাম শহর যেহেতু আপনার ওয়াতনে ইকামত নয়, তাই সেখানে ১৫ দিন একাধারে অবস্থানের নিয়্যাত না থাকলে মুসাফির থাকবেন। আর গোপালগঞ্জে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। (১৩/১৭২/৫২১০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٤٢ : وطن إقامة وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو أكثر، ووطن سكنى وهو البلد الذي ينوي الإقامة فيه دون خمسة عشر يوما وعبارة المحققين من مشايخنا أن الوطن وطنان وطن أصلي ووطن إقامة ولم يعتبروا وطن السكنى وطنا وهو الصحيح، هكذا في الكفاية. ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا

Scanned by CamScanner

يبطل وطنه الأول ويتم فيهما ولا يبطل الوطن الأصلي بإنشاء السفر وبوطن الإقامة ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر وبالوطن الأصلي.

📖 احکام مسافر ص ١٠٥ : باپ اور بیٹے دونوں مسافت سفر کے فاصلہ پر رہتے ہو اور دونوں کا وطن الگ الگ ہو لڑکے نے آبائی وطن کو بالکلیہ چھوڑ دیا ہو تو دونوں ہر ایک کے یہاں قصر کریں یہی حکم دونوں کے علیحدہ وطن اقامت کا ہے اور اگر صرف لڑکے نے اپنا وطن بنایا مگر والد کے وطن کو باقی رکھا تو اس صورت میں باپ مسافر ہو گا لڑکا والد گھر آئے تو مقیم ہو جائیگا.

মা-বাবার ওয়াতনে ইকামতে সন্তানরা কসর করবে

প্রশ্ন : আমার আম্মা-আব্বা সকলে রংপুরে থাকে আব্বা শহরে চাকরি করার কারণে। শহর থেকে ১৫ কি.মি. দূরে আমাদের আসল বাড়ি। যেখানে আব্বার চাকরি শেষে আমাদের চলে যাওয়ার ইচ্ছা। আমি ঢাকায় পড়াশোনা করি। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র রংপুর শহরে যেটা আমাদের বর্তমান আবাস ঢাকা থেকে সেখানে গেলে আমি মুসাফির না মুকীম? উল্লেখ্য, আমি নিজেকে মুকীম জেনে ইমামতি করেছি, তার বিধান কী?

উত্তর : আপনার আব্বা-আম্মার রংপুর শহরস্থ বর্তমান আবাসন যেহেতু আপনার ওয়াতনে ইকামত নয়, তাই সেখানে ১৫ দিনের কম অবস্থানের নিয়্যাতে গেলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন। আর মুকীম জেনে ইমামতি করার দরুন তাওবা-এস্তেগফার করতে হবে এবং মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে যাদেরকে পাওয়া সম্ভব তাদের নামায পুনরায় আদায়ের ঘোষণা দিতে হবে। (১৩/৪৬৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٣٦٨ : وهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر ووطن الإقامة يبطل بمثله وبالسفر.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣٢ : (قوله والأصل أن الشيء يبطل بمثله) كما يبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي ووطن الإقامة بوطن الإقامة ووطن السكنى بوطن السكنى، وقوله: وبما فوقه أي كما يبطل وطن الإقامة بالوطن الأصلي وكما يبطل وطن السكنى بالوطن الأصلي وبوطن الإقامة، وينبغي أن يزيد وبضده كبطلان وطن الإقامة أو السكنى بالسفر فإنه في البحر علل لذلك بقوله لأنه ضده (قوله لا بما دونه) كما لم يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى ولا بإنشاء السفر وكما لم يبطل وطن الإقامة بوطن السكنى ح.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴/ ۴۶۸ : الجواب— جس بستی اور آبادی میں وہ رہتا ہے اسی کے خروج ودخول کا نماز قصر وعدم قصر میں اعتبار ہے پس جو بازار کہ بستی مذکورہ سے منفصل ہے جیسا کہ بلاد بنگال میں سنا گیا ہے اس میں دخول و خروج کا اعتبار نہیں ہے، پس شخص مذکور جب تک اپنی بستی میں اور اس کی عمارات میں داخل نہ ہوگا اس وقت تک قصر کرتا رہے گا۔

বসবাসের একাধিক বাড়ি থাকলে সব জায়গাতেই মুকীম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির কয়েকটি বাড়ি আছে। সে সবগুলোতে কমবেশি মাঝে মাঝে থাকে। তাহলে কি সব বাড়িতে গেলে সে নামায কসর করবে? এবং বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার পথে সফরের দূরত্ব হলে কি কসর করবে?

উত্তর : যদি কারো একাধিক বাড়ি থাকে এবং সে প্রত্যেক বাড়িতে কমবেশি কিছুদিন করে অবস্থান করে, তাহলে সব বাড়িতে সে মুকীম। অতএব নামায পূর্ণ পড়বে। আর এক বাড়ি থেকে যদি অপর বাড়ি শরয়ী সফরের দূরত্বে হয়, তাহলে পথিমধ্যে কসর করবে, অন্যথায় নয়। (১২/৭৪০/৫০১৪)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٠٣ : ثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها، وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنة، حتى أنه لو خرج مسافرا من بلدة فيها أهله ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها أهله فيصير مقيما من غير نية الإقامة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : (الوطن الأصلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يبطل بمثله).

জন্মস্থান স্থায়ীভাবে ত্যাগ না করলে সেখানে কসর করবে না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির বাড়ি নোয়াখালীতে। বর্তমানে সে পরিবার নিয়ে ঢাকায় বসবাস করে। বাড়িতে তার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন ও জায়গাজমি আছে। এমতাবস্থায় সে মাঝে মাঝে বাড়িতে গেলে সে নামায কসর পড়বে নাকি পুরো পড়বে?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত নোয়াখালীর নিজ বাড়িটি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়নি বিধায় তথায় নামায পুরো পড়তে হবে। (৭/৭৪৪/১৮০৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٢ : ولو انتقل بأهله ومتاعه إلى بلد وبقي له دور وعقار في الأول قيل: بقي الأول وطنا له وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٦٥ : وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلا في بلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول وكل منهما وطن أصلي له "ويبطل وطن الإقامة بمثله و" يبطل أيضا "ب" إنشاء "السفر" بعده "وب" العود للوطن "الأصلي" لما ذكرنا "والوطن

Scanned by CamScanner

الأصلي هو الذي ولد فيه" الإنسان "أو تزوج" فيه "أو لم يتزوج" ولم يولد فيه "و" لكن "قصد التعيش لا الارتحال عنه -

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۷۹۳ : دونوں وطن اصلی ہیں، قدیم وطن میں جب جائے نمازیوں پڑھیں، جیسا کہ عالمگیریہ میں ہے۔

জন্মস্থান স্থায়ীভাবে ত্যাগ না করে কসর করলে নামায দোহরাতে হবে

প্রশ্ন : স্বীয় জন্মস্থান ছেড়ে চাকরি অথবা যেকোনো প্রয়োজনে অন্য স্থানে বাসস্থান গড়লে বা সেখানে অনেক দিন যাবৎ থাকলে ওই ব্যক্তি জন্মস্থানে আসার পর মুসাফির হবে না মুকীম থাকবে? যদি ওই ব্যক্তি মুসাফির হিসেবে নামায পড়ে নেয় তাহলে তার নামাযের অবস্থা কী হবে? এর দ্বারা কোনো গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : স্বীয় জন্মস্থান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে শরয়ী সফরের দূরত্বে কোথাও বাসস্থান গড়ে তোলার পর উক্ত ব্যক্তি তার ত্যাগকৃত জন্মস্থলে এলে তথায় ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যাত না করা পর্যন্ত সে মুসাফির বলে গণ্য হবে, অন্যথায় মুকীম বলে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি যদি নিজের জন্মস্থানকে স্থায়ীভাবে পরিত্যাগের নিয়্যাত না করে থাকে তবে সে জন্মস্থানে গেলে মুকীম গণ্য হবে। এমতাবস্থায় মুসাফির হিসেবে নামায পড়ে থাকলে তা দোহরাতে হবে। (১০/৪২২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٦ : والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها وهذا الوطن يبطل بمثله لا غير، وهو أن يتوطن في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصليا حتى لو دخله مسافرا لا يتم قيدنا بكونه انتقل عن الأول بأهله؛ لأنه لو لم ينتقل بهم، ولكنه استحدث أهلا في بلدة أخرى فإن الأول لم يبطل ويتم فيهما وقيد بقوله بمثله؛ لأنه لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد أن يتوطن بلدة أخرى ثم بدا له أن لا يتوطن ما قصده أولا ويتوطن بلدة غيرها فمر ببلده الأول فإنه يصلي أربعا.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳ / ۳۷۲ : وطن اصلی اگر اسی طرح چھوڑا جائے کہ اس سے تمام تعلقات منقطع کر دئے جائیں نہ کچھ زمین و مکانات ہوں اور نہ کوئی اہل وعیال میں سے وہاں ہو تو وہ وطن باقی نہیں رہتا اور پھر وہاں نماز پندرہ دن سے کم مدت میں قصر کرنا چاہئے ورنہ وہ وطن باقی رہتا ہے.

ভাইয়ের বাড়িতে ভাই কসর করবে

প্রশ্ন : আমাদের ভোলার বসতবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ফলে আব্বাজানের ব্যক্তিগত কোনো বাড়ি নেই। তবে আমার ভাইয়েরা কয়েকজন বিভিন্ন জায়গায় (নোয়াখালী ও ফেনী) আলাদা করে বাড়ি করেছেন। বর্তমানে আব্বা-আম্মা প্রত্যেক ভাইয়ের বাড়িতে পালাক্রমে দিন কাটাচ্ছেন। আর আমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছি। প্রশ্ন হলো, আমি যখন তাঁদের বাড়িতে যাই তখন মুসাফির থাকব নাকি মুকীম?

উত্তর : আপনার ভাইয়ের বাড়ি যেহেতু আপনার জন্য ওয়াতনে আসলী নয় সুতরাং আপনার ভাইয়ের বাড়ি যদি আপনার থাকার স্থান তথা ওয়াতনে ইকামত থেকে ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৫ কি.মি. দূরে হয় এবং সেথায় ১৫ দিন বা ১৫ দিনের বেশি থাকার নিয়্যাত না করা হয়, তাহলে মুসাফির হিসেবে আপনার কসর করা ওয়াজিব। (১৫/১১৬/৫৯৫২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٢ : وطن إقامة وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو أكثر، ووطن سكنى وهو البلد الذي ينوي الإقامة فيه دون خمسة عشر يوما وعبارة المحققين من مشايخنا أن الوطن وطنان وطن أصلي ووطن إقامة ولم يعتبروا وطن السكنى وطنا وهو الصحيح، هكذا في الكفاية. ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيهما ولا يبطل الوطن الأصلي بإنشاء السفر وبوطن الإقامة ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر وبالوطن الأصلي، هكذا في التبيين.

Scanned by CamScanner

📖 فيه ايضا ١ / ١٣٩ : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر، كذا في الهداية.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴/ ۴۴۸ : الجواب- جائے اقامت سے سفر کرنے کے بعد وہ وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے پھر اگر وہاں پندرہ دن قیام کی نیت نہیں کی تو قصر کرنا چاہئے فقط۔

এক ইউনিয়নে ৪০ দিন থাকার নিয়্যাত করলে কসর করবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি নোয়াখালী থেকে দাওয়াত ও তাবলীগে ৪০ দিনের জন্য বের হয়েছে। কাকরাইলের মুরব্বিরা তাকে খুলনার একটি থানার একটি ইউনিয়নে ৪০ দিন পুরা করার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত স্থানে নামায পুরো পড়বে, না কসর করবে?

উত্তর : কয়েকটি গ্রাম মিলে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। তাই দুই গ্রাম বা চার গ্রাম মিলে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করলে সে মুকীম হবে না। হ্যাঁ, এক গ্রামে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করলে সে মুকীম হবে। এ ক্ষেত্রে সে যদি দিনে অন্য গ্রামে গিয়েও কাজ করে এবং ইকামতের গ্রামে রাত্রিযাপন করে তবুও সে মুকীম থাকবে। (১৯/৫৪১/৮২৮৪)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١ / ١٥١ : أما الأول إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما في مكان يصلح للإقامة فإنه يصير مقيما فلا بد من ثلاثة أشياء نية الإقامة ونية مدة الإقامة والمكان الصالح للإقامة فإنه إذا أقام في مصر أو قرية أياما كثيرة لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى ولم ينو الإقامة لا يصير مقيما عندنا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٣٩ : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر، كذا في الهداية.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١ / ٧٢٣ : الجواب—آٹھ دس کوس کے اندر نیت اقامت معتبر نہیں اس سے مقیم نہ ہوگا جب تک کسی خاص گاؤں یا قصبہ میں اقامت کی نیت نہ کرے، اس طرح کہ رات کو وہیں لوٹ آئے گو دن میں اور جگہ پھرتا رہے۔

Scanned by CamScanner

চিল্লা অবস্থায় কসরের বিধান

প্রশ্ন : আমরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে থাকি। আমাদের সফর ৪০ দিনের চেয়ে কম বা বেশি হয়ে থাকে। একই ইউনিয়ন বা দুই ইউনিয়নের অধিকাংশ মসজিদে ২-৩ দিনের অবস্থান হয়। এমতাবস্থায় আমদের নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির ব্যক্তি যদি কোনো স্থানে/গ্রামে ১৫ দিন বা ততোধিক দিন অবস্থান করার ইচ্ছা করে তখন সে মুকীম বলে গণ্য হবে। প্রশ্নের বর্ণনা মতে তাবলীগ জামাআত যেহেতু সাধারণত এক স্থানে/গ্রামে ১৫ দিন অবস্থান করে না তাই নামায কসর পড়বে। পক্ষান্তরে কোনো এক গ্রামের বিভিন্ন মসজিদে ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি অবস্থান করলে মুকীম হয়ে যাবে। তবে স্থানীয় ইমামের ইক্তিদা করলে নামায পুরো পড়বে। (১৪/৯০২)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٣٦٣ : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٩٨ : (وأما) اتحاد المكان: فالشرط نية مدة الإقامة في مكان واحد؛ لأن الإقامة قرار والانتقال يضاده ولا بد من الانتقال في مكانين وإذا عرف هذا فنقول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كان مصرا واحدا أو قرية واحدة صار مقيما؛ لأنهما متحدان حكما.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٠ : ولو نوى الإقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كان كل منهما أصلا بنفسه نحو مكة ومنى والكوفة والحيرة لا يصير مقيما وإن كان أحدهما تبعا للآخر حتى تجب الجمعة على سكانه يصير مقيما.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۸۴ - ۶۸۵ : سوال—ہماری تبلیغ جماعت کی تشکیل ہوتی ہے بسااوقات ایک بڑے شہر میں جاتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں اور

Scanned by CamScanner

پندرہ دن سے زیادہ اس شہر کے اندر رہنے کے ارادہ سے جاتے ہیں تو اس شہر میں ایک
مسجد سے دوسری مسجد میں جب جائیں گے تو قصر کریں یا نہیں؟
جواب—اس صورت میں پندرہ دن قیام کرنے کی نیت کرنے پر اتمام کریں گے۔

একই শহরে ৪০ দিন থাকলে কসর করবে না

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন এক চিল্লার জন্য একটি শহরে যাই। সেখানে প্রতি মসজিদে তিন দিন সময় লাগানো আমীর সাহেবের নির্দেশ। এখন আমরা কসর করব, না পূর্ণ করব?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত জামাআতের সাথীরা একই শহরে ৪০ দিন অবস্থান করায় নামায পূর্ণ আদায় করবে, যদিও তাদের অবস্থান বিভিন্ন মসজিদে হয়ে থাকে। (১৭/৭৬২/৭২৮৫)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١ / ١٥١ : أما الأول إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما في مكان يصلح للإقامة فإنه يصير مقيما فلا بد من ثلاثة أشياء نية الإقامة ونية مدة الإقامة والمكان الصالح للإقامة -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٣٦٣ : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر -

একাধিক গ্রামে ৪০ দিন থাকার নিয়্যাত করলে কসর করবে

প্রশ্ন : সফরসম দূরত্বে ৪০ দিনের জন্য তাবলীগ জামাআতে গেলে অনেক সময় একই গ্রামের দুটি মসজিদে অথবা পাশাপাশি গ্রামের দুটি মসজিদে তিন দিন করে সময় লাগানো হয়। তখন নামায কসর পড়বে নাকি পুরো পড়বে? কেননা আমরা জানি, ১৫ দিন পরিমাণ থাকার নিয়্যাতে সফর করলে নামায পুরো পড়তে হয়।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে শহর ও পৌরসভার পুরো এরিয়া এবং গ্রামের প্রতিটি মহল্লা এক স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই শহর বা পৌরসভার ভেতরে মসজিদ পরিবর্তন হলেও কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যাত থাকলে মুকীম হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে একই গ্রামের বিভিন্ন মসজিদে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যাত করলে মুকীম হবে। পক্ষান্তরে একাধিক গ্রামের বিভিন্ন মসজিদে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যাত থাকলে মুকীম হবে না, বরং মুসাফির হিসেবে কসর করবে। (১৫/৩৯০/৬০৯৭)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١/ ١٥٠ : إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما في مكان يصلح للإقامة فإنه يصير مقيما، فلا بد من ثلاثة أشياء نية الإقامة ونية مدة الإقامة والمكان الصالح للإقامة.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٢٨ : والحاصل أن شروط الإتمام ستة: النية، والمدة، واستقلال الرأي، وترك السير، واتحاد الموضع، وصلاحيته.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٢ / ٣٨٣ : الجواب—اور دوسری صورت میں وہ مقیم ہوگا، کیونکہ کراچی کا پورا شہر ایک ہی ہے، اس کے مختلف محلوں یا علاقوں میں رہنے کے باوجود وہ ایک ہی شہر میں ہے۔

সফরের দূরত্বে প্রতি সপ্তাহে আসা-যাওয়া করে, এমন ব্যক্তির ইমামতি

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেবের বাড়ি কুমিল্লা। তিনি ঢাকায় ইমামতি করেন কিন্তু ঢাকায় ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করেন না। প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে আসেন। প্রশ্ন হলো, তিনি ঢাকায় মুসাফির না মুকীম?

উত্তর : চাকরিস্থল তথা ওয়াতনে ইকামত থেকে নিজের এলাকা বা অন্য কোথাও শরয়ী সফর করে চাকরিস্থলে ফিরে আসার পর ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাত করাবস্থায় অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও উলামায়ে কেরামের মতে সে মুসাফির বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে কিছু বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে চাকরিস্থলে প্রথমবার ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি থাকার পর একেবারে পরিত্যাগের নিয়্যাত ছাড়া কোথাও সফরে গেলে পুনরায় ফিরে এসে তথায় ১৫ দিনের কম অবস্থানের নিয়্যাত করলেও সে মুকীম বলে বিবেচিত হয়।

Scanned by CamScanner

১৫ দিনের কমে ওয়াতনে ইকামতে অবস্থানের নিয়্যাত থাকাবস্থায় সতর্কতামূলক চার রাক'আতের নামাযে ইমামতি না করাই সমীচীন। (৭/৯৫/১৫৩৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٢ : وطن إقامة وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو أكثر، ووطن سكنى وهو البلد الذي ينوي الإقامة فيه دون خمسة عشر يوما وعبارة المحققين من مشايخنا أن الوطن وطنان وطن أصلي ووطن إقامة ولم يعتبروا وطن السكنى وطنا وهو الصحيح، هكذا في الكفاية. ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيهما ولا يبطل الوطن الأصلي بإنشاء السفر وبوطن الإقامة ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر وبالوطن الأصلي، هكذا في التبيين.

📖 فيه ايضا ١ / ١٣٩ : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر، كذا في الهداية.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴/ ۴۴۸ : الجواب - جائے اقامت سے سفر کرنے کے بعد وہ وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے پھر اگر وہ اس پندرہ دن قیام کی نیت نہیں کی تو قصر کرنا چاہئے فقط۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (کتب خانہ نعیمیہ) ۴/ ۸۵ : حیدر آباد میں آپ کی ملازمت ہے، اگر ایک دفعہ لگاتار پندرہ دن رہیں، تو وہاں بھی مقیم ہو جائیں گے، اور جب تک آپ کی وہاں ملازمت رہے گی، آپ وہاں پہنچتے ہی مقیم ہو جایا کریں گے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۸۰ : الجواب - وطن اقامت بننے کے لئے اس جگہ میں ایک دفعہ پندرہ دن اقامت کی نیت سے قیام کرنا ضروری ہے بعد ازاں وطن اقامت میں اتمام کیا جائے، خواہ مدت اقامت سے کم قیام کیا جائے۔

Scanned by CamScanner

চাকরিস্থলে একবার ইকামতের নিয়্যাতই যথেষ্ট

প্রশ্ন : জনৈক আলেম একটি মাদ্রাসার খিদমতে নিয়োজিত আছেন। মাদ্রাসা তাঁর বাড়ির থেকে ৪৮ মাইলের চেয়ে বেশি দূরে অবস্থিত। জিজ্ঞাসা হলো, উক্ত আলেম যদি কোনো সময় সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি এক সপ্তাহ পরিমাণ মাদ্রাসায় অবস্থানকরত বাড়িতে আসবেন। তাহলে তিনি ওই এক সপ্তাহ মাদ্রাসায় মুকীম গণ্য হবেন না মুসাফির হবেন?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত শিক্ষক ইতিপূর্বে লাগাতার ১৫ দিন বা ততোধিক একাধারে মাদ্রাসায় মুকীম হিসেবে অবস্থান করে থাকলে প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় অনেক ফিকাহবিদের মতে তিনি মুসাফির হলেও কিছু কিছু বিজ্ঞ ফকীহগণের মতে তিনি মুকীম বলে সাব্যস্ত হবেন। (১৯/৯১১/৮৫২৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢٥ : (فيقصر إن نوى) الإقامة (في أقل منه) أي في نصف شهر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢٥ : (قوله في أقل منه) ظاهره ولو بساعة واحدة وهذا شروع في محترز ما تقدم.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٢ / ٦٨٣ : جواب—اگر جائے ملازمت میں کسی ایک مرتبہ پندرہ روز بہ نیت اقامت مقیم نہیں رہے، تو آپ اس جگہ مسافر ہی متصور ہوں گے، نماز قصر کریں، بصورت دیگر آپ مقیم ہوں گے، آئندہ کیلئے خواہ تھوڑے دن ہی قیام رہے تب بھی پوری نماز پڑھی جائے، بہتر یہ ہے کہ نماز جماعت سے ادا کریں۔

চাকরিস্থলে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না করলে কসর করবে

প্রশ্ন : ১. একজন সরকারি কর্মকর্তা, যাঁর স্থায়ী বাড়ি ঢাকায়। তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন। চাকরিতে বদলি হয়ে তিনি রাজশাহী জেলায় পদস্থ হন। তিনি প্রতি সপ্তাহে ঢাকা এবং রাজশাহী আসা-যাওয়া করে অফিস করেন। প্রশ্ন হলো, ওই কর্মকর্তা রাজশাহী অবস্থানকালে নামায পুরো, না কসর পড়বেন?

২. একজন সরকারি কর্মকর্তার জন্মস্থান দিনাজপুর। ঢাকায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে। তাঁর পরিবার ঢাকা শহরে অবস্থান করে এবং তিনি প্রতি সপ্তাহে রাজশাহী ও ঢাকায়

Scanned by CamScanner

আসা-যাওয়া করেন। ওই সরকারি কর্মকর্তা কর্মস্থলে অবস্থানকালে নামায পুরো করবেন, না কসর পড়তে হবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি ৪৮ মাইল (৭৭.২৫ কি.মি.) দূরত্বে সফরের উদ্দেশ্যে স্বীয় এলাকা থেকে বের হয়ে যায় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে মুসাফির হয়ে যায়, যতক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ১৫ দিন বা এর চেয়েও বেশি দিন অবস্থানের নিয়্যাত না করে ততক্ষণ সে চার রাক'আতবিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাক'আত পড়বে। হ্যাঁ, যদি এক জায়গায় ১৫ দিন বা ততোধিক থাকার নিয়্যাত করে অথবা মুকীম ইমামের পেছনে ইক্তিদা করে তাহলে চার রাক'আতই পড়বে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তি যদি রাজশাহী জেলায় (যা ৪৮ মাইল দূরত্বে) ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়্যাত করেন তাহলে নামায পুরো পড়বেন অন্যথায় কসর পড়বেন। (১৮/৫৬৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٢٥ : (أو ينوي) ولو في الصلاة إذا لم يخرج وقتها ولم يك لاحقا (إقامة نصف شهر) حقيقة أو حكما لما في البزازية وغيرها: لو دخل الحاج الشام وعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أتم لأنه كناوي الإقامة (بموضع) واحد (صالح لها) من مصر أو قرية أو صحراء دارنا وهو من أهل الأخبية (فيقصر إن نوى) الإقامة (في أقل منه) أي في نصف شهر.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (کتب خانہ نعیمیہ) ۴/ ۸۵: حیدرآباد میں آپ کی ملازمت ہے، اگر ایک دفعہ لگاتار پندرہ دن رہیں، تو وہاں بھی مقیم ہو جائیں گے، اور جب تک آپ کی وہاں ملازمت رہے گی، آپ وہاں پہنچتے ہی مقیم ہو جایا کریں گے۔

কর্মস্থলে একবার ইকামতের নিয়্যাত করলে নামায পুরা করবে না কসর

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি তার কর্মস্থলে ১৫ বা ততোধিক দিন অবস্থান করার পর সে কোথাও ৭৭ কি.মি. সফর করে পুনরায় তার পূর্ব স্থানে অবস্থান নিল। সেখানে (তার কর্মস্থলে) তার নিয়মিত থাকার আসবাবপত্র রয়েছে, তবে পরিবার-পরিজন সাথে নেই। যদি ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না করে থাকে, তবে কি সে কসর করবে, না পুরো করবে–এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মত কোনটি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে যেরূপ ওয়াতনে ইকামতের উল্লেখ রয়েছে, আসবাবপত্র রাখা অবস্থায় তা থেকে শরয়ী সফর করা হলে তা বাতিল হবে কি না, এ ব্যাপারে দুই ধরনের মত রয়েছে। অনেক উলামায়ে কেরামের মতে বাতিল হয়ে যাবে, কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের মতে বাতিল হবে না। প্রথমোক্ত মতানুযায়ী সফর করে এসে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাত করলে মুসাফির হিসেবে থাকবে বিধায় নামায কসর করবে। দ্বিতীয় মতানুযায়ী ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাত অবস্থায় সে মুকীম হিসেবে বহাল থাকবে বিধায় কসর করবে না। অবশ্য এ ধরনের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক চার রাক'আতের নামাযে ইমামতি থেকে বিরত থাকা শ্রেয়। (৮/৮৬২/২৩৮৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٦ : كوطن الإقامة يبقى ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٢ : وطن إقامة وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو أكثر، ووطن سكنى وهو البلد الذي ينوي الإقامة فيه دون خمسة عشر يوما وعبارة المحققين من مشايخنا أن الوطن وطنان وطن أصلي ووطن إقامة ولم يعتبروا وطن السكنى وطنا وهو الصحيح، هكذا في الكفاية. ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيهما ولا يبطل الوطن الأصلي بإنشاء السفر وبوطن الإقامة ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر وبالوطن الأصلي، هكذا في التبيين.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢٢ : لأنه اجتمع في هذه الصلاة ما يوجب الأربع وما يمنع فرجحنا ما يوجب الأربع احتياطا -

Scanned by CamScanner

সর্বস্ব রেখে ওয়াতনে ইকামত থেকে অন্যত্র গেলে ইকামত বাতিল হয় না

প্রশ্ন : আমি একজন মাদ্রাসার ছাত্র। ঢাকায় লেখাপড়া করি। প্রায় সময়ই মাদ্রাসায় ২-৩ মাস থাকি। ঘটনাক্রমে একবার ১০ দিনের জন্য মাদ্রাসায় আসি। এখন জানার বিষয় হলো, কসর করব না পূর্ণ করব?

উত্তর : আপনি মাদ্রাসায় ইতিপূর্বে ইকামতের নিয়্যাতে অবস্থান করেছিলেন বিধায় আপনার সর্বস্ব রেখে কোনো প্রয়োজনে সফর করার দরুন অনেক বিজ্ঞ আলেমদের মতে ওয়াতনে ইকামত বাতিল হবে না। সুতরাং এ মতানুসারে মাদ্রাসায় আসার পর ইকামতের নিয়্যাত ছাড়াই নামায পূর্ণ পড়তে হবে। (১৭/৭৬২/৭২৮৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٠٤ : (ووطن) الإقامة ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه فوقه، وبوطن الإقامة أيضا؛ لأنه مثله، والشيء يجوز أن ينسخ بمثله، وينتقض بالسفر أيضا؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة، فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به، فصار ناقضا له دلالة، ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٢ / ٢٨٣ : جواب—اگر جائے ملازمت میں کسی ایک مرتبہ پندرہ روز بہ نیت اقامت مقیم نہیں رہے، تو آپ اس جگہ مسافر ہی متصور ہوں گے، نماز قصر کریں، بصورت دیگر آپ مقیم ہوں گے، آئندہ کیلئے خواہ تھوڑے دن ہی قیام رہے تب بھی پوری نماز پڑھی جائے، بہتر یہ ہے کہ نماز جماعت سے ادا کریں۔

কর্মস্থলে একবার ইকামতের ১৫ দিন থাকলে পরে কম থাকলেও কসর করবে না পুরা পড়বে

প্রশ্ন : আমার বাড়ি কিশোরগঞ্জ। আমি ঢাকায় চাকরি করি। ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জের দূরত্ব ১৪০ কি.মি.। মাঝে মাঝে আমার এমন হয় যে আমি রবিবার সকালে চাকরির জন্য কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হই। আমার নিয়্যাত থাকে বৃহস্পতিবার আবার বাড়ি চলে যাব। প্রশ্ন হলো, এ পাঁচ দিন আমি ঢাকায় অবস্থানকালে নামায কসর পড়ব নাকি পুরো পড়ব?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ঢাকার বাসায় আপনি যদি একবারের জন্য হলেও ১৫ দিন বা তার অধিক সময় থাকার নিয়্যাতে অবস্থান করে থাকেন তাহলে অনেক বিজ্ঞ আলেমের মতে যত দিন ঢাকায় চাকরি করবেন নামায পুরো পড়বেন। তবে সতর্কতামূলক ইমামতি না করাই ভালো। আর যদি কখনো ১৫ দিন থাকার নিয়্যাতে ঢাকায় অবস্থান না করে থাকেন তাহলে মাঝের দিনগুলোতে নামায কসর করতে হবে। (১৬/৬৯০/৬৭৩৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : (قوله أو توطنه) أي عزم على القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتأهل.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣٦ : وأما وطن الإقامة فهو الوطن الذي يقصد المسافر الإقامة فيه، وهو صالح لها نصف شهر، وهو ينتقض بواحد من ثلاثة بالأصلي؛ لأنه فوقه وبمثله وبالسفر؛ لأنه ضده.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٢ / ٦٨٣ : الجواب–اگر جائے ملازمت میں کسی ایک مرتبہ پندرہ روز بہ نیت اقامت مقیم نہیں رہے، تو آپ اس جگہ مسافر ہی متصور ہوں گے، نماز قصر کریں، بصورت دیگر آپ مقیم ہوں گے، آئندہ کیلئے خواہ تھوڑے دن ہی قیام رہے تب بھی پوری نماز پڑھی جائے، بہتر یہ ہے کہ نماز جماعت سے ادا کریں۔

ছাত্রাবাসে ইকামতের নিয়্যাতে একবার ১৫ দিন থেকে পরে কম থাকলেও কসর করবে না

প্রশ্ন : আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের একজন ছাত্র। আমার লেখাপড়া শেষ করতে আরো দুই বছর সময় লাগবে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকি। আমার বাড়ি চট্টগ্রামে ২-৩ মাস পর যাই। মাঝেমধ্যে কোনো সমস্যার কারণে ২-৩ দিন পরও চলে যাই। বিশ্ববিদ্যালয় আমার জন্য যেহেতু ওয়াতনে ইকামত, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২-৩ দিন থাকাকালীন সময়ে আমি পুরো নামায পড়ি। প্রশ্ন হলো, ১৫ দিনের কম থাকলে শরীয়তের বিধান মতে মুসাফিরের মতো নামায পড়ব নাকি মুকীমের মতো পড়ব?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে নামায কসর করা হবে নাকি পুরো পড়া হবে–এ নিয়ে মুফতীয়ানে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অনেক বিজ্ঞ আলেমের মতে এ অবস্থায় নামায পুরো পড়বে। তবে সতর্কতামূলক ইমামতি করা উচিত নয়। (১৬/৪২৮/৬৫৮৭)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : (قوله أو توطنه) أي عزم على القرار فيه وعدم الارتحال وان لم يتأهل.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۸۳ : الجواب—اگر جائے ملازمت میں کسی ایک مرتبہ پندرہ روز بہ نیت اقامت مقیم نہیں رہے، تو آپ اس جگہ مسافر ہی متصور ہوں گے، نماز قصر کریں، بصورت دیگر آپ مقیم ہوں گے، آئندہ کیلئے خواہ تھوڑے دن ہی قیام رہے تب بھی پوری نماز پڑھی جائے، بہتر یہ ہے کہ نماز جماعت سے ادا کریں۔

কর্মস্থলে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না করলে কসর করতে হবে

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব তাঁর বাড়ি থেকে ১০০ কি.মি. দূরত্বে একটি মসজিদে ইমামতি করেন। কিন্তু তিনি ১২ দিন পর পর বাড়িতে যান। এখন মুক্তাদীদের সন্দেহ হলো যে তিনি এখানকার জন্য মুসাফির না মুকীম। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি প্রথমবার এখানে এসে ১৫ দিনের উর্ধ্বে ছিলাম, আমি তখন মুকীম ছিলাম। এ জন্য এখন আমি ১৫ দিনের কম থাকলেও মুকীম। এখন উল্লিখিত কথার ভিত্তিতে সে কি মুসাফির নাকি মুকীম? যদি মুসাফির হন তাহলে তিনি গত এক বছর মুকীম হিসেবে নামায পড়াতেন। এই এক বছর নামাযের বিধান কী? এবং বর্তমানে মুসল্লিদের করণীয় কী? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : চাকরিস্থল যেখানে একবার কমপক্ষে ১৫ দিন থাকার কারণে ওয়াতনে ইকামতে পরিণত হয়েছে, সেখান থেকে একেবারে চলে যাওয়ার নিয়্যাত ছাড়া ৪৮ মাইল বা তদূর্ধ্ব স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করে ফিরে আসার পর কর্মস্থলে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাত করাবস্থায় মুসাফির হিসেবে থাকবে নাকি মুকীম হয়ে যাবে–এ বিষয়ে মুফতীয়ানে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে মুসাফির হিসেবে থাকবে। পক্ষান্তরে কিছু কিছু মুফতীয়ানে কেরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরূপ কর্মস্থলে ফিরে আসামাত্রই মুকীম হয়ে যাবে।

উল্লিখিত ইমাম সাহেবের কথাটি দ্বিতীয়োক্ত মতানুযায়ী সহীহ হলেও অধিকাংশ মুফতীয়ানে কেরামের মতকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তাই ভবিষ্যতে কমপক্ষে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করেই ইমামত করা উচিত হবে। অন্যথায় ইমামতি না করা ভালো। তবে পূর্বের আদায়কৃত নামাযের কাযা করতে হবে না। (৬/৯৩৮/১৫১৭)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٠٤ : (ووطن) الإقامة ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه فوقه، وبوطن الإقامة أيضا؛ لأنه مثله، والشيء يجوز أن ينسخ بمثله، وينتقض بالسفر أيضا؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار ولكن لحاجة، فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته فصار معرضا عن التوطن به، فصار ناقضا له دلالة، ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٣٤٣ : الانتقال عن محل الإقامة المؤقتة (وطن الإقامة) : من تنقل في البلدان فأقام في بلد نصف شهر مثلا، ثم عاد إليه، قصر الصلاة فيه مالم ينو الإقامة مجددا نصف شهر؛ لأن وطن الإقامة يبطل حكمه بمثله، وبالسفر عنه أي بإنشاء السفر منه، كما يبطل بالوطن الأصلي.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴/ ۹۸

চাকরিস্থলে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না করলে কসর করতে হবে

প্রশ্ন : আমার এক কর্মীর মতে সরকার আমাদের দুই-তিন বছরের জন্য রাজশাহীতে পদস্থ করেছে। আমরা এখানে ভাড়া বাসায় থাকি এবং রাজশাহী অফিস থেকে বেতন গ্রহণ করি। আমরা আমাদের সুবিধার্থে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঢাকায় চলে আসি, আবার দুই দিন অবস্থান করে রাজশাহী চলে যাই। এ ক্ষেত্রে আমরা সরকারের পূর্বানুমতি না নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আসা-যাওয়া করি। তাই রাজশাহী অবস্থানকালে আমাদের পুরো নামায পড়তে হবে। আমার সহকর্মীর এই উক্তিটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : রাজশাহীতে পদস্থ হওয়ার পর যদি আপনারা কোনো সময় ১৫ দিন অবস্থান করে থাকেন তাহলে সে সময় হতে রাজশাহী আপনাদের জন্য ওয়াতনে ইকামত (অস্থায়ী বাসস্থান) হয়ে গেছে। সুতরাং যত দিন পর্যন্ত রাজশাহীতে থাকবেন, তত দিন পর্যন্ত যখনই আপনারা রাজশাহীতে প্রবেশ করবেন কিছু কিছু মুফতীয়ানে কেরামের মতে মুকীম হয়ে যাবেন। তাই এ হিসেবে আপনার সহকর্মীর উক্তিটি সঠিক। আর যদি কোনো সময় ১৫ দিন অবস্থান না করে থাকেন তাহলে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যাত না

Scanned by CamScanner

করা ব্যতীত নামায পুরো পড়তে পারবেন না বরং কসরই পড়তে হবে। এ হিসেবে আপনার সহকর্মীর উক্তিটি সঠিক নয়।

বিঃ দ্রঃ. ঢাকা-রাজশাহী আসা-যাওয়ার পথে সর্বাবস্থায় নামায কসর পড়তে হবে। (১৮/৫৬৯)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٣٩ : ولو كان له أهل بالكوفة، وأهل بالبصرة فمات أهله بالبصرة وبقي له دور وعقار بالبصرة قيل البصرة لا تبقى وطنا له؛ لأنها إنما كانت وطنا بالأهل لا بالعقار، ألا ترى أنه لو تأهل ببلدة لم يكن له فيها عقار صارت وطنا له، وقيل تبقى وطنا له؛ لأنها كانت وطنا له بالأهل والدار جميعا فبزوال أحدهما لا يرتفع الوطن كوطن الإقامة يبقى ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخر.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۲ / ۳۰۲ : جواب—کراچی آپ کا وطن اقامت ہے جب تک آپ کراچی میں رہنے کا ارادہ ہے اور وہاں رہنے کیلئے کرائے کا مکان لے رکھا ہے اس وقت تک آپ کراچی آتے ہی مقیم ہو جائیں گے اور آپ کے لئے پندرہ دن یہاں رہنے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہو گا اس صورت میں آپ یہاں پوری نماز پڑھیں گے اور جب آپ کراچی کی سکونت ختم کر کے یہاں سے اپنا سامان منتقل کر لیں گے اور کرائے مکان بھی چھوڑ دیں گے اس وقت کراچی آپ کا وطن اقامت نہیں رہے گا۔ پھر اگر کبھی کراچی آنا ہو گا تو پندرہ دن ٹھرنے کی نیت ہو گی تو آپ یہاں مقیم ہوں گے اور اگر پندرہ دن سے کم ٹھرنے کی نیت ہو گی تو مسافر ہوں گی۔

ওয়াতনে ইকামতের পাশে অবস্থানকালে কসর করবে কি না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে। তার বাড়ি সাতক্ষীরা। সে কাকরাইল মসজিদ থেকে ১ মাইল দূরে অবস্থিত মুহসীন হলে থাকে। বছরের বেশির ভাগ সময় সে ওই হলে থাকে। কয়েক দিন আগে ইউনিভার্সিটিতে ছুটি হয়েছে। ছুটিতে ওই ব্যক্তি এ নিয়্যাতে কাকরাইল এসেছে যে ওই ১০ দিন তাবলীগে সময় লাগিয়ে

Scanned by CamScanner

বাড়িতে যাবে। কাকরাইল মসজিদে আসার সাথে সাথে মুরব্বিরা তাকে চট্টগ্রামে ১০ দিনের জন্য পাঠাল। সে ১০ দিন সময় লাগিয়ে কাকরাইলে ফেরত এলা। প্রশ্ন হলো, উক্ত ব্যক্তি কাকরাইলে এক দিন অবস্থানকালে কসর পড়বে নাকি মুকীমের নামায পড়বে?

উত্তর : মুসাফির ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কমপক্ষে ১৫ দিন থাকার ইচ্ছা করলে তা তার জন্য শরীয়ত মতে ওয়াতনে ইকামত বলে গণ্য হবে। ওয়াতনে ইকামত হতে ৪৮ মাইল বা ততোধিক দূরে সফর করলে উক্ত ওয়াতনে ইকামত বাতিল হয়ে যায় বিধায় সফর হতে ওই স্থানে প্রত্যাবর্তনকালে তাকে মুসাফির ধরা হবে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা শহরে এসে এক দিন বা ততোধিক থাকলে নামায কসর পড়বে আবার ১৫ দিনের নিয়্যাত না করা পর্যন্ত। তবে কোনো কোনো আলেম বলেন, 'মুকীম যদি ইকামতের জায়গায় সরঞ্জামাদি রেখে সফর করে পরে ওই জায়গায় ফিরে এসে ১৫ দিন না থাকার নিয়্যাত হলেও মুকীমের নামায পড়তে হবে।
উল্লিখিত মাসআলা অনুযায়ী চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা শহরে এসে এক দিন বা ততোধিক থাকলে মুকীমের নামায পড়বে। (৫/৩৭/৮০৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٦ : وأما وطن الإقامة فهو الوطن الذي يقصد المسافر الإقامة فيه، وهو صالح لها نصف شهر، وهو ينتقض بواحد من ثلاثة بالأصلي؛ لأنه فوقه وبمثله وبالسفر؛ لأنه ضده.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣٢ : و) يبطل (وطن الإقامة بمثله و) بالوطن (الأصلي و) بإنشاء (السفر) والأصل أن الشيء يبطل بمثله، وبما فوقه لا بما دونه.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٢ / ١٩ : ومن حكم وطن السفر أنه ينتقض بالوطن الأصلي لأنه فوقه وينتقض بوطن السفر لأنه مثله وينتقض بإنشاء السفر لأنه ضده.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٦ : وفي المحيط، ولو كان له أهل بالكوفة، وأهل بالبصرة فمات أهله بالبصرة وبقي له دور وعقار بالبصرة قيل البصرة لا تبقى وطنا له؛ لأنها إنما كانت وطنا بالأهل لا بالعقار، ألا ترى أنه لو تأهل ببلدة لم يكن له فيها عقار

Scanned by CamScanner

صارت وطنا له، وقيل تبقى وطنا له؛ لأنها كانت وطنا له بالأهل والدار جميعا فبزوال أحدهما لا يرتفع الوطن كوطن الإقامة يبقى ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخر.

কর্মস্থলে কত দিন থাকবে দোদুল্যমান হলে কসর করবে কি না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ঢাকা চাকরি করে। তার বাড়ি থেকে ঢাকা সফর পরিমাণ দূরত্বে। কখনো সে ঢাকায় এসে ১৫ দিনের বেশি অবস্থান করে আবার কখনো কম অবস্থান করে। আবার কখনো এই নিয়্যাতে আসে যে কাজটি পূর্ণ হয়ে গেলে পরের দিন চলে যাবে। পূর্ণ না হলে ১৫ দিনের বেশিও থাকতে হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সে কি কসর করবে নাকি পূর্ণ? সঠিক সমাধান চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত চাকরিস্থলে ১৫ বা ততোধিক দিনের নিয়্যাতে অবস্থান করলে সে নামায চার রাক'আত পুরো পড়বে। একবার ১৫ দিন অবস্থান করার পর পরবর্তীতে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাত থাকলেও নামায পুরো পড়বে না কসর পড়বে–এ ব্যাপারে অনেক ফিকাহবিদের মতে নামায কসর পড়ার ফাতওয়া থাকলেও কোনো কোনো ফিকাহবিদের মতানুযায়ী চাকরির স্থল থেকে একেবারে চলে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে নামায পুরো পড়বে, যদিও ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না থাকে। (১২/৭৪০/৫০১৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٦ : وفي المحيط، ولو كان له أهل بالكوفة، وأهل بالبصرة فمات أهله بالبصرة وبقي له دور وعقار بالبصرة قيل البصرة لا تبقى وطنا له؛ لأنها إنما كانت وطنا بالأهل لا بالعقار، ألا ترى أنه لو تأهل ببلدة لم يكن له فيها عقار صارت وطنا له، وقيل تبقى وطنا له؛ لأنها كانت وطنا له بالأهل والدار جميعا فبزوال أحدهما لا يرتفع الوطن كوطن الإقامة يبقى ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخر.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٠٣ : ثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم

Scanned by CamScanner

يكن من نية أهله الخروج منها، وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنة، حتى أنه لو خرج مسافرا من بلدة فيها أهله ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها أهله فيصير مقيما من غير نية الإقامة، ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى.

শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য মাদ্রাসা ওয়াতনে ইকামত

প্রশ্ন : মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্ররা সর্বদা মাদ্রাসায় থাকে। প্রয়োজনে কখনো বাড়িতে গেলে সাধারণত এক সপ্তাহের বেশি থাকে না। তাই তাদের জন্য মাদ্রাসা কি ওয়াতনে ইকামতের অন্তর্ভুক্ত? ওয়াতনে ইকামতের জন্য শর্ত কী?

উত্তর : মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ যেহেতু দীর্ঘদিন মাদ্রাসায় অবস্থান করে তাই মাদ্রাসা তাদের ওয়াতনে ইকামতের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি কেউ সপ্তাহান্তে বাড়ি/সফরে চলে যায় তাহলে তার ওয়াতনে ইকামত বাকি থাকবে কি না তার মাঝে মতভেদ থাকলেও বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে তার ওয়াতনে ইকামত বাতিল হবে না। কারণ ওয়াতনে ইকামত বাতিলের জন্য সফরে যাওয়ার সময় তার পরিবার বা সামানপত্র সব নিয়ে যাওয়া শর্ত, আর মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। তাই হঠাৎ সফরের কারণে তার ইকামত বাতিল না হয়ে বহাল থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে তারা মুকীমের নামায পড়বে। তবে সতর্কতামূলক এ ধরনের ব্যক্তির ইমামত না করাই উত্তম। (১২/৭৪০/৫০১৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٢ : وطن إقامة وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو أكثر، ووطن سكنى وهو البلد الذي ينوي الإقامة فيه دون خمسة عشر يوما وعبارة المحققين من مشايخنا أن الوطن وطنان وطن أصلي ووطن إقامة ولم يعتبروا وطن السكنى وطنا وهو الصحيح، هكذا في الكفاية. ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا

Scanned by CamScanner

يبطل وطنه الأول ويتم فيهما ولا يبطل الوطن الأصلي بإنشاء السفر وبوطن الإقامة ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر وبالوطن الأصلي، هكذا في التبيين.

📖 الفتاوى الهندية(زكريا) ١ / ١٤٢ : ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر وبالوطن الأصلي، هكذا في التبيين.

১৫ দিন রাত্রি যাপন করার স্থানেই মুকীম হবে

প্রশ্ন : আমার বাড়ি বি.বাড়িয়া। আমি ঢাকায় এক মসজিদের খতীব এবং বাহাদুরপুরে এক মাদ্রাসার শিক্ষক। প্রশ্ন হলো, আমি বাড়ি থেকে মসজিদে আসার সময় ১৫ দিনের বেশি থাকার নিয়্যাত করে আসি, কিন্তু ঢাকায় আমার মসজিদে ১৫ দিন থাকা কখনো সম্ভব হয় না। কেননা আমাকে জুমু'আ পড়িয়ে বাহাদুরপুর আমার মাদ্রাসায় চলে যেতে হয় (৪৭ কি.মি. দূরে) এবং সেখানেও ১৫ দিন থাকা সম্ভব হয় না। কেননা জুমু'আর জন্য আবার ঢাকা আসতে হয়। এ পরিস্থিতিতে আমার ১৫ দিনের নিয়্যাত সহীহ হবে কি না? এবং আমি মুকীম হব কি না?

উত্তর : একাধারে পূর্ণ ১৫ দিন কোনো এক জায়গায় থাকার নিয়্যাত করলে ওই ব্যক্তি মুকীম হয় এবং ওই জায়গা তার ওয়াতনে ইকামত বলে বিবেচিত হয়। প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী বাহাদুরপুর এবং ঢাকার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা আপনি এর কোনো একটিতে একাধারে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করতে পারছেন না বিধায় ঢাকা ও বাহাদুরপুর কোনোটিই আপনার ওয়াতনে ইকামত বলা যায় না। তাই আপনি মুকীম সাব্যস্ত হবেন না। পক্ষান্তরে যদি আপনি বাহাদুরপুরে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করে বাহাদুরপুরেই রাত্রি যাপন করেন এবং ঢাকায় এসে নামায পড়িয়ে পুনরায় বাহাদুরপুর এসে রাত্রি যাপন করেন তবে আপনি বাহাদুরপুরে মুকীম সাব্যস্ত হবেন। (১০/১০৩/৩০২০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٩٨ : (وأما) اتحاد المكان: فالشرط نية مدة الإقامة في مكان واحد؛ لأن الإقامة قرار والانتقال يضاده.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٢٥ : (فيقصر إن نوى) الإقامة (في أقل منه) أي في نصف شهر (أو) نوى (فيه لكن في غير

Scanned by CamScanner

صالح) لكن في غير صالح) أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن (بموضعين مستقلين كمكة ومنى).

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٢ : (قوله لا بمكة ومنى) أي لو نوى الإقامة بمكة خمسة عشر يوما فإنه لا يتم الصلاة؛ لأن الإقامة لا تكون في مكانين ... ... إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير مقيما بدخوله فيه؛ لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته.

কর্মস্থলে ১৫ দিনের নিয়্যাত না করলে কসর করতে হবে

প্রশ্ন : আমি মধ্যবাড্ডা মসজিদুল জান্নায় গত দুই বছর খতীব ও প্রথম ছয় মাস পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ দায়িত্ব পালন করে আসছি। উক্ত মসজিদের মুতাওয়াল্লি সাহেব আমাকে থাকার জন্য বিছানাপত্রসহ একটি কামরা দিয়েছেন। বিগত ছয় মাস ওই কামরায় থাকার পর হঠাৎ করে বাহাদুরপুর আলিয়া মাদ্রাসায় আমার চাকরি হয়, যার দূরত্ব ৪৭ কি.মি., অর্থাৎ সফরের দূরত্ব থেকে একটু কম।

অতঃপর মুতাওয়াল্লি সাহেব আমাকে এ মর্মে অনুমতি দিয়েছেন যে আমি প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন বাহাদুরপুর থাকব এবং ঢাকা এসে জুমু'আসহ অন্যান্য নামায পড়াব এবং মাদ্রাসা বন্ধকালীন সময়ে মসজিদের খিদমতে থাকব এবং পুরো রমাজান মসজিদে অবস্থান করব। উক্ত অনুমতির প্রেক্ষাপটে দুই বছর যাবৎ এভাবেই খিদমত করে আসছি এবং বাহাদুরপুর কখনো ১৫ দিনের নিয়্যাত করিনি, আর তা হদ্দে সফরও না। উল্লেখ্য, আমার বাড়ি কুমিল্লা, যার দূরত্ব ৪৮ মাইলের ওপরে, আর কুমিল্লা থেকে বাহাদুরপুর সফরের দূরত্বে, কিন্তু আমি কখনো বাড়ি থেকে বাহাদুরপুর যাতায়াত করি না।

উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ঢাকা মসজিদুল জান্নাহ্র ওয়াতনে ইকামত বাতিল হয়েছে কি না? যেখানে আমার পূর্বের ন্যায় থাকার জায়গা ও আসবাবপত্র আছে।

উত্তর : ওয়াতনে ইকামত থেকে শরয়ী সফরে বা ওয়াতনে আসলীতে চলে গেলে ওয়াতনে ইকামত বাতিল হয়ে যাওয়ার ওপর যাহেরুর রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে সারা বিশ্বের মুফতীগণ যুগ যুগ ধরে ফাতওয়া দিয়ে আসছেন। যার কারণে বর্তমান যুগের মুফতীগণের প্রায় সব ফাতওয়াতে এ মতের ভিত্তিতেই এ মাসআলার জবাব পাওয়া যায়।

আমাদের জানা মতে কিছু ফিকহী ইবারতের ভিত্তিতে ওয়াতনে ইকামতের মধ্যে আসবাবপত্র/পরিবার-পরিজনকে রেখে সফরে শরয়ী বা ওয়াতনে আসলীতে চলে গেলে

Scanned by CamScanner

ওয়াতনে ইকামত বাতিল না হওয়ার ফাতওয়া কিছু কিছু বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায়।

সার্বিক বিবেচনায় আমরা জাহেরুর রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী সকল মুফতীয়ানে কেরামের মতানুযায়ী ওয়াতনে ইকামত বাতিল হওয়াকে আসল মনে করে সতর্কতার পথ অবলম্বন করা জরুরি মনে করি।

অতএব, নামাযের মতো এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি হওয়ায় বিশেষত ইমামের ব্যাপারে এ মতে ফাতওয়া দিয়ে আসছি যে চার রাক'আতবিশিষ্ট নামাযের ইমামত এমতাবস্থায় করা উচিত নয়। (১০/৩৭৫)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١/ ٢٥٢ : ووطن مستعار وهو أن ينوي المسافر المقام في موضع خمسة عشر يوما وهو بعيد عن وطنه الأصلي ووطن سكنى وهو أن ينوي المسافر المقام في موضع أقل من خمسة عشر يوما أو خمسة عشر يوما وهو قريب من وطنه الأصلي، ثم الوطن الأصلي لا ينقضه إلا وطن أصلي مثله، والوطن المستعار ينقضه الوطن الأصلي ووطن مستعار مثله -

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٣٢ : و) يبطل (وطن الإقامة بمثله و) بالوطن (الأصلي و) بإنشاء (السفر) والأصل أن الشيء يبطل بمثله، وبما فوقه لا بما دونه.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٣٦ : وأما وطن الإقامة فهو الوطن الذي يقصد المسافر الإقامة فيه، وهو صالح لها نصف شهر، وهو ينتقض بواحد من ثلاثة بالأصلي؛ لأنه فوقه وبمثله وبالسفر؛ لأنه ضده.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٤٢ : ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر وبالوطن الأصلي، هكذا في التبيين.

Scanned by CamScanner

জোহরের সময় আসর পড়া অবৈধ

প্রশ্ন : যদি কোনো মুসাফির যথাসময়ে আসরের নামায পড়তে পারবে না বলে আসরের ওয়াক্ত আসার পূর্বে জোহরের সাথে আসরের নামায পড়ে নেয় এবং এটা আরাফায় হজের মধ্যে নয়। তাহলে এভাবে আসরের নামায আদায় করা যাবে কি না?

উত্তর : কোরআন ও হাদীসে সময়মতো নামায পড়ার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই হজের মৌসুমে আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে দুই ওয়াক্ত নামায একই সময়ে পড়া বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে জোহর ও আসরের নামায একই সময়ে তথা জোহরের ওয়াক্তে পড়া জায়েয হবে না। তবে প্রয়োজনে আসর নামায مثل اول তথা সূর্যের ছায়া তার এক গুণ হওয়ার পর পড়ে নিলেও চলবে। (১৯/২৯২/৮১৪৬)

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ١١/ ٢١٦ (١١٥٤٠) : عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» -

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ١٣/ ٩٦ (٦٤٥٨) : عن حفص قال: كان أنس بن مالك إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم صلاها وصلى العصر في أول وقتها ويصلي المغرب في آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٨١ : (ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر) سفر ومطر خلافا للشافعي، وما رواه محمول على الجمع فعلا لا وقتا.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٥٩ : ووقت الظهر من زواله) أي ميل ذكاء عن كبد السماء (إلى بلوغ الظل مثليه) وعنه مثله، وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۵ / ۱۳ : بس سے سفر کرنے میں مذکورہ پریشانی ہو تو ریل سے سفر کیا جائے اور اگر ریل سے بھی سفر کرنے میں یہ پریشانی اور الجھن پیش آتی ہو تو مجبوری کی وجہ سے ایک مثل سایہ کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے. اور یہ قول صاحبین رحمہااللہ کا قول بھی ہے.

শ্বশুরালয়ে বেড়াতে গেলে কসর করবে

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা বিয়ের পর নিজের বাপের বাড়িতেই সর্বদা থাকে, সে তার স্বামীর সাথে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গেলে মুসাফির হবে কি? অনুরূপ পুরুষ তার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গেলে মুসাফির হবে কি? যদি মুসাফির হয়ে থাকে তাহলে হাদীসে উমর (রা.) من تزوج فى بلد فهو منها এর অর্থ কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : মহিলা বিয়ের পর বাপের বাড়িতেই সর্বদা থাকলে কখনো সফরের দূরত্ব অতিক্রম করে শ্বশুরবাড়িতে ১৫ দিনের কমের নিয়্যাতে বেড়াতে গেলে মুসাফির হবে। আর পুরুষ যদি স্ত্রীকে তার বাপের বাড়িতে স্থায়ীভাবে না রাখে, তাহলে সে শ্বশুরবাড়িতে মুসাফির হবে। আর স্থায়ীভাবে শ্বশুরবাড়িতে বা সেই এলাকায় রাখলে তা তার ওয়াতনে আসলী হয়ে যাবে।

আর হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, বিয়ের পর স্ত্রীকে স্থায়ীভাবে শ্বশুরবাড়িতে বা সে এলাকায় রাখলে তা তার ওয়াতনে আসলী হয়ে যাবে। (১৯/৫০৮/৮২৫৫)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ۲ / ۱۳۱ : (الوطن الأصلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يبطل بمثله).

📖 فتاوى قاضى خان (اشرفيه) ۱ / ۸۰ : المسافر اذا جاوز عمران مصره فلما سار بعض الطريق تذكر شيئا فى وطنه فعزم الرجوع الى الوطن لاجل ذلك ان كان ذلك وطنا اصليا بأن كان مولده وسكن فيه أو لم يكن مولده لكنه تأهل به وجعله دارا يصير مقيما بمجرد العزم إلى الوطن.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ۱/ ۷۹۲ : جب کوئی شخص کسی شہر میں نکاح کر کے زوجہ کو وہاں نہ رکھے، بلکہ اپنے شہر میں لے آئے، تو زوجہ کا وطن شوہر کا وطن اصلی نہ ہوگا، شوہر جب وہاں مسافر ہو کر گذرے تو قصر کرے گا، اور اگر زوجہ کو اسی کے وطن میں رکھے، تو اس کا وطن زوج کا وطن ہو جائے گا۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۵/ ۱۰ : الجواب- شادی کے بعد دلہن رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئے اور وہاں مستقل قیام کرلے تو نماز پوری پڑھے۔

বিয়ের পর পিত্রালয়ে এলে কসর করবে

প্রশ্ন : কোনো মেয়ের বিয়ে হয়ে স্বামীর বাড়িতে চলে গেলে তখন তার স্বামীর বাড়িই তার আসল বাড়ি। এখন প্রশ্ন হলো, সে যখন ৪৮ মাইল দূরত্বে তার পিতার বাড়িতে আসবে তখন সে মুসাফির হবে, না মুকীম থাকবে?

উত্তর : বিয়ের পর মেয়ে স্বামীর বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকা ও সংসার করা আরম্ভ করলে স্বামীর ঘরই তখন তার আসল বাড়ি হিসেবে পরিগণিত হয়। এমতাবস্থায় বাপের বাড়ি ৪৮ মাইল দূরত্বে হলে এবং মেয়ে বাপের বাড়িতে এসে ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়্যাত না করলে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। (৬/৪৬৮/১২৯০)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۵۷۹ : سوال—ہندہ اپنے وطن مولودی سے سو کوس پر بیاہی گئی ہے تو جبکہ سسرال سے اپنے وطن اصلی مولودی میں چار پانچ روز کے واسطے اتفاقا آوے تو نماز قصر پڑھے یا پوری؟

جواب- ... ... اس روایت سے معلوم ہوا کہ وہ عورت صورت مسئولہ میں نماز قصر پڑھے.

সফরে সুন্নাত পড়ার বিধান

প্রশ্ন : সফর অবস্থায় সুন্নাত নামাযের হুকুম কী? এ ক্ষেত্রে জরুরি সফর ও স্বাভাবিক সফরের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মুসাফির স্বাভাবিক এবং স্থিরতার অবস্থায় থাকলে সুন্নাত পড়বে। পক্ষান্তরে তাড়াহুড়ার অবস্থা হলে সুন্নাত ছেড়ে দেবে। তবে যথাসম্ভব ফজরের সুন্নাত পড়ার চেষ্টা করবে। (১৯/৫৮২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : (ويأتي) المسافر (بالسنن) إن كان (في حال أمن وقرار وإلا) بأن كان في خوف وفرار (لا) يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر تجنيس، قيل إلا سنة الفجر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٣٩ : ولا قصر في السنن، كذا في محيط السرخسي، وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن، هكذا في الوجيز للكردري قال محمد - رحمه الله تعالى - يقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر، كذا في المحيط وفي الغياثية هو المختار وعليه الفتوى.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٣٠ : والمختار أنه إن كان حال أمن وقرار يأتي بها؛ لأنها شرعت مكملات والمسافر إليه محتاج، وإن كان حال خوف لا يأتي بها؛ لأنه ترك بعذر.

সময় ও সুযোগ থাকলে মুসাফির সুন্নাত পড়া উত্তম

প্রশ্ন : সফরে সময় ও সুযোগ থাকলে মুসাফির ব্যক্তি সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়া উত্তম, নাকি না পড়া উত্তম?

উত্তর : তাড়াহুড়া না থাকলে স্বাভাবিক অবস্থায় মুসাফিরের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়াই উত্তম। তাড়াহুড়া থাকলে ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য সুন্নাত ছেড়ে দিতে পারবে। (১৯/৯৭৩/৮৫৭০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : (قوله ويأتي المسافر بالسنن) أي الرواتب، ولم يتعرض للقراءة لذكره لها في فصل القراءة حيث قال في المتن: ويسن في السفر مطلقا الفاتحة وأي سورة شاء، وتقدم أنه فرق في الهداية بين حالة القرار والفرار، وتقدم الكلام فيه

Scanned by CamScanner

وقال في التتارخانية ويخفف القراءة في السفر في الصلوات فقد صح " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الفجر في السفر الكافرون والإخلاص " وأطول الصلاة قراءة الفجر وأما التسبيحات فلا ينقصها عن الثلاث. (قوله هو المختار) وقيل الأفضل الترك ترخيصا، وقيل الفعل تقربا. وقال الهندواني: الفعل حال النزول والترك حال السير، وقيل يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل سنة المغرب أيضا بحر قال في شرح المنية والأعدل ما قاله الهندواني. قلت: والظاهر أن ما في المتن هو هذا وأن المراد بالأمن والقرار النزول وبالخوف والفرار السير لكن قدمنا في فصل القراءة أنه عبر عن الفرار بالعجلة لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٣٩ : وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن.

📖 مسائل سفر ص٧٦ : مسئلہ - اگر مسافر سفر میں ہے اور کسی جگہ نماز کے لئے ہی ٹھہرا ہے تو اس کو سنتیں پڑھنے کی ضرورت اور تاکید نہیں تاہم عجلت نہ ہو تو پڑھنا افضل ہے البتہ اگر کسی جگہ مقیم ہے مثلا دو چار روز کے لئے ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو پوری سنتیں پڑھنا چاہئیں یہی قول راجح ہے۔

مسئلہ - جلدی کی صورت میں سنت فجر کے سوا دوسری سنتوں کا چھوڑنا جائز ہے بحالت اطمینان سنن مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں پڑھنا ثابت ہے۔

সফরে সুন্নাতের কসর নেই

প্রশ্ন : সফর অবস্থায় সুন্নাতে মুআক্কাদা কসর করবে, না পূর্ণ? যেমন ফরযের ক্ষেত্রে কসর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কি পড়তেই হবে

Scanned by CamScanner

না ছেড়ে দিলেও চলবে? কেউ কেউ যুক্তি দিয়ে থাকেন যখন ফরযেরই অর্ধেক মাফ তখন সুন্নাত তো পুরোটাই মাফ। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মতটি জানতে চাই।

উত্তর : সফর অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাগুলো সাধারণ সুন্নাতে পরিণত হয়। সময়-সুযোগ হলে পড়া ভালো। তবে ফজরের সুন্নাত যথাসম্ভব পড়ার চেষ্টা করবে। সুন্নাত কসর হয় না, রাক'আতের পরিমাণ সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে। (৮/৮৬২/২৩৮৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : (ويأتي) المسافر (بالسنن) إن كان (في حال أمن وقرار وإلا) بأن كان في خوف وفرار (لا) يأتي بها هو المختار لأنه ترك لعذر تجنيس، قيل إلا سنة الفجر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٣٩ : ولا قصر في السنن، كذا في محيط السرخسي، وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن، هكذا في الوجيز للكردري قال محمد - رحمه الله تعالى - يقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر، كذا في المحيط وفي الغياثية هو المختار وعليه الفتوى.

কর্মস্থল ও শ্বশুরালয়ে ১৫ দিনের নিয়্যাতে না থাকলে কসর করতে হবে

প্রশ্ন : আমার বাড়ি সানকাভাদ্দা, থানা ত্রিশাল, জেলা মোমেনশাহী। আমি সেখান থেকে চাকরির উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে থাকি। কিন্তু যেহেতু আমার স্ত্রী তার মোমেনশাহী শহরে অবস্থানরত বাবার বাড়িতে থাকে, তাই আমাকে প্রতি সপ্তাহে দু-এক দিনের জন্য মোমেনশাহী শহরে যেতে হয়। এমতাবস্থায় আমি মুসাফির হব নাকি মুকীম থাকব? উল্লেখ্য, আমার গ্রামের বাড়ি থেকে মোমেনশাহী শহরের দূরত্ব প্রায় ৩০ কি.মি. এবং ঢাকা ১৪০ কি.মি.। আমি যখন বাড়ি থেকে বের হই বাড়ির বাইরে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করে বের হই, কিন্তু ঢাকা-মোমেনশাহী কোথাও একসাথে ১৫ দিনের বেশি থাকি না।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কোথাও একসাথে ১৫ দিন না থাকলে আপনি মুসাফির থাকবেন। (১৮/৬৫৪/৭৭৬২)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى قاضى خان (اشرفيه) ١ / ٨٠ : المسافر اذا جاوز عمران مصره إن كان ذلك وطنا أصليا بأن كان مولده وسكن فيه أو لم يكن مولده ولكنه تأهل به وجعله دار يصير مقيما بمجرد العزم الى الوطن.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۷۲۳ : الجواب- ... ... پس اگر کوئی جگہ مرد کے لئے وطن اقامت نہ ہو بلکہ صرف بیوی کا وطن اقامت ہو کہ وہ اپنی ضرورت سے بیس دن کو گئی ہو وہاں مرد مسافر ہو کر جائے گا۔ تو بیوی کے قیام سے مقیم نہ ہوگا۔

বাড়ি থেকে ৪৮ মাইলের কম দূরের কর্মস্থলে সফর থেকে ফিরে কসর করবে

প্রশ্ন : আমার বর্তমান আবাসস্থল জামালপুর, কর্মস্থল মোমেনশাহী। সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন মোমেনশাহী অবস্থান করি, যা জামালপুর থেকে সফরসম দূরত্বে নয়। অফিসের কাজে অনেক সময় মোমেনশাহী থেকে জয়দেবপুর-ঢাকা আসতে হয় বা সফরসম দূরত্বের বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। এখন জানার বিষয় হলো, সফর থেকে ফিরে মোমেনশাহী অবস্থানকালে নামায কসর পড়ব, না পূর্ণ পড়ব? অনুরূপভাবে শহরের কোন এলাকা অতিক্রম করলে মুসাফির বলে গণ্য হব? উক্ত বিষয়ের শরয়ী সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনি সফর থেকে ফিরে মোমেনশাহী নামায কসর করবেন। পুনরায় বাড়ি থেকে ফিরে এলে সেখানে পূর্ণ নামায পড়বেন। সফরের নিয়্যাতে বের হওয়ার পর শহর বা গ্রামের আবাদি অতিক্রম করার পর থেকে সফরের বিধান জারি হবে। অর্থাৎ শহরের যেদিক দিয়ে বের হবেন ওই দিকের শহরের আবাদির সীমানা অতিক্রম করার পর কসর শুরু করবেন। (১৮/৯০১/৭৯৩১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣٢ : والأصل أن الشيء يبطل بمثله، وبما فوقه لا بما دونه ولم يذكر وطن السكنى وهو ما نوى فيه أقل من نصف شهر لعدم فائدته، وما صوره الزيلعي رده في البحر.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٣٢ : (قوله والأصل أن الشيء يبطل بمثله) كما يبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي ووطن الإقامة بوطن الإقامة ووطن السكنى بوطن السكنى، وقوله: وبما فوقه أي كما يبطل وطن الإقامة بالوطن الأصلي وكما يبطل وطن السكنى بالوطن الأصلي وبوطن الإقامة، وينبغي أن يزيد وبضده كبطلان وطن الإقامة أو السكنى بالسفر فإنه في البحر علل لذلك بقوله لأنه ضده (قوله لا بما دونه) كما لم يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى ولا بإنشاء السفر وكما لم يبطل وطن الإقامة بوطن السكنى ح. (قوله وما صوره الزيلعي) حيث قال: رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر ونوى أن يقيم فيها أقل من خمسة عشر يوما فإنه يتم فيها لأنه مقيم ثم خرج من القرية لا للسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم ليلة في موضع آخر فسافر فإنه يقصر ولو مر بتلك القرية ودخلها أتم لأنه لم يوجد ما يبطله مما هو فوقه أو مثله اهـ ح. (قوله رده في البحر) بأن السفر باق لم يوجد ما يبطله وهو مبطل لوطن السكنى على تقدير اعتباره لأن السفر يبطل وطن الإقامة فكيف لا يبطل وطن السكنى، فقوله لأنه لم يوجد ما يبطله ممنوع. اهـ قال ح: واعترضه شيخنا بأن المبطل لهما سفر مبتدأ منهما. وأما إذا خرج منهما إلى ما دون مدة السفر ثم أنشأ سفرا فإنهما لا يبطلان فإذا مر بهما أتم اهـ ونقل الخير الرملي مثله عن خط بعضهم وأقره. قال ح: وهو وجيه فإن من نوى الإقامة بموضع نصف شهر ثم خرج منه لا يريد السفر ثم عاد مريدا سفرا ومر بذلك أتم مع أنه أنشأ سفرا بعد اتخاذ هذا الموضع دار

Scanned by CamScanner

إقامة، فثبت أن إنشاء السفر لا يبطل وطن الإقامة إلا إذا أنشأ السفر منه فليكن وطن السكنى كذلك فما صوره الزيلعي صحيح.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴/ ۴۶۸ : جواب — جس بستی اور آبادی میں وہ رہتا ہے اسی کے خروج ودخول کا نماز قصر وعدم قصر میں اعتبار ہے پس جو بازار کہ بستی مذکورہ سے منفصل ہے جیسا کہ بلاد بنگال میں سنا گیا ہے اس میں دخول وخروج کا اعتبار نہیں ہے، پس شخص مذکور جب تک اپنی بستی میں اور اس کی عمارات میں داخل نہ ہوگا اس وقت تک قصر کرتا رہے گا۔

সফর থেকে ফেরার পথে শ্বশুরালয়ে কসর করবে

প্রশ্ন : আমি ঢাকা শহরে চাকরি করি। ঢাকা শহর থেকে বাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তায় আমার শ্বশুরবাড়ি পড়ে। আমার এবং শ্বশুরবাড়ির থানা এক, কিন্তু মহল্লা ভিন্ন (৪-৫ মাইল ব্যবধান)। কিছুদিন পর পর যখন আমি বাড়িতে যাই, তখন রাস্তায় আমার শ্বশুরবাড়ি হওয়ার কারণে দু-তিন দিন আমি সেখানেও অবস্থান করে থাকি। জানার বিষয় হলো, আমি এবং আমার স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি অবস্থানকালীন সময়ে নামায কসর পড়ব? না চার রাক'আত পড়ব?

উত্তর : শুধুমাত্র বিবাহ করার দ্বারা শ্বশুরবাড়ি ওয়াতনে আসলী তথা স্থায়ী বাসস্থান হয়ে যায় না। বরং যদি বিবাহের পর স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে স্থায়ীভাবে রাখে, তাহলে তা ওয়াতনে আসলী হবে এবং সেখানে সর্বদা নামায পুরো পড়বে। আর যদি স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি না রাখে এবং সেটাকে স্থায়ী বাসস্থান না বানায় তাহলে শ্বশুরবাড়ি সফরাবস্থায় ১৫ দিনের কম থাকলে নামায কসর পড়বে। সুতরাং বর্ণিত মাসআলায় স্বামী ১৫ দিনের কম থাকলে নামায দুই রাক'আত পড়বে। আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির মাঝখানে সফরের দূরত্ব না হওয়ায় স্ত্রী বাপের বাড়িতে এলে নামায পুরোই পড়বে। (১৬/৩৩২/৬৫৪৮)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٦ : والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها.

সফরের দূরত্বে যাতায়াতকালে পথিমধ্যে শ্বশুরালয়ে কসরের বিধান

প্রশ্ন : ঢাকা ও মোমেনশাহীর পথিমধ্যে আমার শ্বশুরবাড়ি, বর্তমানে আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করছে। দুই মাস পর পর আমার স্ত্রীকে আমি এক সপ্তাহের জন্য আমার নিজ বাড়িতে নিয়ে যাই। জানার বিষয় হলো, ঢাকা হতে মোমেনশাহীর উদ্দেশে যাওয়ার পথে মাঝে দু-এক দিন শ্বশুরবাড়ি অবস্থানকালে আমি নামায কসর করবো কি না?

উত্তর : স্ত্রীকে তার বাপের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাখা হলে এবং সেখান থেকে স্থানান্তরিত করার নিয়্যাত না থাকলে স্বামীর জন্য শ্বশুরালয় ওয়াতনে আসলী বলে গণ্য হবে, যদিও স্বামী সেখানে বসবাস না করে। হ্যাঁ, কোনো কারণে অস্থায়ীভাবে স্ত্রীকে রাখা হলে তা স্বামীর জন্য ওয়াতনে আসলী বলে গণ্য হবে না। সেখানে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না থাকলে নামায কসর করতে হবে। অতএব আপনি স্বীয় স্ত্রীকে আপনার শ্বশুরবাড়িতে স্থায়ী রাখার পরিকল্পনা করেছেন কি না তার ওপর আপনার নামায পূর্ণ বা কসর করা নির্ভর করে। (৮/৯১৩/২৪৩৭)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ٢ / ١٦ : وطن أصلي وهو مولد الإنسان أو موضع تأهل به ومن قصده التعيش به لا الارتحال، ولو تزوج المسافر في بلد لم ينو الإقامة فيه قيل يصير مقيما وقيل لا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٣٦ : والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها.

Scanned by CamScanner

সফরকালে নিজের গ্রাম দিয়ে অতিক্রমের সময় মুকীম গণ্য হবে

প্রশ্ন : আমার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইন আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। তাই আমি যখন রেলে চড়ে বাড়িতে যাই তখন রেলগাড়ি আমাকে নিয়ে আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে শহরে যায়। উল্লেখ্য, ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফরের পথ এবং আমাদের বাড়ি শহর থেকে ৩ কি.মি. আগে অবস্থিত। তাই আমার প্রশ্ন হলো–

বাড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশে যখন আমি গ্রাম থেকে বের হয়ে শহরে যাব তখনই আমি মুসাফির হব নাকি রেলে চড়ে যখন দ্বিতীয়বার গ্রাম অতিক্রম করব তখন মুসাফির হব? তদ্রূপ ঢাকা থেকে যখন বাড়ি যাব তখন রেল যখন আমাদের গ্রামে প্রবেশ করবে তখন মুকীম হব, নাকি যখন স্টেশনে নেমে গ্রামে আসব তারপর মুকীম হব?

যখন রেলযোগে আমি চট্টগ্রাম যাব তখন ঢাকা থেকে ১০৯ কি.মি. সফর করার পর রেলগাড়ি আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করবে। রেল যখন আমাদের গ্রামে প্রবেশ করবে তখন আমি মুকীম হব কি না? উল্লেখ্য, গ্রাম থেকে চট্টগ্রামও সফরের পথ। তবে রেলগাড়ি যদি আমাদের গ্রামে দাঁড়ায় এবং আমার নিয়্যাত গ্রামে না নেমে আর ৩-৪ কি.মি. পর অন্য স্টেশনে নামব, তখন হুকুমের পার্থক্য হবে কি না?

বর্ণিত মাসআলায় বাস, ট্রেন ও লঞ্চের একই হুকুম নাকি কোনো পার্থক্য আছে? কেননা বাস-লঞ্চ যেকোনো স্থানে থামতে পারে কিন্তু ট্রেন পারে না।

উত্তর : ওয়াতনে আসলী তথা কোনো গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তি শরয়ী সফরের উদ্দেশ্যে স্বীয় গ্রামের আবাদি তথা গ্রামের সীমানা অতিক্রম করলেই সফরের হুকুম তথা কসর শুরু হয়ে যাবে। তদ্রূপ সফর শেষ করে স্বীয় গ্রামের সীমানাতে প্রবেশ করার সাথে সে মুকীম হয়ে যাবে। এখানে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সর্বক্ষেত্রে একই হুকুম।

অনুরূপ সফর শুরু করার পর ৪৮ মাইল অতিক্রম করার পূর্বে যেকোনো কারণে স্বীয় গ্রামের সীমানার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করলে তার পর থেকে সফরের হুকুম ধর্তব্য হবে, এর পূর্বে নয়।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে যখন আপনি বাড়ি থেকে ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশে শহরে গিয়ে রেলে চড়ে নিজের গ্রাম অতিক্রম করবেন তখন আপনি মুসাফির হবেন। তদ্রূপ ঢাকা থেকে যখন বাড়ি যাবেন তখন রেলগাড়ি আপনার গ্রামের সীমানায় প্রবশে করার সাথে সাথে মুকীম হয়ে যাবেন।

রেলযোগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে যখনই রেল আপনার গ্রামে প্রবেশ করবে তখনই আপনি মুকীম হয়ে যাবেন। তবে গ্রাম অতিক্রম করে গেলে আবার মুসাফির হয়ে যাবেন।

বাস, ট্রেন, লঞ্চ–সবগুলোর একই হুকুম। (১০/২৪৫/৫৯৭৩)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٢ : إذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه سواء دخله بنية الاختيار أو دخله لقضاء الحاجة.

📖 فيه ايضا ١ / ١٤٤ : وفي العتابية ولو كان مسافرا وشرع في الصلاة في السفينة خارج المصر فجرت السفينة حتى دخل المصر يتم أربعا، كذا في التتارخانية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۲۲۸ : اگر اسٹیشن پر آبادی مسلسل ہے تو ابھی وہ مسافر نہیں پوری نماز لازم ہے، وہاں سے چلنے کے بعد سفر ہو گا تب قصر کرنا ہو گا۔

📖 احکام مسافر ص۸۲ : زید کسی دوسرے مقام سے اپنے وطن کے سمت کسی اور شہر سے یا شہر کا سفر کر رہا ہے دوران سفر اس کی ٹرین یا بس اس کے وطن ہو کر گزرتی ہے تو اس سے وہ شخص مقیم ہو جائیگا۔

সফরের পথে নিজের গ্রাম দিয়ে অতিক্রমকালে মুকীম

প্রশ্ন : বাড়ি থেকে ৪৮ মাইল দূরে যাওয়ার নিয়্যাতে নিজ গ্রাম ত্যাগ করার পরই কি মুসাফির হয় এবং নিজ গ্রামে পৌঁছার পরই কি মুকীম হয়? কেউ যদি মুসাফির অবস্থায় নিজ গ্রামের ওপর দিয়ে বাসে অথবা হেলিকপ্টারে চড়ে যায়, নেমে অবস্থান না করে, তবে কি সে মুকীম হবে? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : নিজ এলাকার যে সীমা অতিক্রম করলে মুসাফির বলে গণ্য হয় ওই স্থানে কোনোভাবে প্রবেশ করলেই মুকীম সাব্যস্ত হয়, যদিও অন্য কোথাও যাওয়ার পথে তথায় প্রবেশ হয়। (৮/৬০১/২২৬৯)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١/ ١٠٣ : فالمسافر إذا دخل مصره صار مقيما، سواء دخلها للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء حاجة، والخروج بعد ذلك.

Scanned by CamScanner

দুটি গন্তব্যের মাঝামাঝি অবস্থিত বাড়ি থেকে কোনোটাই সফরের দূরত্বে নয়

প্রশ্ন : আমার বাড়ি (পৌর শহরের মধ্যে) থেকে পাবনা শহর ২০ মাইল, পাবনা শহর থেকে রাজশাহী ৩৫ মাইল। পাবনা ও রাজশাহীর মধ্যবর্তী স্থানে আমার বাড়ি। ফলে বাস বা যানবাহন আমার বাড়ির এক মাইল দূরত্বে পৌর শহরের মধ্য দিয়ে যায়। আমি ১০ দিনের সফরের নিয়্যাতে বের হয়েছি, পাবনায় ৫ দিন ও রাজশাহীতে ৫ দিন থেকে বাড়ি ফিরব। তবে পাবনা থেকে রাজশাহী যাওয়ার পথে বাস হতে বাড়িতে নামব না। এমতাবস্থায় আমি কি মুসাফির হব? অনুরূপ কারো বাড়ি যদি গ্রামে হয় এবং ওই বাস তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম দিয়ে যায়, তবে তার বিধান কী?

উত্তর : ৪৮ মাইল সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে স্বীয় এলাকার সীমা পার হলেই মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। এলাকা এক ও অভিন্ন হওয়ার ব্যাপারটি অনেকাংশে পরিভাষার ওপর নির্ভর করে। সাধারণ পরিভাষায় সেখানে যে পরিমাণ জায়গাকে এক হিসেবে গণ্য হয় তথায় সে পরিমাণ পরিধি এক এলাকা বলে বিবেচ্য। এ হিসেবে সিটি করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত পুরো এলাকাই এক এলাকা এবং পৌর শহরের অন্তর্ভুক্ত পুরো জায়গা এক এলাকা এবং গ্রামের ক্ষেত্রে এক মৌজা হিসেবে পরিচিত পুরো অঞ্চলকে এক এলাকা ধরা হবে। সাধারণ পরিভাষার হিসেবে এলাকার চৌহদ্দি সীমানা নির্ণিত হবে। এ হিসেবে একটি সিটি শহরের সীমানা ৫০ মাইলের ঊর্ধ্বেও হতে পারে।
উল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী এরূপ এলাকার সীমানায় প্রবেশ করামাত্রই মুকীম হয়ে যাবে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় স্বীয় পৌর শহরে গাড়ি প্রবেশ করলেই আপনি মুকীম হয়ে যাবেন। এমতাবস্থায় আপনার এলাকা থেকে পূর্বের সফরটি বহাল থাকে না, দুই শহরের দিকে সফর দুটি হয়ে যায়, যার প্রত্যেকটির দূরত্ব ৪৮ মাইল না হওয়ায় আপনি মুসাফির হবেন না। তাই আপনার নামাযে কসর হবে না। অনুরূপ বাড়ি গ্রামে হওয়ার ক্ষেত্রে স্বীয় গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামকে পরিভাষায় এক এলাকা বলে ধরা হলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম দিয়ে বাস চলাচলের সময় আপনি মুকীম হয়ে যাবেন। অন্যথায় মুসাফির বলে গণ্য হবেন। (৭/৮৫/১৫৫২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٣٢ : أن إنشاء السفر يبطل وطن الإقامة إذا كان منه أما لو أنشأه من غيره فإن لم يكن فيه مرور على وطن الإقامة أو كان ولكن بعد سير ثلاثة أيام فكذلك، ولو قبله لم يبطل الوطن بل يبطل السفر لأن قيام الوطن مانع من صحته.

Scanned by CamScanner

সফরে পথিমধ্যে গ্রাম অতিক্রম করলে মুকীম হবে

প্রশ্ন : কোনো মুসাফির তার নিজ গ্রামের ওপর দিয়ে যানবাহনে অতিক্রম করে এবং সেখানে অবতরণ না করে, এতে তার সফর বাকি থাকে কি? না সে মুকীম হয়ে যায়? উল্লেখ্য, গ্রাম অতিক্রম করার পর মুসাফাতে সফর (সফরের দূরত্ব) নয়।

উত্তর : কোনো মুসাফির ব্যক্তি যদি তার সফর অবস্থায় যেকোনো উপায়ে নিজ গ্রামের ভেতর দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে তাহলে সে মুসাফির থাকবে না, চাই গন্তব্যস্থল সেখান থেকে সফরের দূরত্বে হোক, বা না হোক–সর্বাবস্থায় সে মুকীম হয়ে যাবে। (৯/২৯২/২৬১৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٤٢ : إذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه سواء دخله بنية الاختيار أو دخله لقضاء الحاجة.

📖 فيه ايضا ١/ ١٤٤ : وفي العتابية ولو كان مسافرا وشرع في الصلاة في السفينة خارج المصر فجرت السفينة حتى دخل المصر يتم أربعا، كذا في التتارخانية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۲۲۸ : اگر اسٹیشن پر آبادی مسلسل ہے تو ابھی وہ مسافر نہیں پوری نماز لازم ہے، وہاں سے چلنے کے بعد سفر ہو گا تب قصر کرنا ہو گا.

📖 احکام مسافر ص۷۵ : مسافر جب اپنی وطن کے حدود میں داخل ہو یا حدود سے اختیاری یا غیر اختیاری طور پر گزرنا ہو کسی مقام پر پندرہ یوم یا اس سے زائد ٹھرنے کا پختہ ارادہ ہو الخ.

زید کسی دوسرے مقام سے اپنے وطن کے سمت کسی اور شہر سے یا شہر کا سفر کر رہا ہے دوران سفر اس کی ٹرین یا بس اس کے وطن ہو کر گزرتی ہے تو اس سے وہ شخص مقیم ہو جائیگا۔

Scanned by CamScanner

যে পথে সফর করবে সে হিসাবে দূরত্বের নির্ণয় হবে

প্রশ্ন : যে স্থানে পৌছতে নদী ও স্থলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে, তবে নদীপথের দূরত্ব সফরসম নয়, আর স্থলপথের দূরত্ব সফরসম হয়। সেখানে নদীপথের যাতায়াত করলে কোনটির পরিমাণ ধরে কসর করতে হবে?

উত্তর : যে পথ দিয়ে সফর করবে সে পথের দূরত্ব হিসেবে মুকীম/মুসাফির নির্ধারণ করা হবে। (১৫/৩৯০/৬০৯৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٣٨ : فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرا عندنا.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ٣/ ٣٨٢ : الجواب۔ جس راستے سے سفر کرے اس کی مسافت کا اعتبار ہے۔

হজের সময় মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় কসর করবে কি না

প্রশ্ন : হজের সফরে হাজীগণ মিনা, আরাফা, মুজদালিফায় ফরয নামাযগুলোতে কসর করবে নাকি পুরো নামায পড়বে? জনৈক আলেম বলেন, মুকীম এবং মুসাফির সকলের জন্য হজের সফরে মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় কসর করতে হবে। তিনি বলেন, বিদায়ী হজের সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসব স্থানে কসর করেছেন এবং মক্কা শরীফের অধিবাসী যারা হজে এসেছিলেন তাঁরাও তাঁর সাথে কসর করেছেন। তিনি আরো বলেন, হজের সফরে মক্কা বা মদীনার অধিবাসী কেউ মিনা, আরাফা বা মুজদালিফায় পূর্ণ সালাত আদায় করেছেন মর্মে বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণ নেই। ওই আলেমের বক্তব্য সঠিক কি না?

উত্তর : হজের সফরে মিনা, আরাফা, মুজদালিফায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবাগণ মুসাফির হওয়ার কারণেই কসর করেছিলেন বলে হাদীসে স্পষ্ট বিবরণ আছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ৪ জিলহজ মক্কায় পৌছেন তারপর মিনায় গমন করেন তাই তিনি ও তাঁর সাথীরা যে মুসাফির ছিলেন তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে হযরত উসমান (রা.) যখন মক্কা

Scanned by CamScanner

শরীফে সপরিবারে বসবাস করতে লাগলেন সে বছর তিনি মিনা, আরাফায় চার রাক'আতই পুরো পড়েছেন এবং এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুসাফির নন তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কসর ও পূর্ণ করার বিধান মুসাফির হওয়া না হওয়ার ওপরই ভিত্তি করে, কসর করা হজের অংশ নয়। যেমন মুসনাদে আহমাদ, ইবনে আবী শায়বা ও তাহাভী শরীফে বর্ণিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট। তাই উক্ত আলেমের কথা সঠিক নয়, বরং সেটা মালেকী মাযহাবের একটি উক্তিমাত্র। বাকি সকল ইমাম এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন বিধায় মুকীম ও মুসাফির সকলে কসর করতে হবে–এ ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। (১৫/৪৫৬/৬১১৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) (٦٩٤) : عن ابن عمر، قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا» ، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٢٧ : أن إمام مكة إمام الحاج في صلاة الظهر والعصر، فإن كان مقيما يصلي بهم صلاة المقيمين، ويصلي العصر في وقت الظهر، والإمام عند أبي حنيفة رحمه الله شرط جواز الجمع، أما القصر ليس بشرط جواز الجمع، وإن كان مسافرا يصلي صلاة المسافرين، ويقول لأهل مكة: أتموا صلاتكم يا أهل مكة، ولا يجوز للإمام بمكة أن يقصر الصلاة؛ إذا لم يكن مسافرا، ولا للحجاج أن يقتدوا به إذا كان يقصر الصلاة لأنه إذا لم يكن مسافرا كانت صلاته أربعا، والمسافر إذا اقتدى بالمقيم يصير فرضه أربعا، فإذا قصروا لا تجوز صلاتهم. قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: كان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يقول: العجب من أهل الموقف أنهم يتابعون إمام مكة في قصر الظهر والعصر بعرفات، وبينهم وبين مكة فرسخات، ثم يقفون للدعاء فأنى يستجاب لهم، وأنى يرجى لهم الخير وصلاتهم غير جائزة.

Scanned by CamScanner

ভুলে বা ইচ্ছাকৃত সফরে নামায পুরো পড়া

প্রশ্ন : কোনো মুসাফির যদি ভুলবশত অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিপূর্ণ পড়ে নেয়, তাহলে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির সফরে থাকাকালীন মুক্তাদী না হলে সব সময় নামায কসর করবে। ভুলবশত চার রাক'আত পড়লে যদি দ্বিতীয় রাক'আতের পর প্রথম বৈঠক এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করে থাকে তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃত চার রাক'আত পড়লে গোনাহগার হবে, এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ফরয আদায় হয়ে গেলেও নামাযটি পুনরায় পড়ে নেওয়া ওয়াজিব। (১৪/৮৬৫/৫৬৭৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٢٨ : (فلو أتم مسافر إن قعد في) القعدة (الأولى تم فرضه و) لكنه (أساء) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح النفل وخلط النفل بالفرض، وهذا لا يحل.

📖 مختصرالقدورى (المطبعة الخيرية) ١ / ٣٥ : وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان لا يجوز له الزيادة عليهما فإن صلى أربعا وقعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد بطلت صلاته.

ভুলে কসর না করলে নামায হবে

প্রশ্ন : কোনো মুসাফির যদি ভুলক্রমে চার রাক'আত নামায আদায় করে এবং পরে যদি স্মরণ হয় এবং ওয়াক্তও যদি বাকি থাকে তাহলে কি উক্ত মুসাফিরের ওপর দ্বিতীয়বার কসর পড়া ওয়াজিব?

উত্তর : যদি কোনো মুসাফির ভুলক্রমে দুই রাক'আতের স্থলে চার রাক'আত আদায় করে তাহলে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসলে নামায শুদ্ধ হবে, অন্যথায় নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক। (১৩/৩৮২/৫৩০২)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٢٨ : (فلو أتم مسافر إن قعد في) القعدة (الأولى تم فرضه و) لكنه (أساء) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح النفل وخلط النفل بالفرض، وهذا لا يحل كما حرره القهستاني بعد أن فسر أساء بأثم واستحق النار (وما زاد نفل) كمصلي الفجر أربعا (وإن لم يقعد بطل فرضه) وصار الكل نفلا لترك القعدة المفروضة.

📖 خير الفتاوی (زکریا) ٢/ ٦٨٢ : عبارت اول سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں مسافر کی نماز صحیح ہے خواہ امام ہو یا منفرد بشرطیکہ قعدہ اولی کیا ہو، اور کراہت بھی نہیں کیونکہ لسیانا ہوا ہے.

মুসাফির ইমাম চার রাক'আত পড়লে মুকীম মুক্তাদী নামায দোহরাতে হবে

প্রশ্ন : সম্প্রতি মদীনা শরীফের মসজিদে কুবার মাননীয় ইমাম সাহেব বাংলাদেশে এসে মুসাফির অবস্থায় চার রাক'আতবিশিষ্ট নামায চার রাক'আতই পড়েছেন। পরে অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁকে অবগত করলে সেদিনের এশার নামায স্থানীয় ইমাম সাহেব কর্তৃক দোহরানো হয়। প্রশ্ন হলো, মুসাফির কি এভাবে নামায পড়াতে পারে? পড়ালে মুসল্লিদের কি নামায পুনরায় পড়তে হবে? যেখানে নামায ফাসেদ হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন, সেখানে আমরা হানাফীগণ শরীয়ত মতে অন্য মাযহাবের ইমামের অনুসরণ করতে পারব? অথচ কিতাবে আছে اذا نووا امامته فسدت صلوتهم । দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : হানাফী মাযহাব অনুসারী মুসাফির ব্যক্তির জন্য চার রাক'আতবিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাক'আত পড়াই ওয়াজিব। তাই পারতপক্ষে ভিন্ন মাযহাবের লোককে ইমাম না বানানো উচিত। তা সত্ত্বেও যদি মুসাফির ইমাম চার রাক'আতবিশিষ্ট নামায পূর্ণ পড়ে ফেলে তাহলে মুকীম মুসল্লিগণের নামায দোহরানো জরুরি। (১২/১৯৩/৩৮৬৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٩١ : (أما) الأول: فقد قال أصحابنا: إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير وقال الشافعي: أربع كفرض المقيم إلا أن للمسافر أن يقصر رخصة، من مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة، والإكمال رخصة وهذا

Scanned by CamScanner

التلقيب على أصلنا خطأ؛ لأن الركعتين من ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر، والإكمال ليس رخصة في حقه بل هو إساءة ومخالفة للسنة.

📖 فيه أيضا ١/ ١٠٢ : ثم المقيمون بعد تسليم الإمام يصلون وحدانا، ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة وصلاة المقتدين فاسدة؛ لأنهم اقتدوا في موضع يجب عليهم الانفراد.

মুসাফির ইমাম ভুলে চার রাক'আত পড়লে মুক্তাদীদের করণীয়

প্রশ্ন : একজন মুসাফির সফর অবস্থায় নামাযের ইমামতি করেন এবং তাঁর মুক্তাদীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক মুসাফির এবং কিছুসংখ্যক লোক মুকীম। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব নামাযের মধ্যে কসর অর্থাৎ দুই রাক'আতের জায়গায় ভুলবশত চার রাক'আত পড়ে ফেলেছে। প্রশ্ন হলো, এ পরিস্থিতিতে ইমাম সাহেবের নামাযের হুকুম কী? কেননা তিনি সাহু সিজদাও দেননি। আর তাঁর পেছনে মুসাফির এবং মুকীমদের নামাযের হুকুম কী? যদি নামায দোহরাতে হয় তবে তা সম্ভব নয়। কারণ মুক্তাদীগণ বিক্ষিপ্ত, এ অবস্থায় তার করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মুসাফির ইমাম যদি দুই রাক'আতের পর তাশাহহুদের জন্য বসে তাহলে ইমাম সাহেব এবং মুসাফির মুক্তাদীদের দুই রাক'আত ফরয আদায় হয়ে গেছে এবং বাকি দুই রাক'আত নফল বলে গণ্য হবে। নামায শেষে সিজদায়ে সাহু না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুকীম মুক্তাদীদের ফরয নামায আদায় হয়নি। অতএব তাদের উক্ত নামায পুনরায় পড়তে হবে। মুক্তাদীগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেও যথাসম্ভব তাদেরকে উক্ত ফরয নামায পুনরায় পড়ার জন্য বলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (১২/৪১৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٣٩ : فإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته والأخريان نافلة ويصير مسيئا لتأخير السلام وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۳ / ۳۵۸ : الجواب — مسافر امام کے حق میں آخری دو رکعات نفل رہیں گی جبکہ مقیم مقتدیوں کی پوری نماز فرض ہے لہذا مفترض کی اقتداء

Scanned by CamScanner

تنفل کے پیچھے لازم ہو کر مقتدیوں کی نماز فاسد کرتی ہے اس لئے اس کا اعادہ ضروری ہے۔

বহুদিন পর জানা গেল মুসাফির ইমামের নামায হয়নি তবে করণীয়

প্রশ্ন : মুসাফির অথবা মুকীম ইমাম প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব নামাযে এ ধরনের ভুল করে ফেলেছে, যার দরুন নামায পুনরায় পড়তে হয় কিন্তু মাসআলা না জানার কারণে সে নামায দোহরানো হয়নি। বহুদিন পরে জানতে পেরেছে। এখন এমন পরিস্থিতি যে মুসল্লিদের বিক্ষিপ্ত বা বিভিন্ন এলাকার হওয়ায় জানানো সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে ওই ইমাম সাহেবের বাঁচার উপায় কী? বিস্তারিত দলিলসহ জানালে বাধিত থাকব।

উত্তর : মুক্তাদীর নামায সহীহ হওয়ার জন্য ইমামের নামায সহীহ হওয়া পূর্বশর্ত। কোনো কারণে ইমামের নামায পুনরায় পড়া জরুরি হয়ে পড়লে মুসল্লিদের সাধ্যানুযায়ী অবগত করে তাদের পুনরায় পড়ার সুযোগ করে দেওয়া ইমামের কর্তব্য। পক্ষান্তরে মুসল্লিগণ অপরিচিত হওয়ার কারণে কোনো উপায়ে তাদের অবগত করা সম্ভব না হলে ইমাম সাহেবের উচিত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে এস্তেগফার করতে থাকা। (১২/৬০৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٩١ : (وإذا ظهر حدث إمامه) وكذا كل مفسد في رأي مقتد (بطلت فيلزم إعادتها) لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفسادا (كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب) أو فاقد شرط... بلسانه أو (بكتاب أو رسول على الأصح) لو معينين وإلا لا يلزمه بحر عن المعراج.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١١٣: "ويلزم الإمام" الذي تبين فساد صلاته "إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن" ولو بكتاب أو رسول "في المختار" لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم جاء ورأسه يقطر فأعاد بهم وعلي رضي الله عنه صلى بالناس ثم تبين له أنه كان محدثا فأعاد وأمرهم أن يعيدوا وفي الدراية لا يلزم الإمام الإعلام إن كانوا قوما غير معينين.

Scanned by CamScanner

মুসাফির জুমু'আর ইমামতি করতে পারবে

প্রশ্ন : কোনো মুসাফির আলেম কোথাও সফরে এলে স্থানীয়রা ওই আলেমকে দিয়ে যদি জুমু'আর নামায আদায় করে নেয় তাদের নামায সহীহ হবে কি না? যেহেতু ওই আলেম মুসাফির হওয়ার কারণে তার ওপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়।

উত্তর : মুসাফির আলেম জুমু'আর নামায পড়ালে কোনো অসুবিধা হবে না, সবার নামায সহীহ হবে। মুসাফিরের ওপর জুমু'আ ওয়াজিব নয় এর অর্থ হলো জুমু'আ না পড়লে গোনাহগার হবে না। (১৪/৫৬৫/৫৬৭৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٤٨ : ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤموا في الجمعة، كذا في القدوري.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۵/ ۷۵ : مسافر جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے.

কর্মস্থলে কসরের বিধান

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকায় কর্মরত ছিলাম। কিছুদিন পূর্বে আমাদের সিলেটে বদলি করা হয়েছে। বিভাগীয় নিয়মানুযায়ী সেখানে কমপক্ষে দুই বছর কর্মরত থাকতে হবে। আমাদের সকলের ঢাকায় নিজস্ব বাড়ি আছে এবং পরিবার-পরিজন সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করে সে জন্য আমরা প্রতি সপ্তাহে ঢাকায় আসি এবং ২-৩ দিন অবস্থান করে সিলেটে যাই। এ অবস্থায় সিলেটে অবস্থানকালীন সময়ে নামায কসর পড়তে হবে কি না? তা জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।
উল্লেখ্য, দেশের বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং সিলেটের কয়েকজন মসজিদের ইমাম সাহেব সিলেটে অবস্থানকালীন সময় (অর্থাৎ ১৫ দিনের কম সময়) নামাযসমূহ কসর করে পড়ার জন্য মতামত দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী আমরা কয়েকজন বন্ধু কসর নামায আদায় করে আসছি।

উত্তর : নিজ বাসস্থান ত্যাগ করার পর কসরের দূরত্বে পৌঁছে ওই স্থানে ১৫ দিন বা ততোধিক থাকার নিশ্চয়তা না থাকলে চার রাক'আতের নামায অবশ্যই দুই রাক'আত পড়তে হবে। আর যদি ওই জায়গায় ১৫ দিন বা ততোধিক থাকা নিশ্চিত হয় সে ক্ষেত্রে ১৫ দিন থাকলে অবশ্যই পুরো নামায পড়বে। (১৩/৮০৯)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٤٢ : ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٣١ : (الوطن الأصلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٣١ : أي عزم على القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتأهل.

বণিকরা জাহাজের বন্দরে কসর করবে কি না

প্রশ্ন : কখনো কখনো বণিকদের জাহাজ বিভিন্ন বন্দরে দেরি করতে হয়। তারা নিজেরাও জানে না এ জাহাজে কত দিন এখানে থাকতে হবে। এমতাবস্থায় তাদের মুসাফির হওয়ার ব্যাপারে হুকুম কী?

উত্তর : মুকীম হওয়ার জন্য ইকামত সহীহ হওয়ার মত যোগ্য যেকোনো স্থানে একসাথে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করা জরুরি। যদি কোনো ব্যক্তি এমন যোগ্য স্থানে একসাথে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত না করেন এবং সমস্যা সমাধান হওয়া মাত্রই চলে যাওয়ার নিয়্যাতে এক স্থানে ১৫ দিনের বেশিও থাকেন তদুপরি তিনি মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন এবং নামায কসর করতে থাকবেন। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত বণিকদল মুসাফির থাকবে এবং তারা নামায কসর করতে থাকবে। (১০/৪২৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٩٧ : وأما بيان ما يصير المسافر به مقيما: فالمسافر يصير مقيما بوجود الإقامة، والإقامة تثبت بأربعة أشياء: أحدها: صريح نية الإقامة وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مكان واحد صالح للإقامة فلا بد من أربعة أشياء: نية الإقامة ونية مدة الإقامة، واتحاد المكان، وصلاحيته للإقامة.

📖 احکام المسافر ۸۷ : کوئی شخص شرعی مسافت طے کر کے کسی شہر میں داخل ہوااور ایک ساتھ پندرہ یوم ٹھرنے کی نیت نہیں کی بلکہ اس سے پہلے واپس ہونے کے ارادہ ہے مگر آج کل ہوتے ہوئے پندرہ یوم سے زائد ہو گئے تو اس سے وہ مقیم نہ ہو گا، بلکہ اسی طرح اگر پورا سال بھی گزر جائے تو وہ قصر کرتا رہے۔

Scanned by CamScanner

জাহাজ ও শিপে ইকামতের নিয়্যাত সহীহ নয়

প্রশ্ন : যারা একাধারে ছয়-সাত মাস শিপ ও জাহাজে চাকরি করে তারা কি মুকীম না মুসাফির?

উত্তর : জাহাজ ও শিপে ইকামতের নিয়্যাত সহীহ হয় না। তাই বন্দর-ঘাটের বাইরে যত দীর্ঘদিন থাকার ইচ্ছা থাক না কেন, সব সময় মুসাফিরই থাকবে। অবশ্য বন্দর-ঘাটের মানব বসতির ৪০০ হাতের কম দূরত্বে জাহাজ ১৫ দিন পর্যন্ত থাকার সিদ্ধান্ত হলে ওই অবস্থায় চাকরিরত লোকদের মধ্যে যারা ১৫ দিন একাধারে থাকার নিয়্যাত করবে তারা মুকীম হবে। (৭/৫৯৬/১৯১২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٤ : ولا يصير مقيما بنية الإقامة فيها وكذلك صاحب السفينة والملاح إلا أن تكون السفينة بقرب من بلدته أو قريته فحينئذ يكون مقيما بإقامته الأصلية، كذا في المحيط.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٢١ : وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا كما يأتي.

📖 فيه ايضا ٢ / ١٢٢ : (قوله أقل من غلوة) هي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة هو الأصح.

জাহাজিরা সব সময় কসর করবে

প্রশ্ন : আমরা জাহাজে চাকরি করি। এক বন্দর হতে অন্য বন্দরে চলাফেরা করি। আমাদের এখানে কোথাও অবস্থান করার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। এমতাবস্থায় আমরা কসর পড়ব নাকি পুরা? পূর্ব থেকে আমরা কসর পড়ে আসছি, কিন্তু এখন কেউ কেউ বলছে কসর পড়া যাবে না, পুরো পড়তে হবে। তাই হুজুরের নিকট ফয়সালার জন্য অনুরোধ করছি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেহেতু সমুদ্র ইকামতের স্থান নয়। তাই যারা সমুদ্রে কাজ করে তাদের সব সময় কসর নামায পড়তে হবে তারা সমুদ্রে এক জায়গায় ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়্যাত করলেও কসর নামায পড়তে হবে। (১/১১২/৮৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٢٥ : (فيقصر إن نوى) الإقامة (في أقل منه) أي في نصف شهر (أو) نوى (فيه لكن في غير صالح) أو كنحو جزيرة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٢٦ : (قوله كبحر) قال في المجتبى والملاح مسافر إلا عند الحسن وسفينته أيضا ليست بوطن اهـ بحر. وظاهره ولو كان ماله وأهله معه فيها ثم رأيته صريحا في المعراج.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٣١ : وقيد بالبلد والقرية؛ لأن نية الإقامة لا تصح في غيرهما فلا تصح في مفازة، ولا جزيرة ولا بحر، ولا سفينة.

কোন দিন সফর করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন : 'গুনিয়াতুত তালেবীন' (বঙ্গানুবাদ, পৃ: ৭২) উল্লেখ রয়েছে, সোমবার প্রত্যুষে সফরে রওনা করবে এবং 'গুলযারে সুন্নাত' (বঙ্গানুবাদ পৃ: ৮৭) তে উল্লেখ রয়েছে, শনিবার দিন সফর আরম্ভ করাও মুস্তাহাব। প্রশ্ন হলো, সোমবার ও শনিবার সফর করা কি মুস্তাহাব? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : বৃহস্পতিবারে সফরে যাওয়া নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পছন্দ করতেন বলে অনেক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সোমবার ও শনিবার সফর করা প্রসঙ্গেও কিতাবে উল্লেখ আছে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবারের বর্ণনাটি প্রাধান্যযোগ্য। (৬/৮৭২/১৪৭২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٣١٥ (٢٩٤٩) : عن الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك رضي الله عنه، كان يقول: «لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس».

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ١٤/ ٢١٦ : فإن قلت: روى أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت. قلت: هذا لا ينافي ترك محبته الخروج يوم الخميس، فلعل خروجه يوم السبت كان لمانع من خروجه يوم الخميس، ولئن سلمنا عدم المانع فنقول: لعله كان يحب أيضا الخروج يوم السبت، على ما روى: بارك الله في سبتها وخميسها -

জুমু'আ না পড়ে সফর শুরু করার হুকুম

প্রশ্ন : জুমু'আর দিন জুমু'আর নামায সামনে রেখে সফর করার বিধান কী? জানতে ইচ্ছুক। এক ব্যক্তি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। মালিকের নিকট থেকে ৫ দিনের ছুটি নিলেন। জুমু'আর দিন সকাল ১০ ঘটিকার সময় ছুটি পেয়েছেন রাজশাহী রওনা হবেন। ওই দিন রওনা হলে জুমু'আর নামায রাস্তায় ছুটে যাবে (এবং জোহর পড়তে হবে)। আর যদি জুমু'আ পেতে চান তাহলে শনিবার রওনা হতে হবে। নাইট কোচের সফর বর্ষাকালে কষ্টকর। এমতাবস্থায় তিনি জুমু'আর দিন সফর করবেন নাকি শনিবারে? জুমু'আর নামায বাদ দিয়ে সফর করা উত্তম নয়, এ-জাতীয় কথা শরীয়তে আছে কি?

উত্তর : যেকোনো দিন সফর করা জায়েয। তবে বৃহস্পতিবার দিনটি হলো উত্তম। জুমু'আর দিন সফর করলে জুমু'আর নামায পথে আদায় করা সম্ভব হলে পড়ে নেবে, নতুবা জোহর পড়বে। (৫/১৯৩/৮৭৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١١٣ : (لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر) كذا في الخانية لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ دخول بدل خروج. وقال في شرح المنية: والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال.

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٣ / ١١٢٨ (٢٦٠٥) : عن كعب بن مالك قال: «قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس».

Scanned by CamScanner

ইমামের পেছনে মুসাফিরের নিয়্যাত

প্রশ্ন : জনৈক মুসাফির কোনো মসজিদে জামাআতে নামায পড়তে যায়। মসজিদের ইমাম সাহেব মুসাফির না মুকীম ওই মুসাফিরের কিছু জানা নেই। এমতাবস্থায় ওই মুসাফির নামাযের নিয়্যাত কসর হিসেবে করবে, না সাধারণ নিয়মে করবে। নামাযের নিয়্যাত চার রাক'আত না দুই রাক'আত হিসেবে করবে?

উত্তর : ওই মুসাফির উক্ত ইমামের পেছনে জোহর বা আসরের নামাযের নিয়্যাত করবে। কসর বা ইমামতের নিয়্যাত নিষ্প্রয়োজন। এরপর ইমাম পুরো নামায আদায় করলে মুসাফিরও পুরো নামায পড়বে আর যদি ইমাম কসর করে ওই মুসাফিরও ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে নেবে। (১/২০৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ١٧٨ : وإن كانت فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا لاختلاف الفروض " وإن كان مقتديا بغيره ينوي الصلاة ومتابعته " لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٥ : علمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده -

Scanned by CamScanner

باب الجمعة

পরিচ্ছেদ : জুমু'আ

জুমু'আ ও সুন্নাতের রাক'আত সংখ্যা

প্রশ্ন : জুমু'আর নামায কত রাক'আত ও কী কী? সবিস্তারে আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

উত্তর : জুমু'আর ফরয দুই রাক'আত এবং পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা ও পরে চার রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা। চার রাক'আতের পর আরো দুই রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা কি না সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। (৯/৬৪/২৫১১)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٣٣٨ (١٠٦٣) : عن عمر، قال: «صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر» على لسان محمد صلى الله عليه وسلم۔

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٠٠ (٨٨١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا».

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ١/ ٣٣٥ (١٩٦٥) : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعا».

📖 فيه أيضا ١/ ٣٣٥ (١٩٧٠) : عن إبراهيم: «أن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، لا يفصل بينهن بتسليم»۔

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) صـ ١٧ : والسنة بعد الجمعة أربع ركعات، وقال أبو يوسف رح ست ركعات.

Scanned by CamScanner

জুমু'আর আগে ও পরের সুন্নাত

প্রশ্ন : জুমু'আর আগে ও পরে সুন্নাত কত রাক'আত? জুমু'আর নামাযের পর চার রাক'আত পড়ে অধিক দুই রাক'আত পড়াকে কেউ কেউ সুন্নাতে মুআক্কাদা বলেন, তা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : জুমু'আর ফরযের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাতে মুআক্কাদা। পরের চার রাক'আতের পর বাকি দুই রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা কি না, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে ওই দুই রাক'আতও পড়া উত্তম। (৬/২৩৯/১১৭৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٠٠ (٨٨١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا».

📖 غنية المتملي (سهيل اكيڈيمى) صـ ٣٨٨ : والأفضل أن يصلى أربعا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف.

ইচ্ছাকৃত জুমু'আ ছেড়ে দিলে কাফের হয় না

প্রশ্ন : শুনেছি, হাদীসে আছে যে ব্যক্তি পর পর তিনটি জুমু'আ ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় তবে তার নাম মুসলমানের তালিকা থেকে কেটে যায়। অর্থাৎ কাফের হয়ে যায়। জানার বিষয় হলো, সত্যিই কি তা হয়? নাকি এটা ধমকি হিসেবে এসেছে। যদি তা-ই হয়, তাহলে তার স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে? কারণ কাফের হওয়ার সাথে সাথেই শরীয়ত মতে তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা হয়ে যাবে।

উত্তর : জুমু'আর নামায ফরয হওয়ায় কোনো মুসলমানের জন্য এক জুমু'আও ছাড়ার অনুমতি নেই। যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযকে ফরয মনে করার পরও অলসতায় পড়বে না তার জন্য শরীয়ত কর্তৃক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তবে কাফের হবে না। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি জুমু'আর নামায অস্বীকার করবে সে মুসলমান থাকবে না। (১২/৩৩৬/৩৯২৩)

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٢/ ٢٩٠ (٥٠٠) : عن أبي الجعد يعني الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه».

📖 معارف السنن (سعيد) ٤ / ٣٤٢ : قوله تهاونا : قال العراق : أى لأجل تهاون بلا عذر، وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى كما فى الهامش: المراد بالتهاون التكاسل وعدم الجد فى أدائه لا الإهانة والاستخفاف فإنه كفر والمراد بيان كونه معصية ... ...

قوله: طبع الله على قلبه : قال العراق : صير الله قلبه قلب منافق، وقال القارى : ختم على قلبه يمنع إيصال الخير اليه، وقيل : كتبه منافقا-

وبالجملة فهو وعيد شديد أعاذنا الله منه -

📖 بہشتی گوہر ۱۱ / ۹۲۸ : ان احادیث سے سرسری نظر کے بعد بھی یہ نتیجہ بخوبی نکل سکتا ہے کہ نماز جمعہ کی سخت تاکید شریعت میں ہے اور اس کے تارک پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں کیا ابھی کوئی شخص بعد دعوی اسلام کے اس فرض کے ترک کرنے پر جرأت کر سکتا ہے۔

যে গ্রামে জুমু'আ বৈধ

প্রশ্ন : আমরা মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়নের সর্ব উত্তর পশ্চিমে পদ্মা নদীর পূর্ব পাড়ঘেঁষা যশলদিয়া উঃ গ্রামের অধিবাসী। গ্রামে জুমু'আর নামায পড়া না পড়া নিয়ে অনেক বছর যাবৎ একটা চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। আমাদের গ্রামের এবং আশপাশের লোকজন ফুরফুরা শরীফ, বাহাদুরপুর (বৃহত্তর ফরিদপুর), শর্ষিনা, চরমোনাই ও আটরশি পীর সাহেবদের মুরীদান। গ্রামের ৮টি মসজিদের ২-৩টি ছাড়া সব মসজিদেই জুমু'আর নামায হয়। যারা জুমু'আ পড়ে না তাদের যুক্তি হলো :

ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা মরহুম হাজী শরীয়তুল্লাহ (রহ.)-এর বংশের পীর সাহেবানের (ক্রমান্বয়ে) ফিকহের কিতাব রয়েছে, "মুসনাদে আহমাদে হযরত আলী

Scanned by CamScanner

(রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "লা জুম'আতা, ওয়ালা তাশরীকা ওয়াল ঈদা ইল্লা ফী মিসরিন জামিইন, লা-তাজুযু ফিল কোরা।" অর্থাৎ বড় শহর বা উপশহর ছাড়া গ্রামে জুমু'আর নামায তাশরীক ও ঈদের নামায জায়েয নেই। এ যুক্তিতে তারা (এলাকার জনগণ) জুমু'আর নামায পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে পীর সাহেবগণ অন্যান্য শর্ত উল্লেখ করেছেন, বাহাদুরপুরের পীর সাহেবগণ জুমু'আর নামায পড়তে নিষেধ করেন না, তবে যেখানে জুমু'আর নামায জায়েয হয় সেখানে গিয়ে নামায পড়তে আদেশ করেন, অজপাড়াগাঁয়ে নয়। এতে দূরে গিয়ে নামায আদায়ে সময়ের এবং অর্থের চাপ পড়ে। বিশেষ করে বৃদ্ধদের বেলায় কষ্টের পরিমাণ বেশি হয়, আর এ জন্যই ক্ষোভের কারণ মাত্রাতিরিক্ত বেশি।

গ্রামের অবস্থান :

১. মাওয়া ভাগ্যকুল পাকা রাস্তার পাশে ২০০-২৫০ গজের মধ্যে গ্রামে চলাচল রাস্তার পাশে লাগোয়া অত্র মসজিদটি অবস্থিত।
২. গ্রামের রাস্তায় বিভিন্ন গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা আছে।
৩. বিদ্যুতের ব্যবস্থা প্রায় প্রতিটি ঘরে বিদ্যমান।
৪. মুসল্লিদের সমাগম যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।
৫. মসজিদ থেকে আনুমানিক ২০০-২৫০ গজের মধ্যে গ্রাম্য ছোট বাজার হলেও প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্য পাওয়া যায়।
৬. বর্ষা হয় না, সারাক্ষণ জুতা পায়ে মসজিদ কমপাউন্ডে প্রবেশ করা যায়।
৭. জুমু'আ পড়ানোর জন্য দক্ষ ইমাম সাহেবদের উপস্থিতির কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।

অতএব, মেহেরবানি করে শরয়ী দলিলের আলোকে প্রয়োজনে সারা এলাকা পরিদর্শন করে বা করিয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানালে এলাকাবাসী ধন্য ও উপকৃত হবে।

উত্তর : 'জুমআ ফিল কুরা' অর্থাৎ গ্রামে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে কি না? এ নিয়ে আমাদের ইমামদের মাঝে মতানৈক্য থাকলেও দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মত বলে বিবেচ্য। আমাদের হানাফী মাযহাবে তখন থেকে অদ্যাবধি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতের ওপর ফাতওয়া চলে আসছে যে প্রত্যন্ত গ্রামে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে না। আমাদের আকাবীর উলামাগণও এ মতের ওপর ফাতওয়া প্রদান করে আসছেন। এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে قرية বা গ্রামের সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের আকাবীর থেকে قرية বা গ্রামের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা হলো, যে সমস্ত এলাকায় মানুষের মৌলিক জরুরত ও চাহিদা পূরণের কোনো ব্যবস্থা নেই, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার কোনো ব্যবস্থা নেই, যাতায়াতের কোনো সুব্যবস্থা

Scanned by CamScanner

নেই-এ সমস্ত এলাকাকে قرية বা গ্রাম বলা হয়। সেখানে জুমু'আর নামায সহীহ হবে না। কিন্তু বর্তমানে পূর্বের গ্রামগুলোর মধ্য থেকে অনেক গ্রাম মৌলিক চাহিদা ও জরুরত পূরণের দিক দিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের সীমারেখা থেকে বের হয়ে 'কসবা'য় (ছোট শহর) পরিণত হয়ে গেছে। তাই হানাফী মাযহাবের মত ও ফয়সালা হিসেবে 'কসবা'য় জুমু'আর নামায সহীহ বলে বিবেচিত হবে। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে প্রশ্নোল্লিখিত এলাকা قرية বা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা কসবায় পরিণত হয়েছে বিধায় উক্ত এলাকায় বর্তমানে জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ বলে বিবেচিত হবে। আর তা হানাফী মাযহাবের ফাতওয়া 'জুমআ ফিল কুরা'র বিপরীত বলে গণ্য হবে না। (১৮/৫৩৩/৭৭১৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٣٨ : تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق -

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢٤٦ : وفي حد المصر أقوال كثيرة اختاروا منها قولين: أحدهما ما في المختصر ثانيهما ما عزوه لأبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره والناس يرجعون إليه في الحوادث قال في البدائع، وهو الأصح وتبعه الشارح، وهو أخص مما في المختصر، وفي المجتبى وعن أبي يوسف أنه ما إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم للصلوات الخمس لم يسعهم، وعليه فتوى أكثر الفقهاء وقال أبو شجاع هذا أحسن ما قيل فيه، وفي الولوالجية وهو الصحيح -

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٢/ ٥٠ : وقال أبو حنيفة: المصر بلدة فيها سكك وأسواق وبها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث، وهذا أخص مما اختاره المصنف، قيل وهو الأصح -

Scanned by CamScanner

📖 امدادالفتاوی(زکریا) ۱/ ۶۷۲ : الجواب- قریہ کبیرہ کے معنی قصبہ کے سمجھتا ہوں، قرینہ اس کا یہ ہے کہ فقہاء قریہ کبیرہ کی صفت میں التی فیھا اسواق بڑھاتے ہیں گویا یہ تفسیر ہے اور یہ شان قصبہ کی ہوتی ہے اور عرف میں مصر قصبہ کو بھی کہتے ہیں۔

📖 فیہ ایضا ۱/ ۶۷۳ : اس کی موجودہ حالت مقتضی ہے کہ جواز جمعہ کو آبادی بھی چھوٹے قصبات کی سی ہے اور حوائج ضروریہ کی مستقل دوکانیں بھی ہیں جو عرف میں بازار کہلاتا ہے اور تحقیق شرط مصر کا مدار عرف ہی پر ہے علی الاصح۔

📖 امدادالمفتین(دارالاشاعت) ص ۳۳۷ : الجواب- ....اور بڑے گاؤں اور قصبات میں جمعہ کا جواز اسی بات پر مبنی ہے کہ وہ مصر کے حکم میں ہیں اور تعریف مشہور بڑے گاؤں کی یہ ہے کہ جس میں بازار اور گلی کوچے ہوں اور تمام ضروریات ہمیشہ وہاں ملتی ہوں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ / ۳۰۴ : الجواب- جمعہ کے لئے حنفیہ کے نزدیک شہر یا بڑا قصبہ ہونا ضروری ہے چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست نہیں، بڑا گاؤں وہ ہے جس میں گلی کوچے ہوں اپنے پھیلاؤ اور ضروریات کے اعتبار سے قصبہ کے مثل ہو، تین چار ہزار کی ابادی ہو۔

পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসকারীদের জুমু'আ নেই

প্রশ্ন : রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত জঙ্গল পারুয়া নামক পাহাড়ি এলাকা, যেখানে চতুর্পাশে কয়েক মাইল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পাহাড় অবস্থিত। উক্ত জঙ্গল পারুয়া মধ্য পারুয়া আবাদি থেকে এক মাইল পর থেকে শুরু হয়। পাহাড়গুলোতে কিছু লোকজন ঘরবাড়ি করে বসবাস করে, কোনো পাহাড়ে দু-একটি বাড়ি, এ রকম কয়েক মাইল বিস্তৃত পাহাড়গুলোতে ৭-৮ শত নারী-পুরুষ বসবাস করে আসছে এবং পুরো পাহাড়ি এলাকাকে সরকারি একটি ওয়ার্ডে পরিণত করে সেখানে একজনকে ভোটের মাধ্যমে মেম্বার নিয়োগ করা হয়েছে। এ কয়েক মাইল পাহাড়ি এলাকায় একটি স্কুল এবং খানিক দূরত্বে ২-৩টি মসজিদ-ইবাদতখানাও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত পাহাড়গুলোতে চলাচলের জন্য পাহাড়গুলোর মধ্যখানে সরু রাস্তাও করা হয়েছে। সেখানে বসবাসকারী

Scanned by CamScanner

লোকজন পাহাড়গুলোতে গাছপালা, ক্ষেত-খামার করে উৎপাদিত জিনিসপত্র কয়েক মাইল দূরত্বে সমতল আবাদ এলাকায় অবস্থিত বাজারগুলোতে বিক্রি করে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে, এভাবেই তারা জীবন যাপন করে আসছে। ওপরে কয়েক মাইল বিস্তৃত পাহাড়ি এলাকা তথা জঙ্গল পারুয়াতে জুমু'আর নামায, ঈদের নামায ইত্যাদি পড়ার জন্য কিছু লোক আগ্রহী। এমতাবস্থায় শরীয়তের আলোকে উক্ত পাহাড়ি এলাকায় জুমু'আ ও ঈদের নামায পড়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে যারা পড়ছে তাদের এবং নামাযের হুকুম কী হবে? দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে জানালে খুশি হব।

উত্তর : জুমু'আর নামায ওয়াজিব ও সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি পাওয়া যাওয়া তথা শহর বা ওই ধরনের গ্রাম, যেখানে মানুষের আবাদির সাথে সাথে নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা জরুরি। পক্ষান্তরে ছোট গ্রাম বা পাহাড়-জঙ্গল যেখানে মানুষের আবাদির সাথে তাদের নাগরিক সুবিধা ও সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকে না, সেখানে জুমু'আ ও ঈদের নামায ওয়াজিব হবে না। এ রকম জায়গায় জুমু'আর নামায মাকরূহে তাহরীমীর পর্যায়ভুক্ত। সেখানে জুমু'আর পরিবর্তে জোহরের নামায আদায় করা জরুরি। এ ধরনের এলাকায় বসবাসকারী মুসলমান নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে তাদের ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব হবে এবং তারা ঈদের দিন ফজরের পর পর কুরবানী করতে চাইলে করতে পারবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে জঙ্গল পারুয়া পাহাড়ি এলাকাতে বসবাসকারী মুসলমানদের ওপর জুমু'আ ও ঈদের নামায ওয়াজিব হবে না। জুমু'আর নামায পড়া তাদের জন্য মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে এবং কেউ আদায় করলে তা আদায় হবে না, বরং গোনাহগার হবে এবং তারা জোহরের নামাযই আদায় করবে। (১২/৩৬৯/৩৯৫৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٥ : (ولأدائها شرائط في غير المصلي). منها المصر هكذا في الكافي، والمصر في ظاهر الرواية الموضع الذي يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٤١: وإن المذهب عدم صحتها في القرى فضلا عن لزومها، وفي التجنيس، ولا تجب الجمعة على أهل القرى، وإن كانوا قريبا من المصر؛ لأن الجمعة إنما تجب على أهل الأمصار.

Scanned by CamScanner

ছোট মহল্লায় জুমু'আ

প্রশ্ন : একটি ছোট গ্রামের মধ্যে তিন-চারটি মসজিদ আছে। গ্রামের লোকসংখ্যা এত কম যে প্রত্যেক মসজিদের আওতায় ৪০-৫০ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ থাকলেও সবাই নামাযী নয়। প্রশ্ন হলো, ওই সব মসজিদে জুমু'আর নামায হবে কি না? আর জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য মহল্লায় কতজন লোক হওয়া প্রয়োজন? কোরআন-হাদীসের আলোকে উক্ত মাসআলার সঠিক সমাধান চাই।

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে যেখানে জুমু'আর নামায পড়া সহীহ সেখানে একই এলাকায় একাধিক মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করা জায়েয আছে। জুমু'আ সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম ব্যতীত তিনজন মুক্তাদীই যথেষ্ট। তবে সকলের জন্য সুবিধাজনক একটি জামে মসজিদে বড় জামাআতের সাথে একত্রে জুমু'আর নামায আদায় করাই উত্তম। (১১/৭০৬/৩৭০০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٤٤ : (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا (قوله مطلقا) أي سواء كان المصر كبيرا أو لا وسواء فصل بين جانبيه نهر كبير كبغداد أو لا وسواء قطع الجسر أو بقي متصلا وسواء كان التعدد في مسجدين أو أكثر هكذا يفاد من الفتح.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٨ : (ومنها الجماعة) وأقلها ثلاثة سوى الإمام، كذا في التبيين.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴/ ۱۲۳ : سوال- محقق مذہب پر ایک ہی شہر میں متعدد مقامات پر جمعہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب—جائز ہے البتہ حتی الامکان ایک جگہ پر بڑے اجتماع کی کوشش کرنا چاہئے۔

আনসার ক্যাম্পে জুমু'আ

প্রশ্ন : বসুন্ধরা ব্লক-'এন'-এ আনসার ক্যাম্প ও সিকিউরিটি ব্যারাক, যেখানে চার শত লোকের বসবাস। মসজিদ দূর হওয়ায় এবং যাদের ডিউটি থাকে দুপুর ১টার মধ্যে তাদের খানা শেষ করে বাসে উঠতে হয়, এ জন্য তারা কেউই জুমু'আর নামায আদায়

Scanned by CamScanner

করতে পারে না। বর্তমানে সেখানে ওয়াক্তিয়া নামাযঘর আছে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় হয়, কিন্তু জায়গাটি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ হয়নি, তবে এর ইমাম সাহেব নির্দিষ্ট আছে। এমতাবস্থায় উপরোক্ত কথাগুলো বিবেচনা করে বসুন্ধরা সাইড অফিস কর্তৃক অনুমতি সাপেক্ষে শরীয়ত মোতাবেক জুমু'আর নামায চালু করা যাবে কি না?

উত্তর : প্রয়োজনে উল্লিখিত নামাযঘরে জুমু'আ পড়া সহীহ হবে। (১৯/৬৪২/৮৩৭০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٥ : وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو الأصح.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ / ٢١١ : إقامة الجمعة فى المصر فى موضعين يجوز عند أبى حنيفة وأبى يوسف .

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۵ / ۸۴ : الجواب- امصار وقصبات میں جمعہ کے اداء ہونے کے لئے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے علاوہ مسجد کے دوسرے مکانات اور کارخانوں میں اور میدانوں میں بھی جمعہ صحیح ہے۔

আখেরী জোহর নামে কোনো নামায নেই

প্রশ্ন : অনেক লোককে দেখা যায় জুমু'আর নামাযের পর احتياط الظهر বা আখেরী জোহর নামে চার রাক'আত নামায পড়ে। জানার বিষয় হলো, আখেরী জোহর বলতে কোনো নামায শরীয়তে আছে কি না? যদি থাকে বাংলাদেশে পড়া যাবে কি না?

উত্তর : বাংলাদেশে যেখানে জুমু'আ সহীহ বলে সর্বজনস্বীকৃত, সেখানে احتياط الظهر এর অনুমতি নেই। (১৮/২৫৪/৭৫৪০)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٤٥ : وقد كثر ذلك من جهلة زماننا أيضا ومنشأ جهلهم صلاة الأربع بعد الجمعة بنية الظهر، وإنما وضعها بعض المتأخرين عند الشك في صحة الجمعة

Scanned by CamScanner

بسبب رواية عدم تعددها في مصر واحد وليست هذه الرواية بالمختارة، وليس هذا القول أعني اختيار صلاة الأربع بعدها مرويا عن أبي حنيفة وصاحبيه حتى وقع لي أني أفتيت مرارا بعدم صلاتها خوفا على اعتقاد الجهلة بأنها الفرض، وأن الجمعة ليست بفرض -

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ٣ / ٢١٥ : جواب- شہر اور قصبہ میں جمعہ کی نماز درست ہے اور صرف جمعہ کی فرض ہے اور چونکہ بقول صحیح ومفتی بہ جمعہ پڑھنا ہندوستان کے شہروں اور قصبوں میں جائز ہے اس لئے احتیاط الظہر کی ضرورت نہیں، اور چونکہ اکثر عوام کے لئے احتیاط الظہر موجب فساد عقیدہ ہے اس لئے احتیاط الظہر کے جواز کا فتوی دینا جائز نہیں... ... البتہ گاؤں میں جمعہ کی نماز جائز نہیں، دیہات میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہئے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۴۲۴ : جواب- قصبہ میں اور شہر میں جمعہ ادا ہو جاتا ہے لھذا اس کے بعد ظہر نہ پڑھنی چاہئے۔

কয়েদিদের ওপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশের জেলখানাগুলোতে যে সমস্ত কয়েদি রয়েছে তাদের ওপর জুমু'আর নামায ফরয কি না? এবং আমাদের দেশের জেলখানাগুলোতে জুমু'আর নামায আদায় করার বিধান কী? সেখানে জুমু'আর নামায পড়লে তা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : জেলখানায় কয়েদিদের ওপর জুমু'মা ওয়াজিব নয়, বরং তারা জোহরের নামায আদায় করবে। তবে যদি জেলখানায় সরকারের পক্ষ হতে জুমু'আ পড়া নিষেধ না থাকে এবং শুধু জেলখানার হেফাজতের জন্য গেট বন্ধ রাখা হয়, নামাযীদের বাধা দেওয়া উদ্দেশ্য না হয়। তাহলে সেখানে জুমু'আর নামায সহীহ বলে গণ্য হবে। (১৬/৮৬/৬৪১৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٥١: (و) السابع: (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله

Scanned by CamScanner

وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح فليحفظ -

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۵ /۱۰۸ : سوال- ... ...کیا نماز جمعہ جیل میں بھی فرض ہوگی؟ اگر نہیں تو جمعہ پڑھنے سے ظہر ساقط ہوگا یا نہیں؟

الجواب- ... ...قیدی واسیر پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن اگر موقع جمعہ میں شامل ہونے کا اس کو مل جاوے تو نماز ظہر اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔اور جمعہ کی فرضیت کے لئے اور جمعہ کے شرائط میں سے ہے عاقل و بالغ ہونا اور تندرست و آزاد ہونا اور بینا ہونا اور قید میں نہ ہونا وغیرہ، پس اگر کوئی شخص اسیر ہے اور جمعہ سے روکا جاتا ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۸ /۳۸ : جواب- آپ صاحبان کو جب وہاں اذان و جماعت کی سہولت ہے کوئی رکاوٹ نہیں اور دوسرے کا وہاں داخل ہونا نماز جمعہ سے منع کرنے کیلئے نہیں بلکہ قانونی تحفظ کیلئے منع ہے ایسی حالت میں بعض کتب فقہ کی عبارات کے تحت وہاں جمعہ اور عیدین ادا کرنے کی گنجائش ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۱۲۲: سوال-قیدیوں کے لئے جیل میں جمعہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-اگر حکومت کی طرف سے جیل میں جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو تو عبارات ذیل سے جواز معلوم ہوتا ہے فی شرح التنویر فی شروط صحة الجمعة- والسابع الإذن العام (إلى قوله) فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة -

ছাদে অবস্থিত নামাযঘরে জুমু'আ

প্রশ্ন : আমরা প্রিন্স টাওয়ার ফ্ল্যাট মালিকগণ বিল্ডিংয়ের ছাদে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। যেখানে তিন-চার মাস যাবৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সহিত যথারীতি আদায় হচ্ছে। বর্তমানে আমরা উক্ত মসজিদে আমাদের ফ্ল্যাটবাসীগণসহ এলাকার পরিচিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করার মনস্থ করেছি। উল্লেখ্য, আমাদের এলাকার জামে মসজিদটি খুবই ছোট, সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করতে গেলে

Scanned by CamScanner

মুসল্লিগণের উপস্থিতিতে মসজিদসংলগ্ন সড়কটি প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং যানজট সৃষ্টি হয়, ফলে মুসল্লিগণের জুমু'আর নামায আদায়ে কষ্ট হয়। বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তার জন্য আমরা বাইরের অপরিচিত লোকদের আসার অনুমতি দিতে পারছি না।

এমতাবস্থায় শরীয়ত মোতাবেক আমরা আমাদের বিল্ডিংয়ের ছাদে অবস্থিত মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারব কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত টাওয়ারের মসজিদে টাওয়ারে অবস্থানরত প্রত্যেকের জন্য জুমু'আর নামায আদায়ের অনুমতি থাকলে তাতে জুমু'আ আদায় করা বৈধ হবে। টাওয়ারে বসবাসকারীদের নিরাপত্তার জন্য বাইরের অপরিচিত লোকদের সেখানে প্রবেশের অনুমতি না থাকার কারণে কোনো সমস্যা হবে না। তবে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণকরত জুমু'আর নামাযের জন্য বাইরের লোকদেরও আসার সুযোগ দেওয়া উত্তম। উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর নামায সহীহ হলেও তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। (১৮/৪৪০/৭৬৬৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٥٢ : (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن.

📖 منحة الخالق على البحر (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٦٤ : لا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛ لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي نعم لو لم يغلق لكان أحسن.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٥ / ١١٠ : الجواب—جمعہ وہاں درست ہے اور کارخانہ والوں کو اذن ہونا کافی ہے اور کارخانہ والوں کی جماعت وہاں جمعہ کر سکتی ہے۔

জোহর ও জুমু'আর সময় এক

প্রশ্ন : জোহরের নামায যতক্ষণ পড়া যায় জুমু'আর নামায কি ততক্ষণ পর্যন্ত পড়া যায়?

উত্তর : পড়া যায়, তবে সুন্নাত হলো পশ্চিমাকাশে সূর্য হেলার পর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করা, এর চেয়ে দেরি করা সুন্নাত পরিপন্থী। (১৪/৬৭৯/৫৭৭৯)

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/ ٧٠ : الشرط الثالث:
الوقت يعني به وقت الظهر، حتى لا يجوز تقديمها على الزوال ولا بعد خروج الوقت، والأصل فيه ما روي أن النبي عليه السلام لما بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة قبل هجرته قال له: «إذا مالت الشمس، فصل بالناس الجمعة» وكتب إلى سعد بن زرارة «إذا زالت الشمس من اليوم الذي تتجهز فيه اليهود لسبتها، فازدلف إلى الله تعالى بركعتين» ، ولأن الجمعة أقيمت مقام الظهر، فيشترط أداؤها في وقت الظهر، حتى لو خرج وقت الظهر في خلال الصلاة تفسد الجمعة -

ভাড়া ঘরে প্রাইভেট মাদ্রাসায় জুমু'আ

প্রশ্ন : জুমু'আর মসজিদ দূরে হওয়ায় ছাত্রদের আসা-যাওয়ার কষ্ট, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া ইত্যাদি কারণে ভাড়াকৃত প্রাইভেট মাদ্রাসায় জুমু'আর নামায কায়েম করা জায়েয আছে কি? জায়েয থাকলে তার জন্য কোনো শর্ত আছে কি না? শরীয়তের আলোকে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ, এমন স্থানে একাধিক জুমু'আ আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। যদিও জামে মসজিদে নামায পড়ার ফজীলত হতে বঞ্চিত হবে। তাই যতদূর সম্ভব জুমু'আর নামায জামে মসজিদে গিয়ে পড়া উত্তম। এতদসত্ত্বেও যদি দূরত্বের কারণে মসজিদে আসা-যাওয়া কষ্টসাধ্য হয় বা নিরাপত্তাজনিত কারণে মসজিদে না গিয়ে অন্য কোনো স্থানে জুমু'আ আদায় করে নেয়, যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশের অধিকার থাকে তাহলে জুমু'আ আদায় হয়ে যাবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ভাড়াকৃত প্রাইভেট মাদ্রাসায় জুমু'আর নামায আদায় করা যাবে। তবে স্থায়ীভাবে নিয়ম বানিয়ে নেওয়া উচিত হবে না। (১৭/২২২)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٤٤ : (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٤٠ : (قوله أو مصلاه) أي مصلى المصر؛ لأنه من توابعه فكان في حكمه والحكم غير مقصور على المصلى بل يجوز في جميع أفنية المصر؛ لأنها بمنزلة المصر.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ١ / ٦١١ : الجواب- اگر یہ جگہ توابع شہر سے ہو جیسا ظاہر ہے تو جمعہ اس میں صحیح ہے.... اور جامع مسجد جمعہ کے لئے شرط نہیں۔

জুমু'আ না পেলে জামাআতের সহিত জোহর আদায়

প্রশ্ন : জুমু'আর দিন কয়েকজন লোক জুমু'আর জামাআত পায়নি তারা সকলেই মূর্খ। এমতাবস্থায় তারা জোহরের নামায পাঞ্জেগানা মসজিদে বা অন্য কোনো স্থানে জামাআতে আদায় করলে মাকরূহ হবে কি না? হলে তাহরীমী না তানযীহী?

উত্তর : জুমু'আর দিন জুমু'আর নামায জামাআতে আদায় করতে না পারলে অন্য যেকোনো স্থানে জোহরের নামায একাকী পড়ে নেবে। জামাআতের সঙ্গে আদায় করলে মাকরূহে তাহরীমীর সহিত আদায় হবে। (১৭/৭৫৭/৭৩০৩)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٥٧ : (وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٥ / ٢٧ : الجواب- جو لوگ جمعہ پڑھنے سے رہ گئے ہیں وہ دوسری جماعت نہیں کر سکتے، مکروہ تحریمی ہے.... ظہر پڑھیں تو تنہا تنہا پڑھیں۔

খুতবার আগে বয়ান করা বৈধ

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযের খুতবার পূর্বে ইমাম সাহেবের কোরআন-হাদীস থেকে কোনো আলোচনা করা জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জুমু'আর দিন খুতবার পূর্বে কিছু সময় কোরআন-হাদীসের আলোকে বয়ান করা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা করা জায়েয। (১৭/১৪০)

📖 مصنف ابن ابی شیبة (إدارة القرآن) ١/ ٤٦٨ (٥٤١١): قال: «كان أبو هريرة، يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام».

📖 فيه أيضا ١/ ٤٦٨ (٥٤١٠) : عن أبي الزاهرية، قال: «كنت مع عبد الله بن بسر، يوم الجمعة فما زال يحدثني حتى خرج الإمام» -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ٨ / ٢٥٦ : الجواب-امام صاحب جب تعلیمی تقریر ودینی مسائل سمجھاتے ہیں تو اس وقت سب کو خاموش رہکر سننا چاہئے یہ طریقہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا، ملا علی القاری نے اس کو نقل کیا ہے، اذان خطبہ سے دس منٹ پہلے تقریر ختم کردی جائے، تاکہ سب لوگ سنت سہولت سے ادا کرلیا کریں۔

মিম্বরে বসে বয়ান করা

প্রশ্ন : আমাদের ইমাম সাহেব প্রত্যেক জুমু'আর খুতবার পূর্বে সেই খুতবার সারাংশ মুখস্থ আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু ইদানীং এক আলেম সাহেব বলেন, এভাবে মিম্বরে বসে খুতবার সারাংশ শোনানো জায়েয নেই। কেননা মিম্বর তো খুতবার জন্য, আর এটা তার অনুবাদ। আলোচনা করলে মিহরাবে দাঁড়িয়ে করবে। মিম্বরে বসে খুতবার সারাংশ আলোচনা করার মধ্যে শরীয়তের কোনো নিষেধ আছে?

উত্তর : খুতবার পূর্বের ওয়াজ ও অনুবাদের সময় মিম্বর ব্যবহার না করাই সমীচীন। এতদসত্ত্বেও কেউ করলে শরীয়ত পরিপন্থী মনে করা বা বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। (১৩/৪৯৭/৫২৮৭)

📖 مستدرك الحاكم (دار الكتب العلمية) ١/ ١٩٠ (٣٦٧) : عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، قال: كان أبو هريرة يقوم يوم الجمعة إلى جانب المنبر فيطرح أعقاب نعليه في ذراعيه ثم يقبض على رمانة المنبر، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال محمد صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله

Scanned by CamScanner

عليه وسلم: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم يقول في بعض ذلك: «ويل للعرب من شر قد اقترب» فإذا سمع حركة باب المقصورة بخروج الإمام جلس. «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، هكذا وليس الغرض في تصحيح حديث» ويل للعرب من شر قد اقترب «فقد أخرجاه، إنما الغرض فيه استحباب رواية الحديث على المنبر قبل خروج الإمام» -

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۳ / ۲۳۱ : جواب–اگر خطیب اذان خطبہ سے پہلے منبر پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مقامی زبان میں وعظ وتذکیر یا خطبہ کا ترجمہ سنادے پھر خطبہ کی اذان کہی جائے اور خطیب دونوں خطبہ عربی نثر میں پڑھے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں، مگر یہ معاملہ خطبۂ عربی کے بعد نہ کیا جائے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱۰ / ۱۶۲ : سوال–خطبہ جمعہ سے پہلے امام صاحب منبر پر چڑھکر اردو میں ترجمہ سناتے ہیں پھر اذان ثانی ہوتی ہے پھر عربی میں خطبہ سناتے ہیں، تو اردو میں ترجمہ سنانا بدعت ہے یا نہیں؟

جواب–جمعہ کے روز اذان ثانی سے پہلے ضروری احکام یا خطبہ کا ترجمہ مختصر طور پر بیان کردینے میں مضائقہ نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے بیان منبر پر نہ ہو اور بیان کرنے والا غیر خطیب ہو تو بہتر ہے تاکہ اشتباہ نہ ہو اور بیان اور اذان ثانی کے درمیان پانچ منٹ کا وقفہ ہو تاکہ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنت ادا کرسکیں۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۵ / ۲۸۵ : جو امر کلیا یا جزئیا دین میں نہ ہو اس کو کسی شبہ سے جزو دین علما وعملا بنالینا بوجہ مزاحمت احکام شریعت کے بدعت ہے... ... ...، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے محض اس وجہ سے کسی امر کو بدعت نہیں کہا کہ

عہد ... [illegible]

Scanned by CamScanner

জুমু'আর সুন্নাত বন্ধ রেখে বয়ান করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে জুমু'আর নামাযে প্রথম আযানের পর দ্বিতীয় আযানের পূর্বক্ষণে সুন্নাতের জন্য ৫ মিনিট সময় বরাদ্দ রেখে ইমাম সাহেব অথবা অন্য কেউ কোরআন ও হাদীসের আলোকে মুসল্লিদের উদ্দেশে বয়ান রাখেন এবং বয়ানের শেষে নিজের বা কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কথা তুলে ধরেন। কোনো সময় মুসল্লিদের সুন্নাতের সময় পরে দেওয়া হবে বলে নামায বন্ধ রাখার আদেশ দেন। এভাবে সুন্নাত বন্ধ করে বয়ান জারি রাখা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাত কি না? যদি পরিপন্থী হয় তাহলে যারা এ কাজ করছে তাদের মুসল্লিগণ অনুসরণ করবে কি না? আপনার সুচিন্তিত সমাধান আমাদের উপকারে আসবে।

উত্তর : জুমু'আর দিন খুতবার আগে মুসল্লিদের উদ্দেশে শরীয়তের মাসায়েল এবং প্রয়োজনীয় দ্বীনি কথাবার্তা, ওয়াজ-নসীহত করার অনুমতি আছে। তবে সাধারণ মুসল্লিদের সুন্নাত আদায়ের জন্য সময় দেওয়া জরুরি। (৬/৬৮৩/১৩৯১)

📖 امداد الفتاوی ۱ / ۴۸۱ : نقلا عن الشامية احكام المساجد يحرم فيه السوال الى قوله ورفع صوت بذكر الا لمتفقة وفى رد المحتار قوله ورفع الصوت بذكر الى قوله أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش سے معلوم ہوا کہ جب دو صورت عدم تشویش مصلین ذکر جائز ہے تو مسائل دین کا بیان کرنا عدم تشویش کی صورت میں بدرجہ اولی جائز ہے۔

আযানের মাইক ব্যবহার করে জুমু'আর বয়ান করা

প্রশ্ন : সর্বসাধারণকে শোনানোর উদ্দেশ্য আযানের মাইক ব্যবহার করে জুমু'আর দিন বিভিন্ন মসজিদে ওয়াজ আরম্ভ করে, যার আওয়াজে অন্য মসজিদের মুসল্লিদের নামায পড়তে এবং খুতবা শুনতে ব্যাঘাত হয়। এরূপ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাইকের হর্ন ব্যবহার করা, যাতে অন্য মসজিদের মুসল্লিদের নামায আদায়ে বা খুতবা শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে, শরীয়তে এর অনুমতি নেই। (৬/২৫৩/১১৯২)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٦٠ : وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٢/ ٢١٦ : بعض مساجد اتنی قریب ہیں کہ ایک کی آواز دوسری سے ٹکراتی ہے جس سے دونوں مسجدوں کے نمازیوں کی تشویش ہوتی ہے، اوران کی نماز میں خلل واقع ہوتاہے، ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ ایک مسجد کے مقتدی جو پچھلی صفوں میں تھے دوسری مسجد کی تکبیر پر رکوع اور سجدے میں چلے گئے، نمازیوں کو ایسی تشویش میں مبتلا کرنا کہ ان کی نماز میں گڑبڑ ہوجائے صریح حرام ہے، اوراس حرام کا وبال ان تمام لوگوں کی گردن پر ہوگا جو نماز کے دوران اوپر کے اسپیکر کھولتے ہیں۔

সানী আযান কোথায় দাঁড়িয়ে দেবে

প্রশ্ন : জুমু'আর সানী আযান কোথায় দেওয়া উত্তম? মসজিদের ভেতরে নাকি বাইরে? আমাদের এলাকার কিছুসংখ্যক লোক বলে, জুমু'আর সানী আযান মসজিদের ভেতরে দেওয়া যাবে না, বরং বাইরে দিতে হবে। তাদের এই উক্তি সঠিক কি না? দলিলসহ জানালে চির কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : জুমু'আর সানী আযান মসজিদের ভেতরে ইমামের সামনে দেওয়া সুন্নাত বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত লোকদের উক্তি সঠিক নয়। (১৬/১১৯/৬৪৪৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٦١ : (قوله: ويؤذن ثانيا بين يديه) أي على سبيل السنية كما يظهر من كلامهم.

📖 السعاية (المكتبة الأشرفية) ٢ / ٣٨ : لغز : أىّ أذان لا يستحب رفع الصوت فيه؟ قل هو الاذان الثانى يوم الجمعة الذى يكون بين يدى الخطيب لأنه كالإقامة لإعلام الحاضرين، صرح به جماعة من الفقهاء.

Scanned by CamScanner

একই স্থানে জুমু'আর দুটি জামাআত করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে সংস্কারকাজ চলার দরুন পাশে একটি নির্মিত কামরায় নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। এক জুমু'আয় প্রবল বৃষ্টির কারণে দুই ইমামের পরিচালনায় দুটি জামাআত অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন হলো, একই স্থানে বা মসজিদে ওজরবশত জুমু'আর দুই জামাআত করা সহীহ হবে কি না? বিস্তারিত দলিলের মাধ্যমে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যেহেতু জুমু'আ সহীহ হওয়ার যাবতীয় শর্তাবলি উপস্থিত রয়েছে, তাই মসজিদ বা উল্লিখিত কামরায় জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে একই মসজিদে বা কামরায় ভিন্ন ইমামের পেছনে জুমু'আর একাধিক জামাআত করতে কোনো বাধা নেই। (১৫/৫৪/৫৮৬৭)

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۳ / ۹۵ : الجواب- چونکہ تعدد جمعہ بمذہب صحیح جائز ہے اور بروز جمعہ جس شخص پر جمعہ فرض ہے اس کو ظہر پڑھنا درست نہیں اس لئے ان لوگوں کو چاہئے کہ جمعہ باجماعت مع خطبہ ادا کریں اگر اسی مسجد میں ہو تو بھی کوئی حرج نہیں اور اولی یہ ہے کہ دوسری مسجد میں ہو۔(فتاوی عبد الحي ص ۳۱۰)

অফিস কক্ষে ও স্পর্শকাতর স্থাপনায় জুমু'আ

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে জরুরিভাবে ২৪ ঘণ্টা সার্বক্ষণিক চাকরির ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে হয়, যেমন বিদ্যুৎ সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, থানা ও আর্মির অস্ত্রাগার, ট্রাফিক পুলিশ ইত্যাদি। উক্ত সেক্টরগুলোতে শুক্রবারসহ অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনেও জরুরি সার্ভিস হিসেবে সরকারি নির্দেশে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

আমি চাকরি করি বিদ্যুৎ সেক্টরের উচ্চ ভোল্টেস গ্রিড নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। শিফট দায়িত্ব হিসেবে আমি ও আমার একজন সহকর্মী দুজন ৮ ঘণ্টা করে প্রতিদিন দায়িত্ব পালন করি। ওয়াক্তিয়া নামায উভয়ে মিলে নিজেদের মধ্যে জামাআতে পড়তে পারি। কিন্তু জুমু'আর নামায দুজনে মিলে পড়তে পারি না। আবার আশপাশের কয়েকজন লোককে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ভেতরে ডেকে জুমু'আর খুতবাসহ নামায পড়তে অনুরোধ করলে তারা মসজিদ ছেড়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে নামায পড়তে অস্বীকৃতি জানায়। এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ছেড়ে মসজিদে গেলে হঠাৎ করে উক্ত সময়ে বৈদ্যুতিক গোলযোগ দেখা দিলে

Scanned by CamScanner

জাতীয়ভাবে দেশের সম্পদের বিরাট ক্ষতি হতে পারে। এমতাবস্থায় জুমু'আর নামায আদায়ের কী সমাধান হতে পারে? জানালে উপকৃত হতাম।
উল্লেখ্য, উক্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষে অপরিচিত লোক অনুমতি সাপেক্ষে আসতে হয়, আর আশপাশের ও অফিশিয়াল লোক ভেতরে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে জুমু'আর নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এমন চাকরি বৈধ নয়। তবে বিশেষ কোনো কারণবশত মসজিদ ছাড়া অন্য স্থানেও জুমু'আর নামায পড়া যায়। এতে মুসল্লিদের সংখ্যা ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিনজন হতে হবে এবং যেকোনো নামাযী নামায পড়তে চাইলে ওই স্থানে নামাযের জন্য প্রবেশের অনুমতি থাকতে হবে। তবে নিরাপত্তার জন্য বাইরের লোকদের সেখানে প্রবেশের অনুমতি না থাকার কারণে কোনো সমস্যা হবে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ছেড়ে মসজিদে জুমু'আ পড়তে গেলে জাতীয় সম্পদের বিরাট আশঙ্কা থাকাবস্থায় উল্লিখিত নিয়মের অনুসরণে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জুমু'আ আদায় করে নেবে। সাথে সাথে দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা করে কোনো অমুসলিম ব্যক্তিকে জুমু'আর দিনের দায়িত্ব অর্পণের চেষ্টা চালাবে। (১১/৩১/৩৩৯৪)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٥١ : (و) السابع: (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٤٠ : (قوله أو مصلاه) أي مصلى المصر؛ لأنه من توابعه فكان في حكمه والحكم غير مقصور على المصلى بل يجوز في جميع أفنية المصر؛ لأنها بمنزلة المصر في حوائج أهله.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۵ / ۸۳ : امصار و قصبات میں جمعہ کے اداء ہونے کے لئے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے علاوہ مسجد کے دوسرے مکانات اور کارخانوں میں اور میدانوں میں بھی جمعہ صحیح ہے۔

Scanned by CamScanner

ফ্যাক্টরির অস্থায়ী নামাযঘরে জুমু'আ বৈধ

প্রশ্ন : অস্থায়ী নামাযঘরে সকলের প্রবেশাধিকার থাকলে জুমু'আর নামায শুদ্ধ হবে কি না? নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ফ্যাক্টরির লোক ছাড়া অন্য লোকদের জামাআতে শরীক হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা থাকলে জুমু'আ শুদ্ধ হবে কি না?
যদি অন্য লোকদের প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়ার কারণে জুমু'আর নামায শুদ্ধ না হয় তাহলে কি উক্ত নামাযঘরে জুমু'আ বন্ধ করে দেওয়া যাবে? এমতাবস্থায় জুমু'আ বন্ধ করে দিলে কি কোনো গোনাহ হবে? অন্য লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলে যদি জুমু'আর নামায শুদ্ধ না হয় তাহলে কর্তৃপক্ষ জুমু'আর নামায পড়া বন্ধ করে দিতে চায়। অনুগ্রহ করে শরীয়ত অনুযায়ী উক্ত সমস্যার সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : জুমু'আর নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শরয়ী মসজিদ শর্ত নয়। বরং অস্থায়ী নামাযঘরেও জুমু'আর নামায সহীহ হবে, যদি সেখানে জুমু'আর নামায আদায় হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যায়। আর জুমু'আর নামায শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে, 'ইজনে আম' তথা সর্বসাধারণের জন্য প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত থাকা। তবে যেখানে একাধিক জায়গায় জুমু'আর নামায আদায় করার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যদি শুধুমাত্র নিজস্ব কারখানার লোকদের জুমু'আর নামায আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং নিরাপত্তার খাতিরে বাইরের লোকদের সেখানে প্রবেশাধিকার নাও থাকে, তবুও সেখানে জুমু'আর নামায সহীহ বলে বিবেচিত হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ফ্যাক্টরির অস্থায়ী নামাযঘরে জুমু'আর নামায শুদ্ধ হবে। উপরন্তু দীর্ঘদিন ধরে চালু জুমু'আর নামায বন্ধ করার অনুমতি দেওয়া যায় না এবং নিরাপত্তার খাতিরে বাইরের লোকদের সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করতে না দিলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে অসুবিধা হবে না। (১১/৩০১/৩৫৪৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥١ : (و) السابع: (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٤٠ : (قوله أو مصلاه) أي مصلى المصر؛ لأنه من توابعه فكان في حكمه والحكم غير مقصور على المصلى بل يجوز في جميع أفنية المصر؛ لأنها بمنزلة المصر في حوائج أهله.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۱۳۱ : یہاں چوروں سے حفاظت مقصود ہے نمازیوں کو روکنا مقصود نہیں نیز بیرونی لوگ دوسری مساجد میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لہذا اذن عام نہ ہونا صحت جمعہ میں مخل نہیں اس مسجد میں نماز جمعہ صحیح ہے۔

প্রথম আযানের পর খানা বিতরণ করা

প্রশ্ন : আমাদের মাদ্রাসায় জুমু'আর প্রথম আযানের পর বোর্ডিংয়ে খানা দেওয়া হয়। অথচ আমরা জানি যে জুমু'আর আযানের সাথে সাথে মসজিদে যাওয়া ওয়াজিব। প্রশ্ন হলো, জুমু'আর দিন কোন আযানের সাথে সাথে মসজিদে যাওয়া ওয়াজিব। প্রথম আযান, নাকি দ্বিতীয়?

উত্তর : জুমু'আর দিন প্রথম আযানের সাথে সাথে মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। (১০/৮৮৪/৩৩২১)

📖 التفسير المظهرى (دار إحياء التراث) ٩ / ٢٧٥ : قيل : السعى الى الجمعة وترك البيع ونحوه انما يجب بالنداء الثاني والصحيح ان السعى وترك البيع ونحوه يجب بالأذان الاول لعموم قوله تعالى إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة وصدقه على الاذان الاول ايضا.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٦١ : (ووجب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي، في المسجد أعظم وزرا (بالأذان الأول) ... ... واختلفوا في المراد بالأذان الأول فقيل الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر لأنه الذي كان أولا في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس. والأصح أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال.

Scanned by CamScanner

সাঈ ইলাল জুমু'আর মর্ম

প্রশ্ন : মসজিদের দিকে সাঈ করা ওয়াজিব নাকি মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন, ওজু-গোসল করা, নখ কাটা, মোচ কাটা ইত্যাদি জুমু'আর দিকে সাঈর অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর : প্রস্তুতি আর সাঈ এক কথা। প্রথম আযানের পর মসজিদের দিকে যাওয়া উত্তম, ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, প্রস্তুতি নেওয়া ওয়াজিব। প্রশ্নে উল্লিখিত কাজসমূহ সাঈর অন্তর্ভুক্ত। (১০/৮৮৪/৩৩২১)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ١/ ٢٤٥ (٨٤٢) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يقلم أظفاره، ويقص شاربه، يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة» -

📖 احكام القرآن لابن العربي ٤ / ٢٤٨ : اختلف العلماء في معناه على ثلاثة أقوال: الأول: أن المراد به النية؛ قاله الحسن. الثاني أنه العمل؛ كقوله تعالى: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن} وقوله تعالى: {إن سعيكم لشتى}. وهو قول الجمهور. الثالث: أن المراد به السعي على الأقدام ... ... فأما من قال: المراد بذلك النية؛ فهو أول السعي ومقصوده الأكبر فلا خلاف فيه. وأما من قال: إنه السعي على الأقدام فهو أفضل، ولكنه ليس بشرط ... ... وأما من قال: إنه العمل فأعمال الجمعة هي: الاغتسال، والتمشط، والادهان، والتطيب، والتزين باللباس، وفي ذلك كله أحاديث بيانها في كتب الفقه.

মহিলারা জুমু'আ পড়লে জোহর পড়তে হবে না

প্রশ্ন : আমরা জানি যে মহিলাদের জন্য জুমু'আর নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়। তদুপরি যদি কোনো মহিলা মসজিদে গিয়ে ইমামের পেছনে জুমু'আর নামায আদায় করে তাহলে তার নামাযের হুকুম কী? পুনরায় জোহর আদায় করতে হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মহিলাদের ওপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয়, তা সত্ত্বেও যদি জুমু'আর নামায মসজিদে গিয়ে ইমামের পেছনে আদায় করে নেয় তাহলে তাদের নামায আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় জোহর পড়ার প্রয়োজন নেই। (১৩/২৩/৫১৫৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ٢٥٨ : وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن أيضا.

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية)صـ ١٩٨ : "إن أداها جاز عن فرض الوقت" لأن سقوط الجمعة عنه للتخفيف عليه فإذا تحمل ما لم يكلف به وهو الجمعة جاز عن ظهره كالمسافر إذا صام وكلام الشراح يدل على أن الأفضل لهم الجمعة غير أنه يستثنى منه المرأة لمنعها عن الجماعة.

নারীদের জুমু'আর জন্য মসজিদে যাওয়া বৈধ নয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কয়েকটি মসজিদে মহিলারা জুমু'আর নামায আদায় করে–এটা সহীহ কি না?

উত্তর : মহিলাদের ওপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জুমু'আ আদায় করার অনুমতি নেই। (১৮/৮৯২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

📖 البحرالرائق (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٦٤ : (قوله وشرط وجوبها: الإقامة والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين) فلا

Scanned by CamScanner

تجب على مسافر، ولا على امرأة، ولا مريض، ولا عبد ولا أعمى، ولا مقعد؛ لأن المسافر يحرج في الحضور، وكذا المريض والأعمى والعبد مشغول بخدمة المولى والمرأة بخدمة الزوج فعذروا دفعا للحرج والضرر-

জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আ পড়তে হবে

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার ইমাম সাহেব একজন লা-মাযহাবী। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ শরীয়তের নানা দিক নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি করে আসছেন। ফলে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। কিছুদিন আগে তিনি বয়ানে বলেছেন যে জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আ পড়তে হবে না। এতে মুসল্লিদের মাঝে বিভ্রান্তি আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। প্রশ্ন হলো, উক্তিটি সঠিক কি না? দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আর নামায জরুরি কি না? এ মাসআলার সঠিক উত্তর প্রদানের পূর্বে এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে কোরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে জুমু'আর নামায ফরয। তবে কিছু কিছু লোক এমন আছে, যাদের ওপর জুমু'আর নামায আদায় করা জরুরি নয়। যথা মহিলা, মুসাফির ও প্রত্যন্ত অঞ্চল ও জঙ্গলে বসবাসকারী মুসলমান, যেখানে নাগরিক সুবিধা বলতে কিছুই নেই। এ ছাড়া বাকি সবার ওপর জুমু'আর নামায আদায় করা জরুরি। আহলে হাদীস নামধারী যারা জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আর নামায পড়তে হবে না বলে, তারা হয়তো মূর্খ আর না হয় কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যাকারী। কেননা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই জুমু'আর দিন ঈদ হওয়ায় ঈদ ও জুমু'আ উভয় নামায আদায় করেছেন, সাহাবায়ে কেরামও আদায় করেছেন। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আর নামাযও আদায় করা জরুরি। উক্ত আহলে হাদীস নামধারী ইমাম ভুল মাসআলা দ্বারা সাধারণ মুসল্লিদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। উপরন্তু তথাকথিত আহলে হাদীস লা-মাযহাবীগণ ওজু-তাহারাতের অনেক মাসআলায় এমন মতের অনুসরণ করে, যাতে আমাদের মাযহাব মতে ওজু- তাহারাত নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া তারা আরো অনেক

Scanned by CamScanner

বিষয়ে শরয়ী দলিল ছাড়া হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে দ্বিমত পোষণ করে থাকে এবং বিরুদ্ধাচারণ করে বিধায় এ ধরনের নামধারী আহলে হাদীসকে ইমাম বানানো কিছুতেই জায়েয হবে না। (৯/৯৫/২৫১২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٤٨ (٨٧٨) : عن النعمان بن بشير، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» ، قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين» .

📖 سنن ابى داود (١١٢٢)، سنن للنسائي (١٥٩٠)، سنن الترمذي (٥٣٣)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ١١ (٥٥٧٢) : قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: «يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له» -

📖 فتح الباري (دار الريان) ١٠/ ٣٠ : قوله فلينتظر أي يتأخر إلى أن يصلي الجمعة قوله ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة وهو محكي عن أحمد، وأجيب بأن قوله أذنت له ليس فيه تصريح بعدم العود، وأيضا فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤٥٩ (١٠٦٧) : عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض "-

Scanned by CamScanner

হজের মৌসুমে মিনায় জুমু'আ

প্রশ্ন : হজের মৌসুমে মিনাতে জুমু'আর নামায জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয হয় তাহলে সবাই একত্রে এক জামাআতে আদায় করবে নাকি একাধিক জামাআতে জুমু'আ আদায় করা সহীহ হবে?

উত্তর : হজের মৌসুমে মিনা যেহেতু শহরে পরিণত হয় তাই হজের মৌসুমে মিনায় জুমু'আর নামায আদায় করা জায়েয হবে। যদি সম্ভব হয় একত্রে এক জামাআতে পড়বে, অন্যথায় একাধিক জামাআতেও পড়ার অনুমতি আছে। (৯/৮৯৫/২৯৩৭)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ٢٤٨ : (ومنى مصر في الموسم تصح الجمعة فيها) عند الشيخين لتمصرها في أيام الموسم لاجتماع شرائط المصر وبقاؤها مصرا ليس بشرط لأن الدنيا على شرف الزوال.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٥ : وجازت بمنى في الموسم للخليفة أو لأمير الحجاز لا لأمير الموسم، كذا في الوقاية.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٤٢ : يصح أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الأصح.

জুমু'আর দিন মুসাফিরদের জোহর জামাআতের সহিত আদায় করা

প্রশ্ন : মুসাফির হাজীগণ যদি কোনো কারণবশত জুমু'আর নামায পড়তে না পারে তবে তাদের জন্য জোহরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মুসাফির হাজীগণ অথবা মাজুর ব্যক্তি যদি কোনো কারণবশত জুমু'আর নামায পড়তে না পারে তবে একাকী জোহর আদায় করে নেবে। জামাআতে পড়ার অনুমতি নেই। (৯/৮৯৫/২৯৩৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥٧ : (وكره) تحريما (لمعذور ومسجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مصر) قبل الجمعة وبعدها لتقليل الجماعة وصورة المعارضة.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٥ : والمسافرون إذا حضروا يوم الجمعة في مصر يصلون فرادى وكذلك أهل المصر إذا فاتتهم الجمعة وأهل السجن والمرض ويكره لهم الجماعة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۶۳۸ : مسافرین خواہ مقیمین جنہوں نے کہ نماز جمعہ نہیں پائی ظہر کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں اور جامع مسجد میں بھی کر سکتے ہیں یا کسی دوسری مسجد میں؟

الجواب— ... ... یہ لوگ ظہر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے نہ جامع مسجد میں نہ کسی دوسری مسجد میں۔

লঞ্চের যাত্রীরা জোহর পড়বে

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযের সময় আমরা লঞ্চে ছিলাম, লঞ্চ নদীতে চলন্ত ছিল এবং আমরা সবাই মুসাফির ছিলাম। প্রশ্ন হলো, আমরা জুমু'আর নামায আদায় করব নাকি জোহর? যদি জোহর আদায় করি তাহলে আযান-ইকামতসহ জামাআতে আদায় করব, না একাকী আদায় করব?

উত্তর : যে লঞ্চের মধ্যে সাধারণ যাত্রী ও ভেতরে বাইরের লোকজনের আনাগোনা থাকে না, সে লঞ্চে জুমু'আর নামায সহীহ নয়, যাত্রীরা মুসাফির হোক বা মুকীম। উপরন্তু যাত্রীগণ মুসাফির হলে এমনিতে জুমু'আ ফরয থাকে না। সুতরাং নদীতে লঞ্চের মধ্যে মুসাফিরের জন্য জোহরই পড়তে হবে, জুমু'আ পড়া বৈধ নয়। জোহরের নামায একাকী পড়া উত্তম, জামাআত করলেও নামায হয়ে যাবে। (৭/৩১৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٥٧ : (وكره) تحريما (لمعذور ومسجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مصر) قبل الجمعة وبعدها لتقليل الجماعة وصورة المعارضة وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع (وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ١٥٧ : (قوله وكذا أهل مصر إلخ) الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية لعدم التقليل والمعارضة

Scanned by CamScanner

المذكورين ويؤيده ما في القهستاني عن المضمرات يصلون وحدانا استحبابا (قوله بغير أذان ولا إقامة) قال في الولوالجية ولا يصلي يوم الجمعة جماعة بمصر ولا يؤذن ولا يقيم في سجن وغيره لصلاة الظهر اهـقال في النهر: وهذا أولى مما في السراج معزيا إلى جمع التفاريق من أن الأذان والإقامة غير مكروهين.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۶۳۸ : مسافرین خواه مقیمین جنہوں نے کہ نماز جمعہ نہیں پائی ظہر کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں اور جامع مسجد میں بھی کر سکتے ہیں یا کسی دوسری مسجد میں؟

الجواب— ... ... یہ لوگ ظہر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے نہ جامع مسجد میں نہ کسی دوسری مسجد میں۔

জুমু'আ ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে পড়া শর্ত নয়

প্রশ্ন : জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য জমি ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া শর্ত কি না?

উত্তর : জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য জমি ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া শর্ত নয়, বরং শহরের যেকোনো জায়গায় জুমু'আর নামায পড়া যায় যদি সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে, তবে শরয়ী মসজিদে পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (৬/১৪৩/১১১৯)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵ / ۱۱۷ : سوال— نماز جمعہ کے لئے مسجد شرط ہے یا نہیں اور وہ کمرہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں؟

الجواب— وہ کمرہ مسجد کا حکم نہیں رکھتا اور مسجد شرعی وہ نہیں ہے لیکن جمعہ اور جماعت اس میں درست ہے کیونکہ جماعت اور جمعہ کیلئے مسجد ہونا شرط نہیں۔

অস্থায়ী মসজিদে জুমু'আ পড়া বৈধ

প্রশ্ন : আমরা বঙ্গবাজার মার্কেটের তৃতীয় তলায় মার্কেটের মুসল্লিদের জন্য অস্থায়ী একটি মসজিদ নির্মাণ করি। উক্ত মসজিদে নির্ধারিত ইমাম-মুয়াজ্জিন আছেন। যেহেতু

Scanned by CamScanner

মসজিদটি মার্কেটের ভেতরে নির্মিত তাই ফজরের নামায ব্যতীত ৪ ওয়াক্ত নামায আদায় হয়। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে মার্কেট বন্ধ থাকে, তখন উক্ত মসজিদে নামায আদায় হয় না। মার্কেট খোলার দিন ফজরের সময় পাহারাদাররা আযান দিয়ে কখনো জামাআতে এবং কখনো একাকী নামায আদায় করে থাকে। এখন উক্ত মসজিদে আমরা জুমু'আর নামায পড়তে চাই। যেহেতু মার্কেটটি অস্থায়ী তাই মসজিদটি ওয়াক্ফ করা হয়নি। প্রশ্ন হলো, উক্ত মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারব কি না?

উত্তর : জুমু'আর নামায আদায় হওয়ার জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গা জরুরি নয়, বরং শহরের যেকোনো জায়গায় জুমু'আর নামায আদায় করলে শুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মার্কেটের অস্থায়ী জায়গায় জুমু'আর নামায পড়া যাবে। তবে মসজিদে জুমু'আ পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (৮/২৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١١٠ : (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى -

📖 نور الإيضاح (المكتبة العصرية) ١٠٢صـ : ويشترط لصحتها ستة أشياء:

١ - المصر أو فناؤه.

٢ - والسلطان أو نائبه.

٣ - ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه.

٤ - والخطبة قبلها بقصدها في وقتها وحضور أحد لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح".

٥ - والإذن العام.

٦ - والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام -

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبہ دار العلوم) ٥ / ٨٤ : الجواب- امصار وقصبات ميں جمعہ کے ادا ہونے کے لئے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، علاوہ مساجد کے دوسرے مکانات اور کارخانوں میں اور میدانوں میں بھی جمعہ صحیح ہے.

Scanned by CamScanner

অমুসলিম দেশে ইউনিভার্সিটির রুমে জুমু'আ

প্রশ্ন : আমি রকহ্যাম্পটনে থাকি। এখানে কোনো মসজিদ নেই, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রতি শুক্রবার অস্থায়ীভাবে জুমু'আ পড়া হয়। গত তিন সপ্তাহে ৩ জায়গায় নামায আদায় করলাম। আপাতত আমি জুমু'আ পড়াচ্ছি। এখন থেকে ইউনিভার্সিটিতে একটা রুমে ৬ মাসের জন্য শুধুমাত্র জুমু'আর নামায পড়ার জন্য দিয়েছে। এখানে কোনো মসজিদ নেই। সেখানে জুমু'আর নামায পড়া বৈধ হবে কি না? মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। প্রথম শুক্রবার আমরা চারজন বাঙালি, দুজন ইন্দোনেশিয়ান ও একজন পাকিস্তানি নামায পড়লাম। সাধারণত নামাযে ৬-৮ জন হয়। এখানে তেমন কোনো আলেম নেই। আমরা জুমু'আর নামায পড়ব কি না?

উত্তর : জুমু'আ এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য মসজিদের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তবে স্থায়ী কোনো মসজিদের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নামাযের জন্য একটি জায়গার ব্যবস্থা করে সেখানে জুমু'আ ও জামাআত করা যেতে পারে। জুমু'আর জামাআতের জন্য ইমামসহ চারজনের কম যেন না হয়। তবে ওই জায়গা শরয়ী মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (৬/৬৫৪/১৩৮১)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٤٤ : (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٨ : (ومنها الجماعة) وأقلها ثلاثة سوى الإمام، كذا في التبيين.

প্রথম কাতারই ইমামের নিকটবর্তী

প্রশ্ন : হাদীসে এসেছে, জুমু'আর দিন ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী বসলে এক বছরের নফল রোযা ও এক বছরের নফল ইবাদতের সাওয়াব পাওয়া যায়। অন্য হাদীসে এসেছে, লোকজন যদি প্রথম কাতারে বসার মর্যাদা ও ফজীলত জানত, তাহলে প্রথম কাতারে বসার জন্য লটারির ব্যবস্থা করত।

প্রশ্ন হলো, জুমু'আর দিনে মসজিদে গিয়ে দেখা গেল প্রথম কাতারে খতীবের কাছাকাছি জায়গা খালি নেই। প্রথম কাতারে উত্তর বা দক্ষিণ প্রান্তে জায়গা খালি আছে। এমতাবস্থায় প্রথম কাতারে উত্তর বা দক্ষিণ প্রান্তে বসব নাকি দ্বিতীয় কাতারে খতীবের বরাবর সোজাসুজি-কাছাকাছি বসব? উপরোক্ত দুটি হাদীসের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, মসজিদ বড় থাকায় প্রথম কাতারে উত্তর বা দক্ষিণ প্রান্তে বসলে খতীব সাহেবের চেহারা ভালোভাবে দেখা যায় না, বয়ান শুনেও মজা পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় আগন্তুক ব্যক্তি উত্তর বা দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম কাতারে বসবে। ওই স্থানে চেহারা ইমামের দিকে করে বসবে। সারকথা, নামাযে দাঁড়াতে কাতার যেভাবে পুরা করে সেভাবেই বসবে। (৮/১৬৬/২০৩৬)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١/ ٤٦٥ (١٠٧٩) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة».

📖 المنهل العذب المورود ٦ / ٢٣٤ : اى ونهى عن الجلوس على هيئة الحلقة قبل الصلاة يوم الجمعة لما يترتب عليه من قطع الصفوف مع كون الناس مامورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص فى الصفوف الاول فالاول.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٢ / ٥٨٦ : الصلاة يوم الجمعة فى الصف الأول أفضل، ... ... وفى التهذيب : أولى مقام فى الصف الاول ما هو أقرب إلى الإمام خلفه ثم عن يمينه ثم عن يساره، وفى شرح المقدمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسم الله تعالى الرحمة نزلت على رأس الامام ثم على من خلفه ثم تاخذ الرحمة يمينه ثم يساره.

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٨ / ٦٧ : فتحصل من مجموع الحديثين أن لايكسر الصفوف، ومع ذلك يستقبلون الإمام بشيء من الاستقبال، بأن ينحرفوا يسيرا بوجوههم إليه، أفاده الشيخ، ولكن فيه نوع تكلف، فالصحيح عندى أن يعمل بهذا مرة، وبهذا اخرى، والأولى هو الاستقبال.

Scanned by CamScanner

বেশি সাওয়াবের আশায় দূরের মসজিদে জুমু'আ

প্রশ্ন : বেশি সাওয়াবের আশায় দূর-দূরান্ত থেকে এসে বড় মসজিদ বা বড় ময়দানে জুমু'আর নামাযে অংশগ্রহণ করার দ্বারা বেশি সাওয়াবের আশা করা যায় কি না?

উত্তর : পাঞ্জেগানা নামায নিজ মহল্লার মসজিদে পড়া উত্তম। ঈদের নামায শহরের বাইরে ঈদগাহে বা বড় ময়দানে পড়া সুন্নাত। সম্ভব না হলে শহরের ভেতরে বড় ঈদের ময়দানে পড়বে। অন্যথায় শহরের বড় মসজিদে অনুষ্ঠিত বড় জামাআতে পড়া সাওয়াব বেশি। এর জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এসে অংশগ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই। অনুরূপ জুমু'আর নামায বড় জামাআতে আদায় করার লক্ষ্যে বড় মসজিদে যাতায়াত করতেও কোনো আপত্তি নেই। এ ক্ষেত্রে সাওয়াব বেশি হওয়ার আশা করা যায়। (৮/৮৮১/২৩৬০)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ١/ ٢٦٩ (٥٥٤) : عن أبي بن كعب، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان، قالوا: لا، قال: أشاهد فلان، قالوا: لا، قال: «إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما، ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى».

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٣ / ١٥٤ : أي: الصلاة التي كثر المصلون فيها فهو أحب، وتذكير (هو) باعتبار لفظ ما، انتهى، ويمكن أن يكون المعنى: وكل موضع من المساجد كثر فيه المصلون، فذلك الموضع أفضل، ولذلك قال علماؤنا: الصلاة في الجامع أفضل، ثم في مسجد الحي.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ١٤٤ : ثم الأفضل من المساجد: ما كان أكثر جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله».

Scanned by CamScanner

কারণবশত জুমু'আ দ্বিতীয়বার পড়লে খুতবার বিধান

প্রশ্ন : জুমু'আর নামায নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় জুমু'আ পড়ার সময় খুতবা পড়তে হবে কি না?

উত্তর : জুমু'আর নামায নষ্ট হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার পড়ার সময় খুতবা পড়ে নেওয়া ভালো। কিন্তু খুতবা পুনরাবৃত্তি না করে শুধু নামায পড়ে নিলেও হবে। (৭/২০৫/১৫৯৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ١٤٧ : ولم يشترط المصنف أنه يصلي عقب الخطبة بلا تراخ ففيه إشارة إلى أنه ليس بشرط فلذا قالوا: إن الخطبة تعاد على وجه الأولوية لو تذكر الإمام فائتة في صلاة الجمعة، ولو كانت الوتر حتى فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضائها، وكذا لو كان أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتها أو افتتح التطوع بعد الخطبة وإن لم يعد الخطبة أجزأه -

আগে যাওয়ার ফজীলত পেতে ওজু শর্ত কি না

প্রশ্ন : জুমু'আর দিন সকাল সকাল মসজিদে গেলে প্রতি কদমে এক বছরের নফল নামায ও এক বছরের নফল রোযার নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু এর জন্য বাসা থেকে ওজু করে যাওয়ার শর্ত আছে কি না?

উত্তর : জুমু'আর দিন সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া প্রসঙ্গে উল্লিখিত ফজীলতটি পাওয়ার জন্য পূর্বে ভালোরূপে গোসল করাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গোসলের পর আলাদা ওজুর প্রয়োজন হয় না। (৭/৪৭৬/১৬৭৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ١٨٣ (٣٤٥) : أوس بن أوس الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها»-

Scanned by CamScanner

মাদ্রাসার মসজিদে জুমু'আ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ আছে, যাতে জুমু'আর নামায হয় না। জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য একটু দূরে একটি মসজিদে যেতে হয়। কিন্তু বর্ষাকালে ওই জামে মসজিদে যাতায়াত করা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই কিছুসংখ্যক লোক মাদ্রাসার মসজিদে জুমু'আ পড়তে চায়। কেউ কেউ বলে, মাদ্রাসার মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া জায়েয হবে না। প্রশ্ন হলো, মাদ্রাসার মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রয়োজনে মাদ্রাসার মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া অবশ্যই জায়েয হবে। "মাদ্রাসার মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া জায়েয হবে না" কথাটি ভিত্তিহীন। তবে এতে ফিতনার প্রবল আশঙ্কা থাকলে সবাই একত্রিত হয়ে পুরাতন জামে মসজিদে জুমু'আ পড়াই উত্তম হবে। (৬/৩১৬/১২১৮)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٤٤ : (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا (قوله مطلقا) أي سواء كان المصر كبيرا أو لا وسواء فصل بين جانبيه نهر كبير كبغداد أو لا وسواء قطع الجسر أو بقي متصلا وسواء كان التعدد في مسجدين أو أكثر هكذا يفاد من الفتح. ومقتضاه انه لا يلزم ان يكون التعدد بقدر الحاجة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٥ / ١٦٢ : الجواب—ایک شہر میں جمعہ چند جگہ بھی صحیح مذہب کے موافق صحیح ہے، کذا فی الدر المختار وغیرہ۔ لیکن بلاوجہ جامع مسجد کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے، البتہ اگر کوئی فتنہ وغیرہ کا اندیشہ ہو تو خیر، ورنہ حتی الوسع جمعہ ایک جگہ جامع مسجد میں ہونا اچھا ہے اور موجب ثواب عظیم ہے۔

মেহরাবে দাঁড়িয়ে ইমাম সুন্নাত পড়তে পারবেন

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব জুমু'আর পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত মেহরাবে গিয়ে পড়তে পারবেন কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মেহরাবের ভেতরে-বাইরে কোথাও নফল নামায পড়া নিষেধ নয়। (১৬/৬২/৬৩৯১)

Scanned by CamScanner

অস্থায়ী নামাযঘরে জুমু'আ বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের জুমু'আ মসজিদের নির্মাণকাজ চলছে। এমতাবস্থায় আমরা অন্য একটি জায়গায় জুমু'আসহ সব নামায পড়ি। জায়গার মালিক বলেছেন যে যত দিন নির্মাণকাজ শেষ না হয় তত দিন আমার জায়গায় নামায পড়তে পারবেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। এখন কিছু মুসল্লি বলছেন, উক্ত জায়গায় জুমু'আর নামায আদায় হবে না? উক্ত মাসআলার শরয়ী সমাধান চাই।

উত্তর : জুমু'আর নামায মসজিদে পড়তে হবে–এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। প্রয়োজনে মাঠে-ময়দানে এবং কোনো ঘরেও জুমু'আর নামায আদায় করা যায়। প্রশ্নের বর্ণনায় মসজিদের নির্মাণকাজ চলার কারণে অন্য জায়গায় মালিকের অনুমতিক্রমে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সহিত আদায় করা হচ্ছে। উক্ত জায়গায় অবশ্যই জুমুআর নামায দুরস্ত হবে। (৫/৪৫৬/১০৩৫)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۵ / ۱۱۷ : الجواب—وہ کمرہ مسجد کا حکم نہیں رکھتا اور مسجد شرعی وہ نہیں ہے لیکن جمعہ اور جماعت اس میں درست ہے کیونکہ جماعت اور جمعہ کے لئے مسجد ہونا شرط نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب الخطبة

পরিচ্ছেদ : খুতবা

খুতবা চলাকালীন দরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম

প্রশ্ন : খুতবায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শুনলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়তে হবে কি না? পড়তে হলে তার পদ্ধতি কী?

উত্তর : খুতবায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শুনে অন্তরে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলবে, মৌখিক বলার অনুমতি নেই। (১৪/৬৭৯/৫৭৭৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥٨ : والصواب أنه يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند سماع اسمه في نفسه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥٨ : وكذلك إذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب وعليه الفتوى.

সানী আযানের উত্তর, দু'আ, দরূদ এবং আমীন বলার বিধান

প্রশ্ন : জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের উত্তর ও দু'আ পড়া জায়েয কি না? আর খুতবার সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম এলে দরূদ পড়া ও দু'আ এলে আমীন বলা যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের উত্তর দেওয়া, দু'আ পড়া ও খুতবায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শুনলে দরূদ শরীফ মুখে পড়ার অনুমতি নেই। অন্তরে অন্তরে পড়ার অনুমতি আছে। একই হুকুম আমীন বলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (১২/৪৬৬/৩৮৬৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٩٩ : وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥٨ : وكذلك إذا ذكر النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب وعليه الفتوى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٢ / ٣٤٢ : ایسی حالت میں درود شریف دل میں پڑھ لے۔
والصواب أنه يصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – عند سماع اسمه في نفسه.

খুতবাকালীন খতীবের ডানে-বামে চেহারা ঘোরানো

প্রশ্ন : হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়, 'مستقبلا بوجوهنا' অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আর খুতবা পড়ার সময় কিবলা পেছনে রাখতেন এবং মুসল্লিদের সামনে রাখতেন। কিন্তু অনেক খতীবকে দেখা যায় তাঁরা খুতবা পাঠ করার সময় চেহারা ডানে-বামে করেন, আর কিছু খতীবকে দেখা যায় চেহারার সাথে সাথে সিনাও ডানে-বামে ফিরিয়ে থাকেন। অথচ কিছু কিতাবে পাওয়া যায়, ডানে-বামে চেহারা ফিরানো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত নেই। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, ডানে-বামে চেহারা ফিরানো বিদ'আত। এখন প্রশ্ন হলো, সহীহ পদ্ধতি কী?

উত্তর : খুতবা দেওয়ার সময় খতীবের জন্য চেহারা সামনের দিকে রাখা সুন্নাত। ডানে-বামে চেহারা বা সিনা ঘোরানো কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না, অতএব চেহারা ও সিনা ঘোরাবে না। (১৩/১০২৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٤٩ : ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في الخطبة الثانية لم أر من ذكره والظاهر أنه بدعة ينبغي تركه لئلا يتوهم أنه سنة. ثم رأيت في منهاج النووي قال: ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها قال ابن حجر في شرحه لأن ذلك بدعة اهـ ويؤخذ ذلك عندنا من قول البدائع

Scanned by CamScanner

ومن السنة أن يستقبل الناس بوجهه ويستدبر القبلة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب هكذا.

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٦٣ : ومنها أن يستقبل القوم بوجهه ويستدبر القبلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا كان يخطب، وكذا السنة في حق القوم أن يستقبلوه بوجوههم؛ لأن الإسماع والاستماع واجب للخطبة وذا لا يتكامل إلا بالمقابلة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٣ / ٤٠٠ : الجواب—خطبہ کے دوران سنت طریقہ یہ ہے کہ خطیب سامنے کی طرف توجہ کرے ادھر ادھر نہ دیکھے، فقہاء کرام نے اس طرح کرنے (دائیں بائیں دیکھنے) سے منع فرمایا ہے۔

খুতবাদানকালে খতীবের হাত উঠানো বা নড়াচড়া করা

প্রশ্ন : জুমু'আর খুতবা দেওয়া অবস্থায় হাত উঠানো বা নড়াচড়া করা ও ডানে-বামে চেহারা ঘোরানো কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : খুতবার মধ্যে সুন্নাত তরীকা হলো খুতবার সময় খতীব সাহেব সামনের দিকে দৃষ্টি রাখা। সুতরাং খুতবার সময় অস্বাভাবিকভাবে হাত নড়াচড়া করা, ডানে-বামে মুখ ও বুক ফিরিয়ে খুতবা প্রদান করা সুন্নাত পরিপন্থী। (১১/৭৩৩/৩৬৮৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٤٩ : ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية لم أر من ذكره والظاهر أنه بدعة ينبغي تركه لئلا يتوهم أنه سنة.

ثم رأيت في منهاج النووي قال: ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها قال ابن حجر في شرحه لأن ذلك بدعة .

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٢٦٢ : أما سنن الخطبة فهي عند الحنفية ثماني عشرة سنة ... ...

٤- استقبال القوم بوجهه دون التفات يمينا وشمالا، سنة بالاتفاق.

খুতবার তুলনায় কিরাত লম্বা হওয়া

প্রশ্ন : জনৈক আলেমকে বলতে শুনেছি, জুমু'আর খুতবার তুলনায় জুমু'আর নামাযের কিরাত বড় হওয়া নাকি সুন্নাত, তা কতটুকু সহীহ? এবং এতে কি উভয় খুতবার সমষ্টি উদ্দেশ্য, নাকি যেকোনো এক খুতবার চেয়ে বড় হলেই চলবে?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে জুমু'আর খুতবাদ্বয় তিওয়ালে মুফাস্সাল পরিমাণ হওয়া সুন্নাত। আর জুমুআ'র নামাযে প্রথম রাক'আতে সূরা জুমু'আ বা আ'লা আর দ্বিতীয় রাকাতে মুনাফিকুন বা গাশিয়া পড়া সুন্নাত। এতে প্রতীয়মান হয় যে খুতবার তুলনায় নামাযের কিরাত কোনো কোনো ক্ষেত্রে লম্বা হতে পারে। এ দৃষ্টিতে প্রশ্নে উল্লিখিত আলেমের কথাটিও সঠিক বলে বিবেচিত। তবে জুমু'আর নামাযে যেসব সূরা তেলাওয়াত করা হয় সেগুলো ছোট-বড় হওয়ায় খুতবার তুলনায় নামাযে কম সময়ও লাগতে পারে। (১১/২৪১/৩৪৭১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٤١ (٨٦٩) : عن واصل بن حيان، قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا».

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١١١ : (ويسن خطبتان) خفيفتان وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل.

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٤٩ (٨٧٩) : عن ابن عباس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين ".

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٦/ ١٤٩ (٨٧٨) : عن عبيد الله بن عبد الله، قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، سوى سورة الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ هل أتاك» -

নামাযের চেয়ে খুতবা লম্বা হওয়ার বিধান

প্রশ্ন : জুমু'আর খুতবা নামাযের চেয়ে লম্বা হলে তার হুকুম কী? এবং কতটুকু পরিমাণ লম্বা হওয়া উচিত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : জুমু'আর নামাযের খুতবা নামাযের তুলনায় বেশি লম্বা করা সুন্নাত পরিপন্থী। খুতবা তিওয়ালে মুফাস্‌সালের চেয়ে লম্বা করা উচিত নয়। (১৮/৭৩৫/৭৮৫৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٣٤ (٨٦٦) : عن جابر بن سمرة، قال: «كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا».

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٤٨ : (ويسن خطبتان) خفيفتان وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل.

📖 خير الفتاوى (زكريا) ٣ / ٧٤ : خطبہ جمعہ میں مقدار مسنون طوال المفصل سورت کی مقدار ہے مراقی میں ہے، ويسن تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل... تشہد کی مقدار خطبہ پڑھنے سے خطبہ کی ادائیگی بلا کسی کراہت کے ہو جائے گی۔

তৃতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান বেয়াদবি নয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার এক বক্তা বলেন, মিম্বরের প্রথম সিঁড়ি ব্যতীত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিঁড়িতে খুতবা প্রদান করা বেয়াদবি ও জায়েয নেই। এর দলিল হিসেবে ইতিহাস উল্লেখ করেছেন যে মিম্বরের তৃতীয় সিঁড়িতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

Scanned by CamScanner

খুতবা দিয়েছেন। যে কারণে আদবের দিকে লক্ষ রেখে আবু বকর (রা.) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর সেখানে বসেননি, এক ধাপ নিচে বসেছিলেন। এরপর উমর (রা.) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর আদবের দিকে লক্ষ রেখে আরো এক ধাপ নিচে বসে খুতবা প্রদান করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে বর্তমানে আপনাদের মাঝে কিছু বেয়াদব হুজুর বের হয়েছে, যারা বেয়াদবির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়ে মিম্বরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিঁড়িতেও খুতবা দেয়। আপনারা ওই সমস্ত আলেমের কথার অনুসরণ করবেন না। জানার বিষয় হলো, মিম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সিঁড়িতে খুতবা দেওয়া জায়েয কি না? এবং এতে বেয়াদবি হবে কি না?

উত্তর : মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা সুন্নাত। তাই মিম্বরের যেকোনো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং মিম্বরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে জায়েয এবং এতে কোনো প্রকার বেয়াদবির লেশমাত্রও নেই। (১১/৪৬৫)

📖 وفاء الوفاء (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢١٠ : وروى يحيى عن ابن أبي الزناد أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يجلس على المجلس، ويضع رجليه على الدرجة الثانية، فلما ولي أبو بكر قام على الدرجة الثانية، ووضع رجليه على الدرجة السفلى، فلما ولي عمر قام على الدرجة السفلى، ووضع رجليه على الأرض إذا قعد، فلما ولي عثمان فعل ذلك ست سنين من خلافته؛ ثم علا إلى موضع النبي صلّى الله عليه وسلّم. ثم قال: قالوا فلما استخلف معاوية زاد في المنبر، فجعل له ست درجات، وكان عثمان أول من كسا المنبر قبطية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٧ : ومن السنة أن يكون الخطيب على منبر اقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم .

📖 فتاوی محمودیہ ۴/ ۲۶۰ : تیسرے زینہ سے پڑھنا منقول ہے پہلے اور دوسرے زینے سے پڑھنا بھی ممنوع نہیں، کذا فی فیض الباری علماء کا معمول بھی سب طرح کا ہے کسی خاص زینہ کی پابندی نہیں کہ اس کے خلاف ممنوع ہو، حضرت عثمانؓ پر اعتراض عامۃ مخالفین کرتے تھے جیساکہ فتح الباری میں تفصیل مذکور ہے، ان کی ریشہ دوانیوں سے گاہ بگاہ مخالفین کو شبہات پیدا ہو جاتے تھے۔

Scanned by CamScanner

খুতবা যেকোনো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেওয়া যায়

প্রশ্ন : জুমু'আর খুতবা কত নম্বর সিঁড়িতে দেবে?

উত্তর : জুমুআর খুতবা মিম্বরের যেকোনো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেওয়া যায়, এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। (১৭/১২৬)

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۱٦۱ : ومن السنة أن يخطب عليه اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - بحر وأن يكون على يسار المحراب قهستاني، ومنبره - صلى الله عليه وسلم - كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح.

📖 فتاوی محمودیہ ۴/ ۲٦۰ : تیسرے زینہ سے پڑھنا منقول ہے پہلے اور دوسرے زینے سے پڑھنا بھی ممنوع نہیں، کذا فی فیض الباری علماء کا معمول بھی سب طرح کا ہے کسی خاص زینہ کی پابندی نہیں کہ اس کے خلاف ممنوع ہو۔

মিম্বর কত ধাপবিশিষ্ট হতে পারে

প্রশ্ন : আমরা জানি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন তাতে তিনটি সিঁড়ি ছিল এবং দেশের অধিকাংশ মসজিদের মিম্বরই তিন সিঁড়িযুক্ত। কিন্তু কোনো কোনো মসজিদে ৪-৫ সিঁড়িবিশিষ্ট মিম্বর পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সুন্নাহর আলোকে মসজিদের মিম্বর কত সিঁড়িবিশিষ্ট হবে এবং কোন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নাত?

উত্তর : মসজিদের মিম্বর তিন ধাপবিশিষ্ট হওয়া উত্তম। তবে তা থেকে কমবেশি হলে তাও শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয আছে। খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে তিন ধাপেই খুতবা প্রদানের কথা কিতাবে উল্লেখ আছে। কাজেই যেকোনো ধাপে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেই সুন্নাত আদায় হবে। (১৬/১৬৯/৬৪৪২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ۱٦۱ : ومن السنة أن يخطب عليه اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - بحر وأن يكون على يسار

Scanned by CamScanner

المحراب قهستاني، ومنبره – صلى الله عليه وسلم – كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح.

📖 فتح البارى (دار الريان) ٢ / ٤٦٣ : وحكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴/ ۱۳۰ : سوال- منبر کے درجے اگر تین سے زیادہ کئے جائیں تو جائز ہے یا نہیں؟
جواب– حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے تین درجات تھے اس سے موافقت اولی ہے اور کمی وزیادتی بھی جائز ہے.

খুতবার ভাষা ও উদ্দেশ্য

প্রশ্ন : খুতবা আরবীতে পড়া কি জরুরি? খুতবার উদ্দেশ্য কী? সাহাবায়ে কেরাম আরবীভাষী ছিলেন। তাই তাঁদের জন্য আরবী প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা (বাঙালিরা) তো আরবী বুঝি না, তাই শুনে কী লাভ?

উত্তর : আরবী ভাষাও অন্যান্য ভাষার মতো ভাব প্রকাশের একটি মাধ্যম। তবে ইবাদতের সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ক ইসলামের আবির্ভাব থেকে চলে আসছে। তাই যখনই আরবী ভাষা ইবাদতের সাথে সম্পর্ক হয়ে ব্যবহৃত হবে, তখনই তা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে। জুমু'আর খুতবাও যেহেতু ইবাদতের অংশ এবং দুই রাক'আত নামাযের স্থলাভিষিক্ত তাই খুতবা আবরীতেই পাঠ করতে হবে। অনুবাদ পাঠ করলে ইবাদতের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। যেমন, নামাযে কোরআন শরীফের অনুবাদ পাঠ করলে চলবে না। এ কারণেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে আরবের বাইরের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করলে অনুবাদ পাঠ করার প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী যুগের কোনো আলেম খুতবা ওই দেশীয় ভাষায় পাঠ করেননি। অতএব বাংলাদেশেও বাংলা ভাষায় খুতবার অনুবাদ পাঠ করা যাবে না। (১/৭৭/৫৭)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الجمعة الآية ٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (قديمى كتبخانه) ٣/ ٦٦٧ : ويدل على أن المراد من الذكر ههنا هو الخطبة، أن الخطبة هى التى تلى النداء وقد أمر بالسعى إليه فدل على أن المراد الخطبة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٨٣ : وعلى هذا الخلاف الخطبة و جميع اذكار الصلاة.

📖 مجموعة الفتاوى بهامش الخلاصة (رشيديه) ١/ ١٥١ : فإذا لم يفهم الحاضرون الخطبة العربية فإلزام عدم الفهم عائد إليهم لا إلى الخطباء ولا يلزم للخطباء أن يغيروا اللسان العربي ويخطبوا بلسان يفهمه الجهلاء -

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١/ ٦٥٢ : إن الخطبة أمر تعبدى كالقراءة، فيجب فيها اتباع المنقول، ولولا ذلك لنقل عن الصحابة قراءتها بالفارسية لما فتح فارس وأقيم فيها الجمعة -

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٤/ ١٦٠ : خطبہ جمعہ وعیدین وغیرہ کا عربی ہونا سنت اور اس کے خلاف دوسری زبانوں میں پڑھنا بدعت ہے (مصفی شرح مؤطا للشاہ ولی اللہ وکتاب الاذکار للنوی ودر مختار باب شروط الصلاۃ وشرح الاحیاء للزبیدی)۔

নামায, খুতবা ও সালাম আরবীতেই হতে হবে

প্রশ্ন : একজন মাওলানা সাহেব বলেছেন, নামায, সালাম ও জুমু'আর খুতবা আরবী ভাষায় পড়তে হবে, এটা কোনো জরুরি নয়। আরবী ভাষায় যে পড়তে হবে, এর কোনো দলিল নেই। প্রশ্ন হলো, তাঁর কথা ঠিক কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : উলামায়ে কেরাম যে সকল কিতাবের মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ের সমাধান দিয়ে আসছেন সব কিতাবে লেখা আছে যে নামায, জুমু'আর খুতবা ও সালাম আরবী ভাষায় হতে হবে। ভিন্ন কথা বলা মূর্খতা। (১/১৩০/১০৮)

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٨٤ : وإنما المنقول أنه رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية إلا عند العجز... ...لأن المأمور به قراءة القرآن، وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا. والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا، ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه فلقوة دليل قولهما رجع إليه.

📖فيه أيضا ١/ ٥٢١ : ورأيت في الولوالجية في بحث التكبير بالفارسية أن التكبير عبادة لله تعالى، والله تعالى لا يحب غير العربية، ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة، فلا يقع غيرها من الألسن في الرضا والمحبة لها موقع كلام العرب.

📖عمدة الرعاية بهامش شرح الوقاية (سعيد) ١ / ٢٠٠ : ولا شك فى أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتواترة من النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم فيكون مكروها تحريما.

খুতবার আগে তার অনুবাদ পেশ করা

প্রশ্ন : আমাদের জামে মসজিদে জুমু'আর নামাযের পূর্বে যে খুতবা পড়া হয় এর পূর্বে খুতবার বাংলা অনুবাদ করা হয়, এমন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : সাধারণ মুসল্লিদের দ্বীনি ফায়দার উদ্দেশ্যে জুমু'আর খুতবার পূর্বে খুতবার বাংলা অনুবাদ শোনালে আপত্তিকর নয়। তবে খুতবা সর্বাবস্থায় আরবীতেই প্রদান করতে হবে। (১০/৬১০/৩২০৪)

📖امداد الفتاوی (زکریا) ١ / ٦٤٩ : سوال— ... ... جمعہ کے خطبہ کی اذان کے وقت سے پہلے چار پانچ منٹ منبر سے علیحدہ خطبہ کا ترجمہ سنانا حسب فرمائش مصلیاں اور پھر

Scanned by CamScanner

فورا اذان خطبہ کے وقت منبر پر جانااور حسب معمول اذان خطبہ ہونااور عربی میں خطبہ کاپڑھنااس میں کوئی کراہت یامفسد نماز ہے یانہیں؟

الجواب—یہ خطبہ کاسنانا تذکیر ہےاور آیت وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین اپنے عموم سے ہر وقت کے تذکیر کی اجازت دیتی ہے، بجزان مواقع کے جو مستقل دلیل سے ممنوع ہیں۔

বাংলায় খুতবা প্রদান করা বিদ'আত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জামে মসজিদের ইমাম সাহেব বাংলা ভাষায় জুমু'আর খুতবা দিয়ে থাকেন। শরীয়তের আলোকে এর হুকুম কী?

উত্তর : জুমু'আর নামাযের পূর্বে খুতবা প্রদান করা ওয়াজিব। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আরবী ভাষায় খুতবা প্রদানের নিয়ম চলে আসছে। উপরন্তু খুতবা শুধু নসীহত নয় বরং তা ইবাদতও বটে। তাই ইবাদত নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে আদায় করা একান্ত অপরিহার্য হওয়ায় সমস্ত ফিকাহবিদ আরবী ভাষায় খুতবা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং অন্য যেকোনো ভাষায় খুতবা প্রদান থেকে নিষেধ করেছেন। তাই আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা প্রদান করা ইসলামে এক নব আবিষ্কৃত ও বিদ'আত বলে বিবেচিত হবে। (১০/৯৮৪/৩৪১৬)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ٢٧ : ولا ينبغي للإمام أن يتكلم في خطبته بشيء من حديث الناس لأنه ذكر منظوم والتكلم في خلاله يذهب بهاءه فلا يشتغل به كما في خلال الأذان -

📖 عمدة الرعاية بهامش شرح الوقاية (سعيد) ١ / ٢٠٠ : ولا شك فى أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتواترة من النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم فيكون مكروها تحريما.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۱۲۰ : خطبہ جمعہ وعیدین وغیرہ کا عربی ہونا سنت اور اس کے خلاف دوسری زبانوں میں پڑھنا بدعت ہے (مصفی شرح مؤطا للشاہ ولی اللہ وکتاب الاذکار للنووی ودر مختار باب شروط الصلاۃ وشرح الاحیاء للزبیدی)۔

Scanned by CamScanner

প্রথম খুতবা বাংলা দ্বিতীয় খুতবা আরবীতে দেওয়া

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযে সানী আযানের সাথে সাথে খতীব সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম খুতবা বাংলায় এবং সানী খুতবা আরবীতে প্রদান করেন। এভাবে খুতবা প্রদান বৈধ কি না? শরয়ী দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা আরবীতে খুতবা প্রদান করেছেন। তারপর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈনের যুগে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সর্বদা আরবীতেই খুতবা প্রদান করেছেন। আরবী ছাড়া অন্য যেকোনো ভাষায় খুতবা প্রদান করা মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। (১৪/৮৭৩/৫৭০০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٢١ : وكره الدعاء بالعجمية، لأن عمر نهى عن رطانة الأعاجم. اهـ والرطانة كما في القاموس: الكلام بالأعجمية.

📖 عمدة الرعاية بهامش شرح الوقاية (سعيد) ١ / ٢٠٠ : ولا شك فى أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتواترة من النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم فيكون مكروها تحريما.

আরবী-বাংলার সংমিশ্রণে খুতবা প্রদান করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদের খতীব সাহেব শুক্রবারে খুতবা প্রদানকালে আরবী খুতবা পড়ে সাথে সাথে তার বাংলা অনুবাদও করেন। তাঁর এ কর্ম কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : জুমু'আর খুতবা আরবীতে হওয়া আবশ্যক। এর সাথে অন্য কোনো ভাষার মিশ্রণ সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ায় নিষিদ্ধ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে খুতবা দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। (১৯/৮৪৬/৮৪৮৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٨٣ : (وصح شروعه) أيضا مع كراهة التحريم (بتسبيح وتهليل) وتحميد وسائر كلم التعظيم الخالصة له تعالى ولو مشتركة كرحيم وكريم في الأصح، وخصه

Scanned by CamScanner

الثاني بأكبر وكبير منكرا ومعرفا. زاد في الخلاصة والكبار مخففا ومثقلا (كما صح لو شرع بغير عربية) أي لسان كان، وخصه البردعي بالفارسية لمزيتها بحديث «لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية» بتشديد الراء قهستاني وشرطا عجزه، وعلى هذا الخلاف الخطبة.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٢ / ٥١٤ : الجواب- خطبة الجمعة لابد أن تكون من أولها إلى آخرها باللغة العربية وتكره تحريما بغير العربية مكروهة تحريما هذا عند الأحناف.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٣/ ٢٧٩ : الجواب- الخطبة فى العربية هى المسنونة المتوارثة وترجمتها فى لسان آخر مخالف للسنة المتوارثة -

খুতবা আরবী ভাষায় দেওয়া জরুরি কেন

প্রশ্ন : জুমু'আর খুতবা আরবীতে কেন দিতে হয়? বাংলায় বা অন্য ভাষায় দিলে আদায় হয় না কেন?

উত্তর : খুতবা নিছক ওয়াজ নয় বরং ইবাদতও বটে, যা আরবীতে দেওয়ার নিয়ম চলে আসছে। ইসলামের স্বর্ণযুগে তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈনের যুগে আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় জুমু'আর খুতবা প্রদান করা হতো না এবং পরবর্তীকালের ইমামগণ মুফতীয়ান ও ফুকাহায়ে কেরাম জুমু'আর নামাযের উভয় খুতবা আরবী ভাষায় পড়েছেন এবং অন্য ভাষায় পড়াকে সুন্নাত পরিপন্থী, নাজায়েয ও বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই জুমু'আর খুতবা সম্পূর্ণ আরবী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় দিলে আদায় হবে না। (১৮/২০৩/৭৫৫০)

📖 روح المعانى (دار الحديث) ١٤ / ٣٩٦ : "فاسعوا الى ذكر الله" ... ... والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٤٧ : لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدمه في باب صفة الصلاة من أنها غير شرط

Scanned by CamScanner

ولو مع القدرة على العربية عنده خلافا لهما حيث شرطاها إلا عند العجز كالخلاف في الشروع في الصلاة.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩/ ١٨٠ : اتفق الفقهاء على بعض الشروط لصحة الخطبة وهي:... ... ... كونها بالعربية تعبدا للاتباع، والمراد أن تكون أركانها بالعربية؛ ولأنها ذكر مفروض فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام، ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية. وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

📖 بہشتی زیور (حسینیہ کتبخانہ) ۱۱ / ۸۱ : دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا، اور کسی زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ کسی اور زبان کے اشعار وغیرہ ملا دینا جیسا کہ ہمارے زمانہ میں بعض عوام کا دستور ہے خلاف سنت مؤکدہ اور مکروہ تحریمی ہے.

অনুবাদসহ খুতবা প্রদান করা

প্রশ্ন : জুমু'আর প্রথম খুতবা দেওয়ার সময় আরবীতে পড়ার পর খুতবার মাঝে মাঝে তার কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করা হয়, এভাবে প্রথম খুতবা সমাপ্ত করা হয়। কখনো কখনো প্রথমে আরবীতে খুতবা দেওয়া হয়, অতঃপর দ্বিতীয় খুতবা দেওয়ার আগে প্রথম খুতবার বাংলা অনুবাদ করা হয়। উক্ত পদ্ধতিগুলো শরীয়ত মোতাবেক হবে কি না?

উত্তর : খুতবা নামাযের মতোই একটি ইবাদত, শুধু ওয়াজ ও বয়ান নয়। এ কারণে খুতবার আদ্যোপান্ত আরবী ভাষায় হওয়া জরুরি। আরবী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় খুতবা দেওয়া বা আরবী খুতবার মাঝে মাঝে অন্য ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতি শরীয়তে নেই। ইসলামের সোনালি যুগ থেকে আরবী ভাষায় বিনা অনুবাদে খুতবা প্রদানের নিয়ম চলে আসা তারই বাস্তব প্রমাণ। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর একটিও শরীয়ত সমর্থিত নয়, এরূপ করা সুন্নাতের খেলাফ। অবশ্য খুতবার অনুবাদ করে দেওয়া ভালো মনে করলে খুতবার আযানের পূর্বে বা নামাযের পরে করা যেতে পারে। (৬/৮২৪/১৪৫৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٤٧ : ويحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۹ / ۱۲۳ : السنة المتوارثة فى خطبة الجمعة هى أن تكون بالعربية والخطبة بغير العربية سواء كانت مترجمة بالهندية أو بالفارسية أو بغيرهما لكونها خلاف السنة بدعة مكروهة.

দুই খুতবার মাঝে বসে এস্তেগফার দরূদ ও বাংলায় বয়ান করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জুমু'আর নামাযের পূর্বে প্রদত্ত খুতবার মাঝখানে অর্থাৎ প্রথম খুতবা দেওয়ার পর বসা অবস্থায় নিজে এস্তেগফার ও দরূদ শরীফ পড়েন এবং মুসল্লিদের পড়তে নির্দেশ দেন, তারপর বাংলায় বয়ান করেন। অতঃপর আবার আরবী খুতবা যথানিয়মে প্রদান করেন। প্রশ্ন হলো, তা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : দুই খুতবার মাঝে ছোট তিন আয়াত পড়া পরিমাণ বসা সুন্নাত। ওই সময় দীর্ঘক্ষণ বসে নিজে বা মুসল্লিদেরসহ দু'আ-দরূদ, এস্তেগফার করা ও ওয়াজ-নসীহত করে সময়ক্ষেপণ করা সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ায় বর্জনীয়। (৮/৬৫৫/২৩১৫)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ۲/ ۸٤ : ثم عند أبي حنيفة رحمه الله يكره الكلام من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة للخطبة، وكذلك الصلاة. وقال أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله: لا بأس بأن يتكلم قبل الخطبة وبعدها ما لم يدخل الإمام في الصلاة.

وأما الكلام عند الجلسة الخفيفة، من مشايخنا رحمهم الله من قال: بأنه على هذا الخلاف، ومنهم من قال: بلا خلاف يكره-

📖 العناية (دار الفكر) ۲/ ۵۸ : (ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵ / ۳۸ : خطبہ جمعہ میں وعظ کہنا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دستور اور طریق نہ تھا یعنی سوائے عربی زبان کے خطبہ میں دوسری زبان داخل نہیں ہوئی، لہذا اردو فارسی پڑھنا خطبہ میں مکروہ ہے۔

Scanned by CamScanner

খুতবাকালীন দানবাক্স চালানো

প্রশ্ন : জুমু'আর খুতবার সময় নামায পড়া, কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এমনকি মসজিদের দানবাক্স চালানোও নিষিদ্ধ। প্রশ্ন হলো, যখন কাতার দিয়ে দানবাক্স নিজের সম্মুখে আসে তখন হাত দিয়ে বাক্স চালিয়ে দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : খুতবার সময় বাক্স চালানো নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়াও নিষিদ্ধ। (৯/৪১৫/২৬৭৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٢٣١- ٢٣٢ : لأن الاستماع والإنصات فرض بالنص والقراءة وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به " وكذلك في الخطبة -

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٦٠ : لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز .

📖 فتاوى دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵ / ۱۲۱ : الجواب—خطبہ کے وقت جبکہ نماز اور درود شریف پڑھنے کی بھی ممانعت حدیث شریف میں آئی ہے تو اس وقت چندہ جمع کرنا اور ڈبہ لئے پھرنا اور نمازیوں کو مشغول کرنا بدرجہ اولی ممنوع ہے۔

খুতবা চলাকালীন মাইক ঠিক করা

প্রশ্ন : খুতবা চলাকালীন খুতবায় ব্যবহৃত মাইকে ত্রুটি দেখা দিলে মাইকম্যান তা ঠিক করতে গেলে তার খুতবা শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে। এতদসত্ত্বেও মাইকম্যান খুতবা শ্রবণ বাদ দিয়ে মাইক ঠিক করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : ইমাম মিম্বরে বসার পর মাইক ঠিক করা নিষেধ। তবে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করলে মাইক ঠিক করে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেবে। (৯/৪১৫/২৬৭৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٥٩ : (قوله بل يجب عليه أن يستمع) ظاهره أنه يكره الاشتغال بما يفوت السماع، وإن لم

Scanned by CamScanner

يكن كلاما، وبه صرح القهستاني حيث قال: إذ الاستماع فرض كما في المحيط.

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٣ : الضرورات تبيح المحظورات.

খুতবা চলাকালীন মোবাইল ফোন বন্ধ করা

প্রশ্ন : খুতবার সময় বা নামায পড়া অবস্থায় মোবাইলে রিং হলে তা বন্ধ করা জায়েয হবে কি না? একবার বা একাধিকবার বন্ধ করার হুকুম কি একই, না ভিন্ন?

উত্তর : মসজিদে আসার আগেই মোবাইল বন্ধ করে দেওয়া আবশ্যক। যদি তা করা না হয়, আর খুতবা বা নামায অবস্থায় রিং হতে থাকে তাহলে এক হাতে সংযম করে তা বন্ধ করার অনুমতি রয়েছে। তবে নামায অবস্থায় তিন তাসবীহ পরিমাণ সময়ের ভেতরে তিন বা ততোধিকবার বন্ধ করলে নামায ভেঙে যাবে। (৯/৪১৫/২৬৭৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٢٤ : (و) يفسدها (كل عمل كثير)-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٢٥ : الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل.

📖 الخانية بهامش الهندية (زكريا) ١ / ١٢٨ : وان لم يصبه الحدث لكنه فعل فعلا ليس من أفعال الصلاة إن كان كثيرا له منه بد تفسد صلاته، وإن كان يسيرا لا تفسد صلاته، واختلفوا فى القلة والكثرة، قال بعضهم: كل ما يقام باليدين فهو كثير وما يقام بيد واحدة فهو يسير ما لم يتكرر.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۴۱۹ : بعض عبارات میں ثلاث حرکات متوالیہ کے بجائے ثلاث حرکات فی رکن ہے، اس میں رکن سے مقدار رکن مراد ہے یعنی جتنے وقت

Scanned by CamScanner

میں تین بار سبحان ربی الاعلی کہا جاسکے ظاہر ہے کہ اتنے وقت میں تین حرکات واقع
ہوئیں تو وہ متوالیہ ہی ہوں گی... قول اول جو اصل الاقوال واصحھا ہے اس کے مطابق
بھی ثلاث حرکات متوالیہ مفسد ہوں گی۔

খুতবাকালীন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা ও ওজু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা

প্রশ্ন : খুতবা চালাকালীন পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অন্যের ওপর পড়ে যায়, যার ওপর পড়ল সে কি তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাতে পারবে? যদি ঘুমন্ত ব্যক্তির ওজু নষ্ট হয়ে যায় অথচ সে বলতে পারে না। তখন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে কিভাবে জানাবে যে তোমার ওজু নষ্ট হয়ে গেছে ওজু করে আসো?

উত্তর : খুতবা চলাকালীন পার্শ্ববর্তী ঘুমন্ত ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙানোর অনুমতি নেই। তবে তার অজান্তে ওজু নষ্ট হয়ে গেলে ইশারার মাধ্যমে তার ওজু নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা বলে দেবে। (৯/৪১৫/২৬৭৫)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٤٨ : ويكره لمستمع الخطبة ما يكره في الصلاة كالأكل والشرب والعبث والالتفات.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٣٨ : ولو لم يتكلم لكن أشار بعينه أو بيده حين رأى منكرا الصحيح لا يكره-

খুতবাকালীন খতীব কাউকে বাংলায় সম্বোধন করা

প্রশ্ন : উত্তরা ৩ নং সেক্টর মসজিদে জুমু'আর সময় ইমাম সাহেব দ্বিতীয় খুতবা দানকালে মসজিদের সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি একটি গাড়ি দাঁড় করান। ইমাম সাহেব খুতবা অবস্থায় তা দেখে খুতবা পাঠরত অবস্থায়ই উক্ত গাড়িকে লক্ষ্য করে বলেন যে মসজিদের সামনে থেকে গাড়িটি সরান, মুসল্লিদের অসুবিধা হচ্ছে। এ বলে খুতবার অবশিষ্ট অংশটুকু পড়ে নিলেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত খুতবা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মুসল্লিদের অসুবিধা হয় এমন কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য খুতবা চলাকালীন কেবল ইমাম সাহেবের বলার অনুমতি আছে। (১/১৯২)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٣٨ : يكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة للإخلال بالنظم إلا أن يكون أمرا بمعروف لقصة عمر مع عثمان وهي معروفة.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ / ١٤٩ : وفي البدائع ويكره للخطيب أن يتكلم في حال خطبته إلا إذا كان أمرا بمعروف فلا يكره لكونه منها.

📖 الدر المختار (سعيد) ٢ / ١٤٩ : ويكره تكلمه فيها إلا لأمر بمعروف لأنه منها.

খতীব সাহেব সাহাবীর নামের সাথে '(রা.)' বলতে পারবেন

প্রশ্ন : খুতবার মাঝে হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের নাম আসলে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলার বিধান কী? তা যদি হাদীসের অংশ হিসেবে না হয় তাহলে তা বিদ'আত হবে কি না? উদাহরণস্বরূপ اللهم اغفر للعباس الخ বলার পরে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলা যাবে কি না?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরামের নাম আসলে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলা মুস্তাহাব। চাই খুতবার সময় হোক বা অন্য সময় এবং তা হাদীসের অংশ না হলেও বিদ'আত হবে না। (১৯/৪৯৮/৮২৬৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٧٥٤ : (ويستحب الترضي للصحابة) وكذا من اختلف في نبوته كذي القرنين ولقمان وقيل يقال صلى الله على الأنبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة للقرماني.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٧٥٤ : (قوله ويستحب الترضي للصحابة) لأنهم كانوا يبالغون في طلب الرضا من الله تعالى ويجتهدون في فعل ما يرضيه، ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء

Scanned by CamScanner

من جهته أشد الرضا، فهؤلاء أحق بالرضا وغيرهم لا يلحق أدناهم ولو أنفق ملء الأرض ذهبا.

📖 البحر الرائق ٨ / ٤٨٧ : ثم الأولى أن يدعو للصحابة بالرضا فيقول - رضي الله عنهم.

খুতবাকালীন তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া জায়েয নয়

প্রশ্ন : আমরা জানি, জুমু'আর খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কোনো নামায অথবা অন্য আমল সম্পূর্ণ নিষেধ। কিন্তু একটি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে খুতবা চলাকালীন দুখুলুল মসজিদ নামায পড়া যাবে, এর সমাধান কী?

উত্তর : খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় নামায পড়া এবং ওই সকল কাজ, যা খুতবা শ্রবণে বাধা হয় তা নিষেধ। তাই খুতবা চলাকালীন দুখুলুল মসজিদ পড়াও জায়েয নেই। আর ফাতওয়া বিজ্ঞ হক্কানী মুফতী থেকে নিতে হয়। টিভি চ্যানেল ফাতওয়া দেওয়ার বা ফাতওয়া নেওয়ার সঠিক স্থান নয়। (১৯/৬০৬/৮৩৭৪)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١ / ٣٧ : وأخرج الستة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم - قال «وإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت» وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد فمنعه منها أولى.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥٦ : (إذا خرج الإمام) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود شرح المجمع (فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها) .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥٦ : (قوله فلا صلاة) شمل السنة وتحية المسجد.

Scanned by CamScanner

দেখে দেখে খুতবা দিলে আদায় হয়

প্রশ্ন : জুমু'আ বা ঈদের খুতবা মুখস্থ দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? যদি সুন্নাত হয়ে থাকে, কিতাব দেখে খুতবা দিলে তা আদায় হবে কি না?

উত্তর : জুমু'আ বা ঈদের খুতবা কিতাব দেখে ও মুখস্থ যেকোনোভাবে দেওয়া যায়। খুতবা মুখস্থ দেওয়াই সুন্নাত মর্মে কোনো প্রমাণ কিতাবে পাওয়া যায় না। (৮/৮৭৭/২৩৭৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۹ / ۲۱ : قراءة الخطبة بالنظر فى الكتاب جائزة لا قدح فيها ولكن تصحيح الإعراب والاجتناب عن الغلط لازم.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۳ / ۸۷ : دونوں طرح خطبہ پڑھنا درست ہے شریعت میں کسی خاص طریقے کا نہ حکم دیا گیا ہے، نہ کسی خاص طریقے کو ترجیح دی گئی ہے۔

দুই খুতবার মাঝে কী দু'আ পড়তে হয়

প্রশ্ন : জুমু'আ ও ঈদের দুই খুতবার মাঝে বসে কী দু'আ পড়তে হয়?

উত্তর : জুমআ ও দুই ঈদের দুই খুতবার মাঝে নির্দিষ্ট কোনো দু'আ পড়ার কথা কিতাবে উল্লেখ নেই। তবে অন্তরে অন্তরে যেকোনো দু'আ করতে পারবে। (৬/৪০৭/১২৫১)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵ / ۴۹ : خطیب کو درمیان دو خطبوں کے جدائی کے لئے جلسہ اتنا کرنا چاہئے کہ تمام اعضاء اس کے قرار پا جائیں اور اس جلسہ میں دعا کرنا بدعت ہے اور سغناقی نے لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا نا دعا کے لئے دو خطبوں کے درمیان میں غیر مشروع ہے۔

ইমাম থাকতে খতীব নিয়োগ দেওয়া

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযের জন্য খতীব নিয়োগের শরয়ী ভিত্তি কী? মসজিদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ইমাম থাকা সত্ত্বেও খুতবা দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে অন্য কাউকে নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না? খতীব কি ইমামের চেয়েও বড়? খতীবের দায়িত্ব কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জুমু'আর নামায ও খুতবা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ইবাদত। আমাদের প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই এ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম ও যুগ যুগ ধরে মুসলিম মনীষীগণ এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। যিনি জুমু'আর খুতবা পড়তেন তিনিই জুমু'আর নামায পড়াতেন। তাই মুসল্লিগণের উচিত যে, এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য কোনো অভিজ্ঞ আলেমের সাথে পরামর্শক্রমে এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া, যিনি শরয়ী বিধানে পারদর্শী, খাঁটি আহলে সুন্নাতের আকীদা পোষণকারী, সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী, বিশুদ্ধ কোরআন পাঠে সামর্থ্যবান, নিষ্ঠাবান, ইসলামী চরিত্রের অধিকারী এবং মুসল্লিদের দ্বীন সম্পর্কে অবগত করা ও তাদের সমস্যাবলির শরীয়তসম্মত সমাধানে সক্ষম। অতএব, কোনো মসজিদের নিয়োগপ্রাপ্ত ইমাম যদি উল্লিখিত গুণের অধিকারী ও জুমু'আর নামাযের খুতবা দানে সক্ষম হন, তাহলে জুমু'আর জন্য অন্য কাউকে রাখার প্রয়োজন নেই। তবে যদি সকল মুসল্লি আগ্রহ করে এর চেয়ে অধিক যোগ্য ব্যক্তি জুমু'আর নামায ও খুতবার জন্য নিয়োগ করতে চান, তাহলে হক্কানী আলেমদের মাধ্যমে যাচাই করে পরিচালনা কমিটি নিয়োগ করতে পারে। (৬/৮২৫)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٤٤ : والحاصل أن حق التقدم في إمامة الجمعة حق الخليفة إلا أنه لا يقدر على إقامة هذا الحق بنفسه في كل الأمصار فيقسمها غيره بنيابته فالسابق في هذه النيابة في كل بلدة الأمير الذي ولي على تلك البلدة ثم الشرطي ثم القاضي ثم الذي ولاه قاضي القضاة.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٥٧ : (والأحق بالإمامة) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل واجب، وقيل سنة (ثم الأحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة، ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشبهات. والتقوى: اتقاء المحرمات.

খুতবার পূর্বে মিম্বরে বসে বয়ান করা

প্রশ্ন : কিছু মসজিদে দেখা যায় খুতবার পূর্বে দাঁড়িয়ে বয়ান করা হয়, আর কিছু মসজিদে দেখা যায় মিম্বরে বসে বয়ান করা হয়, আর কিছু মসজিদে দেখা যায় চেয়ারে বসে বয়ান করা হয়। মুসল্লিদের পক্ষ থেকে এ ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় দাঁড়িয়ে বয়ান করার জন্য বাধ্য করা হয়। প্রশ্ন হলো, মিম্বরে বসা ও না বসার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জুমু'আর দিন দ্বিতীয় আযানের পূর্বে মুসল্লিদের লক্ষ্য করে যে বয়ান করা হয় তা মিম্বরে বসে বা দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে যেকোনো পদ্ধতিতে করা যায়। এ ক্ষেত্রে খতীব সাহেবকে দাঁড়িয়ে বয়ান করার জন্য বাধ্য করা অনুচিত। তবে বসে বয়ান করার কারণে যদি খতীব সাহেবের চেহারা দেখতে মুসল্লিগণের অসুবিধা হয় তাহলে খতীব সাহেবের জন্য মুসল্লিগণ চেহারা দেখার উপযোগী জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে বয়ান করা উচিত। উল্লেখ্য, মিম্বরের ওপর বসে বয়ান করতে কোনো আপত্তি নেই। তবে দাঁড়িয়ে বয়ান করলে খুতবার সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বয়ান না করাই সমীচীন। (১৪/৭১/৫৫২২)

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ١ / ١٩٠ (٣٦٧) : عن عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، قال: كان أبو هريرة يقوم يوم الجمعة إلى جانب المنبر فيطرح أعقاب نعليه في ذراعيه ثم يقبض على رمانة المنبر، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال محمد صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم يقول في بعض ذلك: «ويل للعرب من شر قد اقترب» فإذا سمع حركة باب المقصورة بخروج الإمام جلس.

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٥٥ (٨٨٥) : عن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، وأتى النساء، فذكرهن.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱ / ۲۶۵ : جواب- نمازی حضرات اگر رضامند ہوں تواذان ثانی (یعنی خطبہ کی اذان) سے پہلے ضروری مسائل اور دینی احکام مختصرا بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے بلکہ مستحب ہے، صحابہ کرامؓ کے عمل سے ثابت ہے بدعت نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جمعہ کے روز خطبہ سے پہلے منبر کے قریب کھڑے ہو کر احادیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ .... مستدرک حاکم ۱ / ۱۰۸

খুতবার অনুবাদ না করে বয়ান করা

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযের পূর্বে ওই দিনের খুতবার বাংলা অনুবাদ না করে উচ্চকণ্ঠে বয়ান করা, যাতে মসজিদের মৌনতা ভঙ্গ হয়–এটা শরীয়তসম্মত কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জুমু'আর নামাযের খুতবার পূর্বে মসজিদে উচ্চস্বরে বয়ান করার দ্বারা যদি নামাযী ব্যক্তির নামাযের মধ্যে অথবা তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াতে বিঘ্ন না হয় তাহলে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বয়ান করা জায়েয হবে, অন্যথায় মাকরূহ। তবে যদি খুতবার পূর্বে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে বয়ান করার অনুমতি থাকে এবং এর জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকে এবং খতীব সাহেব উক্ত নির্দিষ্ট সময়ই বয়ান করে এমতাবস্থায় কোনো মুসল্লি বা তেলাওয়াতকারীর বিঘ্ন হলে তাতে খতীব সাহেব গোনাহগার হবেন না। উল্লেখ্য, খুতবার পূর্বে যেকোনো দ্বীনি আলোচনা এবং ওই দিনের খুতবার অনুবাদও করা যাবে। (১৭/৩৩)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٦٠ : أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١ / ٧٧٢ : الجواب- خطبہ سے پہلے وعظ کہنا جائز ہے البتہ اس میں یہ رعایت کی جائے کہ جو وقت خطبہ شروع ہونے کیلئے مقرر ہے، اس وقت وعظ شروع کیا جائے تاکہ لوگ سنتوں سے فارغ ہو جائیں اور جو شخص اس وقت تک بھی سنتوں سے فارغ نہ ہوگا وہ خود کوتاہی کرتا ہے۔

খুতবায় অমুসলিমদের জন্য বদ-দু'আ করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের খতীব সাহেব জুমু'আর খুতবায় দু'আ করতে গিয়ে اللهم اهلك الكفرة من اليهود والنصارىٰ والمشركين... এ দু'আও পড়েন। প্রশ্ন হলো, যে সমস্ত অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে (যেমন জাতিসংঘ ইত্যাদির মাধ্যমে) মুসলিমদের শান্তিচুক্তি আছে, তাদের ব্যাপারে এ ধরনের বদ-দু'আ করা উচিত হবে কি না? উপরন্তু তা বাংলাদেশের সংবিধানের সাথেও সাংঘর্ষিক।

উত্তর : খতীবদের জুমু'আর খুতবায় সাধারণত উক্ত দু'আ ও এ-জাতীয় অভিশাপসূচক বাক্যের উদ্দেশ্য সকল ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু নয়, বরং যারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জাতিসংঘের সনদ অমান্য করে অন্যায়ভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের সমূলে উৎখাত করা ও জুলুম নির্যাতন এবং বহুমুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। যেমন : চেচনিয়া, বসনিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, আরকানে চলছে, তাদের অভিশাপ করাই মূল উদ্দেশ্য। তাই এ বাক্য আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র ও জাতিসংঘ সনদের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

Scanned by CamScanner

অতএব এ-জাতীয় বাক্যাবলি ইমাম সাহেব দু'আর মধ্যে পড়তে পারেন। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম না হলেও কমপক্ষে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদও যদি না করা হয় তবে কী করা হবে? (১৭/৮৯৭/৭৩৬৬)

📖 سورة المائدة الآية ٥١ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣ / ١٠٣ (٤٠٩٤) : عن أنس رضي الله عنه، قال: «قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل، وذكوان، ويقول عصية عصت الله ورسوله».

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٤٩ : فإن سلطان هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على الأعداء.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۴/ ۱۵۲ : ہر زمانہ میں خطبہ کے مضمون کی ترتیب میں اسلام میں پیدا ہونے والے فتنوں سے مسلک اہل سنت کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے.

খতীব মিম্বরে বসে সালাম প্রদান করা

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের সমাজে মসজিদের খতীবগণ জুমু'আর নামাযের খুতবা দেওয়ার পূর্বে মিম্বরে আরোহণ করে মুসল্লিদের সম্বোধন করে যে সালাম দেন, শরীয়তে এর হুকুম কী?

উত্তর : খতীব সাহেবের জন্য মিম্বরে বসে খুতবা দেওয়ার পূর্বে মুক্তাদীদের লক্ষ্য করে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও আমাদের মাযহাবের বিজ্ঞ উলামাগণের মতে সালাম না দেওয়াই সমীচীন। তবে খতীব সাহেব সালাম দিয়ে ফেললে উপস্থিত মুসল্লিগণ মনে মনে উত্তর প্রদান করবে। (১১/২২২/৩৫৩৬)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٤٨ : وأما الخطيب فيشترط فيه أن يتأهل للإمامة في الجمعة، والسنة في حقه الطهارة والقيام والاستقبال بوجهه للقوم وترك السلام من خروجه إلى دخوله في

Scanned by CamScanner

الصلاة وترك الكلام، وقال الشافعي إذا استوى على المنبر سلم على القوم وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا خرج الإمام فلا صلاة، ولا كلام» يبطل ذلك وأما المستمع فيستقبل الإمام إذا بدأ بالخطبة وينصت، ولا يتكلم ولا يرد السلام، ولا يشمت، ولا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالا يصلي السامع في نفسه.

সানী আযান ও খুতবা মাইকে দেওয়া

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযের খুতবা এবং সানী আযান মসজিদের বাইরের মাইকে দেওয়ার হুকুম কী?

উত্তর : জুমু'আর সানী আযান ও খুতবা মসজিদের বাইরে আযানের জন্য ব্যবহৃত মাইকে দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। কোনো ইবাদতের সাথে অপ্রয়োজনীয় কাজ সংযুক্ত করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। তবে যদি মসজিদের ভেতরে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ না পৌঁছে তখন কেবল মুসল্লিদের শোনার মতো মাইক ব্যবহার করার অনুমতি আছে। (৯/৮৩২/২৮৯২)

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۳ / ۲٦۸ : لاؤڈ اسپیکر (آلہ مکبر الصوت) کا خطبہ اور وعظ میں استعمال کرنا جائز ہے، کوئی وجہ عدم جواز کی نظر نہیں آتی۔

📖 مسائل نماز جمعہ ص۱٦۱ : اذان (خطبہ) واقامت کا مقصد کا ایک ہی ہے یعنی حاضرین کو متوجہ اور مطلع کرنا، غائبین سے اس کی کوئی تعلق نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب عيدين

পরিচ্ছেদ : ঈদ

জাহাজে ঈদের নামায

প্রশ্ন : আমরা জাহাজে চাকরি করি। আমাদের মাসের পর মাস জাহাজে থাকতে হয়। আমরা কি জাহাজে ঈদুল ফিতর-আযহার নামায আদায় করতে পারব? উল্লেখ্য, বেহেস্তি জেওর গ্রন্থে আছে, কমসংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে কিংবা যেখানে জুমু'আর নামায হয় না সেখানে ঈদের নামায দুরস্ত নেই। এটি নিয়ে জাহাজে ফিতনা হয়েছে। এর দলিলভিত্তিক লিখিত উত্তর কামনা করছি।

উত্তর : আপনাদের ওপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। আর জাহাজে ঈদের নামায আদায় করলেও তা আদায় হবে না। অতএব বাড়াবাড়ি না করাই বাঞ্ছনীয়। (১৪/১০৩/৫৫৫৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ١٠٩ : ويشترط لصحتها) سبعة أشياء: الأول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء مجتبى لظهور التواني في الأحكام وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض يقدر على إقامة الحدود.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٥٠ : تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، كذا فى الهداية، ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة إلا الخطبة كذا فى الخلاصة.

হাজীগণ ঈদুল আযহার নামায পড়েন না কেন

প্রশ্ন : হাজীদের ঈদুল আযহার নামায পড়তে হয় না কেন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেহেতু ঈদুল আযহার সময় হাজীগণ হজের ফরয এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ আদায়ে ব্যস্ত থাকেন, তাই তাঁদের জন্য ঈদের নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়। শরীয়ত কর্তৃক তাঁদের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। (১৭/৯৩২/৭৩৯৫)

📖المحيط البرهاني (دارالكتب العلمية) ٢ / ١٧٧ : إنما الصحيح ما قلنا: لا يصلي بمنى صلاة العيد بالاتفاق، لا لعدم المصرية بل لاشتغال الحاج بأعمال المناسك في ذلك اليوم.

📖رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٦١٧ : وأما صلاة العيد ففي شرح مناسك الكنز للمرشدي عن المحيط والذخيرة وغيرهما أنه لا يصليها بها بخلاف الجمعة وفي شرح المنية للحلبي أنه لا يصليها بها اتفاقا للاشتغال فيه بأمور الحج... ... ... قلت: أما عدم صلاتها بمنى فقد علمت نقله وأما بمكة فلعل سببه أن من له إقامة العيد يكون بمنى حاجا.

ঈদগাহ ছেড়ে মসজিদে জামাআত

প্রশ্ন : যে মহল্লায় ঈদগাহ আছে সে মহল্লার মসজিদে ঈদের জামাআত করা যাবে কি?

উত্তর : ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা। বিশেষ কোনো প্রয়োজন যথা বৃষ্টি ইত্যাদি ছাড়া মসজিদে পড়া মাকরূহ। (১/২৮৮)

📖الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٦٩ : (والخروج إليها) أي الجبانة لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع) هو الصحيح.

📖رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٦٩ : (قوله: هو الصحيح) قال في الظهيرية. وقال بعضهم: ليس بسنة وتعارف الناس ذلك لضيق المسجد وكثرة الزحام والصحيح هو الأول. وفي الخلاصة والخانية السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة، ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق.

Scanned by CamScanner

ঈদগাহ ছেড়ে মাঠে বা মসজিদের বারান্দায় ঈদের নামায

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মুসল্লিরা কয়েক বছর হতে মসজিদের বারান্দায় বা মাঠে ঈদের নামায পড়েন অথচ ১০-২০ মিনিট হাঁটার দূরত্বে ঈদগাহ আছে। এমতাবস্থায় ঈদগাহে যাওয়া জরুরি নাকি সেখানেও নামায হবে?

উত্তর : ঈদের নামায ঈদগাহে গিয়ে আদায় করা সুন্নাত। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায আদায় করেছেন। তাই বিনা প্রয়োজনে মসজিদে ঈদের নামায পড়া সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ায় অনুচিত, তবে প্রয়োজনে মসজিদে পড়ার অবকাশ আছে। যেখানেই পড়া হোক নামায আদায় হয়ে যাবে। (১৭/৫৪৬/৭১৭১)

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٢ /١٠٠ : والخروج إلى الجبانة لصلاة العيد سنة، وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشايخ.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ / ۲۹۲ : عید کی نماز عیدگاہ میں جاکر پڑھنا سنت ہے،اگر کوئی عذر ہو تو مسجد میں بھی درست ہے اور بلا عذر مسجد میں پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔

বিনা ওজরে মসজিদে ঈদের নামায

প্রশ্ন : ঈদের নামায মসজিদে পড়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবদ্দশায় ওজর ছাড়া ঈদের নামায মসজিদে না পড়ে সবাইকে নিয়ে খোলা ময়দানে আদায় করেছেন। তাই কোনো ধরনের ওজর না থাকলে খোলা ময়দানে ঈদের নামায আদায় করা সুন্নাত। বিনা ওজরে মসজিদে ঈদের নামায পড়লে নামায সহীহ হয়ে যাবে, তবে সুন্নাতের খেলাফ হবে। (১২/৩৫৭/৩৯৬০)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢٤١ (٩٥٦) : عن أبي سعيد الخدري، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٩ : (والخروج إليها) أي الجبانة لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع) هو الصحيح.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٦٩ : والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف من يصلي بالضعفاء في المصر بناء على أن صلاة العيد في موضعين جائزة بالاتفاق.

মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজের মাঠে ঈদের জামাআত

প্রশ্ন : ঈদগাহের নির্দিষ্ট ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা না থাকাবস্থায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মাঠে অথবা সরকারি খাসজমিতে কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমতি নিয়ে ঈদের নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : ঈদগাহের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অনুমতি সাপেক্ষে স্কুল-কলেজের মাঠে বা সরকারি ময়দানে ঈদের নামায পড়তে কোনো আপত্তি নেই। (১২/৩৫৭/৩৯৬০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٩ : (والخروج إليها) أي الجبانة لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع) هو الصحيح.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٣ / ٢٣٨ : عیدین کے لئے عیدگاہ ہونا ضروری نہیں، جنگل باغ اور میدان میں جہاں مناسب سمجھیں ادا کر لیا کریں۔

কবরস্থানের খালি জায়গায় ঈদের জামাআত

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের খালি জায়গা, যেখানে এখনো কবর দেওয়া হয়নি সেখানে গ্রামবাসীদের ঈদের নামায আদায় করা জায়েয হবে কি না? উল্লেখ্য, বিগত

Scanned by CamScanner

কয়েক বছর সেখানে ঈদের নামায চলে আসছে। কেউ কেউ মনে করেন কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত স্থানে ঈদের নামায আদায় হবে না।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের কোনো অংশকে স্থায়ী ঈদগাহ বানানোর অনুমতি নেই। কিন্তু কবরস্থানের যে অংশে লাশ দাফন করা হয়নি এবং মুসল্লি ও কবরের মাঝে কোনো দেয়াল ইত্যাদি বিদ্যমান, এ রকম কবরস্থানের খালি জায়গায় ঈদের নামায আদায় করা জায়েয হবে। তবে অন্য জায়গায় স্থায়ী ঈদগাহ বানানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সবার দায়িত্ব। (৭/৪৯২/১৭৫৩)

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ٣٥٧ : وفي زاد الفقير وتكره الصلاة في المقبرة إلا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذر فيه اهقال الحلبي لأن الكراهة معللة بالتشبه وهو منتف حينئذ وفي القهستاني عن جنائز المضمرات لا تكره الصلاة إلى جهة القبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه.

📖 فتاوى رحيميہ (دارالاشاعت) ٥ / ٧٣ : الجواب- ہرایک شہر میں عیدگاہ کا ہونا ضروری ہے۔ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے،... ... ... جب تک عیدگاہ کیلئے موزون جگہ میسر نہ آئے تو جنگل وغیرہ میں نماز عید کے لئے کوئی جگہ اس کے مالک یا منتظمین یا حکومت کی اجازت سے متعین کی جاسکتی ہے قبرستان وسیع ہے تو خالی جگہ جہاں قبر نہ ہوں یا ہوں مگر دور ہوں یا دیوار کی آڑ میں ہوں تو اس جگہ اگر عارضی طور پر نماز پڑھی جائے تو قابل مواخذہ نہیں ہے.

বাজারের গলি, মসজিদ ও মাঠে ঈদের জামাআত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার ঈদগাহ ছোট হওয়ার দরুন ঈদগাহসহ বাজারের গলিতেও কিছু লোক নামায আদায় করতে হয়। পাশে একটি স্কুল মাঠ আছে, একবার সেখানে ঈদের জামাআত আদায় করা হয়েছে। কিন্তু এলাকার কিছু লোক বলেন যে স্কুলের মাঠে অথবা বাজারের গলিতে ঈদের নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। নামায সহীহ হওয়ার জন্য মসজিদের মালিকানা জমি হতে হবে। ঈদের নামায মসজিদ, মাঠ,

Scanned by CamScanner

বাজারের কিছু অংশ অথবা স্কুলের মাঠে আদায় করার ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্ত কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : ওয়াক্ফকৃত ঈদগাহ থাকাবস্থায় সেখানেই ঈদের নামায আদায় করবে। ঈদগাহ না থাকলে প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদের মাঠে ঈদের নামায পড়বে, এতে জায়গার সংকুলান না হওয়াবস্থায় এদিকে-সেদিকেও মুসল্লি দাঁড়াতে পারবে। এভাবে প্রয়োজনে স্কুলের মাঠেও কাতার বানাতে আপত্তি নেই। ঈদগাহ বা মসজিদের মাঠ ছেড়ে মসজিদের ভেতরে বা স্কুলের মাঠে ঈদের নামায আদায় করবে না। নামায সহীহ হওয়ার জন্য মসজিদের মালিকানাধীন জমি হওয়া জরুরি নয়। (১০/৮৯৮/৩৩৮২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٩ : (والخروج إليها) أي الجبانة لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع) هو الصحيح.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱ / ۲۷۵ : عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت مؤکدہ متوارثہ ہے.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۲۳۸ : عیدین کے لئے عیدگاہ ہونا ضروری نہیں، جنگل باغ اور میدان میں جہاں مناسب سمجھیں ادا کرلیا کریں۔

এক ঈদগাহকে পাশ কাটিয়ে অন্য ঈদগাহে যাওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় তিনটি গ্রাম মিলে একটি ঈদের মাঠ। তার মধ্যে একটি গ্রামবাসীর থেকে জমির মালিক ওয়াদা নিয়ে নেয় যে যদি তোমরা এই মাঠে নামায পড়তে আসো তাহলে জমি দেব, অন্যথায় দেব না। তার কথা অনুযায়ী গ্রামবাসী তাকে ওয়াদা দিলে সে জমি ঈদের নামাযের জন্য ওয়াক্ফ করে দেয়। তারপর দীর্ঘদিন যাবৎ তারা ওই মাঠে নামায আদায় করে আসছে। এখন ওয়াদাকৃত গ্রামবাসীর ঈদগাহে যাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা, তাও আবার আরেকটি ঈদগাহ অতিক্রম করে যেতে হয়। তাই গ্রামবাসী চাচ্ছে যে নিজেদের গ্রামের মসজিদে ঈদের নামায আদায় করবে। প্রশ্ন হলো, তারা ঈদের নামায মসজিদে আদায় করতে পারবে কি না? ঈদের নামাযে এক মাঠ অতিক্রম করে অন্য মাঠে যাওয়াতে কোনো শরয়ী অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : বাইরে খোলা ময়দানে ঈদের নামায আদায় করা সুন্নাত। একান্ত অপারগতাবশত মসজিদে আদায় করা যায়। আর ঈদের নামায আদায় করার জন্য এক

Scanned by CamScanner

মাঠ অতিক্রম করে অন্য মাঠে যাওয়াতে অসুবিধা নেই। কেননা একই এলাকায় অনেকগুলো জামাআত হলে যেকোনো এক জামাআতে অংশগ্রহণ করা যায়। (১৬/৩৪৪/৬৫৩১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٩ : (والخروج إليها) أي الجبانة لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع) هو الصحيح.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٢ : وإلا فإذا فاتت مع إمام وأمكنه أن يذهب إلى إمام آخر فإنه يذهب إليه؛ لأنه يجوز تعدادها في مصر واحد في موضعين وأكثر اتفاقا إنما الخلاف في الجمعة.

কোনো প্রতিষ্ঠানের মাঠে ঈদের নামায ও ওয়াক্‌ফের পর ঈদগাহের নিয়্যাত

প্রশ্ন : স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার মাঠে ঈদের নামায পড়া যাবে কি না? এবং সেই মাঠে অন্য কোনো কাজ যেমন ধান, পাট শুকানো, খেলাধুলা, মিটিং ও অন্যান্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা যাবে কি না? উল্লেখ্য, জমিদাতা যদি জমি দেওয়ার সময় নির্দিষ্ট কোনো নিয়্যাত না করে সাধারণভাবে দেয় তাহলে তার বিধান কী? আর যদি জমিদাতা জমি দেওয়ার সময় নয় বরং জমি রেজিস্ট্রির পর এই নিয়্যাত করে যে এখানে ঈদের নামাযও পড়া হবে। তাহলে তার হুকুম কী? দয়া করে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি যে খাতে ওয়াক্‌ফ করা হয় তা উক্ত খাত ব্যতীত অন্য খাতে ব্যবহার করার অনুমতি শরীয়তে নেই। ওয়াক্‌ফ সম্পন্ন হওয়ার পর স্বয়ং ওয়াক্‌ফকারীর জন্যও অন্য খাতে খরচ করা বা খাত পরিবর্তন করার অনুমতি নেই। ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া সুন্নাত। তথাপি শরয়ী ওজরবশত সরকারি জায়গায়, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মাঠে ঈদের নামায পড়তে হলে মালিকের বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া জরুরি। আর উক্ত মাঠগুলো যেহেতু শরয়ী ঈদগাহ নয় তাই কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সেখানে জায়েয অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, মিটিং, ধান-পাট ইত্যাদি শুকানো বৈধ হবে। (১৫/৫১/৫৮৫৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٩ : (ثم خروجه) ليفيد تراخيه عن جميع ما مر (ماشيا إلى الجبانة) وهي المصلى العام، والواجب مطلق التوجه (والخروج إليها) أي الجبانة لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع) هو الصحيح.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٣٣ : (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف.

📖 فيه ايضا ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن ... ولو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو الصغير لزم أجر المثل.

📖 كفايت المفتى (دارالاشاعت) ٧ /٦٦ : جو چيز جس كام كے لئے وقف ہوئی ہے اسی كواس كام ميں صرف كرنا چاہئے،اس كے غير ميں صرف كرنا جائز نہيں۔

মসজিদের জায়গায় ঈদগাহ বানানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট কোনো মাঠ না থাকায় আমরা কয়েক বছর যাবৎ এলাকার মসজিদের (ওয়াক্‌ফকৃত) আঙিনায় ঈদের মাঠ বানিয়ে তাতে ঈদের নামায পড়ে আসছি। এলাকার কিছু আলেমের মুখে শোনা যায় মসজিদের জায়গায় ঈদের নামায পড়া জায়েয নেই। এ নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, মসজিদের আঙিনায় ঈদের মাঠ বানিয়ে ঈদের নামায পড়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদের নামায জনবসতির বাইরে নির্ধারিত মাঠে পড়াই সুন্নাত। অপারগতায় মসজিদে বা মসজিদের আঙিনায় ঈদের নামায পড়া হলে তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গাকে স্থায়ীভাবে ঈদগাহে রূপান্তরিত করার অনুমতি নেই। (১২/১৩৮/৩৮৪৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٥٠ : الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع، على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح، هكذا في المضمرات.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٣٣ : شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.

ঈদের নামাযে তাকবীরের সংখ্যা

প্রশ্ন : আমরা জানি, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর। ছয় তাকবীর প্রসঙ্গে শরীয়তের দলিলগুলো সূত্রসহ জানালে উপকৃত হতাম। কেউ কেউ বলেন, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত বারো তাকবীর বলতে হয়। কথাটি শরীয়তের ভিত্তিতে কতটুকু সঠিক?

উত্তর : ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি বলা হবে সে ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাব মতে অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি, যা সহীহ হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। উল্লেখ্য, হাদীস শরীফে এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরসংক্রান্ত আরো কিছু নিয়ম বর্ণিত আছে, যেসব নিয়মের মধ্যে বারো তাকবীরের নিয়মটি প্রসিদ্ধ হলেও হাদীস শরীফে ছয় তাকবীরসংক্রান্ত পদ্ধতিটি অত্যন্ত তাকীদ ও গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এ পদ্ধতিটির হাদীসগুলোর সনদ অন্যান্য পদ্ধতির হাদীসগুলোর চেয়ে অধিক সহীহ ও শক্তিশালী। উপরন্তু বড় বড় সাহাবী অধিকাংশ সময় ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামায আদায় করেছেন। তাই হানাফী ফকীহগণ ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের পদ্ধতিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (১৮/৭১০)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤٩٦ (١١٥٣) : عن مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة، جليس لأبي هريرة، أن سعيد بن العاص، سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: «كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز» ، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: «كذلك كنت أكبر في البصرة، حيث كنت عليهم» ، وقال أبو عائشة: «وأنا حاضر سعيد بن العاص» -

📖 شرح معانى الآثار (عالم الكتب) ٤/ ٣٤٥ (٧٢٧٣) : أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد،

Scanned by CamScanner

فكبر أربعا وأربعا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: «لا تنسوا، كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه»- فهذا حديث حسن الإسناد. وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية ليس كمن روينا عنه الآثار الأول، فإن كان هذا الباب من طريق صحة الإسناد يؤخذ فإن هذا أولى أن يؤخذ به مما خالفه. غير أنه ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في كل ركعة أربعا، وأخبرهم أن ذلك كتكبير الجنائز. فاحتمل بأن يكون الأربع سوى تكبيرة الافتتاح، فيكون ذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقولهم. واحتمل أن يكون ذلك على أربع بتكبيرة الافتتاح فيكون مخالفا لقولهم.

📖شرح معانى الاثار (عالم الكتب) ٤/ ٣٤٦ (٧٢٧٥) : عن مكحول قال: حدثني رسول حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين أربعا وأربعا، سوى تكبيرة الافتتاح».

৬ ও ১২ তাকবীরের হাদীসের মান নির্ণয়

প্রশ্ন : প্রচলিত নামধারী আহলে হাদীসের লোকেরা ঈদের তাকবীর ১২টি বলে দাবি করে এবং প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করে :

ان النبى صلى صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين فى الاولى سبعا قبل القراءة وفى الاخرة خمسا قبل القراءة.

এ ছাড়া আরো দুই শত সহীহ হাদীস আছে বলে দাবি করে এবং হানাফীদের ছয় তাকবীরের হাদীসের কোনো অস্তিত্ব নেই বলে বেড়ায় এবং বলে যে হানাফীদের ছয় তাকবীরের হাদীস মনগড়া ও বানানো বৈ কিছু নয়। জানার বিষয় হলো, তাদের দাবীকৃত হাদীসগুলোর অস্তিত্ব হাদীসের জগতে আছে কি না? থাকলে মান কী? এবং

Scanned by CamScanner

হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে কোন কোন কিতাবে আছে? এবং পাশাপাশি হানাফীদের ছয় তাকবীরের হাদীসগুলো কী? এবং মান কী? এবং কোন কোন কিতাবে আছে?

উত্তর : ঈদের নামাযে অতিরিক্ত বারো তাকবীর সম্পর্কে গাইরে মুকাল্লিদদের দাবীকৃত দুই শত হাদীসের অস্তিত্ব হাদীস ভাণ্ডারে পাওয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মনগড়া দাবি বৈ কিছু নয়। তবে এ ব্যাপারে কিছু হাদীস ও আসার পাওয়া যায়। যার কিছু যঈফ, কোনোটি সর্বোচ্চ হাসান লিগাইরিহীর পর্যায়ের।

পক্ষান্তরে হানাফীদের ছয় তাকবীরের আমল প্রমাণসিদ্ধ। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস ও আসার রয়েছে এবং এগুলো সনদের দিক থেকে বেশি শক্তিশালী। বিশেষত কাসেম ইবনে আবদুর রহমানের সনদে বর্ণিত হাদীসটি হাসান লিজাতিহী তথা সহীহের পর্যায়ের। কিন্তু বারো তাকবীরের কোনো হাদীস এ পর্যায়ের পাওয়া যায় না। সাথে সাথে ছয় তাকবীরের ওপর হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইজমা হয়েছে, যা ইমাম তাহাভী (রহ.) সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, হাদীস শরীফে বারো তাকবীর সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা হয়েছে, সব তাকবীরে যায়েদা নয়, বরং তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে রুকু ও যায়েদা মিলিয়ে তাকবীরের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। যে হাদীসে তাকবীরের সংখ্যা জানাযার মতো বলে উল্লেখ হয়েছে, সেখানে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর মিলে চার তাকবীর হয়, দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীরসহ চার তাকবীর হয়। সুতরাং এসব হাদীস ছয় তাকবীরের দলিল। (১৫/৩৬৯/৬০১৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤٩٦ (١١٥٣) : عن مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة، جليس لأبي هريرة، أن سعيد بن العاص، سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: «كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز» ، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: «كذلك كنت أكبر في البصرة، حيث كنت عليهم» ، وقال أبو عائشة: «وأنا حاضر سعيد بن العاص» -

📖 شرح معانى الآثار (عالم الكتب) ١/ ٤٩٥ (٢٨٤٦) : عن إبراهيم، قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون في التكبير على الجنائز، لا تشاء أن تسمع رجلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر سبعا، وآخر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر خمسا، وآخر يقول: سمعت رسول

Scanned by CamScanner

الله صلى الله عليه وسلم يكبر أربعا إلا سمعته، فاختلفوا في ذلك، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه. فلما ولي عمر رضي الله عنه، ورأى اختلاف الناس في ذلك، شق ذلك عليه جدا، فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم. فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين، فأشر علينا، فقال عمر رضي الله عنه: بل أشيروا أنتم علي، فإنما أنا بشر مثلكم. فتراجعوا الأمر بينهم، فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز، مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات، فأجمع أمرهم على ذلك".

৬ তাকবীরের হাদীস

প্রশ্ন : আমরা অতিরিক্ত ছয় তাকবীরে দুই ঈদের নামায আদায় করে থাকি। তথাকথিত আহলে হাদীসরা বলে থাকে, এটা কোনো হাদীসে নেই এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো দিন ৬ তাকবীরে নামায আদায় করেননি। ওরা বলে হাদীসে ১২, ৯ এবং ৪ তাকবীর সম্পর্কে আছে। এখন জানতে চাই, সিহাহ সিত্তাহসহ কোন কোন হাদীসের কিতাবে ৬ তাকবীর উল্লেখ আছে। বর্ণনাকারীসহ পৃষ্ঠা নম্বর জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ঈদের নামাযের তাকবীর প্রসঙ্গে হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় সকল ইমাম একমত যে এসব হাদীসে শুধু অতিরিক্ত তাকবীরের বর্ণনাই নয় বরং তার সাথে অন্যান্য তাকবীর যেমন তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরের বর্ণনাও রয়েছে। হানাফী ইমামগণের মতে সবকটি হাদীস ৬, ৮, ৯ ও ১২ ইত্যাদির ওপর আমল করা জায়েয হলেও ৬ তাকবীরের হাদীসগুলোর ওপরই আমল করা সুন্নাত। যেহেতু হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরামের মতানুযায়ী ৮ এবং ৯ তাকবীরের হাদীসগুলো বাস্তবে ৬ তাকবীরের হাদীস, তাই এসব হাদীসে অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সাথে তাকবীরে তাহরীমা একটি ও রুকুর তাকবীর দু-একটির বর্ণনাসহ মোট ৮-৯

Scanned by CamScanner

তাকবীরের উল্লেখ রয়েছে। আর ৬ তাকবীরের ওপরেই প্রসিদ্ধ ১০ জন সাহাবায়ে কেরামের আমল ও তাদের ফাতওয়া বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বিদ্যমান। তাই ৬ তাকবীরের ব্যাপারে কোনো হাদীস নেই বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৬ তাকবীরের সাথে ঈদের নামায পড়েননি–এ ধরনের উক্তির কোনো অবকাশ নেই।

নিম্নে কিছু হাদীসের বর্ণনা দেওয়া হলো :

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত,

📖 عن مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة، جليس لأبي هريرة، أن سعيد بن العاص، سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: «كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز»، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: «كذلك كنت أكبر في البصرة، حيث كنت عليهم»، وقال أبو عائشة: «وأنا حاضر سعيد بن العاص». سنن ابى داود (١١٥٣)

এই হাদীসে তাকবীরে তাহরীমাসহ এক রাক'আতে জানাযার মতো ৪ তাকবীরের কথা উল্লেখ রয়েছে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আমল বর্ণিত,

📖 عن عبد الله بن الحارث، قال: «صلى بنا ابن عباس، يوم عيد فكبر تسع تكبيرات، خمسا في الأولى، وأربعا في الآخرة، والى بين القراءتين». مصنف ابن ابى شيبة (٥٧٠٨)

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত,

📖 عن ابن مسعود، «في الأولى خمس تكبيرات بتكبيرة الركعة وبتكبيرة الاستفتاح، وفي الركعة الأخرى أربعة بتكبيرة الركعة». مصنف عبد الرزاق (٥٦٨٥)

তাবারানী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল বর্ণিত, (৩/২৪০/৫৫৭)

📖 عن كردوس، قال: «كان عبد الله بن مسعود يكبر في الأضحى، والفطر تسعا تسعا، يبدأ فيكبر أربعا، ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها، ثم يقوم في الركعة الآخرة فيبدأ فيقرأ، ثم يكبر أربعا يركع بإحداهن». المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ٩/ ٣٠٢ (٩٥١٣)-

Scanned by CamScanner

ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ১২ তাকবীরে ঈদের নামায

প্রশ্ন : ফিতনা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ানোর কোনো ছাড় রয়েছে কি না?

উত্তর : অভিজ্ঞ ফিকাহবিদগণ যদিও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে নিজ মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবের ওপর আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমনটি করার অবকাশ নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় নিজ মাযহাব পরিত্যাগ করে বারো তাকবীরে ঈদের নামায পড়ানো বৈধ হবে না। (১৫/৭/৫৯১১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٥٠٨ : فلا يفتي بغير الراجح في مذهبه، لما قدمه الشارح في رسم المفتي بقوله: وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم، والقاضي ملزم به، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع، وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا -

📖 نبراس صـ ٧٣ : إلا إذا اشتدت الحاجة فيجوز الرجوع إلى قاضى مذهب آخر ليفتى بحاجته وهذه الفوائد مما تحفظ -

একই ঈদগাহে একাধিক ঈদের জামাআত

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের ঈদগাহে প্রতি বছর পৃথক পৃথক ইমাম কর্তৃক পরিচালিত ঈদের দুটি জামাআত অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি রাত্রি বেলায় পরের দিনের একাধিক জামাআতের সময়সূচিও ঘোষণা করা হয়। প্রশ্ন হলো, একই ঈদগাহে ঈদের নামাযের একাধিক জামাআত করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত পদ্ধতিতে একই ঈদগাহে দুবার জামাআত করা হলে উভয় জামাআত শুদ্ধ হলেও দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ বলে বিবেচ্য। পারতপক্ষে একই ঈদগাহে দ্বিতীয় জামাআত করা অনুচিত। ঈদগাহ ব্যতীত অন্য জায়গায় দ্বিতীয় জামাআতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, অথবা যারা প্রথম জামাআতে শরীক হতে পারেনি, তারা অন্য স্থানে অনুষ্ঠিত জামাআতে অংশ নিয়ে নামায আদায় করে নেবে। (১৬/৫৩৮/৬৬৪৫)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٦ : (ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام) ... ... (و) لو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر فعل لأنها (تؤدى بمصر) واحد (بمواضع) كثيرة (اتفاقا).

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ / ۱۳۵ : ایک عیدگاہ میں عید کی نماز دوبارہ پڑھنے سے نماز صحیح تو ہو جائیگی مگر جن عوارض کی وجہ سے مسجد میں جماعت ثانیہ مکروہ ہے وہ یہاں بھی ہیں، بلکہ ایک قباحت مزید ہے کہ انتظام میں خلل اور عوام میں انتشار کا خطرہ ہے۔ اس لئے یہ لوگ عیدگاہ کی بجائے کسی دوسرے مقام میں عید کی جماعت کریں۔

প্রথম জামাআতে নামায পড়ে দ্বিতীয় জামাআতের ইমামতি করা

প্রশ্ন : ঈদের নামায ইমামের সাথে আদায় করেছি। দ্বিতীয়বার উক্ত জায়গায় আমি ঈদের নামাযের ইমামতি করতে পারব কি না?

উত্তর : ঈদের নামায ইমামের পেছনে আদায় করার পর দ্বিতীয় জামাআতের ইমামতি করলে নামায শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে ঈদগাহে দ্বিতীয়বার জামাআত করাও একান্ত অপারগতা ছাড়া মাকরূহ। (১৭/৮২৬/৭২২০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٨٧ : لا يصح اقتداء رجل بامرأة... ولا مفترض بمتنفل ... ولا ناذر بمتنفل.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٩٢ : (قوله ولا ناذر بمتنفل) لأن النذر واجب فيلزم بناء القوي على الضعيف.

📖 فتاوی دارالعلوم دیوبند (مکتبۂ دارالعلوم) ٥ / ٢٢٤ : الجواب—زید عیدین یا جمعہ کی نماز دو دفعہ نہیں پڑھا سکتا اگر ایسا کیا پچھلے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ امام کی دوسری نماز نفل ہوئی اور متنفل کے پیچھے مفترض یا واجب پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوئی.

Scanned by CamScanner

অতিরিক্ত তাকবীর আগে দিয়ে তাকবীরে তাহরীমা পরে বলার বিধান

প্রশ্ন : আমাদের ইমাম সাহেব ঈদের নামায পড়াতে গিয়ে প্রথমে তাকবীরে যায়েদা দ্বারা শুরু করেছেন, পরবর্তীতে তাকবীরে তাহরীমা আদায় করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করার পর তিনি উত্তর দেন যে নামায সহীহ হয়েছে। প্রশ্ন হলো, উক্ত ইমামের নামায সহীহ হয়েছে কি না? উল্লেখ্য, উক্ত ইমাম এভাবে বিগত বিশ-পঁচিশ বছর নামায পড়িয়েছেন। যদি নামায সহীহ না হয় তাহলে বিগত নামাযগুলোর কী হুকুম? প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ইমাম সাহেবের প্রথম তাকবীরটি তাকবীরে তাহরীমা হিসেবে গণ্য হয়ে নামায শুদ্ধ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। তবে ভবিষ্যতে নিয়ম মোতাবেক প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। (৯/৯২৪/২৯২৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٣٠ : التحريمة وهي تكبيرة الافتتاح وإنها شرط صحة الشروع في الصلاة عند عامة العلماء... قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر» ، نفى قبول الصلاة بدون التكبير، فدل على كونه شرطا.

📖 فتح القدير (دار الفكر) ١ / ٤٨٣ : ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم، ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته.

ভুলে সূরা ফাতেহার কিছু অংশ পড়ার পর তাকবীর দেওয়া

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ঈদের নামাযের প্রথম তাকবীর দেওয়ার পর সূরা ফাতেহা শুরু করেন। স্মরণ হওয়ার পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর আদায় করলেন এবং নামায শেষে সাহু সিজদা করেন। এ নামাযের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যদি ইমাম সাহেব ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর আদায় না করে ভুলে ফাতেহা শুরু করে এবং সূরা মেলানোর আগেই স্মরণ হয় তাহলে তিনি তাকবীর আদায় করে পুনরায় সূরায়ে ফাতেহা পড়বেন এবং শেষে সিজদায়ে সাহু আদায় করে নামায

Scanned by CamScanner

শেষ করবেন। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পুনরায় পড়ে থাকলে ঈদের নামায শুদ্ধ হয়েছে। (১৬/৬৪২/৬৭৩৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٣ : إن بدأ الإمام بالقراءة سهوا فتذكر بعد الفاتحة والسورة يمضي في صلاته، وإن لم يقرأ إلا الفاتحة كبر وأعاد القراءة لزوما لأن القراءة إذا لم تتم كان امتناعا من الإتمام لا رفضا للفرض.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٣ / ٤١٠ : عیدین کی نماز میں تکبیرات زوائد واجب ہیں، اگر امام کو درمیان فاتحہ یا فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آئے بشرطیکہ سورہ نہ پڑھی ہو تو اس صورت میں امام اولا تکبیرات کہے اور پھر از سر نو فاتحہ و سورہ پڑھے اور اگر سورہ پڑھ چکا ہو تو تکبیرات ساقط اور سجدۂ سہو لازم ہو جائیگا۔

ঈদের নামাযে সিজদায়ে সাহু

প্রশ্ন : ঈদের নামাযে ওয়াজিব ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : ঈদের নামাযে ওয়াজিব ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। তবে যদি ঈদের জামাআত খুব বড় হয় এবং সিজদা দেওয়ার দ্বারা মুসল্লিদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সিজদায়ে সাহু না দিয়ে নামায শেষ করার অনুমতি আছে। (৮/৩৪২/২১২৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٩٢ : (والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء) والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر، وأقره المصنف، وبه جزم في الدرر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٩٢ : (قوله عدمه في الأوليين) الظاهر أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك كما بحثه بعضهم ط وكذا بحثه الرحمتي، وقال خصوصا في زماننا. وفي جمعة حاشية أبي السعود عن العزمية أنه ليس المراد عدم جوازه، بل الأولى تركه

Scanned by CamScanner

لئلا يقع الناس في فتنة. (قوله وبه جزم في الدرر) لكنه قيده محشيها الواني بما إذا حضر جمع كثير، وإلا فلا داعي إلى الترك ط.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۳ / ۳۷۱ : جواب۔ جماعت زیادہ بڑی نہ ہو اور گڑبڑ کا خوف نہ ہو تو جمعہ وعیدین میں بھی سجدہ سہو کرلیا جائے۔ البتہ کثرت جماعت کی وجہ سے گڑبڑ کا خوف ہو تو سجدہ سہو ترک کردینا مباح ہے۔

ঈদুল ফিতর দ্বিপ্রহরের পর বা পরের দিন আদায় করা

প্রশ্ন : ঈদুল ফিতরের দিন বৃষ্টি কিংবা গোলযোগের কারণে নামায পড়া সম্ভব না হলে তার পরের দিন নামায আদায় করা যাবে কি? প্রথম দিন ১২টা ৩০ মিনিটের সময় গোলযোগ বা বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে ওই সময় লোকজনকে সমবেত করে ঈদের নামায আদায় করা যাবে কি? এ ব্যাপারে ঈদুল আজহার বিধানও কি অভিন্ন?

উত্তর : ঈদের নামায ওই দিন সূর্যোদয়ের অন্তত ১০ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়। এরপর ওই দিন আর পড়ার অনুমতি নেই। সুতরাং প্রথম দিনে ১২টা ৩০ মিনিট তথা দ্বিপ্রহরের পর ঈদের নামায আদায় করা জায়েয হবে না। অবশ্য পরের দিন পূর্বোক্ত সময়ে তা আদায় করে নেবে। ঈদুল ফিতরের নামায কোনো অসুবিধার কারণে পরের দিন আদায় করতে পারবে, এর পরে নয়। আর ঈদুল আজহার নামায তৃতীয় দিন পর্যন্ত আদায় করতে পারবে, এর পরে নয়। (৬/৫৫৪/১৩০৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٦ : (وتؤخر بعذر) كمطر (إلى الزوال من الغد فقط) فوقتها من الثاني كالأول وتكون قضاء لا أداء كما سيجيء في الأضحية وحكى القهستاني قولين (وأحكامها أحكام الأضحى لكن هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النحر بلا عذر مع الكراهة وبه) أي بالعذر (بدونها) فالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٦ : (قوله: فقط) راجع إلى قوله: بعذر فلا تؤخر من غير عذر وإلى قوله إلى الزوال فلا تصح بعده وإلى قوله من الغد فلا تصح فيما بعد غد، ولو بعذر كما في البحر.

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ١ / ٢٧٦ : وقت صلاة العيد: من حين تبيض الشمس إلى أن تزول لما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح، أو رمحين وروي أن قوما شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من رمضان فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالخروج إلى المصلى من الغد. ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معنى.

ঈদের নামাযে মাসবুকের বিধান

প্রশ্ন : ঈদের নামাযে কেউ মাসবুক হলে তার বিধান কী?

উত্তর : ঈদের নামাযে শরীক হওয়ার পূর্বে যদি এক রাক'আত চলে যায়, ইমাম সাহেবের সালামের পর দাঁড়াবে এবং সূরা-কিরাত শেষ করার পর অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে রুকু-সিজদা করে নেবে। আর যদি প্রথম রাক'আতে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো শেষ হওয়ার পর নামাযে শরীক হয় তাহলে তাকবীরে তাহরীমার পর অতিরিক্ত তাকবীরগুলো আদায় করে ইমামের সাথে যোগ দেবে। (১/৯৯/৭৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٧٣ : (ولو أدرك) المؤتم (الإمام في القيام)بعدما كبر (كبر) في الحال برأي نفسه لأنه مسبوق، ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير-

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٧٤ : (قوله كبر في الحال) أي وإن كان الإمام قد شرع في القراءة كما في الحلية ... ... (قوله يقرأ ثم يكبر) أي إذا قام إلى قضائها، أما الركعة التي أدركها مع الإمام فينبغي أن يجري فيها التفضيل المار من إدراكه كل التكبير أو بعضه أولا ولا كما أفاده في الحلية (قوله لئلا يتوالى التكبير) أي لأنه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الإمام بعد القراءة لزم توالي التكبيرات في الركعتين-

Scanned by CamScanner

ঈদের নামায পড়ানোর বিনিময় গ্রহণ

প্রশ্ন : বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক জায়গায় ঈদের নামায পড়ানো বাবদ মুসল্লিদের থেকে কালেকশন করে ইমাম সাহেবকে টাকা দেওয়া হয়। জানার বিষয় হলো, ঈদের নামায বাবদ ইমাম সাহেবকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া এবং ইমাম সাহেবের জন্য তা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিভিন্ন কারণে ফিকাহবিদগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমু'আ ও ঈদের নামায পড়িয়ে বিনিময় নেওয়াকে বৈধ বলেছেন। (১৯/৪৯০/৮২৬২)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦/ ٥٥ : (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ٢ / ١٢٧ : فهذه نصوص المذهب من متون وشروح وفتاوى متفقة على بطلان الاستئجار على الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا ما استثناه المتأخرون للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة ولا يصح إلحاق التلاوة المجردة بالتعليم لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار عليها بخلاف التعليم لما في الزيلعي وكثير من الكتب لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢ / ٥٢٨ : اگر سال بھر بھی نماز پڑھاتے ہیں تو عید کے موقع پر ان کو چندہ کرکے دیدینا بھی درست ہے، اور اس مقصد کیلئے عید گاہ میں چندہ کرنا بھی درست ہے مگر خطبہ کے وقت چندہ نہ کیا جائے خطبہ کا سننا واجب ہے۔

ঈদের ইমামের বেতন নেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এলাকাবাসীর উদ্যোগে ঈদগাহে ঈদের নামাযের ইমাম সাহেবের জন্য চাঁদা করা হয় এবং তা ইমাম সাহেবকে বেতন হিসেবে দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে কিছু আলেম বলেন, ঈদের নামায পাঞ্জেগানা নামাযের মতো নয়

Scanned by CamScanner

তাই তার ইমামতির বেতন নেওয়া জায়েয হবে না। প্রশ্ন হলো, উক্ত আলেমের কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর : ঈদের জামাআতে ঈদগাহের মাঠে ইমাম সাহেবের জন্য ইমামতির টাকা চাঁদা করে উঠানো ঠিক নয়। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চায় তাহলে দিতে পারে, এতে কোনো আপত্তি নেই। ইমাম সাহেবও উক্ত টাকা হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। (১৩/৪৮১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٥ : ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

📖 فتاوى رحيميه (دارالاشاعت) ٥ / ٣٦ : امام عيد كے لئے اعلان كر كے چندہ كرنا غلط ہے جس كو جس قدر گنجائش ہو اپنی خوشی سے بطور ہدیہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں.

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ٥ / ٢٢٤ : سوال—عیدین یا جمعہ کی نماز کی اجرت لیکر نماز پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب—امامت پر اجرت لینا فقہاء نے جائز لکھا ہے.

বেতন বাবদ উঠানো টাকা কয়েকজনের মধ্যে বণ্টন করা

প্রশ্ন : ঈদের মাঠে ইমামের জন্য যে টাকা তোলা হয় তা কয়েক সমাজের ইমামকে ভাগ করে দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ঈদগাহের ইমামের জন্য প্রদত্ত টাকা অন্য ইমামদের দেওয়া যাবে না। অবশ্য দাতাদের সমর্থন নিয়ে দেওয়াতে কোনো আপত্তি নেই। (৬/৭৮৯)

📖 فتاوى رحيميه (دارالاشاعت) ٢ / ١٨٧ : واقف کی غرض اور مقصد کا لحاظ اور اس کی شرائط کی پابندی ضروری ہے اب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وقف کی رقم دوسرے وقف میں خرچ کرنی ناجائز ہے... ہاں اگر واقف نے وقف نامہ میں بوقت ضرورت زائد آمدنی کو دوسرے نیک کام میں استعمال کرنے کے لئے لکھا ہو تو شرط کے مطابق دوسرے وقف وغیرہ نیک کاموں میں خرچ کرنا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

Scanned by CamScanner

ঈদগাহে রুমাল পেতে বেতন উঠানো

প্রশ্ন : ঈদের নামাযের পর রুমাল পেতে ইমামের জন্য টাকা উঠানো জায়েয আছে কি?

উত্তর : ঈদের নামাযের জন্য যদি নির্ধারিত ইমাম সাহেব থাকেন, তাহলে তাঁর জন্য ঈদের নামাযের পর টাকা উঠানো অবৈধ হবে না। তবে রুমাল পেতে ইমাম সাহেবের জন্য চাঁদা উঠানো সমীচীন নয়। (১৬/৯৮৪/৬৯০০)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۵۲۸ : اگر سال بھر بھی نماز پڑھاتے ہیں تو عید کے موقع پر ان کو چندہ کرکے دیدینا بھی درست ہے۔ اور اس مقصد کے لئے عیدگاہ میں چندہ کرنا بھی درست ہے مگر خطبہ کے وقت چندہ نہ کیا جائے خطبہ کا سننا واجب ہے اس میں خلل نہ آئے۔ مسجد میں مسجد و مدرسہ یا اور دینی ضرورت کے لئے چندہ درست ہے۔ لیکن کسی کی نماز میں تشویش نہ ہو اس کا لحاظ ضروری ہے نیز شور و شغف سے پرہیز لازم ہے۔

ঈদের খুতবাকালীন চাঁদা উঠানো

প্রশ্ন : ঈদের নামাযের সালাম ফেরানোর পর খুতবা চলাকালীন মাদ্রাসা, লিল্লাহ বোর্ডিং ইত্যাদির জন্য কাতারের মাঝে মাঝে চাঁদা তোলার হুকুম কী?

উত্তর : খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। খুতবা চলাকালীন কোনো ধরনের চাঁদা তোলা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে না। (১০/১৯১/৩০৪৭)

📖 بدائع الصنائع (ایچ ایم سعید) ۱/ ۲۷٦ : وكيفية الخطبة في العيدين كهي في الجمعة فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة ويقرأ فيها سورة من القرآن ويستمع لها القوم وينصتوا لأنه يعلمهم الشرائع ويعظهم وإنما ينفعهم ذلك إذا استمعوا.

📖 الدر المختار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۱٥۹ : وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد.

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٥٩ : (قوله بل يجب عليه أن يستمع) ظاهره أنه يكره الاشتغال بما يفوت السماع، وإن لم يكن كلاما.

ঈদের নামাযে মহিলাদের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : আমাদের উপজেলার সদরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠের সম্মানিত ইমাম সাহেব ভিন্ন মাঠে পুরুষদের সাথে মহিলাদের নিয়ে ঈদের নামাযের জামাআত আদায় করে থাকেন এবং এ বিষয়ে তাঁকে স্থানীয় উলামায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি সরাসরি বোখারী শরীফের হাদীস দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, তিনি কওমী মাদ্রাসার একজন শায়খুল হাদীস। উক্ত বিষয়ে কোরআন, হাদীস ও ফিকাহের আলোকে সমাধান চাই।

উত্তর : বোখারী শরীফে যেমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার কথা আছে, তেমনিভাবে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের যুগে তা রহিত করে মহিলাদের যেতে নিষেধ করার কথাও আছে এবং এই নিষেধাজ্ঞা এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে। বরং যে ফিতনার কারণে সে যুগে মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল বর্তমান যুগে তা আরো প্রবল আকার ধারণ করেছে। সুতরাং মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার প্রথা নতুনভাবে প্রচলন করা শরীয়তসম্মত হবে না। (১৯/৬৩৪/৮৩৫০)

📖سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.

📖تفسير روح المعانى (دار الحديث) ١١ / ٢٤٣ : وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت الفتنة أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة.

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القارى (دار احياء التراث) ٦ / ٢٩٦ : (حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور)... ويقال هذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم ولهذا صح " عن عائشة لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل " فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت المعاصي من الكبار والصغار۔

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١ / ٣١٧ : بل عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الأوقات (قوله والجمعة) جعل الجمعة كالظهر والمغرب والعشاء، وقد اختلف في الرواية في ذلك، والمذكور رواية المبسوط وغيره، ورواية مبسوط شيخ الإسلام: الجمعة كالعيد والمغرب كالظهر فتخرج في الجمعة لا المغرب. وفي فتاوى قاضي خان جعل الجمعة كالظهر والمغرب كالظهر، ولا نعلم قائلا بالاحتمال الرابع، والمعتمد منع الكل في الكل.

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١ / ٦٦٨ : ولا يباح للشواب منهن الخروج إلى الجماعات، بدليل ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه نهى الشواب عن الخروج؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٨٣ : ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

Scanned by CamScanner

মহিলা ইমামের পেছনে মহিলাদের ঈদের নামায

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মহিলারা ঈদের দিন একটি বাড়িতে অথবা মসজিদে একত্রিত হয়ে তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম বানিয়ে ঈদের নামায জামাআতের সহিত আদায় করে। তাদের এভাবে নামায আদায় করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে মহিলাদের ওপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। বরং মহিলাদের জন্য ঈদের নামাযই নেই। পুরুষদের জন্যই ঈদের নামায ওয়াজিব করা হয়েছে। তাই পুরুষ ব্যতীত শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে শুধুমাত্র মহিলাগণ জামাআতে যেকোনো নামায আদায় করা ফিকাহবিদদের মতানুযায়ী মাকরূহে তাহরীমী। প্রশ্নের বিবরণ মতে, শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্য কোনো মহিলাকে ইমাম বানিয়ে ঈদগাহে বা অন্য কোথাও ঈদের নামায আদায় করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও গর্হিত কাজ। এ ধরনের শরীয়তবিরোধী কাজ থেকে মহিলাদেরকে বারণ করা অতীব জরুরি। (১২/১৮০/৩৮৭৬)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم -

📖 صحيح ابن خزيمة (المكتب الإسلامي) ٣ / ٩٥ (١٦٨٩) : عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته، امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك، فقال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في

Scanned by CamScanner

دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي» ، فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ١/ ٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ / ٣٠٧ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ / ٢٨٣ : سوال–عورتوں کو جمعہ یا عیدین یا جماعت پنجوقتی نماز با جماعت مسجد کے اندر مرد امام کے پیچھے مسجد کے اوپر یا کہیں پردے کے اندر یا مدرسہ میں جو مسجد سے ملحق ہو اس میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

ঘরে মহিলাদের ঈদ ও জুমু'আর জামাআত

প্রশ্ন : একই পরিবারের মহিলাগণ যদি তাদের মধ্যে ভালো জানাশোনা একজনকে ইমাম বানিয়ে স্বীয় ঘরে জুমু'আ ও ঈদের নামায আদায় করে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মহিলাদের জন্য জুমু'আ ও ঈদের নামায ওয়াজিব নয় তাই তাদের ঘরে জামাআত করারও অনুমতি নেই। বরং মহিলারা জুমু'আর পরিবর্তে জোহরের নামায একাকী ঘরে আদায় করবে। (১০/৯২৭/৩৩৯২)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ١ / ٢٥٨ : وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن أيضا، والدليل على أنه لا جمعة على هؤلاء ما روي عن جابر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مسافرا أو مملوكا أو صبيا أو امرأة أو مريضا فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٨٥ : ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل.

ঈদের খুতবা পড়ার নিয়ম

প্রশ্ন : ঈদের খুতবা পড়ার নিয়ম কী? তাকবীরে তাশরীক কখন পড়বে? কোন খুতবায় কতবার পড়বে? লাগাতার পড়তে হবে, নাকি মাঝে মাঝে?

উত্তর : ঈদের দুই রাক'আত ওয়াজিব নামায শেষে খতীব সাহেব মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রথমে ৯ বার তাকবীর বলে প্রথম খুতবা শুরু করবে। অতঃপর দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাতবার তাকবীর পড়বে এবং খুতবার শেষে ১৪ বার তাকবীর পড়ে নেওয়া উত্তম। তাকবীরগুলো লাগাতার পড়ার কথা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। (১৪/৭২০)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٦٢ : ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع قال عبد الله بن عتبة بن مسعود: هو من السنة ويكبر قبل أن ينزل من المنبر أربع عشرة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۵ / ۵۴ : الجواب—خطبہ اولی کے شروع میں نو تکبیر آہستہ پڑھنا مستحب ہے اسی طرح خطبہ ثانیہ میں سات بار اور خطبۂ ثانیہ کے آخر میں چودہ بار آہستہ آہستہ تکبیر کہنا مستحسن ہے۔

Scanned by CamScanner

খুতবায় শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলবে নাকি তাকবীরে তাশরীক

প্রশ্ন : ঈদের প্রথম খুতবার শুরুতে ৯ বার এবং দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাতবার এবং শেষে ১৪ বার তাকবীরে তাশরীক পড়া মুস্তাহাব? নাকি শুধুমাত্র আল্লাহু আকবার পড়া মুস্তাহাব?

উত্তর : হাদীস ও ফিকাহবিদদের বর্ণনা মতে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার খুতবাগুলোতে অধিক পরিমাণ তাকবীর বলেছেন। বিশেষভাবে প্রথম খুতবার শুরুতে ৯ বার দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাতবার এবং দ্বিতীয় খুতবার শেষে ১৪ বার ধারাবাহিকভাবে বলা মুস্তাহাব। আর তাকবীর বলতে সাধারণত আল্লাহু আকবারকে বোঝায়, যদিও কেউ কেউ এখানে তাকবীর বলতে الله اكبر الله اكبر لا اله الاالله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. কে উল্লেখ করেছেন এবং এটাকে উত্তম বলেছেন। (১২/২৮০/৩৯০৫)

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ١/ ٤٠٩ (١٢٨٧) : عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين».

📖 المعجم الاوسط (دار الحرمين) ٤/ ٣٣٩ (٤٣٧٣) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زينوا أعيادكم بالتكبير».

📖 السنن الكبرى للبيهقى (دارالحديث) ٣/ ٧٣٤ (٦٢١٥) : عن مسروق قال: "كان عبد الله يكبر في العيدين تسعا تسعا يفتتح بالتكبير ويختم به ".

📖 فيه أيضا ٣/ ٧٣٤ (٦٢١٦) : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: " من السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات وسبعا حين يقوم، ثم يدعو ويكبر بعدما بدأ له ". ورواه غيره عن إبراهيم , عن عبيد الله " تسعا تترى إذا قام في الأولى وسبعا تترى إذا قام في الخطبة الثانية " -

Scanned by CamScanner

দুই খুতবায় তাকবীর সংখ্যা

প্রশ্ন : ঈদের খুতবার মধ্যে তাকবীর কতবার পড়বে এবং কোন খুতবায় কতবার পড়তে হয় কোনো সংখ্যা নির্ধারণ আছে কি না? যদি থাকে তাহলে তা একসাথে পড়তে হয় কি না? পুরো খুতবার মধ্যে যখন যতবার মনে চায় তাকবীর বলার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলন আছে। মিম্বর থেকে নামার পূর্বে কোনো তাকবীর বলতে হয় কি না যদি হয় তাহলে কতবার?

উত্তর : খতীব সাহেবের জন্য ঈদের প্রথম খুতবার শুরুতে একসাথে উচ্চস্বরে ৯ বার দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে একসাথে সাতবার এবং মিম্বর থেকে নামার পূর্বে একসাথে ১৪ বার তাকবীর বলা মুস্তাহাব। আর খুতবার মাঝে মাঝেও তাকবীর বলা যাবে। তবে মুসল্লিদের জন্য মনোযোগ দিয়ে খুতবা শ্রবণ করা জরুরি। (৯/৮০৯)

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ١/ ٤٠٩ (١٢٨٧) : عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين».

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٢ : ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع قال عبد الله بن عتبة بن مسعود: هو من السنة ويكبر قبل أن ينزل من المنبر أربع عشرة. ويجب السكوت والاستماع في خطبة-

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١١٦ : (ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى) أي متتابعات (والثانية بسبع) هو السنة (و) أن (يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة) .

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ۴/ ۱۳۷ : الجواب- بہشتی گوہر کا مسئلہ صحیح ہے پہلے خطبہ کی ابتداء میں نو بار اور دوسرے کی ابتداء میں سات بار اور بالکل آخر میں چودہ بار مسلسل اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، عام خطیب اس سے غافل ہیں۔

Scanned by CamScanner

খুতবা শোনা ও ইমামের সাথে তাকবীর বলার হুকুম

প্রশ্ন : ঈদের খুতবা শোনার হুকুম কী? যদি ওয়াজিব হয় তাহলে খুতবার মধ্যে ইমামের সাথে কেউ.الله اكبر الله اكبر لا اله الاالله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد পড়লে অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : জুমু'আর খুতবার যে হুকুম ঈদের খুতবারও সেই হুকুম। নামাযরত অবস্থায় যা করা নিষেধ, খুতবা অবস্থায়ও তা করা নিষেধ। তাই জুমু'আর খুতবায় যেমন মুক্তাদীদের জন্য ইমামের খুতবা নীরবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা জরুরি, তেমনিভাবে ঈদের খুতবাও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা জরুরি। অতএব ইমাম খুতবায় তাকবীর পড়লে মুসল্লিদের জন্য সে তাকবীর চুপচাপ শ্রবণ করা আবশ্যক। ইমামের সাথে সাথে তাকবীর বলতে থাকলে খুতবা শ্রবণের ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার গোনাহ হবে। (১৫/৮০২/৬২৭৩)

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٢ / ٢٩٣ : {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ... المراد بذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة؛ لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٠ : فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمرا بمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت (بلا فرق بين قريب وبعيد) في الأصح محيط ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي، وهو محتاج إليه والإنصات لحق الله - تعالى، ومبناه على المسامحة وكان أبو يوسف ينظر في كتابه ويصححه والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر والصواب أنه يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند سماع اسمه في نفسه، ولا يجب تشميت ولا رد سلام به يفتى وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد.

Scanned by CamScanner

খুতবাকালীন উচ্চ বা অনুচ্চস্বরে ইমামের সাথে তাকবীরে তাশরীক পড়া

প্রশ্ন : ঈদের নামাযের পর ইমাম সাহেব যখন খুতবা পড়েন মাঝেমধ্যে তাকবীরে তাশরীক পড়েন ওই সময় ইমামের সাথে সাথে মুসল্লিগণও জোরে জোরে তাকবীরে তাশরীক বলে। যার কারণে খুতবার সময় এক ধরনের হৈচৈ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, খুতবার সময় মুসল্লিগণের জোরে/আস্তে আওয়াজ করে তাকবীরে তাশরীক বলা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : জুমু'আর খুতবার ন্যায় ঈদের নামাযের খুতবাও মনোযোগসহ শোনা জরুরি। খুতবা চলাকালীন সময়ে কোনো প্রকার কথাবার্তা, নামায-কালাম ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষেধ। তাই খুতবার সময় ইমামের তাকবীরে তাশরীক পড়ার সময় শ্রোতাদের জোরে/আস্তে আওয়াজ করে তাকবীরে তাশরীক পড়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। (১৪/৪৮১/৫৭১০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٥٨ : وذكر الزيلعي أن الأحوط الإنصات ومحل الخلاف قبل الشروع أما بعده فالكلام مكروه تحريما بأقسامه كما في البدائع بحر ونهر وقال البقالي في مختصره وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرا فإن فعلوا ذلك أثموا وقيل أساءوا ولا إثم عليهم والصحيح هو الأول وعليه الفتوى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٥١ : وإذا كبر الإمام بالخطبة يكبر القوم معه وإذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الناس في أنفسهم امتثالا للأمر وسنة الإنصات، كذا في التتارخانية.

📖 فتاوى محموديہ (زکریا) ۷/ ۲۱۵ : سب کو خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہئے، ایسے وقت میں سامعین کو کچھ تکبیر وغیرہ کہنا منع ہے۔

খুতবাকালীন ইমামের সাথে তাকবীর বা দরূদ পড়া

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ঈদের খুতবা প্রদানকালে তাকবীরে তাশরীক বা দরূদ শরীফ পাঠ করলে মুসল্লিরা তার সাথে তা পড়ার হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইমাম সাহেব ঈদের খুতবা দেওয়া অবস্থায় তাকবীরে তাশরীক বা দরূদ শরীফ পাঠ করলে মুসল্লিরা তার সাথে মনে মনে পড়তে পারবে। মুখে উচ্চারণ করে পড়া নিষেধ। (১৮/৮১৯/৭৮৮১)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١/ ٢٦٤- ٢٦٥ : وأما محظورات الخطبة فمنها أنه يكره الكلام حالة الخطبة، وكذا قراءة القرآن، وكذا الصلاة،.... ... وكذا كل ما شغل عن سماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابة ونحوها بل يجب عليه أن يستمع ويسكت.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢ / ٣٨ : وعلى هذا الوجه الثاني فرع بعضهم قول أبي حنيفة، أنه لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره في الخطبة. وعن أبي يوسف: ينبغي أن يصلي في نفسه؛ لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان إحرازا للفضيلتين وهو الصواب.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥٩ : والصواب أنه يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند سماع اسمه في نفسه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥٩ : : (قوله في نفسه) أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به، وعن أبي يوسف قلبا ائتمارا لأمري الإنصات والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - كما في الكرماني قهستاني قبيل باب الإمامة واقتصر في الجوهرة على الأخير حيث قال ولم ينطق به.

ঈদের খুতবা মিম্বরে দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত

প্রশ্ন : ঈদের খুতবা মিম্বরে দিতে হয় কি না? যদি দিতে হয় তাহলে তা সুন্নাত, মুস্তাহাব, না অন্য কিছু? এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা খোলাফায়ে রাশেদীনের কোনো একজন খলীফা ঈদের খুতবা মিম্বরে দিয়েছেন কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ফিকাহবিদগণের বর্ণনা মতে জুমু'আর খুতবার ন্যায় ঈদের খুতবা ও মিম্বরে দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের নামাযের খুতবা মিম্বরে দিয়েছেন বলে হাদীস শরীফে প্রমাণ পাওয়া যায়। (৬/৩১২/১২২১)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٣/ ١٢٢٦ (٢٨١٠) : عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: «بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي».

📖 زاد المعاد (مؤسسة الرسالة) ١ / ٤٣١ : وفي " الصحيحين " أيضا عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن» ، الحديث. وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر، أو على راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٥ : وما يسن في الجمعة ويكره يسن فيها ويكره.

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٧٦ : وكيفية الخطبة في العيدين كهي في الجمعة فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٥ / ١٩٢ : بعد نماز عیدین کے امام منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے یہی سنت ہے نماز اور خطبہ کی جگہ ایک نہیں ہوتی نماز پڑھانے کیلئے امام نیچے کھڑا ہوتا ہے اور خطبہ منبر پر جا کر پڑھتا ہے۔

ঈদের খুতবা একজনে দিয়ে ইমামতি অন্যজনে করা

প্রশ্ন : ঈদের নামাযে একজন ইমামতি করা আর অন্যজন খুতবা দেওয়া মাকরূহ হবে কি না? হলে তাহরীমী না তানযীহী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ঈদের নামাযে যিনি ইমামতি করবেন তিনিই খুতবা প্রদান করবেন। বিনা প্রয়োজনে সর্বদা ঈদের নামাযে একজন খুতবা প্রদান ও অন্যজন ইমামতি করলেও নামায সহীহ হয়ে যাবে, মাকরূহ হবে না। কিন্তু এ রকম করা অনুত্তম। (১৭/৭৫৭/৭৩০৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٢ : (لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب) لأنهما كشيء واحد.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٤١ : ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب لأن الجمعة مع الخطبة كشيء واحد فلا ينبغي أن يقيمها اثنان وإن فعل جاز، وهذا يكون باستخلاف الخطيب.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٥ / ٧١ : پس معلوم ہوا کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ خطبہ اور نماز ایک شخص پڑھاوے، لیکن اگر خطبہ کوئی پڑھے اور امام دوسرا ہو تو یہ بھی درست ہے اور نماز میں کچھ کراہت نہیں ہے۔

খুতবার পর মুনাজাতের বিধান

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলেন যে ঈদের নামাযের খুতবার পরে একাকী বা সম্মিলিতভাবে দু'আ করা অবশ্যই বিদ'আত এবং গোমরাহী। এটি ঠিক কি না? এ ব্যাপারে শরয়ী ফয়সালা কী?

উত্তর : ঈদের নামাযের পর পর দু'আ করা মুস্তাহাব। এ সময় দু'আ করা উচিত। তবে খুতবার শেষে দু'আ করার কোনো প্রমাণ কোরআন-হাদীস ও ফিকাহের কিতাবে পাওয়া যায় না, তাই এটি বর্জনীয়। এ দু'আ বিদ'আত ও গোমরাহী বলার বিষয়টি ফিতনা সৃষ্টির কারণ হওয়া স্বাভাবিক। হিকমত ও কৌশল অবলম্বনে ধীরে ধীরে এ প্রচলন বন্ধ করা উচিত। যেখানে দু'আ করতেই হয় অন্যথায় ফিতনার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে খুতবার পর ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত ও কিছু অযীফা পড়বে। অতঃপর দু'আ করবে এবং দু'আর সঠিক সময় কোনটি তা দাওয়াতি পদ্ধতিতে বয়ান করে দেওয়া ভালো। (১১/৩৪/৩৪২৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢٤٤ (٩٧١) : عن أم عطية، قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من

Scanned by CamScanner

خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته».

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ۵ /۱۹۰ : الجواب- ہمارے حضرات اکابر مثل حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور دیگر حضرات اساتذہ مثل مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس سابق مدرسہ ہذا(دار العلوم دیوبند) اور حضرت مولانا محمود حسن صاحب صدر مدرس مدرسہ ہذا وغیرہم کا یہی معمول رہا ہے کہ بعد عیدین کے بھی مثل تمام نمازوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے اور احادیث سے بھی مطلقا نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، اس میں عیدین کی نماز بھی داخل ہے لہذا راجح ہمارے نزدیک یہی ہے کہ دعا بعد نماز عیدین بھی مستحب ہے۔

📖 فیہ ایضا ۵ /۱۸۸ : الجواب — عام طور سے نماز کے بعد دعاء مانگنا وارد ہوا ہے، لہذا عیدین کی کے بعد بھی دعاء مانگنا مسنون و مستحب ہے۔

ঈদগাহে মুনাজাত কখন করবে

প্রশ্ন : ঈদের নামাযের পর মুনাজাত কখন করা সুন্নাত? নামাযের পর সাথে সাথেই, নাকি খুতবার পর?

উত্তর : নামায শেষে দু'আ কবুল হওয়ার কথা বহু হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, তাই নামাযান্তে মুনাজাত করাই শ্রেয়। খুতবার পর দু'আর কথা কিতাবে পাওয়া যায়নি, তাই তা বর্জনীয়। (১৪/৭২০)

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۳ / ۱۲۷ : عام طور پر نماز کے بعد دعاء مانگنا وارد ہوا ہے لہذا عیدین میں بھی نماز کے بعد دعاء مانگنا مسنون و مستحب ہے، ... ہمارے اکابر حضرات کا یہی معمول رہا ہے.

Scanned by CamScanner

মুনাজাত খুতবার আগে নাকি পরে

প্রশ্ন : বর্তমানে কিছু ইমাম সাহেব নামাযের পরপরই মুনাজাত করে ফেলেন। লোকজন নামায শেষ হয়েছে মনে করে খুতবার আগেই চলে যান অথচ পরে মুনাজাত করলে মুনাজাতের খাতিরে সবাই উপস্থিত থাকেন। এমতাবস্থায় শরীয়তের সঠিক নির্দেশনা কী?

উত্তর : নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ফিকাহবিদ অন্যান্য ফরয নামাযের ন্যায় ঈদের নামাযের পরও খুতবার পূর্বে দু'আ মুনাজাত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। খুতবার পর মুনাজাত করার প্রমাণ কিতাবে পাওয়া যায় না বিধায় খুতবা শেষে মুনাজাত করার প্রথা পরিহার করে নামায শেষে খুতবার পূর্বে মুস্তাহাব হিসেবে দু'আ-মুনাজাত করা বাঞ্ছনীয়। (৬/৮৬৮/১৪৯৭)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۱۱۵ : خطبہ کے بعد دعاء ثابت نہیں نماز عید کے بعد اثبات دعاء کے لئے دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں روى البخاري رحمه الله تعالى عن أم عطية، قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته».

খুতবার পর কিছু নসীহত করে দু'আ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার ইমাম সাহেব ঈদের নামায শেষে আরবী খুতবা পাঠ করে সংক্ষিপ্ত নসীহত করে লম্বা মুনাজাত দেন। কোনো কোনো আলেমগণ নামাযের পরপরই হাত তুলে দু'আ বা মুনাজাত করে খুতবা পাঠ করতে বলেন। এ নিয়ে ঈদগাহ মাঠে হৈচৈ পড়ে যায় এবং এলাকাবাসীর মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রশ্ন হলো, এ বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশনা কী?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে দু'আ কবুল হওয়ার সময়সমূহের মধ্যে ঈদের নামাযের পর দু'আর ব্যাপারে ভিন্ন কোনো হাদীস না থাকলেও উলামায়ে কেরাম অন্যান্য নামাযের ন্যায় ঈদের নামাযের পরপরই খুতবার আগে দু'আ করাকে মুস্তাহাব বলে

Scanned by CamScanner

ফাতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু সালামের পর দু'আ না করে খুতবা শেষ হওয়ামাত্র দু'আ করার যে প্রথা রয়েছে এটার প্রমাণ নেই। তবে যদি কেউ খুতবার পর দু'আ না করে কিছুক্ষণ ওয়াজ-নসীহত করার পর দু'আ করে কিন্তু এ সময় দু'আ করাকে জরুরি মনে না করে, তাহলে এ সময় দু'আ করাও বৈধ বলে বিবেচিত হবে। (৬/৪২৫/১২৫৭)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢٤٤ (٩٧١) : عن أم عطية، قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته».

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ۳۴۷ : الجواب—احاديث قوليه ميں نبی کريم صلی الله عليه وسلم سے باسانيد صحيحه ہر نماز کے بعد جس ميں نماز عيد بھی داخل ہے دعا مانگنے کی فضيلت وثواب منقول ہے اگرچہ احاديث فعليه ميں عمل کی تصريح نہيں، مگر نفی بھی منقول نہيں اس لئے احاديث قوليه پر عمل کرنا اور ہر نماز کے بعد اور عيدين کے بعد دعا مانگنا جائز اور مستحب ہوگا۔

খুতবা না শুনে মুনাজাতে শরীক হওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার কিছুসংখ্যক লোক ঈদের নামায পড়েই ছোটাছোটি করে এদিক সেদিক চলে যায়। তারা খুতবা শোনে না কিন্তু খুতবার পর যখন লম্বা মুনাজাত হয় দৌড়ে এসে মুনাজাতে শরীক হয়। এটি কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : ঈদের খুতবা প্রদান সুন্নাতে মুআক্কাদা। বিনা ওজরে ওই স্থান ত্যাগ করা গোনাহ। পক্ষান্তরে খুতবা কানে পৌঁছলে তা শোনা ওয়াজিব। খুতবা চলাকালীন কথা বলা নাজায়েয। দু'আ ঈদের নামাযের পর করাই নিয়ম, খুতবার পর নয়। (৯/৮০০/২৮৫২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٦ : (تجب صلاتهما) في الأصح (على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) المتقدمة (سوى الخطبة) فإنها سنة بعدها،...بيان للفرق وهو أنها فيها سنة لا شرط وأنها

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٥٩ : وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد.

ঢোল বাজিয়ে ঈদের আগমনী বার্তা জানানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রতি বছর ঈদের দিন ভোরবেলা ফজরের নামাযের সময় একজন মুচি ঢোল বাজাতে বাজাতে আসে। ঈদগাহ, ঈদের নামাযস্থলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অনেকক্ষণ ঢোল বাজাতে থাকে। ফলে মানুষের স্মরণ হয় যে আজ ঈদের দিন তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। স্থানীয় লোকজন খুশি হয়ে তাকে বিভিন্ন খাবার খেতে দেয়। কোনো কোনো মুসল্লি ফজরের নামাযের ওয়াক্তে উক্ত ঢোল বাজানোকে বাদ্য বাজানো আখ্যা দিয়ে অপছন্দ করছেন এবং বাজাতে নিষেধ করছেন। অনেকে আবার ঈদের দিন হিসেবে এটা দোষের নয় বলে মতপোষণ করেন।
উল্লেখ্য, আমাদের এলাকার একজন প্রয়াত মাওলানা সাহেবও এ কাজটি কখনো নিষেধ করেননি। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

উত্তর : ঈদের দিন প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের ঢোল বাজানোর কোনো প্রমাণ শরীয়তে পাওয়া যায় না বিধায় মুসলমানগণ এর সহযোগিতা ও সমর্থন করতে পারে না। (১১/৯৫৯/৩৭৬২)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٦/ ٥٥١ (٢٢٢١٨) : عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات، يعني البرابط والمعازف-

📖 شرح السنة (المكتب الإسلامي) ١٢/ ٣٨٣ : واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف -

📖 عزیز الفتاوی (دارالاشاعت) ١ / ٧٠٢ : سوال—رویت ہلال رمضان وعید الفطر کے اعلان واطلاع کرنے کی غرض سے نقارہ ڈھول دف بجانا درست ہے یا نہیں؟ اور بوقت روانگی عیدالفطر وآمد ورفت میں بجانا جائز ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب—رویت ہلال رمضان وعید الفطر کے اعلان واطلاع عام کرنے کی غرض سے نقارہ ڈھول ودف بجانادرست ہے، ماسوائے اس کے بوقت روانگی عید الفطر وآمد ورفت کی حالت میں درست نہیں۔

ঈদগাহের গেট সাজানো

প্রশ্ন : ঈদগাহের মাঠের গেট সাদা, লাল, হলুদ ইত্যাদি রঙের কাপড় দ্বারা সুন্দর করে সাজানো জায়েয আছে কি না? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানাবেন?

উত্তর : ঈদগাহকে সুন্দর পরিবেশ বানানোর লক্ষ্যে সাজানো আপত্তিকর নয়। তবে অতিরঞ্জিত করা বা অর্থ অপচয় করা নিষেধ। (১০/১৬৬/২৯৯৭)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ / ۱۴۷ : اور حاجت، آسائش، آرائش وزیبائش پر خرچ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اسراف نہ ہو، اسراف یہ ہے کہ بلاضرورت آمدن سے زائد خرچ کرے۔

ঈদের নামাযের পর মু'আনাকা করা বিদ'আত

প্রশ্ন : আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ ঈদের নামাযের পর প্রতিবেশীদের সাথে কোলাকুলি করে আসছি, যাকে আরবী ভাষায় 'মু'আনাকা' বলা হয়। কোনো মাওলানা সাহেব বা ইমাম সাহেব আমাদের এ ব্যাপারে বাধা দেননি, বরং আমরা স্বয়ং অনেক মাওলানা সাহেবের সাথে 'মুআ'নাকা' করেছি। কিন্তু এ বছর ঈদের দিন অত্র এলাকার অনেক উলামায়ে কেরাম তথা মসজিদের ইমাম সাহেবগণ তাঁদের ঈদের জামাআতের পূর্বের বয়ানে 'মুআ'নাকা' করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন। যার ফলে আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এ ব্যাপারে শরীয়তের সিদ্ধান্ত কী?

উত্তর : 'মুআ'নাকা' ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের ইসলামী তরীকা, শরীয়তে এর পদ্ধতি ও সময় স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে। দীর্ঘদিন পর সাক্ষাতের সময়ই এর ক্ষেত্র। কোনো অনুষ্ঠান যথা ঈদ বা বিয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং ঈদের জামাআতে শরীক

Scanned by CamScanner

কোনো মুসল্লির সাথে দীর্ঘদিন পর প্রথম সাক্ষাৎ হয়ে থাকলে তার সাথে 'মুআ'নাকা' করা অবশ্য ইবাদত হবে। এ ছাড়া যার সাথে আগে থেকেই সাক্ষাৎ, মোলাকাত ও ওঠাবসা রয়েছে, এ ধরনের লোকের সাথে ঈদের নামাযের পর ঈদের মিলন হিসেবে 'মুআ'নাকা' বা মুসাফাহা করা ইসলামী শিক্ষার বহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হবে। এ ধরনের কাজকে ইসলামী কাজ বলা যায় না এবং সাওয়াবেরও কোনো আশা করা যায় না। (৮/৫৪৩/২২৪০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٨١ : أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال، لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ما صافحوا بعد أداء الصلاة، ولأنها من سنن الروافض اهـ ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع، وأنه ينبه فاعلها أولا ويعزر ثانيا ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل إنها من البدع، وموضع المصافحة في الشرع، إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات فحيث وضعها الشرع يضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به من خلاف السنة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲/ ۲۷۶ : عید کی نماز کے بعد ملنا اور معانقہ و مصافحہ کرنا کوئی امر مسنون نہیں ہے لوگوں کی اختراعات اور بدعت میں سے ہے احادیث میں جہاں تک معلوم ہے اس کا پتہ نہیں چلتا غیبوبت کے بعد مصافحہ اور طویل غیبوبت پر معانقہ ثابت ہے مگر عید کی نماز کے بعد ان کا ثبوت نہیں ہے۔ یہاں یہ حالت ہے کہ رفقاء جو نماز میں شریک بلکہ برابر کھڑے تھے سلام اور خطبہ کے بعد معانق ہوتے ہیں اور اس کو امر دینی سمجھتے ہیں اس لئے یہ غلط چیز ہے۔

Scanned by CamScanner

باب تكبيرة التشريق
পরিচ্ছেদ : তাকবীরে তাশরীক

জামাআত ও পুরুষ হওয়া তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব হওয়ার শর্ত নয়

প্রশ্ন : কুরবানীর পূর্বে জামে মসজিদের ইমাম সাহেব বলেছেন যে তাকবীরে তাশরীক প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ওয়াজিব। এমনকি মুসাফিরের ওপরও ওয়াজিব। তখন এক বিশিষ্ট আলেম বললেন যে তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব হওয়ার জন্য জামাআত এবং পুরুষ হওয়া শর্ত। অর্থাৎ মুনফারিদ ও মহিলাদের ওপর ওয়াজিব নয়, তবে তারা পড়লে সাওয়াব হবে। তিনি আরো বলেছেন, ফাতওয়ায়ে দারুল উলূমে আছে, আমি ফাতওয়ার অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেছি, সবখানে আছে, ওয়াজিব নয়। জানার বিষয় হলো, সত্যিই কি তাকবীরে তাশরীকের জন্য জামাআত ও পুরুষ এবং মুকীম হওয়া শর্ত? অর্থাৎ মুনফারিদ, মুসাফির ও মহিলার ওপর ওয়াজিব নয় কি? বিশিষ্ট ফাতওয়ার কিতাবের উদ্ধৃতিসহ ফাতওয়া দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : তাকবীরে তাশরীক নির্ভরযোগ্য মতানুসারে প্রত্যেক মুসলিম বালেগ নর-নারী, মুসাফির ও মুনফারিদ সবার ওপর ওয়াজিব। কিন্তু একবার পড়া ওয়াজিব। মহিলারা আস্তে পড়বে। (১৩/৫৭৮/৫৩৭৫)

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ١ / ٩٥ : وقال أبو يوسف ومحمد التكبير يتبع الفريضة فكل من أدى فريضة فعليه التكبير والفتوى على قولهما حتى يكبر المسافر وأهل القرى ومن صلى وحده.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ٢٠٤ : "وقالا" أي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله "يجب" التكبير "فور كل فرض على من صلاه ولو" كان "منفردا أو مسافرا أو قرويا" لأنه تبع للمكتوبة من فجر عرفة "إلى" عقب "عصر" اليوم "الخامس من يوم عرفة" فيكون إلى آخر أيام التشريق "وبه" أي بقولهما "يعمل وعليه الفتوى".

Scanned by CamScanner

মহিলাদের ওপর তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব

প্রশ্ন : তাকবীরে তাশরীক মহিলাদের ওপর ওয়াজিব কি না?

উত্তর : জিলহজ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক বালেগ পুরুষ মহিলার ওপর একবার তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। (১৩/৭৫০/৫৪১৩)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٩ : (وقالا بوجوبه فور كل فرض مطلقا) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة (إلى) عصر اليوم الخامس (آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٨٠ : (قوله: ويأتي المؤتم به إلخ) ظاهره ولو كان مسافرا أو قرويا أو امرأة على قول الإمام مع أنه تقدم أن الوجوب عليهم بالتبعية لكن المراد أن وجوبه عليه تبع لوجوبه عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم، وإن تركه الإمام.

একাধিকবার তাকবীরে তাশরীক সুন্নাত নয়

প্রশ্ন : তাকবীরে তাশরীক একবার পড়া ওয়াজিব নাকি তিনবার? কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন, একবার পড়া ওয়াজিব আর তিনবার পড়া সুন্নাত। তাঁদের কথা সঠিক কি না?

উত্তর : প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। একাধিকবার পড়া সুন্নাত নয়। (১৯/৪৪৬/৮২৬১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٧ : (ويجب تكبير التشريق) في الأصح للأمر به (مرة) وإن زاد عليها يكون فضلا قاله العيني.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٧٨ : (قوله وإن زاد إلخ) أفاد أن قوله مرة بيان للواجب، لكن ذكر أبو السعود أن الحموي نقل عن القراحصاري أن الإتيان به مرتين خلاف السنة. قلت: وفي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة وقيل: ثلاث مرات.

📖 فتاوى رحيميه (دار الاشاعت) ٣ / ٧٩ : تکبیر ایک بار کہنا واجب ہے تین بار کہنا مسنون نہیں ہے، تین بار کہنے کا قول صحیح اور مفتی بہ نہیں ہے.

তাকবীরে তাশরীক তিনবার বলা মুস্তাহাব নয়

প্রশ্ন : আমাদের জামে মসজিদের খতীব সাহেব জুমু'আর বয়ানে বলেন, আইয়্যামে তাশরীকে ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক একবার বলা ওয়াজিব, তিনবার বলা মুস্তাহাব। জানার বিষয় হলো, "তিনবার বলা মুস্তাহাব" উক্তিটি শরীয়তের দৃষ্টিতে সহীহ কি না?

উত্তর : তাকবীরে তাশরীক ফরয নামাযের পর একবার বলা ওয়াজিব। একাধিক বা তিনবার বলাকে কিছু মুফতীয়ানে কেরাম ফজীলতপূর্ণ আখ্যা দিলেও অধিকাংশ মুফতীয়ানে কেরাম সুন্নাতের পরিপন্থী বলেছেন, তাই তিনবার মুস্তাহাব বলা যাবে না। অতএব একবারের ওপরই আমল করা উচিত। (১৭/৬৩৯/৭২২৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٣٩٥ : والتكبير أن يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا هو المأثور عن الخليل صلوات الله عليه.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٧٧ : (ويجب تكبير التشريق) في الأصح للأمر به (مرة) وإن زاد عليها يكون فضلا قاله العيني.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٧٨ : (قوله وإن زاد إلخ) أفاد أن قوله مرة بيان للواجب، لكن ذكر أبو السعود أن الحموي نقل عن

Scanned by CamScanner

القراحصاري أن الإتيان به مرتين خلاف السنة. قلت: وفي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة وقيل: ثلاث مرات.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٥٢ : (الكلام في تكبيرات التشريق في مواضع) الأول في صفته والثاني في عدده وماهيته والثالث في شروطه والرابع في وقته، أما صفته فإنه واجب. وأما عدده وماهيته فهو أن يقول مرة واحدة: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

মুস্তাহাব মনে করে তিনবার তাকবীরে তাশরীক বলা

প্রশ্ন : আইয়্যামে তাশরীকে ফরয নামাযের পর সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাবের নিয়্যাতে একের অধিক তাকবীর বললে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কী হুকুম হবে? উল্লেখ্য, আমাদের এলাকার ইমাম সাহেব তিনবার পড়া মুস্তাহাব বলায় মুসল্লিগণ প্রত্যেক নামাযের পর তিনবারই পড়ে থাকে।

উত্তর : আইয়্যামে তাশরীকে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক একবার পড়া ওয়াজিব। তিনবার বলা সুন্নাত পরিপন্থী। (৬/৫৫৪/১৩০৬)

📖 البناية (دار الفكر) ٣ / ١٤٩ : (والتكبير أن يقول مرة واحدة: " الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد ")

ش: وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٧ : (ويجب تكبير التشريق) في الأصح للأمر به (مرة) وإن زاد عليها يكون فضلا قاله العيني.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٧٨ : (قوله وإن زاد إلخ) أفاد أن قوله مرة بيان للواجب، لكن ذكر أبو السعود أن الحموي نقل عن القراحصاري أن الإتيان به مرتين خلاف السنة. قلت: وفي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة وقيل: ثلاث مرات.

তাকবীরে তাশরীক একাধিকবার পড়া কি হারাম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় তাকবীরে তাশরীক প্রত্যেক নামাযান্তে এক হতে তিনবার পড়া হয়, কেউ কেউ পাঁচবারও পড়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু লোক একের অধিক পড়াকে হারাম বা নাজায়েয বলে থাকেন। জানার বিষয়, তাকবীরে তাশরীক একবার পড়ার হুকুম কী? একাধিকবার পড়লে ক্ষতি কী?

উত্তর : তাশরীকের দিনগুলোতে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আমরা যে তাকবীর-ই পড়ে থাকি, সমস্ত ফিকাহ বিশারদদের মতানুযায়ী তা একবার পড়া ওয়াজিব। কেউ যদি তিনবার বা পাঁচবার পড়াকে ওয়াজিব বা জরুরি মনে করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। একাধিকবার পড়াটা সুন্নাত হবে কি না তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতামত অনুযায়ী একাধিকবার পড়া সুন্নাতের খেলাফ। আর কিছু উলামায়ে কেরামের রায় হলো, একাধিক পড়লে সাওয়াব হবে। সুতরাং একবার পড়াটা উত্তম। (১/২৮০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٧١ : (قوله وإن زاد إلخ) أفاد أن قوله مرة بيان للواجب، لكن ذكر أبو السعود أن الحموي نقل عن القراحصاري أن الإتيان به مرتين خلاف السنة. قلت: وفي الأحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١ / ٢٢٧ : (وسن بعد فجر عرفة إلى ثمان مرة الله أكبر إلى آخره بشرط إقامة ومصر ومكتوبة وجماعة

Scanned by CamScanner

مستحبة) والكلام في تكبير التشريق في مواضع: الأول- في صفته والثاني- في وقته والثالث- في عدده وماهيته والرابع- في شروطه فأما صفته فإنه واجب لقوله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات} ولأنه من الشعائر فصار كصلاة العيد وتكبيراته.

আরবের সাথে মিল রেখে তাকবীরে তাশরীক

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব অন্যান্য মসজিদের প্রচলিত নিয়মের বিপরীতে সৌদি আরবের সাথে মিলিয়ে ৮ তারিখ হতে তাকবীর শুরু করেন। দলিল হিসেবে তিনি বলেন, কোরআন ও হাদীসের কোনো স্থানে ৯ (নয়) তারিখ হতেই তাকবীর শুরু করতে হবে তা উল্লেখ নেই। সুতরাং তাকবীর বলা যেহেতু নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে শরীয়তের বিধান হয়েছে, আর এ ঘটনা ঘটেছে সৌদি আরবেঅ। অতএব সৌদি আরববাসী যেদিন তাকবীর শুরু করবে, সারা পৃথিবীর লোকদের সেদিনই শুরু করতে হবে, চাই অন্যান্য দেশের তারিখ ৮ হোক বা দুই-চার যাই হোক। প্রশ্ন হলো, যদি ইমাম সাহেবের দলিল সঠিক হয় তাহলে আমরা বিপরীত কেন করি? আর যদি সঠিক না হয়, তাহলে দলিলসহ সহীহ সমাধানে আশাবাদী।

উত্তর : "তাকবীরে তাশরীক সৌদি আরবে শুরু হয়েছে এ কারণে গোটা বিশ্বেও সৌদি আরবের সময়ের সাথে মিলিয়ে একই সময়ে তাকবীরে তাশরীক শুরু করতে হবে" ইমাম সাহেবের এ যুক্তিটি যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে শরীয়তের সকল বিধি-বিধানই যেহেতু সৌদি আরবে শুরু হয়েছে, তাই তার যুক্তি অনুযায়ী সকল বিধি-বিধান গোটা বিশ্বে সৌদি আরবের সময়ে শুরু করতে হবে। এ পর্যন্ত কোনো পাগলও এ ধরনের কথা বলেনি। সুতরাং এ ধরনের অযৌক্তিক মন্তব্য কিভাবে মেনে নেওয়া যায়। (১৫/৮২৯/৬২৬৩)

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ١٦٦ (٥٦٣٥) : عن عبيد بن عمير، قال: كان عمر بن الخطاب «يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق».

Scanned by CamScanner

📖الآثار لأبي حنيفة-رواية محمد-(دارالكتب العلمية) ص ٥٥٨
(٢٠٨) : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أنه كان يكبر في صلاة الغداة من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق» -

📖المستدرك على الصحيحين (قديمى كتبخانه) ١/ ٤٠٩ (١١٤٣) : عن عمير بن سعيد قال قدم علينا ابن مسعود فكان يكبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

📖المستدرك على الصحيحين (قديمى كتبخانه) ١/ ٤٠٨ (١١٤٢) : عن ابن عباس، أنه كان «يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق».

📖فتح البارى (دار الريان) ٢ / ٤٦١ : (قوله باب التكبير أيام منى) أي يوم العيد والثلاثة بعده وقوله وإذا غدا إلى عرفة أي صبح يوم التاسع.

তাকবীরে তাশরীকের কাযা নেই

প্রশ্ন : তাকবীরে তাশরীকের কাযা আছে কি না? অর্থাৎ কোনো কারণে যদি তাকবীর পড়তে ভুলে যায় তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই পড়তে হবে কি না? এ ক্ষেত্রে আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে বিধানগত পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : তাকবীরে তাশরীকের কাযা নেই। তবে নামাযের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে পড়তে ভুলে গেলে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে বা নামায ভঙ্গ হয়, এমন কাজ করার পূর্বে তা পড়ার সুযোগ রয়েছে। (১৯/৪৪৬/৮২৬১)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (دارالكتب العلمية) ٢ / ١٥ : أما محل أدائه، فدبر الصلاة، وإثرها، وفورها من غير أن يتخلل ما يقطع حرمة الصلاة حتى لو قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم عامدا أو ساهيا أو خرج من المسجد أو جاوز الصفوف في الصحراء لا يكبر؛ لأن التكبير من خصائص الصلاة حيث لا يؤتى به إلا عقيب الصلاة فيراعى لإتيانه حرمة الصلاة، وهذه العوارض تقطع حرمة الصلاة فيقطع التكبير.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٩ : يجب تكبير التشريق ... ... (عقب كل فرض) عيني بلا فصل يمنع البناء.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٧٩ : (قوله بلا فصل يمنع البناء) فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير وفي استدبار القبلة روايتان. ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر، ولا يخرج للطهارة.

Scanned by CamScanner

باب الوتر

পরিচ্ছেদ : বিতর নামায

দু'আয়ে কুনুত না পড়ে অন্য দু'আ পড়া

প্রশ্ন : বিতির নামাযের তৃতীয় রাক'আতে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা" দু'আটি কেউ যদি না পড়ে "রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনয়া" দু'আটি সব সময় পড়ে, তাহলে নামায শুদ্ধ হবে কি? উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতই শেখার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রথম দু'আটি শেখে না।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত দু'আয়ে কুনুত পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা, তা পড়তে অপারগ হলে উক্ত দু'আ বা অন্য কোনো দু'আ পড়তে অসুবিধা নেই। তবে দু'আয়ে কুনুত পড়ার প্রতি অবহেলা উচিত নয়। (৬/২৯০/১২০২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٧ : ومن لا يحسن القنوت يقول {ربنا آتنا في الدنيا حسنة} الآية.

📖 فيه أيضا ١/ ٤٦٨ : (قوله وهو مطلق الدعاء) أي القنوت الواجب يحصل بأي دعاء كان في النهر، وأما خصوص: «اللَّهُمَّ إنا نستعينك» فسنة فقط، حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا.

📖 امداد المفتيين (دار الاشاعت) ص٣٠٩ : جس شخص کو دعا قنوت یاد نہ ہو وہ یہ دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار البتہ دعاء قنوت مخصوصہ کا پڑھنا چونکہ سنت ہے اس لئے دعا قنوت کا یاد کر لینی چاہئے۔

যার দু'আয়ে কুনুত জানা নেই তার করণীয়

প্রশ্ন : বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়া ওয়াজিব কি না? যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে যারা উক্ত দু'আ জানে না তারা কিভাবে বিতির নামায আদায় করবে এবং যদি ওই ব্যক্তি দু'আয়ে কুনুত না পড়ে ৩ বার সূরায়ে ইখলাস পড়ে তাহলে কি নামায হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিতির নামাযে প্রচলিত দু'আয়ে কুনুতটি পড়া সুন্নাত, তবে যেকোনো দু'আ পাঠ করে কুনুত পড়া ওয়াজিব। যদি কারো দু'আয়ে কুনুত জানা না থাকে তাহলে মুখস্থ করার আগ পর্যন্ত নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে :

ربنا اُتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

অথবা তিনবার اللهم اغفرلى বা তিনবার يارب পড়ে নেবে। এতে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। দু'আয়ে কুনুতের স্থানে সূরায়ে ইখলাস পড়ার কোনো বিধান নেই। তবে কেউ পড়লে নামায নষ্ট হবে না। (১৫/৬৯১)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٧ : ومن لا يحسن القنوت يقول {ربنا آتنا في الدنيا حسنة} الآية. وقال أبو الليث يقول: اللّٰهُمَّ اغفر لي يكررها ثلاثا، وقيل يقول: يا رب ثلاثا، ذكره في الذخيرة.

বিতিরের আগে-পরে নফল নামায

প্রশ্ন : বিতিরের নামাযের আগে-পরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো নফল নামায পড়েছেন কি না? এক মৌলভী সাহেব বলেন, বিতিরের নামায পড়ার পর আর কোনো নফল নামায পড়া যায় না, তার কথা সঠিক কি না?

উত্তর : বিতিরের নামাযের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নফল নামায পড়েছেন তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত মৌলভী সাহেবের কথা সঠিক নয়। (১৮/১৮৪/৭৫৩৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٨ (٧٣٨) : عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۴۷۵ : وتروں کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے، ... ... الغرض یہ حدیث حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ، حضرت ابو امامہ حضرت انس رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرامؓ سے مروی ہے۔

রমাজানে জামাআতের সাথে বিতির পড়া মুস্তাহাব

প্রশ্ন : রমাজান মাসে জামাআতের সাথে বিতিরের নামায পড়ার হুকুম কী? সুন্নাত নাকি মুস্তাহাব? কোনো ব্যক্তি বিতিরের নামায জামাআতের সাথে না পড়লে তিরস্কার করা যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : রমাজান মাসে বিতিরের নামায জামাআতের সাথে পড়া মুস্তাহাব, অর্থাৎ উত্তম। কেউ যদি জামাআতের সাথে না পড়ে তাহলে তাকে তিরস্কার করা যাবে না। (১৮/১৮৪/৭৫৩৯)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٦٩ : (قوله ويوتر بجماعة في رمضان فقط) أي على وجه الاستحباب وعليه إجماع المسلمين كما في الهداية واختلفوا في الأفضل ففي الخانية الصحيح أن أداء الوتر بجماعة في رمضان أفضل لأن عمر - رضي الله عنه - كان يؤمهم في الوتر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٩ : والصحيح أن الجماعة فيها أفضل إلا أن سنيته ليست كسنية جماعة التراويح .

রমাজানে জামাআতের সহিত বিতির আদায়ের কারণ

প্রশ্ন : রমাজান মাসে বিতিরের নামায কেন জামাআতের সাথে পড়তে হয় আর অন্য মাসে কেন জামাআতে পড়তে হয় না? জানালে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : রমাজানে বিতির জামাআতে এবং অন্য মাসে বিনা জামাআতে পড়ার ভিত্তি হলো সাহাবায়ে কেরামের আমল। (১৯/৪৩৫/৮২৪৫)

📖 مصنف ابن ابى شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ١٦٣ (٧٦٨٤) : عن عبد العزيز بن رفيع قال: «كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث»۔

📖 السنن الكبرى (دار الكتب العلمية) ٢/ ٦٩٩ (٤٢٩١) : عن علي رضي الله عنه قال: " دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة " قال: وكان علي رضي الله عنه يوتر بهم " -

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ١ / ٤٦٨ : ذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: أن الوتر بالجماعات أحب إلي في رمضان، قال وأجاز علماؤنا رحمهم الله: أن يوتر في منزله في رمضان كما اجتمعوا على التراويح فيها بعمر رضي الله عنه كان يؤمهم فيها في رمضان، وأبي بن كعب كان لا يؤمهم فيها.

📖 اللباب فى شرح الكتاب (المكتبة العلمية) ١/ ١٢٢ : ولا التطوع (بجماعة في غير شهر رمضان) : أي يكره ذلك لو على سبيل التداعي. در. وعليه إجماع المسلمين. هداية

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٣ / ٤٥٥ : سوال—رمضان شریف کے سوا باقی سال میں وتر کی جماعت کیوں نہیں کرائی جاتی، اس کی کیا علت ہے؟ بینوا توجروا

الجواب—وتر کی جماعت تراویح کی جماعت کے تابع ہے، اس لئے یہ رمضان کے ساتھ مخصوص ہے، قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: الذى يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح، وإن كان الوتر نفسه أصلا فى ذاته، لأن سنة الجماعة فى الوتر إنما عرفت بالأثر تابعة للتراويح (رد، ١ / ٦٦٢) -

Scanned by CamScanner

রমাজান ছাড়া বিতিরের জামাআতের হুকুম

প্রশ্ন : বিতির নামায রমাজান মাস ছাড়া অন্য মাসে জামাআতের সাথে পড়া যাবে কি না? যদি পড়ে ফেলে তাহলে ওই নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : রমাজান ব্যতীত অন্য মাসে জামাআতের আয়োজন করে তিনজনের চেয়ে বেশি লোক নিয়ে বিতিরের জামাআত করা মাকরূহে তাহরীমী, তবে নামায আদায় হয়ে যাবে। (১৮/৪২৬/৭৬৫২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٨ : ولا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان اى يكره ذلك.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٨ : أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح وإن كان الوتر نفسه أصلا في ذاته لأن سنة الجماعة في الوتر إنما عرفت بالأثر تابعة للتراويح.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٧٠ : ولو صلوا الوتر بجماعة في غير رمضان فهو صحيح مكروه كالتطوع في غير رمضان بجماعة وقيده في الكافي بأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا اه.

📖 فتاوی رحیمیه (دارالاشاعت) ۴/ ۳۹۹ : سوال—غیر رمضان میں وتر باجماعت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب—وتر کی جماعت غیر رمضان میں مکروہ تحریمی ہے۔

রমাজানে বিতির একাকীও পড়া যায়

প্রশ্ন : বিতিরের নামায কেবল রমাজান মাসে জামাআতে পড়া হয়, বিতিরের নামায জামাআতে পড়া জরুরি কিনা? একা পড়লেও চলবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : রমাজান মাসে বিতিরের নামায জামাআতের সাথে পড়া উত্তম, একা পড়ারও অনুমতি আছে। (১৪/১৬৬)

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٤٤ : "وصلاته" أي الوتر "مع الجماعة" في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان".

দু'আয়ে কুনুতে জটিলতা দেখা দিলে সিজদায়ে সাহু লাগে না

প্রশ্ন : বিতির নামাযে দু'আয়ে কুনুত অর্ধেকের বেশি পড়ার পর জটিলতা দেখা দিলে আবার প্রথম থেকে পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে কি না?

উত্তর : বিতিরের নামাযে বিভিন্ন দু'আর বর্ণনা পাওয়া গেলেও দু'আয়ে কুনুত নামে প্রসিদ্ধ দু'আটি পড়া উত্তম। প্রশ্নে বর্ণিত দু'আ ভুলে গেলে বা পড়তে জটিলতা দেখা দেওয়ায় আবার শুরু থেকে পড়লে তার ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। (১০/৯৬৪/৩৩৯৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٤٦٨ : (و) قراءة (قنوت الوتر) وهو مطلق الدعاء.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٤٦٨ : (قوله وهو مطلق الدعاء) أي القنوت الواجب يحصل بأي دعاء كان في النهر، وأما خصوص: «اللَّهُمَّ إنا نستعينك» فسنة فقط، حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۴۵۰ : الجواب — قنوت میں کوئی بھی دعا مختصر یا طویل پڑھ لی جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے، دعاء معروف پوری پڑھنا سنت ہے واجب نہیں لہذا اس میں سے کسی حصہ کے ترک یا تکرار یا پوری دعا کے تکرار سے سجدۂ سہو نہیں۔

ভুলে কুনুত না পড়ে রুকুতে গিয়ে ফিরে আসা

প্রশ্ন : কোনো ইমাম সাহেব রমাজান মাসে বিতির নামাযে দু'আয়ে কুনুত না পড়ে রুকুতে চলে যায়। অতঃপর একজন মুক্তাদী লোকমা দেওয়ায় সে রুকু হতে উঠে

Scanned by CamScanner

পুনরায় দু'আয়ে কুনুত পড়ে আবার রুকু করে সিজদায়ে সাহু দিয়ে নামায শেষ করে।
প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত সুরতে নামায হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে রুকু হতে পুনরায় উঠে দু'আয়ে কুনুত পড়ার প্রয়োজন ছিল না এবং দ্বিতীয়বার রুকু করাও ঠিক হয়নি। বরং এ রকম অবস্থায় নামায শেষে সিজদায়ে সাহু দিলে নামায সহীহ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ফিকাহবিদদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সবার নামায শুদ্ধ হয়ে গেছে। (৯/৮৮৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٨٤ : وكما لو سها عن القنوت فركع فإنه لو عاد وقنت لا تفسد على الأصح.

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ١ / ٢٧٤ : وأما حكم القنوت إذا فات عن محله فنقول: إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يعود ويسقط عنه القنوت وإن كان في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ٣ / ٣٨٢ : سوال—وتر میں امام دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے بھولے سے رکوع چلا گیا مقتدی کھڑے رہے اور اللہ اکبر کہا تو امام رکوع سے واپس ہوا اور دعائے قنوت پڑھ کر پھر رکوع کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز ہو گئی یا نہیں؟

الجواب—راجح یہی ہے کہ نماز سب کی ہو گئی۔

ভুলে কুনুত না পড়ে রুকুতে গেলে দাঁড়ানোর বিধান

প্রশ্ন : দু'আয়ে কুনুত না পড়ে রুকুতে চলে গেলে পুনরায় দু'আয়ে কুনুত পড়ার জন্য দাঁড়ানোর বিধান কী?

উত্তর : দু'আয়ে কুনুত না পড়ে রুকুতে চলে গেলে পুনরায় দু'আয়ে কুনুত পড়ার জন্য দাঁড়াবে না। যদি দাঁড়িয়ে যায় এবং কুনুত পড়ে তাহলে দ্বিতীয়বার রুকু না করে সিজদায় চলে যাবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করে নেবে। (৮/৫১৩)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٨١ : بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع فالصحيح أنه لا يعود، ولو عاد وقنت لا يرتفض ركوعه وعليه السهو لأن القنوت إذا أعيد يقع واجبا لا فرضا كما في شرح المنية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۳ : اگر قنوت چھوٹ گئی تو رکوع سے عود الی القیام نہ کرے صرف آخر میں سجدۂ سہو کرے، مگر عود کی صورت میں بھی نماز فاسد نہ ہوگی، اس صورت میں رکوع کا اعادہ نہ کرے، سجدۂ سہو کرے، اگر رکوع دوبارہ کر لیا تو بھی سجدۂ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔

কুনুত না পড়ে রুকুতে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : একদা আমি বিতিরের নামাযের তৃতীয় রাক'আতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মেলানোর পর দু'আয়ে কুনুত না পড়ে ভুলে রুকুতে চলে যাই এবং এটা রুকুতে স্মরণ হয়। এমতাবস্থায় যদি আমি দাঁড়িয়ে কুনুত পড়ি তাহলে রুকু দুটি হয়ে যায়, অন্যথায় কুনুত ছুটে যায়। প্রশ্ন হলো, এখন আমার করণীয় কী? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় আপনি দু'আয়ে কুনুত না পড়ে নামায শেষ করে নেবেন এবং নামায শেষে নিয়ম অনুযায়ী সিজদায়ে সাহু আদায় করবেন। (১৮/৯৬২/৭৯৬৯)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١ / ٢٧٤ : وأما حكم القنوت إذا فات عن محله فنقول: إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يعود ويسقط عنه القنوت وإن كان في الركوع فكذلك في ظاهر الرواية.

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) صـ ٤٦١ : بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع فإنه لا يعود ولا يقنت فيه لفوات محله ولو عاد وقنت لم يرتفض ركوعه لأن القنوت لا يقع فرضا فلا يرتفض به الفرض ويسجد للسهو على كل حال ليترك الواجب أو تأخيره.

Scanned by CamScanner

ইমাম কুনুত না পড়ে রুকুতে গিয়ে ফিরে আসার হুকুম

প্রশ্ন : রমাজানে তারাবীহর পর বিতির নামায জামাআতের সাথে আদায় করার সময় ইমাম সাহেব তৃতীয় রাক'আতে সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পড়ার পর তাকবীর বলে দু'আয়ে কুনুত না পড়ে রুকুতে গেলে মুসল্লিরা তাকবীর দেয়। তাই ইমাম সাহেব রুকু থেকে উঠে কুনুত পড়ে আবার রুকু-সিজদা করে নামায শেষ করে দেন কিন্তু এক আলেম বলেন তাঁর বিতিরের নামায হয়নি, আবার পড়তে হবে। প্রশ্ন হলো, তাঁদের বিতিরের নামায কি আসলেই হয়নি? যদি না হয় তবে কেন?

উত্তর : কুনুত না পড়ে ভুলে রুকুতে গেলে সে ক্ষেত্রে বিধান হলো আর কুনুত পড়বে না। বরং নামায শেষে সাহু সিজদা করে নেবে। কিন্তু রুকু থেকে কুনুতের জন্য উঠে কুনুত পড়ে রুকু-সিজদা করে তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নামায নষ্ট হবে না। তবে নামায শেষে সিজদায়ে সাহু করতে হবে। প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব যদি সিজদায়ে সাহু করে থাকে তাহলে সবার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্যথায় সকলেই ওই নামায পুনরায় পড়ে নেবে। (১২/৫৬১/৪০৩৩)

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ١ / ٢٣٤ : وفي الرواية الأخرى لا يعود للقنوت؛ لأن الركوع فرض، ولا يترك الفرض بعدما اشتغل به للعود إلى السنة كما لو قام إلى الثالثة قبل أن يقعد بخلاف تكبيرات العيد، فإنها لم تسقط فالركوع محل لها، حتى إذا أدرك الإمام في الركوع يأتي بها، فلهذا يعود لأجلها، فأما القنوت فقد سقط بالركوع؛ لأنه ليس بمحل له فالقنوت مشبه بالقراءة، وحالة الركوع ليس بحالة القراءة، فبعدما سقط لا يعود لأجله وعليه سجدة السهو على كل حال عاد أو لم يعد قنت أو لم يعد يقنت لتمكن النقصان في صلاته لسهوه.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٧١ : وذكر في بعض المواضع يعود إلى القيام، ويأتي بهما ثم إذا عاد إلى القيام وقنت على إحدى الروايتين، لا يعيد الركوع؛ لأن ركوعه لم يرتفض بالعود

Scanned by CamScanner

إلى القيام للقنوت لأن الركوع فرض والقنوت واجبة، ولا يجوز رفض الفرض لإقامة الواجب.

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٢ : فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأن ركوعه قائم لم يرتفض بخلاف المقيس عليه لأن بعوده صارت قراءة الكل فرضا والترتيب بين القراءة والركوع فرض.

কুনুতের তাকবীরে হাত উঠানোর নিয়ম

প্রশ্ন : বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়ার সময় যে তাকবীর দেওয়া হয় সেখানে প্রথমে হাত ছেড়ে দিতে হবে কি না? নাকি হাত বাঁধা থেকেই উঠাবে?

উত্তর : দু'আয়ে কুনুতের তাকবীর বলার সময় হাত বাঁধা অবস্থা থেকে ছেড়ে না দিয়ে সরাসরি উঠাবে। (১৬/৫০১/৬৬৩১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١١١ : إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه، ويقنت قبل الركوع في جميع السنة.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١/ ١٩٢ : إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة يكبر رافعا يديه ثم يقرأ دعاء القنوت.

বিতিরে মাসবুক হলে কুনুত কখন পড়বে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি রমাজান মাসে বিতিরের নামাযে মাসবুক হয়ে যায়। এক বা দুই রাক'আত ছুটে যাওয়ার কারণে এখন সে দু'আয়ে কুনুত কোন রাক'আতে পড়বে? এবং তার ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো কিভাবে আদায় করবে? বিস্তারিত জানাবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ওই ব্যক্তি ইমামের সাথে তৃতীয় রাক'আতে দু'আয়ে কুনুত পড়ে নেবে। তার ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো স্বাভাবিক নামাযের মতোই সূরা পড়ে শেষ করবে। পরে দু'আয়ে কুনুত দোহরাতে হবে না। (১৬/৯৭৯/৬৮৮৪)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٠ : وأما المسبوق فيقنت مع إمامه فقط ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٩١ : فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ للقراءة.

মাসবুক ইমামের সাথে কুনুত পড়বে

প্রশ্ন : রমাজান মাসে বিতিরের জামাআতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাক'আতে অংশগ্রহণকারী মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সাথে দু'আয়ে কুনুত পড়বে কি না? যদি পড়ে তাহলে তার অবশিষ্ট দুই রাক'আত পড়ার পদ্ধতি কেমন হবে?

উত্তর : রমাজান মাসে বিতিরের জামাআতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাক'আতে অংশগ্রহণকারী মাসবুক ব্যক্তি দু'আয়ে কুনুত ইমামের অনুসরণার্থে তার সাথেই পড়বে। অবশিষ্ট দুই রাক'আত আদায় করার সময় দু'আয়ে কুনুত পুনরায় পড়বে না। (১৪/৭০৯/৫৭৬৮)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٠ : وأما المسبوق فيقنت مع إمامه فقط ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٩١ : فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ للقراءة.

দুই সালামে বিতির আদায়কারীর পেছনে ইক্তিদার বিধান

প্রশ্ন : যে ইমাম দুই সালামে বিতিরের নামায পড়েন তাঁর পেছনে আমাদের বিতির আদায় হবে কি না?

উত্তর : এ ধরনের ইমামের পেছনে ইক্তিদা করলে বিতির আদায় হবে না। (১৪/১৬৬)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٧ : (وصح الاقتداء فيه) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في الأصح كما بسطه في البحر (بشافعي) مثلا (لم يفصله بسلام) لا إن فصله (على الأصح).

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ٣٨٥ : ويصح الاقتداء فيه بمن يراه سنة لكن بشرط ان يؤديه بتسليمة واحدة والا لا يصح عند الاكثر.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٠ : أن المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في الوتر إن لم يسلم على رأس الركعتين وعدمها إن سلم.

📖 فيه أيضا ٢ / ٣٩ : وصحح الشارح الزيلعي أنه لا يجوز اقتداء الحنفي بمن يسلم من الركعتين في الوتر وجوزه أبو بكر الرازي ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف واشتراط المشايخ لصحة اقتداء الحنفي في الوتر بالشافعي أن لا يفصله على الصحيح مفيد لصحته إذا لم يفصله اتفاقا.

কুনুতের আগে 'বিসমিল্লাহ' ও সালামের পর سبحان الملك القدوس পড়ার বিধান

প্রশ্ন : বিতির নামায শেষে সালাম ফেরানোর পর سبحان الملك القدوس দু'আ পড়ার বিধান কী? থাকলে সেটা কোন নিয়মে পড়তে হবে?

বিতির নামাযে দু'আয়ে কুনুত কোনটি? বিতির নামাযে কুনুতের পূর্বে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" পাঠ করার শরয়ী বিধান কী?

যদি মাসআলাদ্বয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কুনুতের পূর্বে বিসমিল্লাহ ও সালামের পর سبحان الملك القدوس এর শরয়ী বিধান থাকে তাহলে উক্ত বিধানটি কোন ধরনের? সুন্নাত নাকি মুস্তাহাব?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হাদীস ও ফিকাহবিদদের মতে, বিতির নামায শেষে সালাম ফেরানোর পর নিম্নোক্ত দু'আ سبحان الملك القدوس তিনবার পড়া মুস্তাহাব। তবে শেষবারে সামান্য উঁচু আওয়াজ করে পড়া ভালো। বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়া জরুরি, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো দু'আয়ে কুনুত পড়া জরুরি নয়। বরং হাদীস শরীফে বর্ণিত কুনুতের নামে দু'আগুলো হতে যেকোনো একটি পড়লে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে اللهم انا نستعينك الخ পড়া উত্তম। এর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের স্পষ্ট কোনো মতামত পাওয়া না গেলেও কোনো কোনো বর্ণনায় দু'আ কুনুতের পূর্বে বিসমিল্লাহর কথা উল্লেখ হয়েছে। তাই দু'আ কুনুতের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া নাজায়েয বলা যাবে না। (১৪/৩৩৭/৫৬৩৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٦٢٢ (١٤٣٠) : عن أبي بن كعب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر، قال: «سبحان الملك القدوس» -

📖 البناية (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٩٠ : أما التسمية في القنوت فعلى قول ابن مسعود أنهما سورتان من القرآن عنده، وأما على قول أبي بن كعب فإنهما ليستا من القرآن وهو الصحيح فلا حاجة إلى التسمية، وبه أخذ عامة العلماء -

এক সালামে তিন রাক'আত বিতিরের প্রমাণ

প্রশ্ন : হানাফী মাযহাব মতে, আমরা যেভাবে বিতির নামায আদায় করি তার দলিল কী?

উত্তর : হানাফী মাযহাব মতে, আমরা যেভাবে বিতির নামায আদায় করি অর্থাৎ তিন রাক'আত এক সালামে পড়ার দলিল : (১১/৮৯৬/৩৭৩৭)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١ / ٢٩٢ (١١٤٧) : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه أخبره: أنه سأل عائشة رضي الله عنها، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن

Scanned by CamScanner

وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا». الخ

🕮 ورواه مسلم فى صحيحه ١ / ٢٥٤، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل -

🕮 سنن النسائى (دار الحديث) ٢ / ٣٧٩ (١٦٩٦) : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره، أنه سأل عائشة أم المؤمنين: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: «يا عائشة، إن عيني تنام ولا ينام قلبي».

🕮 المستدرك للحاكم (قديمى كتبخانه) ١/ ٤١٤ (١١٦٨) : عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن» وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه «وعنه أخذه أهل المدينة».

🕮 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٥ : (وهو ثلاث ركعات بتسليمة) كالمغرب؛ حتى لو نسي القعود لا يعود ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجيء (و) لكنه (يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة) احتياطا، والسنة السور الثلاث، وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور. (ويكبر قبل ركوع ثالثته رافعا يديه) كما مر ثم يعتمد، وقيل كالداعي.(وقنت فيه).

Scanned by CamScanner

বিতির এক রাক'আত পড়লে দোহরাতে হবে

প্রশ্ন : আমি সৌদি আরব ছয়-সাত বছর যাবৎ ছিলাম। ওখানে সকলে তারাবীহর নামাযের পর বিতিরের নামায জামাআতে শুধু এক রাক'আত আদায় করে। ফলে আমি কয়েক দিন তারাবীহর নামায শেষ করে বের হয়ে এসে একাকী বিতিরের নামায আদায় করেছি। কিন্তু পরে আরবরা আমার প্রতিদিন বের হয়ে আসার দৃশ্য দেখে এর পর থেকে আমাকে আসতে দেয়নি। ফলে আমিও তাদের সাথে এক রাক'আত বিতির আদায় করেছিলাম। মোটকথা হলো, আমি আর পরবর্তীতে ওই বিতিরের নামায আদায় করিনি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, এই ছয়-সাত বছর আমি যে এক রাক'আত বিতির পড়েছি তা এখন দোহরাতে হবে কি না? দোহরাতে হলে কিভাবে? আর এক রাক'আত পড়ার দ্বারা কি কোনো গোনাহ হয়েছে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বিতিরের নামায একই সালামে তিন রাক'আত পড়া ওয়াজিব। তাই কেউ যদি শুধু এক রাক'আত পড়ে থাকে, তাহলে তার নামায হয়নি। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি শুধু এক রাক'আত বিতির পড়ার কারণে তার নামায শুদ্ধ হয়নি। তাই সে যত দিন এক রাক'আত পড়েছে, তত দিনের বিতির নামায কাযা করবে। তার নিয়ম অন্যান্য ফরয নামায কাযা করার মতোই। অর্থাৎ সর্বপ্রথম সে প্রথম দিনের বিতিরের নিয়্যাত করবে, তারপর পরের দিনের নিয়্যাত করবে, শেষ দিন পর্যন্ত একই নিয়মে পড়বে। আর কৃতকর্মের জন্য তাওবা-এস্তেগফার করবে। (১৩/৯১৮/৫৪৬৪)

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ١ / ٢٧١ : قال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات كلها ... ... ولنا ما روي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث ركعات» وعن الحسن قال أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا سلام إلا في آخرهن، ومثله لا يكذب.

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صد ٣٨٥ : ويصح الاقتداء فيه بمن يراه سنة لكن بشرط ان يؤديه بتسليمة واحدة والا لا يصح عند الاكثر.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷/ ۱۹۴ : جواب—وتر کی بھی قضاء کرے اور جس طرح فرض میں اول فرض یا آخر فرض کی نیت کرے اسی طرح وتر میں بھی اول وتر یا اخر وتر کی نیت کرے۔

কুনুতের আগে হাত উঠানোর কারণ

প্রশ্ন : বিতিরের নামাযে দু'আ কুনুতের পূর্বে হাত উঠানো হয় কেন? এর কোনো যুক্তি আছে? থাকলে তা কী?

উত্তর : দু'আ কুনুতের পূর্বে হাত উঠানোর ব্যাপারটি হাদীসে আছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এরূপ করতেন। এটা কিরাত শেষ হওয়ার ইঙ্গিতস্বরূপ। অর্থাৎ এর দ্বারা কিরাত ও দু'আর মাঝে পার্থক্যকরণ হয়। (১২/৪৪৭)

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ۲/ ۱۰۰ (٦٩٥٤) : عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، «أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر» -

📖 جزء رفع اليدين للبخارى ص ۸۲ : عن ابى عثمان : كان عمر رضى الله عنه يرفع يديه في القنوت -

📖 حاشیۂ فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴/ ۱۵۳ : قنوت میں ہاتھ اس لئے اٹھاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی ثابت ہے اس کی وجہ غالبا یہ ہوگی کہ قراءت پر قیام ختم ہو جاتا ہے، اب چونکہ حالت قیام میں ہی دعا پڑھی جارہی ہے اس لئے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا جاتا ہے کہ قراءت الگ چیز ہے اور دعا الگ چیز۔

কুনুতের পূর্বে হাত উঠানো বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

প্রশ্ন : বিতিরের নামাযের কুনুতের পূর্বে পুনরায় হাত উঠানো হয় কেন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বিতিরের নামাযের শেষ রাক'আতে দু'আ কুনুত পাঠ করার পূর্বে হাত উঠানোর কথা হাদীস শরীফে পাওয়া যায় বিধায় তা সুন্নাত ও আমলযোগ্য। এর অতিরিক্ত কোনো কারণ জানার পেছনে পড়া সময় নষ্ট করার নামান্তর। (৭/১৯৯)

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٢/ ١٠٠ (٦٩٥٤) : عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، «أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر» -

📖 جزء رفع اليدين للبخارى ص ٨٢ : عن ابى عثمان : كان عمر رضى الله عنه يرفع يديه في القنوت -

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٢/ ١٧٨ (٣٨٢٥) : عن إبراهيم النخعي قال: " ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وفي التكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الصفا والمروة، وبجمع وعرفات -

তারাবীহর আগেই বিতির পড়া

প্রশ্ন : বিতির নামায যদি তারাবীহর নামাযের পূর্বে পড়া হয় তার শরয়ী বিধান কী? এবং তারাবীহ নামাযের পর দু'আ করা সম্পর্কে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : বিতির নামায তারাবীহর পরে পড়া উত্তম। তবে কেউ যদি আগে পড়ে তাহলেও হয়ে যাবে। যেহেতু নামাযের পর দু'আ কবুল হয় তাই তারাবীহর পর দু'আ করা ভালো কাজ। তবে জরুরি ও বাধ্যতামূলক মনে করা যাবে না। (১৪/৪৭৮/৫৬৭৫)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١ / ٤٥٨ : فإن صلاها قبل العشاء، أو بعد الوتر لم يؤدها في وقتها، وأكثر المشايخ على أن

Scanned by CamScanner

وقتهما ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، حتى لو صلاها قبل العشاء لا تجوز، ولو صلاها بعد الوتر يجوز؛ لأنها نوافل سنت بعد العشاء، فأشبهت التطوع المسنون بعد العشاء في غير شهر رمضان، قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: هذا القول يصح قال القاضي الإمام هذا أراد مشايخ بلدتنا تقديم التراويح على العشاء، لتعجيل الناس العشاء في ليالي رمضان؛ لأجل التراويح مخافة أن يقع العشاء قبل الوقت، لكن كرهوا مخالفة السلف.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳ / ٦٣ : وتر تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے لیکن اگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے.

Scanned by CamScanner

باب السنن والنوافل
পরিচ্ছেদ : সুন্নাত ও নফল নামায

ফরযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদা কখন পড়বে

প্রশ্ন : ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়ার পদ্ধতি কী? ফরযের পর সাথে সাথে পড়বে নাকি দেরি করেও পড়া যাবে? যদি দেরি করেও পড়া যায় তবে কতটুকু সময় পর্যন্ত দেরি করা যাবে এবং ফরয নামায পড়ার পর সুন্নাত পড়ার আগে দুনিয়াবী কথা বা কাজ করা কেমন?

উত্তর : ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়ার পূর্বে কোনো ধরনের কথা বলা উচিত নয়। এতে সুন্নাতের সাওয়াব কমে যায়। তবে ফরযের পর اللهم انت السلام الخ দু'আটি পড়ে অথবা সংক্ষিপ্ত মুনাজাতের পর বিলম্ব না করে সুন্নাতে মুআক্কাদা মসজিদে বা ঘর নিকটে হলে ঘরে গিয়ে পড়া উত্তম পদ্ধতি। আর যদি কেউ اللهم انت السلام الخ সহ অন্যান্য ওযীফা আদায় করার পরিমাণ সময় বিলম্ব করে সুন্নাত পড়ে, তাতেও কোনো গোনাহ নেই, তবে তা অনুত্তম। (১৫/৬৮৩/৬১৯০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٩ : (ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها) وقيل تسقط (وكذا كل عمل ينافي التحريمة على الأصح) قنية.

📖 فتح القدير (مكتبۂ حبيبيه) ١ /٣٨٣ : ثم هل الأولى وصل السنة التالية للفرض له أو لا؟ في شرح الشهيد القيام إلى السنة متصل بالفرض مسنون -

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ١ /٢٥٦ : فرض اور سنت کے درمیان دنیاوی باتیں کرنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔

ফজরের জামাআত চলাকালীন সুন্নাত পড়া

প্রশ্ন : ফজরের জামাআত চলাকালীন সুন্নাত পড়া জরুরি কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি ইমামের সাথে ফরযের এক রাক'আত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ফজরের সুন্নাত ও অন্যান্য সুন্নাত অবশ্যই পড়ে নেবে। তবে তা জামাআতের স্থান থেকে পৃথক হয়ে পড়বে। (১৯/১৪৯/৮০৬১)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٣٧٨ : (قوله: إلا سنة فجر) لما روى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسى.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٣٧٨ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها) ولو بإدراك تشهدها، فإن خاف تركها أصلا.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳ /۳۱۱ : الجواب- فجر کی جماعت شروع ہو جانے کے بعد کسی علیحدہ جگہ میں سنتیں ادا کرنے کا اتنا موقع مل جائے کہ سنت ادا کر کے فرض ایک رکعت مل سکے گی تو سنتیں ادا کر کے جماعت میں شریک ہو اور اگر کوئی علیحدہ جگہ میسر نہ ہو یا ایک رکعت فرض ملنے کی امید نہ ہو تو جماعت میں شریک ہو جائے اور جماعت کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سنتیں نہ پڑھے، سورج نکلنے کے بعد چاہے تو پڑھ لے۔

ফজরের সুন্নাত কখন কাযা করবে

প্রশ্ন : কেউ ফজরের সুন্নাত না পড়লে জামাআতের পরে সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : ফজরের সুন্নাত জামাআত বা অন্য কোনো কারণে ছুটে গেলে সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া যাবে না। (১৯/১৪৯/৮০৬১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /٢٨٧ : ...وأمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر».

وأما إذا فاتت وحدها لا تقضى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: تقضى إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال، واحتج بحديث ليلة التعريس أنه - صلى الله عليه وسلم - «قضاهما بعد.

Scanned by CamScanner

البحر الرائق (سعيد) ٢ /٧٤ : فأفاد المصنف أنها لا تقضى قبل طلوع الشمس أصلا ولا بعد الطلوع إذا كان قد أدى الفرض ـ

সুন্নাত পড়ার সময় জামাআত শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন : ফজর ছাড়া অন্য নামায যেমন জোহরের সুন্নাত শুরু করেছে, এমতাবস্থায় জামাআত শুরু হলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শরীক হওয়া জরুরি কি না?

উত্তর : ফজর ব্যতীত অন্য নামাযের পূর্বের সুন্নাত পড়াকালীন ইকামত শুরু হলে যদি প্রথম দুই রাক'আতে হয় তাহলে দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। এমতাবস্থায় চার রাক'আত সুন্নাত ফরযের পরে পড়ে নেবে। আর যদি তৃতীয় রাক'আত আদায়ের পরে ইকামত শুরু হয় তাহলে পূর্ণ চার রাক'আত আদায় করে জামাআতে শামিল হবে। (১৯/১৪৯/৮০৬১)

الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٧٤ : (والشارع في نفل لا يقطع مطلقا) ويتمه ركعتين (وكذا سنة الظهر و) سنة (الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام) يتمها أربعا (على) القول (الراجح) لأنها صلاة واحدة، وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافا لما رجحه الكمال.

رد المحتار (سعيد) ٢ / ٥٣ : (قوله خلافا لما رجحه الكمال) حيث قال: وقيل يقطع على رأس الركعتين، وهو الراجح لأنه يتمكن من قضائه بعد الفرض. ولا إبطال في التسليم على الركعتين، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب.

هذا، وما رجحه المصنف صرح بتصحيحه الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم الشمني. وفي جمعة الشرنبلالية: وعليه الفتوى. قال في البحر والظاهر ما صححه المشايخ لأنه لا شك أن في التسليم على الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالها، وتقدم أنه لا يجوز، ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني، إلى غير ذلك كما قدمناه ...

Scanned by CamScanner

...ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة، أما إن قام إليها وقيدها بسجدة، ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم، وإن لم يقيدها بسجدة. قال في الخانية: لم يذكر في النوادر. واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعا ويخفف القراءة وقيل يعود إلى القعدة ويسلم وهذا أشبه. اهـ قال في شرح المنية: والأوجه أن يتمها لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر -

ইকামতের পর ফজরের সুন্নাত পড়ার বিধান

প্রশ্ন : উলামায়ে কেরাম ফজরের নামাযের ইকামতের পর সুন্নাত পড়ার অনুমতি দেন। কোনো কোনো আলেম আরো এক ধাপ এগিয়ে এ কথা বলেন, যদি সুন্নাত আদায় করার পর জামাআতে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সুন্নাত আদায় করে জামাআতে অংশগ্রহণ করবে। অথচ মুসলিম শরীফ ১/২৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একাধিক হাদীস থেকে জানা যায় যে ইকামত হওয়ার পর ফরয ব্যতীত অন্য কোনো নামাযই পড়া যাবে না। এখন জানার বিষয় হলো, সহীহ হাদীসের বিপরীতে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য কতটুকু সঠিক? তাদের বক্তব্য সহীহ হাদীসের আলোকে হলে প্রমাণসহ হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যে মসজিদে ফরয নামাযের ইকামত হবে ওই মসজিদে ইকামতের পর অন্য কোনো নফল নামায পড়া যাবে না। মসজিদের বাইরেও পড়া যাবে না, তা নয়। এ ছাড়া অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা ফজরের সুন্নাতের অধিক গুরুত্ব বোঝা যায় এবং বহু সাহাবায়ে কেরাম থেকে ফরযের ইকামতের পরও ফজরের সুন্নাত আদায় করার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই হানাফী উলামায়ে কেরাম ফরযের ইকামতের পর জামাআতে অংশগ্রহণ করতে পারার সম্ভাবনা থাকার শর্তে মসজিদের বাইরে অথবা মসজিদের দরজার নিকটে বা এক কোণে ফজরের সুন্নাত আদায় করে জামাআতে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেন। যাতে জামাআত ও সুন্নাত উভয়টির ফজীলত একসাথে আদায় হয়ে যায়। (১৮/৭১/৭৪৬৪)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١ /١٤٩ (١٢٥٨) :عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تدعوهما، وإن طردتكم الخيل».

📖 المعجم الكبير للطبراني (مكتبة ابن تيمية) ٩ /٢٧٧ (٩٣٨٥): عن عبد الله بن أبي موسى، قال: «جاء ابن مسعود، والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتين إلى سارية، ولم يكن صلى ركعتي الفجر».

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ١ /٣٧٤ (٢٢٠٠) : عن أبي مجلز، قال: دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، والإمام يصلي. فأما ابن عمر رضي الله عنهما فدخل في الصف، وأما ابن عباس رضي الله عنهما، فصلى ركعتين، ثم دخل مع الإمام، فلما سلم الإمام قعد ابن عمر مكانه، حتى طلعت الشمس، فقام فركع ركعتين" .

📖 فيه أيضا ١ /٣٧٥ (٢٢٠٣) :عن مالك بن مغول، قال: سمعت نافعا، يقول: «أيقظت ابن عمر رضي الله عنهما لصلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة، فقام فصلى الركعتين» .

📖 فقه السنن والآثار ص ١٠١ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه مسلم-قلت : هذا إذا كان فى داخل المسجد، أما خارج المسجد أو فى ناحيته أو خلف أسطوانة أو على بابه فلاتكره إن لم يخش فوت الجماعة .

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ١ / ٣١٥ : ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل "لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين "وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام" لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بالترك ألزم .

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ا /۲۴۱ : جواب-سنت فجر کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے اور جماعت کی بھی بڑی فضیلت اور تاکید ہے اور ترک پر وعید بھی ہے لہذا کوشش

Scanned by CamScanner

کرے کہ دونوں فضیلتیں میسر آجائیں، پس اگر ایک رکعت یا قعدہ بھی ملنے کی توقع ہو
تب بھی سنت نہ چھوڑے (خارج مسجد حوض کے تخت پر یا صحن میں ہوتی ہو تو جماعت
خانہ میں پڑھ لے غرض کہ حسب امکان جماعت سے دور آڑ میں پڑھ لے صف کے پیچھے
لوگ قریب میں نماز پڑھتے ہیں یہ مکروہ ہے)۔

ফজরের ইকামতের পর সুন্নাত পড়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলে, ফজরের ফরয নামাযের ইকামত আরম্ভ হওয়ার পর ফজরের পূর্বের সুন্নাত পড়া যাবে না। সে দলিল হিসেবে বলে যে ফরয আল্লাহর হুকুম আর সুন্নাত রাসূলের তরীকা। সুতরাং সুন্নাত পড়া যাবে না। তার কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর : হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যখন ফরয নামাযের জামাআত শুরু হয়ে যায় তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোনো নামায পড়া উচিত নয় কথাটি সঠিক। তবে ফজরের সুন্নাতের প্রতি হাদীস শরীফে অধিক গুরুত্বারোপ করায় ফিকাহবিদগণ এই হাদীসের মর্মের ওপর আমল করতে গিয়ে তাশাহহুদ পর্যন্ত জামাআতে শরীক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকার শর্তে সুন্নাত পড়ে নেওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন, অন্যথায় পড়া যাবে না। প্রশ্নে বর্ণিত ফরয আল্লাহর হুকুম, সুন্নাত রাসূলের তরীকা। সুতরাং সুন্নাত পড়া যাবে না এ যুক্তিটি সঠিক নয় কারণ রাসূলের সব তরীকাই আল্লাহর হুকুম। তাই যুক্তি দিয়ে নয়, ওহীর মাধ্যমে শরয়ী বিধান প্রমাণিত হয়। (১৬/১৮/৬৩৭০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٥٦ : (و) إلا (لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة) فيخرج مطلقا (وإن أقيمت) ... ... (وإذا خاف فوت) ركعتي (الفجر لاشتغاله بسنتها تركها) لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر (لا) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٣ /٣٠٨ : حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب نماز کی تکبیر کہی جائے پھر کوئی نماز سوائے فرض کے نہیں (پڑھنی چاہئے) اس عموم سے سنت فجر کی ممانعت بھی ثابت ہوتی ہے مگر چونکہ اس

Scanned by CamScanner

حدیث کو ابن عیینہ وحماد بن زید وحماد بن سلمہ نے ابوہریرہ سے موقوفا روایت کیا ہے اور سنت فجر آکد السنن ہے اور صحابہ سے سنت فجر کا بعد اقامت فرض پڑھ لینا بھی ثابت ہے،... ... ... پس ان وجوہ ثلاثہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت فجر عموم حدیث سے مستثنی ہے۔

📖فیہ ایضا۳ /۳۱۰ : جواب—فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہوجانے کے بعد علیحدہ مقام میں جاکر پڑھی جائیں اور علیحدہ کوئی جگہ نہ ہو تو جماعت میں شریک ہو جانا چاہئے،اور جماعت کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے نہیں پڑھناچاہئے،آفتاب نکلنے کے بعد پڑھ لی جائیں تو بہتر ہے.

ফজরের পর সুন্নাত পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের জামাআতের শেষ রাক'আত পেয়ে সুন্নাত না পড়ে ফরয পড়ে নেয় তাহলে সুন্নাত পড়বে কি? পড়লে কখন পড়বে? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : যদি কেউ কোনো কারণে ফজরের সুন্নাত পড়তে না পারে, তাহলে তা সূর্য পরিপূর্ণভাবে ওঠার পর দ্বিপ্রহরের আগেই পড়ে নিতে পারে। (১৬/১৮/৬৩৭০)

📖رد المحتار (سعيد) ٢ /٥٧ : (قوله ولا يقضيها إلا بطريق التبعية إلخ) أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال؛ وما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع، لكراهة النفل بعد الصبح. وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر. قيل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه. وقالا: لا يقضي، وإن قضى فلا بأس به، كذا في الخبازية؛ ومنهم من حقق الخلاف وقال الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة، كذا في العناية يعني نفلا عندهما سنة عنده كما ذكره في الكافي إسماعيل-

Scanned by CamScanner

ইমাম শেষ বৈঠকে থাকলে সুন্নাত বাদ দিয়ে জামাআতে শরীক হবে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি ফজরের সময় এসে দেখে ইমাম সাহেব শেষ বৈঠকে, এখন তার শরীয়তের বিধান কী হবে? সে প্রথমে ফজরের সুন্নাত পড়বে, নাকি শেষ বৈঠকে শরীক হবে? যদি শেষ বৈঠকে শরীক হয় তাহলে নামায শেষে সাথে সাথে ওই সুন্নাত পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : ফজরের সুন্নাত পড়তে গিয়ে ফজরের পুরো জামাআত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হলে সুন্নাত না পড়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সুন্নাত পড়ার দ্বারা জামাআত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে বরং ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে হলেও শরীক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সুন্নাত পড়ে নেবে, পরে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ফজরের সুন্নাত ফরয নামাযের জামাআতের পূর্বে পড়তে না পারলে জামাআতের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া নিষেধ। সূর্যোদয়ের পর নিষিদ্ধ সময় শেষ হয়ে গেলে মনে চাইলে উক্ত সুন্নাত পড়া যেতে পারে। (১৭/৪৭৫/৭১৪৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٥٦ : (قوله وقيل التشهد) أي إذا رجا إدراك الإمام في التشهد لا يتركها بل يصليها، وإن علم أن تفوته الركعتان معه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٥٧ : وما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع، لكراهة النفل بعد الصبح. وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ /١٢٩ : إذا كان يرجوا إدراكه في التشهد فإنه يأتي بالسنة -

📖 شرح النقاية ١ /٢٥٠ : ولو كان يدرك التشهد قال شمس الأئمة السرخسى يدخل مع الإمام ولايقضيها اى سنةالفجر عندهما إلا تبعا للفرض قبل الزوال بالاتفاق وبعده ايضا عندهما، وقال محمد يقضيها وحدها ايضا قبل الزوال -

Scanned by CamScanner

فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱ /۲۴۱ : جواب-سنت فجر کی بڑی فضیلت اور تاکید ہے اور جماعت کی بھی بڑی فضیلت اور تاکید ہے اور ترک پر وعید بھی ہے لہذا کوشش کرے کہ دونوں فضیلتیں میسر آجائیں، پس اگر ایک رکعت یا قعدہ بھی ملنے کی توقع ہو تب بھی سنت نہ چھوڑے (خارج مسجد حوض کے تخت پر یا صحن میں اور اگر جماعت صحن میں ہوتی ہو تو جماعت خانہ میں پڑھ لے غرض کہ حسب امکان جماعت سے دور آڑ میں پڑھ لے صف کے پیچھے لوگ قریب میں نماز پڑھتے ہیں یہ مکروہ ہے)۔

কবলাল জুমু'আর সুন্নাত এক সালামে চার রাক'আত

প্রশ্ন : কবলাল জুমু'আর সুন্নাত এক সালামে দুই রাক'আত নাকি চার রাক'আত? সহীহ হাদীসের আলোকে উত্তরের আশা করছি।

উত্তর : কবলাল জুমু'আ এক সালামে চার রাক'আত পড়া সুন্নাত। (১৮/৭১/৭৪৬৪)

شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ١/ ٣٣٥ (١٩٦٥) : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعا» فاستحال أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عنه علي البارقي، ثم يفعل خلاف ذلك.

فيه أيضا ١/ ٣٣٥ (١٩٧٠) : عن إبراهيم: «أن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، لا يفصل بينهن بتسليم» -

الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ١/ ١٢٤ : وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع. كذا في المتون والأربع بتسليمة واحدة عندنا حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد به عن السنة.

Scanned by CamScanner

খুতবা চলাকালীন সুন্নাত পড়া নিষিদ্ধ

প্রশ্ন : জুমু'আর দিন খুতবা চলাকালীন সুন্নাত নামায পড়ার অনুমতি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মুসলিম শরীফ ১/২৮৭ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও হানাফী আলেমগণ খুতবা চলাকালীন সুন্নাত পড়া নাজায়েয বলেন—এর কারণ কী? তাঁদের কাছে মুসলিম শরীফ ১/২৮৭ বর্ণিত হাদীসের চেয়ে বিশুদ্ধ কোনো হাদীস আছে কি? যদি থাকে তাহলে হাদীস উল্লেখপূর্বক প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পাওয়ার আশা করি।

উত্তর : কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে খুতবা চলাকালীন সুন্নাত বা যেকোনো নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ। মুসলিম শরীফের যে হাদীসে খুতবার সময় নামায পড়ার অনুমতি পাওয়া যায়, তা নিষিদ্ধ হওয়ার আগের ঘটনা। অথবা ব্যক্তিবিশেষের জন্য ব্যতিক্রম মাসআলা। যেহেতু শরীয়তের নীতিমালা হলো, খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব, আর কবলাল জুমু'আ সুন্নাত, ওয়াজিব ও সুন্নাত পরস্পর সাংঘর্ষিক হলে ওয়াজিব প্রাধান্য পায়। অনুরূপভাবে জায়েয ও হারাম সাংঘর্ষিক হলে হারামের প্রাধান্য হয়। সুতরাং খুতবা চলাকালীন যেকোনো প্রকারের নফল বা সুন্নাত পড়ার সুযোগ নেই। (১৮/৭৮/৭৪৬৭)

📖 سورة الأعراف الآية ٢٠٤ : ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ /١٢٧ (٩٣٤) : أن أبا هريرة، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت " -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٢٦٤ :والصلاة تفوت الاستماع والإنصات فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة والحديث منسوخ كان ذلك قبل وجود الاستماع ونزول قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} دل عليه ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر سليكا أن يركع ركعتين ثم نهى الناس أن يصلوا والإمام يخطب» فصار منسوخا أو كان سليك مخصوصا بذلك -

Scanned by CamScanner

📖عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٦ /٢٣٢ : فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الأمر لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي،... ... وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الأول: قوله تعالى: {وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له}. فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض؟ الثاني: صح عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت). فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصلان المفروضان الركنان في المسألة يحرمان في حال الخطبة، فالنفل أولى أن يحرم. الثالث: لو دخل والإمام في الصلاة ولم يركع، والخطبة صلاة، إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة.

📖درس ترمذی (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ٢ /٢٩١ : ایک،اس بناء پر کہ محرم اور مبیح میں تعارض کے وقت محرم کو ترجیح ہوتی ہے۔ دوسرے،اس لئے کہ روایات نہی مؤید بالقرآن ہے۔تیسرے،اس لئے کہ روایات نہی مؤید بالاصول الکلیہ ہیں۔ چوتھے،اس لئے کہ وہ مؤید بتعامل الصحابہ والتابعین۔ پانچویں، یہ کہ ان پر عمل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے کیونکہ تحیۃ المسجد کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں،لہذا اس کے ترک سے کسی کے نزدیک بھی گناہ کا احتمال نہیں، جبکہ نہی عن الصلاۃ والکلام کی احادیث کو ترک کرنے سے گناہ کا اندیشہ ہے۔

বয়ান চলাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ

প্রশ্ন : মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ মসজিদে জুমাবার আযানের সাথে সাথেই ইমাম সাহেব বয়ান শুরু করেন। এমতাবস্থায় দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায কিভাবে পড়া হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া সুন্নাত, আর জুমু'আর সময় এ দুই রাক'আতের গুরুত্ব আরো বেশি। তাই ওয়াজ চলাকালীনও এ দুই রাক'আত নামায পড়ে ওয়াজ শ্রবণ করবে। (১/১৯৯)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١/ ١٢٢ (٤٤٤) : عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» -

📖سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ٢ / ٣٢٧ (١٦١٨) : عن أنس قال: دخل رجل من قيس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته» -

জোহর ও এশার সুন্নাত কত রাক'আত

প্রশ্ন : জোহর ও এশার নামাযের সুন্নাত কত রাক'আত? অনেককে দেখা যায়, তারা জোহর এবং এশার নামাযের পর দুই রাক'আত সুন্নাত পড়ার পর আরো দুই রাক'আত নামায পড়েন। এই দুই রাক'আত নামায তারা সুন্নাত মনে করেন।

উত্তর : এশার ওয়াক্তে ফরয নামাজের পর দুই রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং জোহরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা, আগে-পরে সর্বমোট ছয় রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা না পড়লে গোনাহ হবে। তবে কোনো কোনো হাদীসে জোহর ও এশার ফরযের পর চার রাক'আত নামাযের কথা উল্লেখ আছে। এর মধ্যে ফোকাহায়ে কেরাম দুই রাক'আত সুন্নাত আর দুই রাক'আত নফল হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং জোহর ও এশার দুই রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়ার পরে নফলের নিয়্যাতে আরো দুই রাক'আত পড়া ভালো, না পড়লেও গোনাহ হবে না। (১৮/২৩১/৭৫৪১)

📖سنن الترمذى (دارالحديث) ١ /٩٤ (٤١٥) :عن أم حبيبة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين

Scanned by CamScanner

بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة ".

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ /٢٩٩ (١١٨١) :عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح».

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١ /١٨٠ (١٢٦٩) : عن عنبسة بن أبي سفيان، قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، حرم على النار».

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١ /٣٨٦ :(قوله وفي غيره) أي في غير حديث المثابرة ذكر الأربع، هو ما عزي إلى سنن سعيد بن منصور من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر» -

📖 كفايت المفتى (دارالاشاعت) ٣ /٣١٥ : سوال- ظهر كى نماز فرض کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ جوپڑھی جاتی ہے اس کے بعد دو رکعت اور بیٹھکر جولوگ پڑھتے ہیں اس کے سند ہے یا نہیں؟ نیز مغرب کی دو رکعت سنت مؤکدہ اور عشاء کی دو رکعت سنت مؤکدہ کے بعد بھی لوگ دو رکعت اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں؟

الجواب-ہاں، ان دو رکعت کے بھی سند ہے اور مغرب اور عشاء کے بعد دو سنت مؤکدہ اور ان کے بعد دو رکعت نفل کی بھی سند ہے۔

জোহরের আগের সুন্নাত পরে পড়লে কখন পড়বে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি জোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত সময়ের স্বল্পতার কারণে পড়তে না পারলে কোন সময় পড়বে? পরের দুই রাক'আত সুন্নাতের পূর্বে না পরে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সময়ের স্বল্পতার কারণে জোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে না পারলে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ফরয নামাযের পর দুই রাক'আত সুন্নাত পড়ার পর উক্ত চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নেবে। (১১/৯৪০)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ /٦٢ : ولو خاف أن يفوته الظهر بالجماعة لو اشتغل بالجماعة يترك السنة ويدخل فى صلاة الإمام ثم يقضى ركعتى الظهر ثم الأربع عند أبى يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى الأربع اولا ثم الركعتين-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١١٢ : وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضيها بعد الفراغ من الظهر مادام الوقت باقيا وهو الصحيح هكذا في المحيط وفي الحقائق يقدم الركعتين عندهما وقال محمد - رحمه الله تعالى - يقدم الأربع وعليه الفتوى. كذا في السراج الوهاج.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٣ /٤٨٥ : الجواب - بعد الفرض پہلے دو رکعت سنت پڑھے پھر پہلی چار رکعت کی قضاء کرے۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٢ /٣٤٣ : الجواب— ان کو فرضوں کے بعد پڑھے، پہلے دو رکعتیں بعد والی پڑھ لے، پھر چار رکعتیں پہلے والی پڑھے، اگر پہلے چار پھر دو پڑھ لے تب بھی صحیح ہے۔

জোহরের আগের সুন্নাত পরে পড়লে গুরুত্বহীন হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব বলেছেন যে জোহরের চার রাক'আত সুন্নাত ফরযের পরে পড়লে সুন্নাতের গুরুত্ব বাকি থাকে না। প্রশ্ন হলো, উক্ত ইমাম সাহেবের কথা সঠিক কি না?

উত্তর : জোহরের ফরয নামাযের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা ফরযের পূর্বেই আদায় করা জরুরি, অলসতা করে বিলম্ব করার অনুমতি নেই। তবে যদি কোনো কারণে

Scanned by CamScanner

ফরযের পূর্বে পড়ার সুযোগ না হয়, তাহলে ফরযের পরে আদায় করলেও অধিকাংশ আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের নির্ভরযোগ্য রায় মতে সুন্নাতে মুআক্কাদা হিসেবেই আদায় হবে। তবে তা দুই রাক'আত সুন্নাতের পরে আদায় করে নেবে, অন্যথায় সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ার গোনাহ হবে। (১৪/৭৬৪/৫৭৯০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٥٨ : (بخلاف سنة الظهر) وكذا الجمعة (فإنه) إن خاف فوت ركعة (يتركها) ويقتدي (ثم يأتي بها) على أنها سنة (في وقته) أي الظهر (قبل شفعه) عند محمد.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٥٨ :(قوله على أنها سنة) أي اتفاقا. وما في الخانية وغيرها من أنها نفل عنده سنة عندهما فهو من تصرف المصنفين، لأن المذكور في المسألة الاختلاف في تقديمها أو تأخيرها، والاتفاق على قضائها؛ وهو اتفاق على وقوعها سنة كما حققه في الفتح وتبعه في البحر والنهر وشرح المنية.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٤٦ : وأما الأداء قبل الظهر، إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام، ولم يشتغل بالأربع هل يقضيها بعد الفراغ من الظهر ما دام وقت الظهر باقياً؟ فقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: لا يقضهما وعامتهم على أنه يقضيها، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وهو الصحيح، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام «كان إذا فاته الأربع قبل الظهر»، فقضاها بعد الظهر ثم اختلفت العامة، فيما بينهم، إن هذا يكون سنّة أو نفلاً مبتدأً، وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله، وبعضهم قالوا: يكون سنّة، وهكذا روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وهو قول إبراهيم النخعي وهو الأظهر، فإن عائشة رضي الله عنها أطلقت عليه اسم القضاء حيث قالت: قضاها بعد الظهر.

ثم كيف يأتي بها قبل الركعتين أو بعد الركعتين، فعلى قياس قول من يقول بأن الأربع نفل مبتدأ، يقول يأتي بها بعد الركعتين؛ لأنه لو أتى قبل الركعتين تفوته الركعتان عن وقتها، وعلى قياس من

Scanned by CamScanner

يقول بأنها سنة، يقول بأنه يأتي بها قبل الركعتين؛ لأن كل واحد منهما سنة إلا أن إحداهما فائتة والأخرى وقتية، ولو كان عليه قضاءان وأحدهما فائت والآخر وقتي بدأ بالفائت أولاً، كذا ها هنا -

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۳ /۳۲۳ : جواب – ظہر کے فرضوں سے پہلے کی سنتیں اگر جماعت میں شریک ہو جانے کی وجہ سے رہ جائیں تو فرضوں کے بعد اختیار ہے پہلے چار سنتیں پڑھے اور پھر دو یا پہلے دو پڑھے پھر چار دونوں طرح جائز ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ /۴۵۶ : سوال- جمعہ وظہر کی سنت مؤکدہ قبل والی اگر پہلے فرضوں کے نہ پڑھی جائیں تو بعد فرض کے پڑھنا سنت مؤکدہ ہی رہے گا یا نفل

الجواب- بعد الفرائض بھی سنت مؤکدہ ہی ہے۔

জোহরের সুন্নাত মসজিদেই পড়তে হবে ভিত্তিহীন কথা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব জোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত প্রায় সময় বাসা থেকে পড়ে মসজিদে এসে ফরয নামায পড়িয়ে দেন। এক ব্যক্তি অভিযোগ করল যে ইমাম সাহেব সুন্নাত বাসা থেকে পড়ে আসেন, অথচ বিশেষ করে জোহরের চার রাক'আত সুন্নাত যে মসজিদে ফরয আদায় করবে ওই মসজিদেই আদায় করতে হয়। জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত কথাটি শরীয়ত সমর্থিত কি না?

উত্তর : ঘরে নামাযের সুব্যবস্থা থাকলে তারাবী ব্যতীত অন্য সমস্ত সুন্নাত নামায ঘরে পড়াই উত্তম। জোহরের পূর্বের চার রাক'আত নামায যে মসজিদে ফরয পড়বে, ওই মসজিদেই পড়তে হবে–এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। (১৭/৪৪০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ١٢٦ (٦١١٣) : عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٢ : والأفضل في النفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٢٢ : (قوله والأفضل في النفل إلخ) شمل ما بعد الفريضة وما قبلها لحديث الصحيحين «عليكم الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وأخرج أبو داود «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» -

ফজর ও জোহরের সুন্নাত না পড়ে ইমামতি করা

প্রশ্ন : ফজরের সুন্নাত ও জোহরের পূর্বের সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় না করে ইমামতি করতে কোনো বাধা আছে কি না?

উত্তর : ফরযের পূর্বের সুন্নাতে মুআক্কাদা নামায আদায় না করেও ইমামতি করা যাবে, তবে সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া অভ্যাসে পরিণত হওয়া মন্দ কাজ। (২/৩৬)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۲۸۲ : الجواب-امام پر وقت متعین کی رعایت رکھنا لازم ہے، اس لئے وقت جماعت سے قبل سنتوں سے فراغت کا اہتمام کرے، اگر کبھی کسی عذر سے تاخیر ہو گئی، تو مقتدیوں کو چاہئے کہ امام کو سنتیں ادا کرنے کا موقع دیں، اگر ایسا نہیں کیا گیا اور بدون سنتیں ادا کئے نماز پڑھادی تو درست ہے۔

তারাবীহ দুই রাক'আত নাকি চার রাক'আত সুন্নাতের পর শুরু করবে?

প্রশ্ন : এক আলেম বলেন, রমাজান মাসে এশার নামাযের পর দুই রাক'আত সুন্নাত পড়ার পর তারাবী শুরু করাই উত্তম। কিন্তু এক পীর সাহেব বলেন, চার রাক'আত সুন্নাত পড়ার পরে তরাবী শুরু করা উত্তম। যে আলেম নিষেধ করেন তাঁর কথা হলো, এশার নামাযের পর দুই রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা, তারপর দুই রাক'আত নফল যদি তারাবীতে লিপ্ত না হয়ে নফলে লিপ্ত হয় তাহলে সুন্নাতে মুআক্কাদায় তা'খীর হয়

Scanned by CamScanner

আর পীর সাহেব বলেন, তারাবীহর পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা শরীয়তে তার নিষেধ নেই। এর সঠিক সমাধান জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : রমাজান মাসে এশার নামাযের দুই রাক'আত সুন্নাতের পর পর তারাবীহর পূর্বে দুই রাক'আত নফল পড়া যদিও শরীয়তে নিষেধ নয়। তবে বিভিন্ন প্রকারের মুসল্লির খাতিরে সার্বিক বিবেচনায় সুন্নাতে মুআক্কাদার পর অন্য কোনো ইবাদতে লিপ্ত না হয়ে তাড়াতাড়ি তারাবীহ আরম্ভ করাটাই উত্তম হবে। মুসল্লিগণ সবাই দুই রাক'আত নফল পড়তে আগ্রহী হলে কোনো আপত্তি নেই। (১৮/২৩১/৭৫৪১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٤٣: (التراويح سنة) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعا (ووقتها بعد صلاة العشاء) إلى الفجر (قبل الوتر وبعده) في الأصح -

📖 الفتاوى الهندية (سعيد) ١/ ١١٥ : ولو علم أن الجلوس بين الخامسة والوتر يثقل على القوم لا يجلس.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴ /۲۹۹ : سوال- رمضان شریف میں اگر تراویح شروع ہوگئی تو سنت جو بعد فرض کے ہیں یہ پڑھ کر تراویح میں شریک ہو یا بعد میں پڑھے۔

الجواب- فرض اور سنت پڑھ کر تراویح میں شامل ہو الخ

স্থান পরিবর্তন করে ইমামের সুন্নাত পড়া উত্তম

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ফরয নামায শেষ করে বাকি নামায সে স্থানে পড়া উত্তম, নাকি স্থান পরিবর্তন করে পড়া উত্তম?

উত্তর : ইমাম সাহেব ফরয নামায শেষ করে সুন্নাত নামায ডানে-বামে বা পেছনে এসে আদায় করা উত্তম। (১৮/৬৬৩/৭৭৬৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١ /٩١ (٦١٦) : عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٣١ : (قوله يكره للإمام التنفل في مكانه) بل يتحول مخيرا كما يأتي عن المنية، وكذا يكره مكثه قاعدا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها كما في شرح المنية عن الخلاصة، والكراهة تنزيهية كما دلت عليه عبارة الخانية (قوله لا للمؤتم) ومثله المنفرد، لما في المنية وشرحها: أما المقتدي والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز، والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر.

আউয়াবীনে তিনবার সূরা ইখলাস পড়ার কথা ভুল

প্রশ্ন : আউয়াবীন নামাযে সূরা ফাতেহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পড়তে হয়, এ কথাটা কি শরীয়তসম্মত? এভাবে কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়েছিলেন?

উত্তর : আউয়াবীনে ফাতেহার পর তিনবার ইখলাস পড়তে হয় কথাটি সহীহ নয়, যেকোনো সূরা পড়া যায়। (১৮/৯৬০/৭৭৮৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٠٧ : ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض ولا بأس بذلك في التطوع كذا في فتاوى قاضيخان -

নফল নামাযের দু'আ ও সালাতুল হাজাত

প্রশ্ন : কোনো নেক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নফল পড়ে দু'আ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না? আর সালাতুল হাজাত নামে কোনো নামায আছে কি না?

উত্তর : নেক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নফল নামায পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর সালাতুল হাজাত নামেও নামায হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (১৭/৮২/৬৯১৪)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٢/ ٢٦٧ (٤٧٩) : عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى

Scanned by CamScanner

الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

📖مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٤٥/ ٤٨٩ (٢٧٤٩٧) : عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: صحبت أبا الدرداء أتعلم منه، فلما حضره الموت قال: آذن الناس بموتي، فآذنت الناس بموته، فجئت وقد ملئ الدار وما سواه، قال: فقلت: قد آذنت الناس بموتك، وقد ملئ الدار، وما سواه قال: أخرجوني فأخرجناه قال: أجلسوني قال: فأجلسناه، قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من توضأ، فأسبغ الوضوء، ثم صلى ركعتين يتمهما ، أعطاه الله ما سأل معجلا، أو مؤخرا " -

📖رد المحتار(سعيد) ٢ /٢٨ : (قوله وأربع صلاة الحاجة إلخ) قال الشيخ إسماعيل: ومن المندوبات صلاة الحاجة -

ইশারায় আদায়কৃত নফলের কাযা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি সক্ষমতা সত্ত্বেও নফল নামায চেয়ারে বসে দীর্ঘদিন ইশারার মাধ্যমে আদায় করার পর মাসআলা জানতে পারে যে তার নামায হয়নি। জানার বিষয় হলো, সে বিগত নামাযগুলোর কাযা আদায় করতে হবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : নফল নামায আরম্ভ করার পর স্বেচ্ছায় ভেঙে ফেললে অথবা অনিচ্ছায় কোনো কারণে ভেঙে গেলে বা সহীহ না হলে সর্বাবস্থায় তার কাযা করা ওয়াজিব বিধায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে সক্ষমতা সত্ত্বেও চেয়ারে ইশারায় আদায়কৃত নফল নামাযগুলো তার কাযা দিতে হবে। (১৮/৭২২/৭৬৭৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٣٠ : (ولزم نفل شرع فيه) بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا (قصدا) إلا إذا شرع متنفلا خلف مفترض ثم قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره، أو تطوعا آخر، أو في صلاة ظان، أو أمي، أو امرأة، أو محدث يعني وأفسده في الحال؛ أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء (ولو عند غروب وطلوع واستواء) على الظاهر (فإن أفسده حرم) - {ولا تبطلوا أعمالكم} (إلا بعذر، ووجب قضاؤه) ولو فساده بغير فعله؛ كمتيمم رأي ماء ومصلية أو صائمة حاضت.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١١٤ : ولو صلى التطوع بالإيماء من غير عذر لا يجوز.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴ /۵۱ : ... بعض لوگ کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کی بجائے اشارہ سے نماز پڑھتے ہیں اگر زمین پر بیٹھ کر سجدہ کی قدرت ہو تو کرسی پر اشارہ سے نماز نہیں ہوگی۔

চেয়ারে বসে তারাবীহ ও নফল আদায় করা

প্রশ্ন : তারাবীহ ও নফল নামায চেয়ারে বসে ইশারায় পড়া জায়েয কি না?

উত্তর : অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তারাবীহ ও নফল নামায চেয়ারে বসে পড়া এবং প্রয়োজনে রুকু-সিজদা ইশারায় আদায় করা জায়েয। সুস্থ ব্যক্তি কিয়াম না করে চেয়ারে বসে সূরা (কিরাত) আদায় করা জায়েয হলেও রুকু-সিজদা করার শক্তি থাকলে ইশারায় রুকু-সিজদা করা জায়েয হবে না। সুতরাং নিয়মমাফিক রুকু-সিজদা আদায় করতে হবে। (১৭/৯৪৭/৭৪০৩)

📖 رد المحتار(سعيد) ٢ /١٥ : أقول: والذي في الخانية هناك: لو صلى التراويح قاعدا، قيل لا يجوز بلا عذر، لما روى الحسن عن أبي حنيفة: لو صلى سنة الفجر قاعدا بلا عذر لا يجوز فكذا التراويح لأن كلا منهما سنة مؤكدة. وقيل يجوز، وهو الصحيح. والفرق أن

Scanned by CamScanner

سنة الفجر سنة مؤكدة بلا خلاف، والتراويح دونها في التأكد، فلا يجوز التسوية بينهما.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٩٥ : (من تعذر عليه القيام) أي كله (لمرض) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرر به يفتى... ...(صلى قاعدا) ولو مستندا إلى وسادةأو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١١٤ : ويجوز أن يتنفل القادر على القيام قاعدا بلا كراهة في الأصح. كذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك.

📖 فيه أيضا ١ /١١٤ : ولو صلى التطوع بالإيماء من غير عذر لا يجوز.

📖 وکذا فی احسن الفتاوی ۴/ ۵۱

চাশ্‌ত, ইশরাক ও আউয়াবীনের পার্থক্য

প্রশ্ন : চাশ্‌ত, ইশরাক ও আউয়াবীন একই নামায নাকি ভিন্ন ভিন্ন নামায? কোনটিতে কত রাক'আত? ওয়াক্তসহ উল্লেখ করবেন।

উত্তর : চাশ্‌ত, ইশরাক, আউয়াবীন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামায। তবে হাদীসের পরিভাষায় চাশ্‌তকে আউয়াবীনও বলা হয়। এমনিভাবে চাশ্‌ত ও ইশরাককে সালাতুদ্দোহাও বলা হয়। চাশ্‌ত, ও ইশরাক সর্বনিম্ন দুই এবং আউয়াবীন মাগরিবের পরের দুই রাক'আত সুন্নাতসহ মোট ছয় রাক'আত। আর চাশ্‌ত সর্বোচ্চ বারো এবং ইশরাক চার ও আউয়াবীন বিশ রাক'আত। সূর্যোদয়ের কমপক্ষে ১০ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ইশরাক এবং চাশ্‌তের সময়। তবে চাশতের উত্তম সময় হলো দিনের এক-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। মাগরিবের পর এশা পর্যন্ত আউয়াবীনের সময়।
(১৭/৯৫৯/৭৪১৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١/ ٢٨٢ (١١٠٣) : عن ابن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحد، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم

Scanned by CamScanner

فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلى ثماني ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود» -

📖 فيه أيضا ١/ ٢٩٦ (١١٦٧) : عن سيف بن سليمان، سمعت مجاهدا، يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما، في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، قلت: فأين؟ قال: «بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة» قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: «أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى» وقال عتبان بن مالك: «غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما امتد النهار، وصففنا وراءه فركع ركعتين» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ٢٨ (٧٤٨) : عن زيد بن أرقم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» -

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١ /٨١ (١١٦١) : عن عاصم بن ضمرة السلولي، قال: سألنا عليا، عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونه، فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى الفجر يمهل، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني من قبل المشرق - بمقدارها من صلاة العصر من هاهنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين، ثم يمهل -

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٢/ ٢٣٠ (٤٣٥) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى بعد المغرب ست

Scanned by CamScanner

ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة»
-

📖 مصباح الزجاجة (قديمي كتب خانة) ١ /٨١ : ست ركعات المفهوم ان ركعتين الراتبتين داخلتان فى الست -

📖 الزهد والرقائق لابن المبارك (دار الكتب العلمية) ص ٥٤٥ (١٢٥٩) : عن حيوة بن شريح قال: حدثني أبو صخر، أنه سمع محمد بن المنكدر يحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى ما بين المغرب إلى صلاة العشاء، فإنها صلاة الأوابين» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٢ : (و) ندب (أربع فصاعدا في الضحى) على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار. وفي المنية: أقلها ركعتان وأكثرها اثني عشر، وأوسطها ثمان وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية-

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٢٢ : (قوله ووقتها المختار) أي الذي يختار ويرجح لفعلها وهذا عزاه في شرح المنية إلى الحاوي، وقال: لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رواه مسلم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ /٤٦٥ : اشراق وچاشت دونوں کی کم از کم دو رکعتیں ہیں اشراق کی زیادہ سے زیادہ چار رکعتیں ہیں اور چاشت کی زیادہ سے زیادہ بارہ اور اوابین دو رکعت سنت مؤکدہ سمیت کم از کم چھ اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعات ہیں۔

জামাআতের সহিত নফল আদায়

প্রশ্ন : নফল নামায জামাআতে আদায় করা জায়েয আছে কি না? সংখ্যায় কমবেশি হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। অনেকে রমাজান মাসে তাহাজ্জুদের জামাআত কিয়ামুল্লাইল হিসেবে আদায় করেন, এর হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যে সমস্ত নামায জামাআতের সাথে পড়ার নির্দেশ আছে সেগুলো ছাড়া অন্য নামায একাকী পড়া উত্তম। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ওই নামাযগুলো জামাআতে পড়তে চায়, তাহলে এ শর্তে অনুমতি দেওয়া যায় যে ইমামের সাথে ২-৩ জন মুক্তাদীর বেশি যেন না হয়। তাহাজ্জুদ হোক বা অন্য নফল নামায হোক, একই হুকুম প্রযোজ্য। হ্যাঁ, হাদীস ও ফিকাহ বিশারদগণের মধ্য হতে কেউ কেউ এ মতও পোষণ করেন যে জামাআতের সাথে নফল নামায রমাজান ছাড়া অন্য মাসে নিষিদ্ধ, রমাজান মাসে নয়। (৪/১৬৭/৬৩৯)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ١ /٤٣٨ (٢٣٤) : عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلنصل بكم»، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف "

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٤٨ : (ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلك على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر، ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع نهر.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ /١٢٣ : ولو صلوا الوتر بجماعة في غير رمضان فهو صحيح مكروه كالتطوع في غير رمضان بجماعة وقيده في الكافي بأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا .

📖 إعلاء السنن (ادارة القرآن) ٧ /٧٩ : أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره، وثلاثة بواحد فيه خلاف، بحر (١/ ٧٤١) ولم أجد دليلا على تحديدهم التداعى بالثلاثة أو الأربعة سوى الإمام ولعل مبناه على أن الجماعة فى النوافل لما كانت خلاف الأصل يقتصر على ما ورد به النص ولم نجد فى الأحاديث ذكر عدد

Scanned by CamScanner

الجماعة التى بها صلى النبى صلى الله عليه وسلم النوافل إلا فى حديث أنس، قال: «صليت أنا ويتيم خلفه صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا» -

📖 فيه أيضا ٧ /٨٠ : قلت : وتفسير التداعى بالاهتمام والمواظبة أولى من تفسير بالعدد والكثرة كما لايخفى؛ لأن الأول أقرب إلى اللغة وأشبه بها دون الثانى... ... وقيده المشايخ بالتداعى، واختلفوا فى تفسيرها فالتنفل بالجماعة على سبيل التداعى والمواظبة يكره اتفاقا. واختلفوا فيما إذا كانت بدونها فأجازه بعضهم مطلقا كالحلوانى، ومنعه بعضهم إذا كانوا أربعا سوى الإمام.

তাহাজ্জুদের জামাআত

প্রশ্ন : তাহাজ্জুদের নামায জামাআতে পড়া সম্পর্কে বিস্তারিত মাসআলা জানতে চাই?

উত্তর : যে সমস্ত নামায জামাআতের সাথে পড়ার নির্দেশ রয়েছে সেগুলো ছাড়া অন্য নামায একাকী পড়া উত্তম। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ওই নামাযগুলো জামাআতে পড়তে চায় তা এ শর্তে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যে ইমামের সাথে ২-৩ জন মুক্তাদীর বেশি যেন না হয়। তাহাজ্জুদ হোক বা অন্য নফল নামায হোক, একই হুকুম। হ্যাঁ, হাদীস ও ফিকাহ বিশারদগণের মধ্যে হতে কেউ কেউ এ মতও পোষণ করেন যে জামাআতের সাথে নফল নামায রমাজান ছাড়া অন্য মাসে নিষিদ্ধ, রমাজান মাসে নয়। (৫/৪০৮/১০০২)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ١ /٤٣٨ (٢٣٤) : عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلنصل بكم» ، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف "

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٤٨ : (ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلكعلى سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر، ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع نهر.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ /١٢٣ : ولو صلوا الوتر بجماعة في غير رمضان فهو صحيح مكروه كالتطوع في غير رمضان بجماعة وقيده في الكافي بأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا.

📖 إعلاء السنن (ادارة القرآن) ٧ /٧٩ : أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره، وثلاثة بواحد فيه خلاف، بحر (١/ ٧٤١) ولم أجد دليلا على تحديدهم التداعى بالثلاثة أو الأربعة سوى الإمام ولعل مبناه على أن الجماعة فى النوافل لما كانت خلاف الأصل يقتصر على ما ورد به النص ولم نجد فى الأحاديث ذكر عدد الجماعة التى بها صلى النبى صلى الله عليه وسلم النوافل إلا فى حديث أنس، قال: «صليت أنا ويتيم خلفه صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا» -

📖 فيه أيضا ٧ /٨٠ : قلت : وتفسير التداعى بالاهتمام والمواظبة أولى من تفسير بالعدد والكثرة كما لا يخفى؛ لأن الأول أقرب إلى اللغة وأشبه بها دون الثانى... ... وقيده المشايخ بالتداعى، واختلفوا فى تفسيرها فالتنفل بالجماعة على سبيل التداعى والمواظبة يكره اتفاقا. واختلفوا فيما إذا كانت بدونها فأجازه بعضهم مطلقا كالحلوانى، ومنعه بعضهم إذا كانوا أربعا سوى الإمام.

Scanned by CamScanner

জামাআতের সাথে তাহাজ্জুদ ও আউয়াবীন আদায় করা

প্রশ্ন : তাহাজ্জুদ, আউয়াবীন জামাআতের সাথে আদায় করা শরয়ী হুকুম কী? রমাজান ও অন্য মাস কিংবা মুসল্লির সংখ্যা সংক্রান্ত কোনো পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত নামায জামাআতের সাথে পড়ার নির্দেশ আছে সেগুলো ছাড়া অন্য নামাযগুলো একাকী পড়াই উত্তম। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ওই নামাযগুলো জামাআতে পড়তে চায় তাহলে ইমামের সাথে দুই-তিনজন মুক্তাদীর বেশি যেন না হয়, তাহাজ্জুদ হোক বা আউয়াবীন হোক, একই হুকুম হবে।
হ্যাঁ, হাদীস ও ফিকাহ বিশারদগণের মধ্যে হতে কেউ কেউ এ মতও পোষণ করেন যে জামাআতের সাথে নফল নামায আদায় করা রমাজান ছাড়া অন্য মাসে নিষিদ্ধ, রমাজান মাসে নয়। (২/৮৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٤٠ : (والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط. وفي التراويح سنة كفاية، وفي وتر رمضان مستحبة على قول. وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة -

📖 البناية (دارالفكر) ٢ /٦٦٨ : وصلاة النفل بالجماعة مكروهة ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف لأنه لم يفعلها الصحابة، ولو فعلوا لاشتهرت، كذا ذكره الولوالجي.

📖 حلبي كبير (سهيل اكيڈيمى) ص٤٣٣ : واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل التداعى مكروه على ماتقدم ما عدا التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء، فعلم ان كلا من صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب وصلاة البراءة ليلة النصف من شعبان وصلاة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ... وعن هذا كره الاقتداء فى صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر ولو بعد النذر -

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/٢٩٨ : أن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/٢٧٠ : (ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلك.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/٥٢٤ : والنفل بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان.

রমাজানে তাহাজ্জুদের জামাআত

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি জামে মসজিদে প্রতি বছর তারাবীহর নামাযের পর রাত ১১টার সময় দুজন হাফেজ সাহেব দিয়ে খতমে কোরআনের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের জামাআত হয়। আমরা যদি তাদের বলি যে হানাফী মাযহাবে এর অনুমতি নেই, তাহলে তারা জাবাব দেয় হযরত মাদানী (রহ.) থেকে এ আমল পাওয়া যায়। তারা আরো বলে যে হাদীসে বর্ণিত কিয়ামুল লাইলের মধ্যে তাহাজ্জুদের জামাআতও শামিল। এর সঠিক সমাধান জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নফল নামায, তাহাজ্জুদসহ রমাজানে হোক বা রমাজান ছাড়া হোক জামাআতসহ পড়াকে মাকরূহে তাহরীমী বলা হয়েছে। তবে কোনো রকম আনুষ্ঠানিকতা ও আহ্বান ছাড়া তাহাজ্জুদসহ যেকোনো নফল নামায দুই-তিনজন শরীক হয়ে জামাআতে পড়তে পারবে। তিনজনের বেশি হলে অনুমতি নেই। হানাফী মাযহাবের অনুসারী সর্বসাধারণের জন্য এটাই নির্ভরযোগ্য ফাতওয়া। প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণে হযরত মাদানী (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে মাহে রমাজানে কিয়ামুল লাইলের মধ্যে তাহাজ্জুদও শামিল বলে যে উক্তি পেশ করা হয়েছে, এটা হযরত মাদানী (রহ.)-এর নিজস্ব তাহকীক ও মত বলে পরিগণিত। হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদ ও অধিকাংশ আকাবিরীনের মতে তাহাজ্জুদের নামায জামাআতসহ পড়ার সর্বসাধারণের জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না, আনুষ্ঠানিকতা ও আহ্বান ছাড়া দুই-তিনজন মিলে জামাআত করে নিলে তাতে কোনো আপত্তি নেই। (১৬/৫০২/৬৬৩৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/٢٩٠ : والتطوع المطلق بجماعة مكروه.

Scanned by CamScanner

📖 درر الحكام (دار إحياء الكتب) ١ /١٢٠ :ولا يصلى التطوع بجماعة إلا قيام رمضان وعن شمس الأئمة الكردري أن التطوع بالجماعة إنما يكره إذا كان على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد واثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه، وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا، كذا في الكافي.

📖 فيض البارى (ربانى بكڈپو) ٢ /٤٣٣ : قال الفقهاء إن الجماعة فى النوافل مكروهة الا فى رمضان ولم يفهم مرادهم بعض الأغبياء فحله على جواز الجماعة فى النفل المطلق فى رمضان مع أن مرادهم التراويح، لا غير فافهمه -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ص ۳۵۵ : نوافل کی جماعت تہجد ہو یا غیر تہجد سوائے تراویح وکسوف واستسقاء کے اگر چار مقتدی ہوں توحنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمہ ہے خواہ خود جمع ہوں خواہ بطلب آویں اور تین میں خلاف ہے اور دو میں کراہت نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ /۴۷۵-۴۷۴ : ان نصوص صریحہ کثیرہ سے ثابت ہوا کہ جن عبارات میں رمضان میں جماعت کے ساتھ تطوع، نفل، اور قیام کے الفاظ ہیں، ان سے تراویح مراد ہے، ... ... باقی رہی قیام رمضان سے متعلق حافظ عینی اور حافظ عسقلانی رحمہا اللہ کی تحقیق، سو اس کا مسئلہ زیر بحث سے کوئی تعلق نہیں، اس لئے کہ اس تحقیق سے مقصود یہ ہے کہ حدیث میں قیام لیل کی جو فضیلت وارد ہے وہ تراویح کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ عام ہے۔

মাদানী অনুসারীর তাহাজ্জুদ বা আউয়াবীনের জামাআত

প্রশ্ন : আমি একজন হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর আশেক। তাঁর অনুসরণে তাহাজ্জুদ, আউয়াবীন ইত্যাদি নফল নামায জামাআতের সাথে সূরা দিয়ে হোক বা খতমে কোরআন দিয়ে হোক পড়তে পারব কি না?

উত্তর : নফল নামায তথা তাহাজ্জুদ ও আউয়াবীন একে অপরকে ডেকে জামাআতের সাথে আদায় করা মাকরূহ। আর যদি ইমামের সাথে ডাকাডাকি ছাড়া এক-দুজন

Scanned by CamScanner

উপস্থিত হয়ে যায়, তাদের নিয়ে জামাআত করা মাকরূহ না হলেও একাকী পড়া উত্তম। (১৩/১১০/৫১৪৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٤٨ : (ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلك على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٤٨ : الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة، ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه، وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف المتوارث -

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢ /١٢٣ : ولو صلوا الوتر بجماعة في غير رمضان فهو صحيح مكروه كالتطوع في غير رمضان بجماعة وقيده في الكافي بأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا.

📖 فقہی مقالات (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢ /٤١ : تراویح استسقاء اور کسوف کے علاوہ دوسری نفلوں کی جماعت اگر بالتداعی ہو تو بہر صورت مکروہ تحریمی ہے خواہ وہ نفلیں رمضان میں پڑھی جائیں یا غیر رمضان میں، یہی مسلک عام فقہاء و محدثین کا ہے اور اس پر سلف صالحین کا فتوی اور تعامل رہا ہے۔

ঘোষণা দিয়ে তাহাজ্জুদের জামাআত

প্রশ্ন : তাহাজ্জুদের নামায প্রস্তুতি, এলানসহ জামাআতের সাথে পড়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : তাহাজ্জুদ নফল নামায, নফল নামায একাকী পড়াই শরীয়তের বিধান। এলান ছাড়া ২-৩ জন মুক্তাদীসহ জামাআত কায়েম হয়ে গেলে আপত্তি নেই। তবে এলানের মাধ্যমে তাহাজ্জুদসহ নফল নামাযের জামাআত কয়েম করা শরীয়তসম্মত নয়। (১৩/৩৫৮/৫২৫২)

Scanned by CamScanner

📖 البناية (دار الفكر) ٢ /٦٦٨ : وصلاة النفل بالجماعة مكروهة ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف لأنه لم يفعلها الصحابة، ولو فعلوا لاشتهرت، كذا ذكره الولوالجي.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١/ ٤٠٩ : والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه فالاحتياط تركها فيه .

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٤٨ : (ولا يصلي الوتر و) (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلكعلى سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر-

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٤٨ : الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة، ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه، وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف المتوارث -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۳۵۴ : جماعت نوافل کی سوائے ان مواقع کے کہ حدیث سے ثابت ہیں مکروہ تحریمہ ہے، فقہ میں لکھا ہے اگر تداعی ہو اور مراد تداعی سے چار آدمی مقتدی کا ہونا ہے پس جماعت صلوۃ کسوف تراویح استسقاء کی درست اور باقی سب مکروہ ہیں-

শবেকদরে বা বরাতে নফলের জামাআত

প্রশ্ন : যেকোনো নফল নামায যেমন তাহাজ্জুদ, শবেকদর, শবেবরাতের নামায ইত্যাদি জামাআতের সাথে আদায় করার হুকুম কী? কিতাবের উদ্ধৃতিসহ বিষয়টির ফয়সালা প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে সুন্নাত-নফলের মধ্যে তারাবীহ, সূর্যগ্রহণ ও ইস্তিসকার নামায ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত ও নফল একাকী পড়তে হয়। জামাআতসহ আদায় করা ফিকাহবিদগণের বর্ণনা মতে মাকরূহে তাহরীমী। তবে বিনা আহ্বানে এক-দুজন মুক্তাদী শামিল হয়ে গেলে মাকরূহ হবে না। এর অধিক হলে সর্বাবস্থায় মাকরূহ হবে। (৬/৮৫৭/১৪৮৯)

Scanned by CamScanner

📖درر الحكام (إحياء الكتب العربية) ١ /١٢٠ :ولا يصلى التطوع بجماعة إلا قيام رمضان وعن شمس الأئمة الكردري أن التطوع بالجماعة إنما يكره إذا كان على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد واثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه، وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا، كذا في الكافي.

📖رد المحتار (سعيد) ٢ /٤٨ :أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره، وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافي وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة؟ ظاهر ما قدمناه من أن الجماعة في التطوع ليست بسنة يفيد عدمه تأمل. بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به. قال الرحمتي: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين.

📖حلبى كبير (سهيل اكيڈيمى) ص ٤٣٢- ٤٣٣ : واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل التداعى مكروه على ماتقدم ما عدا التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء فعلم ان كلا من صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب وصلاة البراءة ليلة النصف من شعبان وصلاة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ... وعن هذا كره الاقتداء فى صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر ولو بعد النذر-

📖فيض البارى ٢ /٤٣٣

📖فتاوى رشيديہ (زكريا بكڈپو) ص ٣٥٥ : نوافل كى جماعت تہجد ہو يا غير تہجد سوائے تراويح وكسوف واستسقاء كے اگر چار مقتدى ہوں تو حنفيہ كے نزديك مكروہ تحريمہ ہے خواہ خود جمع ہوں خواہ وہ بطلب آويں اور تين ميں خلاف ہے اور دو ميں كراہت نہيں۔

Scanned by CamScanner

তাহাজ্জুদ আদায়কারীর পেছনে ইক্তিদা করা

প্রশ্ন : একজন বিনা এলানে তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়ানোর পর কয়েকজন এসে তার পেছনে ইক্তিদা করে, উক্ত তাহাজ্জুদের জামাআত পড়াটা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : এলান করে জামাআত সহকারে নফল নামায মাকরূহ, আর এলানবিহীন তিনজনের অধিক মাকরূহ। (৮/২৪/১৯৮৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٤٩ : لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به. قال الرحمتي: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۴۹۳ : جو مقتدی شروع میں تھے ان پر کوئی کراہت نہیں، بعد میں مجموعہ چار مقتدیوں سے زائد جو لوگ شریک ہوئے ان پر کراہت ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ /۱۹۸ : تین آدمی مقتدی ہوں ایک امام ہو تو نفلوں کی جماعت درست ہے، جو لوگ بعد میں آکر شریک ہوئے وہ مکروہ کے مرتکب ہوئے۔

শবেকদর ও বরাতে নফলের জামাআত এবং রাক'আত সংখ্যা

প্রশ্ন : আমরা জানি যে শবেকদর ও শবেবরাত অত্যন্ত ফজীলতময় ও ইবাদতের রাত। তাই উক্ত রাতগুলোতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ নফল ইবাদত, নামায, তেলাওয়াত ও তাসবীহ ইত্যাদি বেশি বেশি করতে থাকে। এর মধ্যে নফল নামাযের পদ্ধতি নিয়ে সর্বদা মতবিরোধ দেখা যায়। কেউ বলে, নামাযের নিয়ম নিয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, একাকী ঘরে বা মসজিদে আদায় করতে পারবে। আর কেউ বলে, উক্ত নামায ছয় নিয়্যাতে বারো রাক'আত, যার প্রতি রাক'আতের প্রথমে সূরা ফাতেহার পর সূরা কদর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস পড়তে হবে এবং তা মসজিদে জামআতসহ হতে হবে। ঠিক একই সমস্যা আমাদের মহল্লার মসজিদে প্রতি বছর হতে থাকে। এক শ্রেণীর লোক যারা শবেবরাত ও কদর ছাড়া অন্য সময় ফরয নামাযের খবরও রাখে না তাদের যদি উক্ত রাতে নফল নামায একা (ঘরে কিংবা মসজিদে) আদায় করতে বলা হয় তারা বলে যে আমরা একাকী নামায পড়তে জানি না, এমনকি একটি সূরাও জানি না। আরো বলে, যদি নফল নামায জামাআতে পড়লে জাহান্নামে যাওয়ার গোনাহ হয় তবু জামাআতে আদায় করে জাহান্নামে যাব, এই বলে ইমাম

Scanned by CamScanner

সাহেবকে দাঁড় করানো হয় এবং বলে যে আমরা কদর বা বরাতের নামায পড়ব, সবাই কাতারবন্দি হন। এরপর সবাই কাতারবন্দি হয়ে জামাআতে নফল নামায আদায় করে।

প্রশ্ন হলো :

সাধারণ নফল নামায (তারাবীহ খুসূফ ও ইস্তিসকার ব্যতীত) জামাআতের সাথে আদায় করা বৈধ কি না?

১. উপরোক্ত জোরাজুরি ও বলাবলির দ্বারা (অর্থাৎ আমরা এখন নফল পড়ব সবাই কাতারবন্দি হোন) تداعی বা নফলের প্রতি আহ্বান করা সাব্যস্ত হচ্ছে কি না? এবং তাদাঈর গ্রহণযোগ্য অর্থ কী?

২. শবেকদর কিংবা বরাতে নফল নামায জামাআতের সাথে পড়া সহীহ কি না? সহীহ হলে কোন সূরা দিয়ে আদায় করতে হবে সে রকম কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

৩. শবেকদর বা বরাতে নফল নামাযের নির্দিষ্ট রাক'আত তথা চার রাক'আত বা বারো রাক'আতের নামায সাব্যস্ত আছে কি না?

৪. উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর শবেবরাত ও কদরের নামায জামাআতে পড়লে তা কিতাবে উল্লিখিত ইলতিযামের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাতসহ প্রদান করা হলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ১. সাধারণ নফল নামায (তারাবীহ খুসূফ ও ইস্তিসকা ব্যতীত) تداعی র সাথে জামাআতে আদায় করা মাকরূহ। (১৬/৯৬৯/৬৮৬০)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٤٨ : (ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلك على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر-

📖حلبی کبیر (سهيل اكيڈيمى) ص٤٣٣ : واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعى مكروه على ماتقدم ما عدا التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء فعلم أن كلا من صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب وصلاة البراءة ليلة النصف من شعبان وصلاة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ... ... وعن هذا كره الاقتداء فى صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر ولو بعد النذر-

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ /۴۸۳ : الجواب— صلوۃ التسبیح اکیلے اکیلے پڑھا کریں جماعت کرانا مکروہ ہے۔

২. উল্লিখিত পদ্ধতি নফলের প্রতি تداعی অর্থাৎ পরস্পর আহ্বান করা পাওয়া যায়। নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী তাদাঈর গ্রহণযোগ্য অর্থ হলো, ইমাম ব্যতীত মুক্তাদী চারজন হওয়া।

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٩ : (قوله على سبيل التداعي) هو أن يدعو بعضهم بعضا كما في المغرب، وفسره الواني بالكثرة وهو لازم معناه.

(قوله أربعة بواحد) أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره، وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافي وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة؟ ظاهر ما قدمناه من أن الجماعة في التطوع ليست بسنة يفيد عدمه تأمل. بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به. قال الرحمتي: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٦٨ : وحكي من الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن التطوع بالجماعة إذا صلوا التطوع على سبيل التداعي، أما إذا اقتدى واحد بواحد لا يكره، وإذا اقتدى ثلاثة بواحدة، ذكر هو رحمه الله: أن فيه اختلاف المشايخ، قال بعضهم: يكره وقال بعضهم: لا يكره. وإذا اقتدى أربعة بواحد يكره بلا خلاف.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۷/ ۲۳۸ : الجواب- ... ... ایک امام ہو اس کے پیچھے ایک یا دو مقتدی ہوں تو بلا تکلف درست ہے، تین مقتدی ہوں تب بھی گنجائش ہے، اس سے زیادہ مقتدی ہوں تو یہی تداعی ہے۔

৩. যেহেতু তারাবীহ, খুসূফ ও ইস্তিসকা ব্যতীত অন্য সাধারণ নফল নামায জামাআতের সাথে পড়া মাকরূহ। তাই শবেকদর ও বরাতে জামাআতের সাথে নফল নামায পড়া মাকরূহ হবে। আর এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সূরা পড়ার প্রমাণ শরীয়তে নেই।

Scanned by CamScanner

📖حلبي كبير (سهيل اكيڈيمى) ص٤٣٣ : واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل التداعى مكروه على ماتقدم ما عدا التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء فعلم ان كلا من صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب وصلاة البراءة ليلة النصف من شعبان وصلاة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ... ... وعن هذا كره الاقتداء فى صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر ولو بعد النذر -

📖الهداية (مكتبة البشرى) ١/ ٢٢٩ : " وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها " بحيث لا تجوز بغيرها لإطلاق ما تلونا.

৪. শবেকদর বা বরাতে নফল নামাযের নির্দিষ্ট রাক'আত তথা চার রাক'আত বা বারো রাক'আতের নামায সাব্যস্ত নেই।

📖حلبي كبير (سهيل اكيڈيمى) ص٤٣٣ : ان الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصلاتان، فلو كانتا مشروعتين لما فاتا عن السلف، وإنما حدثتا بعد الأربع مائة -

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٦/ ٣٦٥

৫. উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর শবেবরাত ও কদরের নামায জামাআতে পড়লে ত অবশ্যই ইলতিযামের অন্তর্ভুক্ত হবে।

📖السعاية (المكتبة الأشرفية) ٢/ ٢٦٥ : إن الإصرار على المندوب يبلغه إلى الكراهة، فكيف إصرار البدعة التى لا اصل لها فى الشرع، وعلى هذا فلا شك فى الكراهة -

📖معجم لغة الفقهاء (دار النفائس) ١/ ٨٦ : الالتزام: الارتباط، والتعلق بشئ في غير انفكاك عنه.
الإيجاب على النفس، وقولهم التزم أحكام الله : أي أوجب على نفسه الاخذ بأحكام الإسلام = الإيجاب على النفس القيام بعمل أو الامتناع عن عمل -

Scanned by CamScanner

কদর বা বরাতে সালাতুত তাসবীহ আদায় করা

প্রশ্ন : কোনো কোনো মসজিদে মুসল্লিদের নিয়ে শবেবরাত ও শবেকদরে সালাতুত তাসবীহ জামাআতে আদায় করা হয়। এবার শবেবরাতে এক মসজিদে সাধারণ দুই রাক'আত নফল নামায দেড় শতাধিক মুসল্লিসহ জামাআতে পড়া হয়। এ ধরনের আমল কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : শবেবরাত বা শবেকদরে জামাআতের সাথে সালাতুত তাসবীহ বা নফল নামায আদায়ের উল্লিখিত প্রথাটি সম্পূর্ণ মনগড়া, শরীয়তে যার কোনো প্রমাণ নেই। অতএব তা বর্জন করা জরুরি। (১৯/২৮২/৮১৪৫)

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٤٨ : (ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلكعلى سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر، ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع نهر.

وفي الأشباه عن البزازية: يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر.

📖بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٢٨٠ : ولا تصلى نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف.

📖الفتاوى السراجية (سعيد) ص ١٥ : يكره التطوع بالجماعة ماخلا التراويح.

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣ /٨٢ : الجواب—شب برات میں اجتماعی نوافل ادا کرنا بدعت ہے۔

মাগরিবের ফরযের আগে নফল পড়া

প্রশ্ন : মাগরিবের আযান চলাকালীন বা আযানের পর ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল ওজু অথবা অন্য কোনো নফল নামায পড়া যায় কি না?

উত্তর : মাগরিবের আযানের পর অনতিবিলম্বে মাগরিবের নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে। কারণ জিবরাঈল (আ.) উভয় দিন একই সময় রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে নিয়ে মাগরিব আদায় করেছেন। এ কারণে নবীজির অধিকাংশ সাহাবী

Scanned by CamScanner

আযানের পর অন্য কোনো কাজে লিপ্ত না হয়ে ফরয নামায আদায় করতেন। তাই হানাফী মাযহাবে মাগরিবের আযানের পর দুই রাক'আত নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব মাগরিবের আযানের পর দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ ইত্যাদি আদায় করা মাকরূহ। (১৫/২৩৯/৬০২৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ /٢٩٧ :(ومنها) ما بعد الغروب يكره فيه النفل وغيره؛ لأن فيه تأخير المغرب وأنه مكروه.

ومنها ما بعد شروع الإمام في الصلاة وقبل شروعه بعد ما أخذ المؤذن في الإقامة يكره التطوع في ذلك الوقت قضاء لحق الجماعة، كما تكره السنة إلا في سنة الفجر -

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١ /٣٨٨ : هل يندب قبل المغرب ركعتان؟ ذهبت طائفة إليه، وأنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك - رضي الله عنهم - -

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١ /٨٤ : (والمغرب) أي ندب تعجيل المغرب لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» رواه البخاري ومسلم وقال رافع بن خديج «كنا نصلي المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله» رواه أحمد والبخاري ومسلم ويكره تأخيرها إلى اشتباك النجوم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» رواه أحمد واشتباكها كثرتها ولإمامة جبريل - عليه الصلاة والسلام - أنه صلاها في اليومين في وقت واحد رواه أحمد وغيره ولولا أنه مكروه لصلاها في وقتين كما فعل في سائر الصلوات -

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ٧/ ٢١ : قال ابن الهمام فى فتح القدير : هل يندب قبل المغرب ركعتان؟ ذهبت طائفة إليه، وأنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك -

Scanned by CamScanner

أن الناس
📖 فيه أيضا ٧/ ٢٢ : قلت : والذى عندى فى وجه الكراهة‘ أن الناس إذا صلوا ركعتين قبل المغرب، فإنه لا يمكن أن يصلوهما دفعة واحدة متفقة فى التحريمة فى وقت واحد، بل لا بد أن يكون لهم فيهما تقدم وتأخر وسرعة وبطء، فإن انتظرهم الإمام يلزم تأخير المغرب ضرورة، وإن لم ينتظرهم يلزم أن يصلوهما عند الإقامة وهو مكروه أيضا، أو يفوتهم التكبيرة الأولى، وإن أحرموا عند الأذان يفوتهم الإجابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم : فقولوا مثل مايقول المؤذن، فعلى جميع الصور يلزم ترك المامور به -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳ /۳۲۴ : سوال— تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد فجر اور مغرب کی نماز سے قبل پڑھنا کیسا ہے؟
الجواب— تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد فجر یعنی صبح صادق ہو جانے کے بعد اور غروب شمس کے بعد فرض سے پہلے پڑھنا حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔

জুমু'আর পর দুই রাক'আত আখেরী জোহর বলতে কোনো নামায নেই

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযের পর দুই রাক'আত আখেরী জোহর পড়া নাকি জরুরি, এ নিয়ে এলাকায় একটি ফিতনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই রাক'আত না পড়লে নাকি জুমু'আর নামায সহীহ হবে না? উক্ত মাসআলার শরয়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে বাধিত করলে উপকৃত হব।

উত্তর : জুমু'আর নামাযের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং পরেও চার রাক'আত মতান্তরে ছয় রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা। এ ছাড়া আখেরী জোহর নামে দুই রাক'আত বা চার রাক'আত কোনো নামায নেই এবং প্রশ্নোল্লিখিত উক্তি যে, "আখেরী জোহর পড়া জরুরি বা তা না পড়লে জুমু'আর নামায সহীহ হবে না" সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং চার রাক'আত সুন্নাতের পর আরো দুই রাক'আত নামায আদায় করা জুমু'আর নামাযেরই সুন্নাত, জোহরের নয়। (১৫/৮২৭/৬২৭৬)

Scanned by CamScanner

📖البحر الرائق (سعيد) ٢ /١٣٩ : وليس هذا القول أعني اختيار صلاة الأربع بعدها مرويا عن أبي حنيفة وصاحبيه حتى وقع لي أني أفتيت مرارا بعدم صلاتها خوفا على اعتقاد الجهلة بأنها الفرض، وأن الجمعة ليست بفرض۔

📖كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٣ /٢١٧ : احتياط الظهر پڑھنا جائز نہیں کیونکہ بلاد ہندوستان میں مذہب مفتی بہ کے موافق شہروں میں جمعہ جائز ہے، پس احتیاط الظہر کے کوئی معنی نہیں اور یہی قول راجح ہے۔

মাগরিবের আগে দুই রাক'আত নফল

প্রশ্ন : হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়ে। মেশকাত শরীফ, খণ্ড ২, হাদীস নং (৬৫২)। এ হাদীসের আলোকে আমার প্রশ্ন হলো, মাগরিবের সময় মসজিদে ঢুকে উক্ত দুই রাক'আত নামায কখন আদায় করব? অন্য হাদীস শরীফে আছে, মসজিদে নববীতে মাগরিবের আযান হয়ে যেত, আর সাহাবায়ে কেরাম মসজিদের খুঁটির আড়ালে গিয়ে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন, যা আজও মসজিদে নববীতে চালু আছে। এখন প্রশ্ন হলো, যদি মাগরিবের আযানের পর জামাআতের পূর্বে দুই রাক'আত নামায আদায় করে তা হাদীসের আলোকে কতটা সঠিক?

উত্তর : হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে মসজিদে ঢুকে দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার কথা হাদীসে উল্লেখ থাকায় তা শুধু সুন্নাতে যায়েদা বলে গণ্য। আর অন্য হাদীসে মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়ার তাগিদ দেওয়ার কারণে তাও সুন্নাত বলে সাব্যস্ত। ফোকাহায়ে কেরাম তাহিয়্যাতুল মসজিদ না পড়ে তাড়াতাড়ি মাগরিবের নামায পড়াকে উত্তম বলেছেন। এটা একটি সুন্নাতে যায়েদার ওপর অন্য সুন্নাতকে প্রাধান্য দেওয়া মাত্র। অন্যদিকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আলাদা করে না পড়লেও অন্যান্য নামাযের দ্বারা আদায় হয়ে যায় বিধায় উভয় সুন্নাত পালন হয়ে গেল। তবে যদি কেউ ভিন্ন করে সংক্ষেপে দুই রাক'আত পড়ে নেয় তা জায়েয হলেও মাকরূহ বলে বিবেচিত হবে, না পড়াই উত্তম। হাদীস শরীফের আলোকে যেকোনো নামাযের আযানের পর জামাআতের পূর্বে দুই রাক'আত নামায

Scanned by CamScanner

পড়াটা হাদীস দ্বারা প্রমাণ থাকলেও সে হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় মাগরিবের নামাযকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই এ সময় তা না পড়াই উত্তম-এ কারণে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম তা পড়েননি। তবে কেউ পড়লে তা নাজায়েয বলা যাবে না। (১৪/৩৪/৫৫৩৮)

📖سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٥٥٦ (١٢٨٤) : عن طاوس، قال: سئل ابن عمر، عن الركعتين قبل المغرب، فقال: «ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر» -

📖المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٨ / ١٧٩ (٨٣٢٨) :عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب» -

📖مسند البزار (مكتبة العلوم) ١٠ /٣٠٣ (٤٤٢٢) : عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أذانين صلاة إلا المغرب.

📖 كتاب الآثار -رواية محمد- ١ /٣٧٤ : عن حماد، قال: سألت إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها، وقال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يصلوها» -

📖الدر المختار على الرد (سعيد) ٢ /١٨ : (ويسن تحية) رب (المسجد، وهي ركعتان، وأداء الفرض) أو غيره، وكذا دخوله بنية فرض أو اقتداء (ينوب عنها) بلا نية -

📖رد المحتار (سعيد) ٢ /١٨ : على (قوله ينوب عنها بلا نية) قال في الحلية: لو اشتغل داخل المسجد بالفريضة غير ناو للتحية قامت تلك الفريضة مقام تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد، كما في البدائع وغيره -

📖 درس ترمذی (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ١/ ٤٣٣ : بہر حال رکعتین قبل المغرب روایت کے رو سے جائز ہے، البتہ ان کا ترک افضل معلوم ہوتا ہے جس کی دو وجوہ ہیں ایک تو یہ کہ احادیث میں تعجیل مغرب کی تاکید بڑی اہمیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے اور یہ رکعتین اس کے منافی ہیں، دوسرے صحابۂ کرام کی اکثریت یہ رکعتین نہیں پڑھتی تھی اور

Scanned by CamScanner

احادیث کا صحیح مفہوم تعامل صحابہ سے ہی ثابت ہوتا ہے، چونکہ صحابہ کرام نے عام طور سے ان کو ترک کیا ہے اس لئے ان کا ترک ہی بہتر معلوم ہوتا ہے البتہ کوئی پڑھے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۴۸۰ : عصر کے بعد غروب تک کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، البتہ غروب کے بعد مغرب کی نماز سے قبل دو رکعت نفل مختصر طور پر پڑھنا جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نماز مغرب سے پہلے نفل نہ پڑھے۔

কবলাল জুমু'আ সুন্নাতের হুকুম ও পড়ার সুযোগ না দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে কবলাল জুমু'আ চার রাক'আত সুন্নাতের গুরুত্ব কতটুকু? কোনো খতীব বা ইমাম সাহেব যদি খুতবার আগে গার্মেন্টস চাকরিজীবী মুসল্লিদের কবলাল জুমু'আ চার রাক'আত সুন্নাত নামায পড়ার সুযোগ না দেওয়ার কারণে উক্ত মুসল্লিগণ নিয়মিতভাবে কবলাল জুমু'আ ছেড়ে দেওয়ায় অভ্যস্ত। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কবলাল জুমু'আ চার রাক'আত নামায পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা তথা একান্ত করণীয়। শরয়ী কোনো ওজর ব্যতীত ছেড়ে দেওয়া গোনাহ। না পড়ায় অভ্যস্তদের জন্য শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই ইমাম সাহেবের জন্য খুতবার নির্দিষ্ট সময়ের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসল্লিদের সুন্নাত পড়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। নির্দিষ্ট সময়ে খুতবা দেওয়াতে কোনো মুসল্লি সুন্নাত পড়তে না পারলে সে নামাযের পরে পড়ে নেবে। উল্লেখ্য, ওয়াজ-নসীহত করে সুন্নাতের সুযোগ না দিলে ইমাম সাহেব গোনাহগার হবেন। (১৪/৪৭১)

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائى) ص ٣٤ : والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۴۵۷ : سوال—جمعہ وظہر کی سنت مؤکدہ قبل والی اگر پہلے فرضوں کے نہ پڑھی جائیں تو بعد فرض کے پڑھنا سنت مؤکدہ ہی رہے گا یا نفل؟

الجواب- بعد الفرائض بھی سنت مؤکدہ ہی ہے۔

Scanned by CamScanner

জুমু'আর আগে পরের চার রাক'আত সুন্নাতের হুকুম

প্রশ্ন : জুমু'আর দুই রাক'আত ফরযের আগে ও পরে চার রাক'আত করে সুন্নাত পড়ার হুকুম কী? ছেড়ে দিলে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : জুমু'আর দুই রাক'আত ফরযের আগে চার রাক'আত ও পরে কমপক্ষে চার রাক'আত নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা। তাই উক্ত আট রাক'আত নামায ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে গোনাহগার হবে। (১৮/৮৯২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٥٠ (٨٨١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /٤٩ : والدليل على استنان الأربع قبل الجمعة ما رواه مسلم مرفوعا «من كان مصليا قبل الجمعة فليصل أربعا» مع ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن» وعلى استنان الأربع بعدها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» وفي رواية «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا» وذكر في البدائع أنه ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه ينبغي أن يصلي أربعا ثم ركعتين وذكر محمد في كتاب الاعتكاف أن المعتكف يمكث في المسجد الجامع مقدار ما يصلي أربعا أو ستا.

وفي الذخيرة والتجنيس وكثير من مشايخنا على قول أبي يوسف وفي منية المصلي والأفضل عندنا أن يصلي أربعا ثم ركعتين -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ١ /٦٠٦ : الجواب- یہ لوگ تارک سنت مؤکدہ ہیں، اور ترک سنت مؤکدہ گاہے بلا عذر ہوجائے تو صغیرہ ہے اور اس پر مداومت

Scanned by CamScanner

کرنا کبیرہ ہے، جس سے علاوہ سخت گناہ کے حرمان شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ /۴۸۶ : نماز جمعہ کے بعد مرفوع حدیث میں چار رکعات مذکور ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چھ مروی ہیں، لہذا چھ پڑھنا افضل ہے، پہلے چار مؤکدہ پھر دو غیر مؤکدہ۔

জুমু'আর পরে কয় রাক'আত পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদা চার রাক'আত না ছয় রাক'আত? যদি ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ থাকে তাহলে অগ্রগণ্য মত কোনটি? দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : হাদীস ও ফিকাহবিদদের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সুন্নাতে মুআক্কাদা চার রাক'আত, তবে ইমামগণের ভিন্ন মত থাকায় ছয় রাক'আত পড়াই শ্রেয়। (৭/৪৪৭/১৭১৫)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٥٠ (٨٨١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» -

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٢/ ١٧٢ (١٦١٧) : عن علي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، يجعل التسليم في آخرهن ركعة» -

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ١/ ٣٣٥ (١٩٧٠) : عن إبراهيم: «أن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا , لا يفصل بينهن بتسليم» -

📖 حلبی کبیر (سهیل اکیڈیمی) ص ٣٨٨ : وعند أبی یوسف رحمه الله تعالی السنة بعد الجمعة ست رکعات وهو مروی عن علی رضی الله تعالی عنه والأفضل أن یصلی أربعا ثم رکعتین للخروج عن الخلاف -

Scanned by CamScanner

সুন্নাত ও নফলের প্রথম বৈঠকে দরূদ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : আসর ও এশার ফরয নামাযের পূর্বে যে চার রাক'আত সুন্নাত নামায রয়েছে, তার দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়তে হবে কি না? তেমনিভাবে চার রাক'আত নফলের নিয়্যাত করে নফল নামায আদায়কালে নামাযের প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়তে হবে কি না?

উত্তর : আসর ও এশার ফরয নামাযের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদা ও চার রাক'আতবিশিষ্ট নফল নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়া উত্তম। অনুরূপ তৃতীয় রাক'আতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ ও ছানা পড়া উত্তম। (১৪/৭১৫/৫৭৯২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /٤٩ : وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل.

وصحح في فتاواه أنه لا يأتي بهما في الكل لأنها صلاة واحدة. ولا يخفى ما فيه فالظاهر الأول.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٥٢١ :(ودعا) بالعربية، وحرم بغيرها نهر-

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٢١ : وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى، وأن الكراهة فيه تنزيهية. ... ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها، فليتأمل وليراجع -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ /۴۸۵ : سوال– عصر اور عشاء کی نماز میں سنت غیر مؤکدہ کی دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف ودعاء پڑھنا کیسا ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب—سنن غیر مؤکدہ میں دو رکعت پر درود شریف اور دعاء پڑھنا اور تیسری رکعت کے شروع میں ثناء پڑھنا افضل ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ /۴۳۲ : سوال—اگر کسی نے نماز میں عربی کے سوال کسی دوسری زبان میں دعا کی تو نماز صحیح ہو جائیگی؟

الجواب—اس میں تین قول ہیں: حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی، کراہت تحریمیہ کا قول ارجح و اوسط ہے لہذا اس نماز کا اعادہ واجب ہے۔

সালাতুত তাসবীহ পড়ার সময় খুতবা শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি সালাতুত তাসবীহের জন্য নিয়্যাত করে দুই রাক'আত আদায় করার পর ইমাম সাহেব খুতবা শুরু করেন। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি নামায পুরো করবে, না ছেড়ে দিয়ে খুতবা শুনবে? আর ছেড়ে দিলে তা কাযা করতে হবে কি না? কাযা করলে চার রাক'আত করবে, না শুধু দুই রাক'আত কাযা করলেই চলবে?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি তৃতীয় রাক'আতের রুকুর পূর্ব পর্যন্ত খুতবা শুরু হয়ে গেলে বসে যাবে এবং আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি পড়ে নামায শেষ করে খুতবা শুনবে। এমতাবস্থায় তৃতীয় রাক'আতের জন্য না দাঁড়ালে শেষের দুই রাক'আত কাযা করতে হবে না। (১৪/৯১১/৫৮৪৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٤٨ : إن كان في النفل ثم شرع الخطيب في الخطبة يقطع قبل السجدة وبعدها عند الركعتين، هكذا في القنية.

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص٢٨٢ : إلا إذا كان في نفل فإنه يتم شفعا ثم يقطع ولو كان خروجه بعد القيام للثالثة أتم أيضا لأنه وجب عليه الشفع الثاني بالقيام إليه -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ /۱۴۵ : الجواب- حامدا و مصلیا : چار رکعت نفل کی نیت کرنے سے چاروں لازم نہیں ہوئیں، صرف دو لازم ہوئیں لہذا دو پر سلام پھیرنے سے دوسری دو کی قضاء لازم نہیں، بغیر لازم سمجھے اگر پڑھے گا تو اجر ملے گا۔

Scanned by CamScanner

সালাতুত তাসবীহের কাযা

প্রশ্ন : আমি একসময় সালাতুত তাসবীহ আদায় করছিলাম, হঠাৎ দ্বিতীয় রাক'আতে কোনো কারণে আমার নামায ভেঙ্গে যায়। প্রশ্ন হলো, আমার ওপর ওই নামাযের কাযা ওয়াজিব হবে কি না? এবং চার রাক'আত পড়ার নিয়্যাত করলে কত রাক'আত কাযা করলে কাযা আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর : ফজীলত ও আদায়ের পদ্ধতিগতভাবে সালাতুত তাসবীহ অন্যান্য নফল নামায হতে আলাদা ধরনের হলেও মূলত তা নফল নামাযেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এই নামাযে ৩০০ বার তাসবীহ আদায় করাও ওয়াজিব নয়। বরং বিশেষ ফজীলত অর্জনের জন্য পড়া মুস্তাহাব মাত্র।

অতএব উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে উক্ত নামায আদায়কালে কারো নামায নষ্ট হলে অন্যান্য নফল নামাযের মতোই কাযা করে দেবে। অর্থাৎ প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী চার রাক'আতের নিয়্যাতে শুরু করে দুই রাক'আতের মধ্যে নামায ভেঙে গেলে দুই রাক'আতই কাযা করে দেবে। তবে কাযা করার সময় তাসবীহ পড়ার প্রয়োজন পড়বে না। এমতাবস্থায় কাযা করে দিলে দায়িত্বমুক্ত হবে, কিন্তু সালাতুত তাসবীর ফজীলত পাওয়া যাবে না। (৭/১৬১/১৫৬৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٤٥٩ : (و) في (جميع) ركعات (النفل) لأن كل شفع منه صلاة

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٤٥٩ : (قوله لأن كل شفع منه صلاة) كأنه والله أعلم لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين، فإذا قام إلى شفع آخر كان بانيا صلاة على تحريمة صلاة، ومن ثمة صرحوا بأنه لو نوى أربعا لا يجب عليه بتحريمتها سوى الركعتين في المشهور عن أصحابنا، وأن القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة، حتى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول، وقالوا: يستحب الاستفتاح في الثالثة والتعوذ.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ /۴۳۲ : سوال۔صلوۃ التسبیح پوری پڑھ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ تسبیحات تین سو سے کم پڑھی گئی ہیں تو کیا سجدہ سہو کرنے سے تلافی ہو جائیگی؟ اگر اس سے تلافی نہ ہو تو تلافی کی صورت کیا ہے؟

الجواب۔اگر نماز پوری کرنے کے بعد یاد آیا کہ تسبیحات کم پڑھی گئی ہیں تو اس کی وجہ سے اس پر سجدۂ سہو لازم نہیں آتا، کیونکہ سجدۂ سہو ترک واجب پر مرتب ہوتا ہے اور تسبیحات واجب نہیں اس صورت میں یہ نماز مطلق نفل ہوگئی، صلوۃ التسبیح کا ثواب حاصل نہ ہوگا۔

সালাতুত তাসবী ও অন্যান্য নফল নামাযের মধ্যে পার্থক্য ও কাযার বিধান

প্রশ্ন : কোনো কারণবশত সালাতুত তাসবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাক'আতে সালাম ফিরালে কাযা করতে হবে কি না? হলে কোন নিয়মে কত রাক'আত কাযা করতে হবে–এ ব্যাপারে সালাতুত তাসবীহ এবং অন্যান্য নফলের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : সালাতুত তাসবীহ ব্যতিক্রম একটি নফল নামায। চার রাক'আতের কম হয় না। তাই কেউ এ নামায শুরু করার পর দ্বিতীয় রাক'আতে সালাম ফিরিয়ে নিলে তা সাধারণ নফল হয়ে যাবে, যার কাযা করতে হবে না। হ্যাঁ, অবশ্য তৃতীয় রাক'আতে সালাম ফিরালে অন্যান্য নফলের মতো চার রাক'আত কাযা দিতে হবে তবে নির্ভরযোগ্য মতানুযারী দুই রাক'আত কাযা করলেও হয়ে যাবে, সালাতুত তাসবীর সাওয়াব পাওয়ার জন্য সেই নামাযের স্বতন্ত্র নিয়ম মোতাবেকই নামায পড়তে হবে। (৭/৭৬৫/১৮২১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١١٣ : واتفق أصحابنا رحمهم الله تعالى إن الشروع في التطوع بمطلق النية لا يلزمه أكثر من ركعتين والاختلاف فيما إذا نوى الأربع. كذا في الخلاصة.

نوى أن يتطوع أربعا وشرع فهو شارع في الركعتين عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -. كذا في القنية.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٣١ : (وقضى ركعتين لو نوى أربعا) غير مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره (ونقص في) خلال (الشفع الأول أو الثاني) أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل اتفاقا والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول. (كما) يقضي ركعتين (لو ترك القراءة-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٣٢ :(قوله أو الثاني) أي وكذا يقضي ركعتين لو أتم الشفع الأول بقعدته ثم شرع في الثاني فنقضه في خلاله قبل القعدة فيقضي الثاني فقط لتمام الأول، لكن ينبغي وجوب إعادة الأول لترك واجب السلام مع عدم انجباره بسجود سهو كما هو الحكم في كل صلاة أديت مع ترك واجب، ولا يخالف ذلك كلامهم هنا، لأن كلامهم في لزوم القضاء وعدمه بناء على الفساد وعدمه والإعادة هي فعل ما أدي صحيحا مع الكراهة مرة ثانية بلا كراهة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ /۴۳۲ : سوال—صلوۃ التسبیح پوری پڑھ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ تسبیحات تین سو سے کم پڑھی گئی ہیں تو کیا سجدۂ سہو کر لینے سے تلافی ہو جائے گی؟ اگر اس سے تلافی نہ ہو تو تلافی کی صورت کیا ہے؟

الجواب—اگر نماز پوری کرنے کے بعد یاد آیا کہ تسبیحات کم پڑھی گئی ہیں تو اس کی وجہ سے اس پر سجدۂ سہو لازم نہیں آتا، کیونکہ سجدہ سہو ترک واجب پر مرتب ہوتا ہے، اور تسبیحات واجب نہیں اس صورت میں یہ نماز مطلق نفل ہو گئی، صلوۃ التسبیح کا ثواب حاصل نہ ہو گا۔

কদর ও বরাতে বিশেষ নিয়মে কোনো নামায নেই

প্রশ্ন : আমাদের জামে মসজিদের খতীব সাহেব একদা লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল কদরের ফজীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে বয়ান করতে গিয়ে বেশি বেশি ইবাদত, তেলাওয়াতে কোরআন, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি আদায় করার উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন মুসল্লিগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করলে তিনি সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। সেখান থেকে দু-একটি প্রশ্নোত্তর নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

প্রশ্ন-১. লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল বরাতের নামায কত রাক'আত ও নিয়্যাত কী রকম?

উত্তর : লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল বরাতের নামে কোনো নামায কিতাবে নেই।

প্রশ্ন-২. সাবেক খতীব ও ইমাম সাহেব বলেছেন, ছয় নিয়্যাতে ১২ রাক'আত এবং সালাতুল বরাত ও সালাতুল কদর বলে নিয়্যাত করতে হবে, এটা কি সঠিক?

উত্তর : এ রকম কোনো নামায নেই, তবে তাহাজ্জুদের নিয়্যাতে ইচ্ছা হলে পড়তে পারেন। সালাতুল বরাত ও সালাতুল কদর বলে নিয়্যাত করলে বা ওই নিয়্যাতে নামায পড়া জরুরি মনে করলে গোনাহ হওয়ার আশঙ্কা আছে বা গোনাহ হবে।

Scanned by CamScanner

এখন আমি জানতে চাই, খতীব সাহেবের উত্তরগুলো সঠিক হয়েছে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল বরাতে ইবাদত-বন্দেগী করার ফজীলত কোরআন-হাদীসে প্রমাণিত। তবে ওই সব রাতে নির্ধারিত কোনো ইবাদত শরীয়তে প্রমাণিত নয়। বরং সাধ্যানুযায়ী নফল নামায, তেলাওয়াতে কোরআন, দরূদ শরীফ ও জিকির-এস্তেগফার ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত রাতগুলো কাটানোর চেষ্টা করবে। অতএব, খতীব সাহেবের বক্তব্য সঠিক। (১২/৭৭/৩৮৪৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٥ : وإحياء ليلة العيدين، والنصف من شعبان، والعشر الأخير من رمضان -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٢٥ : وفي الإمداد: ويحصل القيام بالصلاة نفلا فرادى من غير عدد مخصوص، وبقراءة القرآن، والأحاديث وسماعها، وبالتسبيح والثناء، والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٢٣٥ : ولذا منعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصة وإن كانت الصلاة خير موضوع -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷ /۴۴۵ : جواب- حامداومصليا : غسل تحیۃ الوضوء تو اچھی چیز ہے، تمام شب شام ہی سے عبادت میں مشغول رہنا بھی خوش قسمتی ہے مگر اس کا اہتمام والتزام ثابت نہیں۔ ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد آیۃ الکرسی سورۃ اخلاص تین بار پڑھنا ثابت نہیں۔ غیر ثابت چیز کی پابندی کرنا اور اس کو لازم سمجھ لینا دین میں مداخلت ہے۔ اس کی اجازت نہیں۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۵ /۲۸۵ : قاعدہ کلیہ اس باب میں یہ ہیں کہ جوامر کلیا یا جزئیا دین میں نہ ہو اس کو کسی شبہ سے جزو دین علما وعملا بنالینا بوجہ مزاحمت احکام شرعیہ کے بدعت ہے۔

Scanned by CamScanner

একাধিক নিয়্যাতে নফল আদায়

প্রশ্ন : দুই রাক'আত নফল নামাযে একাধিক নামাযের নিয়্যাত করা যাবে কি না? যেমন : ইশরাক, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও ওজু, সালাতুল হাজাত, এরূপ দুই রাক'আত নামাযে তিন-চার প্রকার নামাযের নিয়্যাত করা যাবে কি না?

উত্তর : দুই রাক'আত নফল নামাযে একাধিক নফল নামাযের নিয়্যাত করা যাবে এবং এতে নিয়্যাতের কারণে সাওয়াবও বেশি পাবে। (১২/২০৭/৩৮৮৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /١٩ : وتحصل بفرض أو نفل آخر ما نصه: وإن لم ينوها معه. لأنه لم ينتهك حرمة المسجد المقصودة: أي يسقط طلبها بذلك، أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية، لحديث «إنما الأعمال بالنيات» -

📖 منازل سلوک ص ٦٣ : لیکن آج کل عام صحت کے حالات رات کے وقت اٹھنے کے متحمل نہیں خصوصا علم دین پڑھانے والوں کے لئے کہ دن بھر پڑھا کر دماغ پہلے ہی چور ہو جاتا ہے لہذا ایسے کمزوروں کو چاہئے کہ وتر سے پہلے کم از کم دو رکعت پڑھ لے، توبہ کی نیت سے، حاجت کی نیت سے، تہجد کی نیت سے دو رکعت میں تین مزے لیجئے۔

সালাতুত তাসবীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক'আতের জন্য উঠতে দুবার তাকবীর বলা

প্রশ্ন : আমরা জানি, নফল নামাযে প্রথম রাক'আতে দুই সিজদার পর 'জালসায়ে ইস্তেরাহাত' করে ওঠার সময় তাকবীর বলা সঠিক নয়, অথচ সালাতুত তাসবীহে প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে তাসবীহ পড়ে ওঠার সময় অনেক আলেম তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে যান। এটা ঠিক হবে কি না?

উত্তর : নামাযের প্রত্যেক রুকন আদায়ের সময় তাকবীর বলা সুন্নাত, আর সিজদা থেকে উঠে জালসায়ে ইস্তেরাহাত করা আমাদের মাযহাবে অনুমতি নেই। শুধুমাত্র সালাতুত তাসবীহে সিজদা আদায়ের পর দাঁড়ানো পর্যন্ত একই রুকন বলে গণ্য হবে। তাই একবারই তাকবীর বলা সুন্নাত হবে। অতএব দ্বিতীয়বার তাকবীর বলাটা উচিত হবে না। (১২/৫৪৬/৪০৩৮)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١ /٢٠٠ (٧٨٩) : عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة، يقول: " كان رسول الله

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد " قال عبد الله بن صالح، عن الليث: «ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس».

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ /۴۹۱ : اس وقت تکبیر ثابت نہیں، نیز سجدہ اور قیام کے درمیان جلوس شرعاً غیر معتبر ہے کجلسۃ الاستراحۃ، لھذا سجدہ سے قیام تک انتقال حکماً واحد ہے، اس لئے حسب قاعدہ ایک انتقال کیلئے ایک ہی تکبیر ہوگی، تکرار تکبیر مشروع نہیں۔

সালাতুত তাসবীহে হাতে গুনে তাসবীহ পড়া

প্রশ্ন : সালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে বহু বছর যাবৎ ইমাম সাহেব বলে আসছেন, এ নামায প্রত্যেক মুসল্লি দৈনিক একবার, না পারলে সাত দিনে একবার, না পারলে মাসে একবার, না পারলে বছরে একবার, তাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার হলেও পড়ার জন্য। আমরা এ নামায পড়তে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। তা হলো চার রাক'আত নামাযে ৩০০ বার তাসবীহ পাঠ করার নামায নিয়্যাত বাধার পর হাতে গণনা ছাড়া প্রতি রাক'আত ৭৫ বার তাসবীহ পাঠ করা সম্ভব নয়। এতে নামাযের পুরোপুরি শর্ত পালন হচ্ছে কি না? উপরোক্ত কথার কোনো দলিল আছে কি?

উত্তর : ১০-১৫ বার তাসবীহ অন্তরে স্মরণ রাখা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। প্রয়োজনে হাতের আঙুল চেপে সংখ্যা গণনা করা যেতে পারে। (১৩/৩৯৮/৫২৭৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٨ :لا يعد التسبيحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب وإلا يغمز الأصابع.

Scanned by CamScanner

সালাতুত তাসবীহে দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর তাকবীর তাসবীহের আগে নাকি পরে

প্রশ্ন : সালাতুত তাসবীহের দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় আল্লাহু আকবর বলে দাঁড়াতে হবে কি না? প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সিজদা হতে আল্লাহু আকবর বলে মাথা তোলা যাবে কি না? যদি দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা তোলার বেলায় আল্লাহু আকবর বলে মাথা উঠাতে হয়, তাহলে মাথা তুলে ১০ বার তাসবীহ পড়ার পর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য যখন দাঁড়াবে তখন তো আবার তাকবীর বলে দাঁড়াতে হয়। এখন জানার বিষয় হলো, নিয়ম অনুসারে তো প্রথম রাক'আতের শেষ দিকে দুবার তাকবীর বলা হচ্ছে। একবার সিজদা হতে মাথা তোলার সময় আবার ১০ বার তাসবীহ পড়ার পর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়। ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর 'ইহয়াউল উলূম' কিতাবে দেখলাম, দাঁড়ানোর সময়ও তাকবীর বলতে হবে এবং প্রথম রাক'আতের শেষ সিজদা হতে তাকবীর বলে ওঠার কথা উল্লেখ নেই। তা তো স্বাভাবিক বলতেই হবে, প্রত্যেক রাক'আতে যেভাবে বলে থাকি। সুতরাং সালাতুত তাসবীহ নামাযের এ সমাধান দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : প্রত্যেক নামাযে এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা সুন্নাত, তাকে তাকবীরে ইন্তেকালিয়া বলা হয়। সুতরাং সলাতুত তাসবীহ এর দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতে হবে। তাসবীহ পড়ার পর দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলতে হবে না। (৪/৪৫/৫৮১)

📖 فتح الباري (دار الريان) ٢ /٣٠٢ : وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام -

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ٧ /٤٥- ٤٦ : (ثم ترفع رأسك) من سجدة الثانية (فتقولها عشرا) قبل أن تقوم على ما في الحصن، وهو يحتمل جلسة الاستراحة وجلسة التشهد، قلت : والحمل على جلسة التشهد بعيد -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ /۴۹۱ : اس وقت تکبیر ثابت نہیں نیز سجدہ اور قیام کی درمیان جلوس شرعا غیر معتبر ہے، کجلسۃ الاستراحۃ ،لہذا سجدہ سے قیام تک انتقال حکما واحد ہے اس لئے حسب قاعدہ ایک انتقال کی ایک ہی تکبیر ہوگی، تکرار تکبیر مشروع نہیں۔

Scanned by CamScanner

সালাতুত তাসবীহে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে হাত ছেড়ে তাসবীহ পড়বে

প্রশ্ন : সালাতুত তাসবীহে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে তাসবীহ পড়বে নাকি হাত ছেড়ে দিয়ে তাসবীহ পড়বে? অনেক উলামা হাত বেঁধে তাসরীহ পড়তে বলেন। কেননা এটা 'যিকরে তবীল', আর যিকরে তবীলের সময় হাত বেঁধে রাখা সুন্নাত। যেমন, কিরাতের সময়, কোনটা সঠিক? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : সালাতুত তাসবীহে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ১০ বার তাসবীহ পড়ার সময় হাত বাঁধা ও ছাড়া উভয় ধরনের মত পাওয়া গেলেও হাত না বাঁধার মতটিই বেশি নির্ভরযোগ্য। (১২/৫৪৬/৪০৩৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٣٠٩ : وهو صريح في أن القومة ليس فيها ذكر مسنون وذكر في شرح منية المصلي أن شيخ الإسلام ذكر في شرح كتاب الصلاة أنه يرسل في القومة التي تكون بين الركوع والسجود على قولهما كما هو قول محمد وذكر في موضع آخر أن على قولهما يعتمد فإن في هذا القيام ذكرا مسنونا، وهو التسميع أو التحميد وعلى هذا مشى صاحب الملتقط.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ۴/ ۳۱۴ : سوال- صلوۃ تسبیح کے قومہ میں ہاتھ باندھے رکھے یا کھلے رکھے؟

جواب- کھلے رکھنا ہی معمول بہ ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۳۶۴ : سوال- صلوۃ التسبیح میں قومہ میں ہاتھ باندھ کر تسبیح پڑھنا اولی ہے یا ہاتھ کھول کر؟

جواب- ہاتھ کھول کر پڑھنا چاہئے۔

সালাতুত তাসবীহে স্বশব্দে তাসবীহ পড়া

প্রশ্ন : জনৈক লোক সালাতুত তাসবীহ আদায়কালে নির্দিষ্ট তাসবীহসমূহ স্বশব্দে পড়ল। প্রশ্ন হলো, ওই ব্যক্তির নামায আদায় হবে কি না? যদি হয় এর জন্য সিজদায়ে সাহু দিতে হবে কি না? আদায় না হলে তার কী করতে হবে? প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : নামাযের তাসবীহ নিঃশব্দে পড়া সুন্নাত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির নামায আদায় হয়ে যাবে এবং সাহু সিজদা দিতে হবে না। সুন্নাত ছেড়ে দিলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় না। (১৮/৬১১/৭৭৬০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٨٠ : واحترز بالواجب عن السنة كالثناء والتعوذ ونحوهما وعن الفرض.

📖 فيه أيضا ٢ /٨٢ : [تتمة] قد صرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشيء من الأدعية والأثنية ولو تشهدا فإنه لا يجب عليه السجود.

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١ /٦٩١ : وأما بيان سبب الوجوب فسبب وجوبه ترك الواجب الأصلي في الصلاة، أو تغييره أو تغيير فرض منها عن محله الأصلي ساهيا؛ لأن كل ذلك يوجب نقصانا في الصلاة فيجب جبره بالسجود -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٣ /٢٣ : الجواب- فرض وغیرہ میں ثناء اور رکوع و سجود کی تسبیحات وغیرہ یا تلاوت قرآن مجید ذکر واوراد اور وظیفہ وغیرہ اس قدر زور سے پڑھنا کہ دوسروں کی توجہ ہٹے، نماز پڑھنے والوں کو خلجان ہو۔ وہ بھول جائیں یا ان کے خشوع وخضوع میں یا اعتکاف کرنے والوں کی یکسوئی میں فرق آئے، یا سونے والوں کی نیند میں خلل پڑے (اس طرح پڑھنا) درست نہیں، گناہ کا موجب ہے، لہذا ایسی عادت چھوڑ دینی چاہئے۔

বিতিরের আগে তাহাজ্জুদের নিয়্যাতে দুই রাক'আত নফল

প্রশ্ন : এশার নামাযের পর বিতির নামায পড়ার আগে দুই রাক'আত নফল নামায পড়লে কি তাহাজ্জুদ আদায় হবে? যদি হয় তবে ওই নামাযে কি শুধু নফলের নিয়্যাত করতে হবে, না তাহাজ্জুদের নিয়্যাত?

উত্তর : এশার নামাযের পর বিতির নামাযের পূর্বে তাহাজ্জুদের বা নফলের নিয়্যাতে দুই-চার রাক'আত নফল নামায পড়ে নিলে শেষ রাতে জাগ্রত হতে না পারলেও তাহাজ্জুদের সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে শেষ রাতে পড়া উত্তম। (৫/১০/৭৯০)

Scanned by CamScanner

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ١ /٣٤١ (٢٠١١) :عن ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: «إن هذا السفر جهد وثقل، إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له» -

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ١/ ٢٧١ (٧٨٧) : عن إياس بن معاوية المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا بد من صلاة بليل، ولو ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /٥٢ : وروى الطبراني مرفوعا «لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل». وهو يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم -

📖 وكذا فى رد المحتار ٢ /٢٤

বিতিরের পরে বসে বসে দুই রাক'আত নফল পড়ার ফজীলত

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বিতির নামাযের পরে দুই রাক'আত নামায বসে পড়া অধিক সাওয়াব বলে বর্ণনা করছেন। সুতরাং হুজুর সমীপে সবিনয় জানতে চাই যে উক্ত মাসআলার শরয়ী হুকুম কী হবে?

উত্তর : নফল নামায দাঁড়িয়ে ও বসে উভয় ভাবে পড়া জায়েয, তবে বসে পড়ার চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়াতে দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যায় বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। (৫/৩৪৯/৯৭৫)

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٦ /١٠٩ : والمحققون من أكابرنا على أن إتيانهما قياما أفضل لحديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه عند البخاري قال : سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال : إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر

Scanned by CamScanner

القاعد. فهذا بعمومه يفيد أن التطوع قائما أفضل من الصلاة جالسا مادام يستطيع القيام وهو يعم التنفل بعد الوتر أيضا فالأفضل فيه القيام.

📖 تالیفات رشیدیہ (زکریا) ص ۳۰۵ : جواب- اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو پورا ثواب ہوگا۔اور اگر بیٹھکر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ بیٹھکر پڑھے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھکر پڑھنے میں بھی ثواب پورا ہوتا تھا۔

📖 کذافی امداد الفتاوی ۳ /۲۰۴

📖 وکفایت المفتی ۳ /۲۶۷

রমাজানের শেষ দশকে বেজোড় রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে কদরের নামায

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে রমাজান মাসে শেষের ১০ দিনের প্রত্যেক বেজোড় রাতে তারাবীহর নামায শেষে বিতিরের পূর্বে ইমাম সাহেব ঘোষণা করেন যে কদরের চার রাক'আত পড়ে নিন, প্রথম রাক'আতে সূরায়ে কদর একবার ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে ইখলাস তিনবার। কিন্তু গত বছর একদিন ঘোষণা না দিয়ে তারাবীহ শেষ করা মাত্রই বিতির পড়ে ফেলা হয়, এতে কিছু মুসল্লি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে যে, আজকে কদরের চার রাক'আত পড়তে না পারায় ইমাম সাহেব দায়ী হবেন। ইমাম সাহেব বলেন, বিতিরের পর পড়লেন না কেন? তারা বলল, বিতিরের পর পড়তে অলসতা লাগে। উক্ত মাসআলার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : লাইলাতুল কদরের ইবাদত সহস্র রাতের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। ওই রাতে জাগ্রত থেকে আনুষ্ঠানিকতাবিহীন একাকী যেকোনো ইবাদত করা যায়। তবে কদরের নামায নামে বিশেষ কোনো নামায শরীয়তে নেই। নফলের নিয়্যাতে নফল নামায জামাআতবিহীন সারা রাতই পড়া যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইমাম সাহেবের ঘোষণা দিয়ে বিতিরের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়তে বলা এবং তার বিপরীতে মুসল্লির পক্ষ হতে ইমামকে দায়ী করা কোনোটিই সঠিক নয়। (১০/৬৩৯/৩২৪৩)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢ / ٢٤ (٢٠٢٤) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله» -

📖 فيه أيضا ١ / ١٧ (٣٥) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يقم ليلة القدر، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١١٣ : الأفضل في السنن والنوافل المنزل لقوله - عليه السلام - «صلاة الرجل في المنزل أفضل إلا المكتوبة» -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ /۲۲۴ : احیاء ان لیالی کا مستحب ہے، یہ راتیں عند اللہ بہت متبرک ہیں ان میں جتنی عبادت کی جائے بہت زیادہ باعث اجر ہے، لیکن نوافل باجماعت نہ پڑھنی چاہئیں کیونکہ یہ بدعت ومکروہ ہے۔

আসর ও এশার পূর্বের সুন্নাতের প্রথম বৈঠকে দরূদ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়া

প্রশ্ন : আসর ও এশার ফরযের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত নামাযের প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, এরপর দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়া জরুরি কি না?

উত্তর : চার রাক'আতবিশিষ্ট নফল ও সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা নামায, যথা আসর ও এশার ফরযের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাতের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়া মুস্তাহাব মাত্র, জরুরি নয়। (৯/১৩৩/২৫৩০)

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٤٧ : "بخلاف" الرباعيات "المندوبة" فيستفتح ويتعوذ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء كل شفع منها -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ /۴۹۰ : سنن غیر مؤکدہ میں دو رکعت پر درود شریف اور دعاء پڑھنا اور تیسری رکعت کے شروع میں ثناء پڑھنا افضل ہے۔

Scanned by CamScanner

সুন্নাতের প্রথম বৈঠকে দরূদ ও তৃতীয় রাক'আতে ছানা পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক লোক বলল যে আসরের নামাযের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাতের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়তে হয়, আবার তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে ছানা পড়তে হয়। তার কথা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : চার রাক'আতবিশিষ্ট নফল ও সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা যথা আসর ও এশার পূর্বের চার রাক'আতের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ শরীফ ও তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে ছানা পড়া মুস্তাহাব, জরুরি নয়। (৯/৬৬৩/২৮০০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٦ : (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي) - صلى الله عليه وسلم - (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة -

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ /٥٢ : أما الرباعية المندوبة (غير المؤكدة) ، فإنه يقرأ في القعود الأول التشهد والصلاة الإبراهيمية ويأتي بالاستفتاح والتعوذ في ابتداء الثالثة، أي في ابتداء كل شفع من النافلة.

📖 آپ کے مسائل اوران کے حل (امدادیہ) ٢ /٣٤٤ : غیر مؤکدہ سنتوں اور نفلوں کی دو رکعت پر التحیات کے بعد درود شریف اور دعاء پڑھنا اور تیسری رکعت میں سبحانک اللھم سے شروع کرنا افضل ہے اگر صرف التحیات پڑھ کر اٹھ جائے اور تیسری رکعت الحمد شریف سے شروع کردے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে দরূদ ও তৃতীয় রাক'আতে ছানা পড়া

প্রশ্ন : চার রাক'আত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ, দু'আয়ে মাসূরা ও তৃতীয় রাক'আতের শুরুতে ছানা পড়তে হবে কি না?

উত্তর : চার রাক'আত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ, দু'আয়ে মাসূরা এবং তৃতীয় রাক'আতের শুরুতে ছানা পড়া উত্তম, না পড়লে কোনো অসুবিধা নেই। (৫/১৫/৭৯৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٦ : (ولا يصلى على النبي – صلى الله عليه وسلم – في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلى ناسيا فعليه السهو، وقيل لا شمني (ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها) لأنها لتأكدها أشبهت الفريضة (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي) – صلى الله عليه وسلم – (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة (وقيل) لا يأتي في الكل وصححه في القنية.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /٤٩ :وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل .

وصحح في فتاواه أنه لا يأتي بهما في الكل لأنها صلاة واحدة . ولا يخفى ما فيه فالظاهر الأول.

আসর ও এশার আগের সুন্নাতের প্রথম বৈঠকে দরূদ এবং তৃতীয় রাক'আতে ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়া উত্তম

প্রশ্ন : আসর ও এশার নামাযের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত নামাযের প্রথম বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়লে চলবে? না তাশাহহুদের সাথে দরূদ ও দু'আ মাসূরাও পড়তে হবে?

উত্তর : আসর ও এশার ফরয নামাযের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের সাথে দরূদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা এবং তৃতীয় রাক'আতের শুরুতে সুবহানাকা আল্লাহুম্মা (سبحانك اللهم) ও আউযুবিল্লাহ (اعوذ بالله) পড়াটা জরুরি নয় বরং উত্তম। (৫/১৪৯/৮৫৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /١٦ : (ولا يصلى على النبي – صلى الله عليه وسلم – في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلى ناسيا فعليه السهو، وقيل لا شمني (ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها) لأنها لتأكدها أشبهت الفريضة (وفي

Scanned by CamScanner

البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي) - صلى الله عليه وسلم - (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة (وقيل) لا يأتي في الكل وصححه في القنية.

📖البحر الرائق (سعيد) ٢ /٤٩ : وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل . وصحح في فتاواه أنه لا يأتي بهما في الكل لأنها صلاة واحدة. ولا يخفى ما فيه فالظاهر الأول .

সূর্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পর ইশরাক পড়া

প্রশ্ন : ইশরাকের নামায সূর্যোদয়ের কত মিনিট পর পড়ার নিয়ম? কেউ যদি সূর্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পর ইশরাক পড়ে ফেলে, তার নামাযের হুকুম কী? ইশরাক হবে, না অন্য কিছু? না নামাযই হবে না?

উত্তর : সূর্যোদয়ের কত মিনিট পর থেকে নামায পড়া জায়েয হবে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ উলামাগণ নিরীক্ষণের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০ মিনিট নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং ১০ মিনিটের আগে ফরয ওয়াজিবের নিয়্যাত করে নামায শুরু করলে তা শুদ্ধ হবে না। আর নফল নামায শুরু করা সহীহ হলেও মাকরূহ হবে। নফল নামায শুরু করলে ভেঙে পরে পড়াই উত্তম। (৯/৪৪২/২৮৮৬)

📖البحر الرائق (سعيد) ١ /٢٤٩ : (قوله: ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب إلا عصر يومه) ...وإن كانت الصلاة نفلا فهي صحيحة مكروهة حتى وجب قضاؤه إذا قطعه.

📖فيه أيضا ١ / ٢٥٠ : وذكر في الأصل ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع واختار الفضلي أن الإنسان ما دام يقدر على النظر إلى قرص الشمس في الطلوع فلا تحل الصلاة فإذا عجز عن النظر حلت.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١ /٣٦ : الا فى ثلاث ساعات لا يجوز فيها التطوع ولا يجوز المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة اذا طلعت الشمس حتى ترتفع ... ... واختلفوا فى الوقت الذى يباح فيه الصلاة اذا طلعت الشمس، قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل: مادام الانسان يقدر على النظر الى الشمس فهى فى الطلوع، لا يباح فيه الصلاة واذا عجز عن النظر يباح فيه الصلاة وذكر فى الكتاب اذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمحين -

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٢ /١٤٣ : مشاہدات سے ثابت ہوا کہ طلوع سے نو منٹ بعد آفتاب میں معہود تمازت آگئی اور غروب سے تیرہ منٹ قبل مکروہ وقت شروع ہوا یہ فیصلہ بہت احتیاط سے کیا گیا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مکروہ وقت دونوں جانب اس سے کچھ کم تھا۔

📖 امداد الاحكام (مكتبۂ دار العلوم کراچی) ١ / ٤٠٧ : طلوع آفتاب سے دس منٹ کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے۔

রাসূল (সা.)-এর অনিয়মিত ইবাদত উম্মতের জন্য নিয়মিত করা

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ইবাদত রীতিমতো করতেন না, তা আমরা রীতিমতো করতে পারব কি না? যেমন আসরের সুন্নাত ইত্যাদি।

উত্তর : যে সমস্ত ইবাদত নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রীতিমতো আদায় করতেন না কেউ চাইলে তা ফরয-ওয়াজিবের মতো জরুরি মনে না করে রীতিমতো করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি ফরয-ওয়াজিবের মতো জরুরি মনে করে করা হয়, তাহলে তা মাকরূহে পরিণত হবে। (৬/৩৪/১০৬৬)

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٣/ ٣١ : قال الطيبي : وفيه أن من أصر على أمر مندوب، وجعله عزما، ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ /۴۳ : جس چیز کا استحباب شرعی دلائل سے ثابت ہو اس پر اصرار کرنے اور تارک پر ملامت کرنے سے اس کا استحباب ختم ہو کر اس میں کراہت آجاتی ہے، ... ... اگر یہ شان نہ ہو تو استحباب باقی رہتا ہے۔

কোন নফলের সাওয়াব বেশি

প্রশ্ন : কোন কোন নফল ইবাদত খুব বেশি সাওয়াবের?

উত্তর : গুরুত্ব ও মহত্ত্বের বিচারে নফল ইবাদতের বিন্যাস হাদীসে নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে : সর্বাগ্রে নামায, এরপর তেলাওয়াতে কোরআন, তাসবীহ-তাহলীল, দান-খয়রাত ও রোযা। (৬/৬৯/১০৭৩)

📖 شعب الإيمان (مكتبة الرشد) ٣ /٥١٨ : عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التكبير والتسبيح، والتسبيح أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم والصوم جنة من النار "

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٤/ ٦٧٣ : أنه إذا نظر إلى نفس العبادة كانت الصلاة أفضل من الصدقة والصدقة أفضل من الصوم وإذا نظر إلى كل منها وما يؤول إليها من الخاصة التي لم يشاركها غيره فيها كان الصوم أفضل -

আউয়াবীন ও তাহাজ্জুদে কাযার নিয়্যাত

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি নিয়মিত আউয়াবীন আদায় করে, তাই জনৈক আলেম তাকে বলেন, তুমি আউয়াবীন ও তাহাজ্জুদের সময় উমরী কাযা নামাযের নিয়্যাত করে নেবে। তাতে দুই নামাযের সাওয়াব পাওয়া যাবে এবং কাযাও আদায় হয়ে যাবে। প্রশ্ন হলো, উক্ত আলেমের কথা ঠিক কি না? শরয়ী ফয়সালা দানে হুজুরের মর্জি কামনা করি।

উত্তর : যথাসাধ্য কাযা নামাযগুলো আদায় করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় উমরী কাযার জন্য তাহাজ্জুদ, আউয়াবীন, ইশরাক ইত্যাদির মতো হাদীস

Scanned by CamScanner

শরীফে বর্ণিত নফলগুলো না ছাড়ার কথা এবং কাযা নামাযের দ্বারা এসব নফল একত্রে আদায় না হওয়ার বর্ণনা কিতাবে রয়েছে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে প্রশ্নে বর্ণিত কথটি সঠিক বলা যাবে না। তবে এসব নফলের ব্যাপারে নির্ধারিত সর্বনিম্ন অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে দুই রাক'আত এবং আউয়াবীনের ক্ষেত্রে সুন্নাতসহ ছয় রাক'আত এবং ইশরাকের ক্ষেত্রে দুই রাক'আত মাত্র আদায় করার পর বাকি সময়টুকু বাস্তব উমরী কাযার জন্য ব্যয় করতে পারবে। (৬/৯৪৩/১৫১৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ۲ /۲٤ : أن التهجد لا يحصل إلا بالتطوع؛ فلو نام بعد صلاة العشاء ثم قام فصلى فوائت لا يسمى تهجدا۔

📖 رد المحتار (سعيد) ۲ /۷٤ : قال في المضمرات: الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلاة التي رويت فيها الأخبار. ط أي كتحية المسجد، والأربع قبل العصر والست بعد المغرب.

সুন্নাতে নফল ও নফলে সুন্নাতের নিয়্যাত

প্রশ্ন : সালাতুত তাসবীহ, তাহাজ্জুদ, ইশরাক, আউয়াবীন ইত্যাদি নামাযের নিয়্যাত সুন্নাত না নফল করা ভালো?

উত্তর : সালাতুত তাসবীহ, আউয়াবীন, এগুলো নফল নামায আর তাহাজ্জুদের নামায অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের নিকট সুন্নাত। নফল নামাযের জন্য নফলের নিয়্যাত আর সুন্নাত নামাযের জন্য সুন্নাতের নিয়্যাত করা নামাযীর জন্য উত্তম। কিন্তু সুন্নাত ও নফল নামাযে স্ব স্ব নাম উল্লেখ না করে শুধু নামাযের নিয়্যাত করলেও যথেষ্ট হয়ে যায়। (৫/১০/৭৯০)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ۱ /۲۸٦ : نقول المصلي لا يخلو، إما أن يكون متنفلاً أو مفترضاً، فأما إن كان متنفلاً لا تكفيه نية مطلق الصلاة، لأن الصلاة أنواع في منازلها لو أدياها منزلة النفل، فانصرف مطلق النية إليه، وفي صلاة التراويح يكفيه أيضاً مطلق النية عند عامة المشايخ؛ لأنها سنّة الصحابة،

Scanned by CamScanner

وفي سائر السنن تكفيه مطلق النية على ظاهر الجواب، وبه أخذ عامة المشايخ.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٢٤: ثم اعلم أن ذكره صلاة الليل من المندوبات مشى عليه في الحاوي القدسي. وقد تردد المحقق في فتح القدير في كونه سنة أو مندوبا، لأن الأدلة القولية تفيد الندب؛ والمواظبة الفعلية تفيد السنية...هذا خلاصة ما ذكره " ومفاده اعتماد السنية في حقنا لأنه- صلى الله عليه وسلم - واظب عليه بعد نسخ الفرضية، ولذا قال في الحلية: والأشبه أنه سنة -

দ্বীনি বয়ান চলাকালে মসজিদে নফল ও উমরী কাযা পড়া

প্রশ্ন : মসজিদে কিছু লোক আউয়াবীন, ইশরাক বা উমরী কাযা নামায পড়ছেন, পাশাপাশি দ্বীনের আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য কোনটির? বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : মসজিদে নফল ইবাদত যেমন করা যায়, দ্বীনের সহীহ আলোচনাও করা যায়। তবে একের দ্বারা অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হওয়ার প্রতি লক্ষ রাখাও জরুরি। প্রত্যেকে একটু খেয়াল করে চললে অসুবিধা হয় না। (৬/৫৪৩/১২৯৭)

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٦ /١٠١ : نمازاور وظیفہ پڑھنے میں خلل آئے اس طرح تعلیم کرنا منع ہے، مگر تعلیمی سلسلہ بھی بہت اہم اور مفید ہے اس لئے دونوں سلسلے جاری رہ سکیں ایسی صورت اختیار کی جائے مسجد بڑی ہو تو اس کے کسی گوشہ میں یا برآمدہ یا صحن میں تعلیم ہو تو دونوں سلسلے جاری رہ سکتے ہیں۔

📖 فیہ ایضا ٣ /١٦٣ : الجواب- نمازیوں کے حرج ہو اور وظیفہ پڑھنے والے مصلیوں کو تشویش ہو اس طرح پر مسجد میں تعلیم کرنا منع اور مکروہ ہے، لیکن تعلیم (فضائل اعمال اور فقہی مسائل سے واقف کرنا) بھی نہایت ضروری ہے۔

Scanned by CamScanner

ইমামতির স্থান পরিবর্তন করে সুন্নাত-নফল পড়া উত্তম

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ফরয নামায পড়া শেষ করে সুন্নাত-নফল নামায সে স্থানে পড়া উত্তম নাকি, স্থান পরিবর্তন করে পড়া উত্তম?

উত্তর : ইমাম সাহেব ফরয নামায শেষ করে সুন্নাত নামায ডানে-বামে বা পেছনে এসে আদায় করা উত্তম। (১৮/৬৬৩/৭৭৬৬)

📖سنن ابى داود (دار الحديث) ١/ ٢٩٢ (٦١٦) : عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول».

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٣١ : وفي الجوهرة : ويكره للإمام التنفل في مكانه لا للمؤتم، وقيل يستحب كسر الصفوف. وفي الخانية يستحب للإمام التحول ليمين القبلة يعني يسار المصلي لتنفل أو ورد. وخيره في المنية بين تحويله يمينا وشمالا وأماما وخلفا وذهابه لبيته، واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرة، ما لم يكن بحذائه مصل ولو بعيدا على المذهب.

رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٣١ : (قوله يكره للإمام التنفل في مكانه) بل يتحول مخيرا كما يأتي عن المنية، وكذا يكره مكثه قاعدا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها كما في شرح المنية عن الخلاصة، والكراهة تنزيهية كما دلت عليه عبارة الخانية (قوله لا للمؤتم) ومثله المنفرد، لما في المنية وشرحها: أما المقتدي والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز، والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر. (قوله وقيل يستحب كسر الصفوف) ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين للكل في الصلاة البعيد عن الإمام، وذكره في البدائع والذخيرة عن محمد، ونص في المحيط على أنه السنة كما في الحلية، وهذا معنى قوله في المنية: والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر:

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৪

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner